বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার ঃ—

উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী

(বঙ্গানুবাদ সহ)

[দ্বিতীয় খণ্ড]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ

১৩৬০
ফাল্গুন
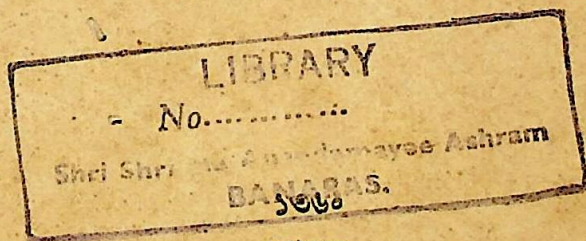
বসুমতী -- সাহিত্য -- মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মূল্য—দুই টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা

1|18

সূচীপত্র

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	...	১
পরমহংসোপনিষৎ	...	৫৫
সন্ন্যাসোপনিষৎ	...	৭৪
নীলরুদ্রোপনিষৎ	...	৮৯
চূলিকোপনিষৎ	...	৯৮
আরুণেয়োপনিষৎ	...	১০৭
কঠশ্রুত্যুপনিষৎ	...	১১৮
জাবালোপনিষৎ	...	১৩৩
পিণ্ডোপনিষৎ	...	১৪৯
আত্মোপনিষৎ	...	১৫৩
ষট্‌চক্রোপনিষৎ	...	১৫৯
ভৃগূপনিষৎ	...	১৬৭
শিক্ষোপনিষৎ	...	১৮১
ব্রহ্মবিদোপনিষৎ	...	২০৪
নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ	...	২২২
পৈঙ্গলোপনিষৎ	...	৩৩০
তুরীয়াতীতোপনিষৎ	...	৩৬০
বাসুদেবোপনিষৎ	...	৩৬৪
শাণ্ডিল্যোপনিষৎ	...	৩৭০
নারায়ণোপনিষৎ (ক)	...	৪৭১
নারায়ণোপনিষৎ (খ)	...	৪২১

॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

—০:*:০—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব-নিষ্ঠ মনীষীরা ঈশ্বর-তত্ত্ব-নিরূপণে তৎপর হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-প্রসঙ্গে ব্রহ্মনিরূপণার্থ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।—এই বিশ্বসৃষ্টির প্রতি ব্রহ্মই কি কারণ? অথবা অকারণেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে? আমরাই বা কেন জন্মধারণ পূর্ব্বক জীবিত আছি? প্রলয়সময়ে ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিবৃন্দের জীব কোথায় বাস করে আর কি কারণেই বা আমাদিগকে সুখদুঃখভোগের অধীন হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়? ১ ॥

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২ ॥

কালই কি জগদুৎপত্তির হেতু? দেখিতে পাইতেছি, কালে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে; সুতরাং কালকে সৃষ্টির হেতু বলিলে অসঙ্গত হইতে পারে না। কিংবা স্বভাবই কি ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির কারণ? যেমন বহ্নিতে উষ্ণতা, জলে শৈত্য ইত্যাদি গুণ স্বভাবসিদ্ধ, তদ্রূপ সমস্ত বস্তুর নৈসর্গিক গুণেই বোধ হয় ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নিয়তি কি এই সমগ্র অখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির হেতু? * কিংবা কোন বিনা কারণে হঠাৎই কি এই বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে? অথবা আকাশাদি ভূতপঞ্চক এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কারণ? আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মাকেই কি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বলিয়া বোধ হয়? এই সমস্ত বিষয় স্থির করা কর্ত্তব্য। যদি কালাদিকে জগৎকারণ বলা যায়, তাহা হইলে এই সন্দেহ জন্মে যে, কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা (আকস্মিক প্রাপ্তি), আকাশাদি ভূতপঞ্চক ও আত্মা, ইহারা একত্র হইয়া কি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিতেছে, অথবা পৃথগ্রূপেই ইহার উৎপাদন করিতেছে? কালাদিকে পৃথগ্রূপে সৃষ্টির হেতু বলিয়া বিবেচনা হয় না, কারণ, আমরা বিলক্ষণ বুঝিতেছি যে, দেশ, কাল ও নিমিত্ত ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের একটি পদার্থও সমুৎপন্ন হয় না, সুতরাং কালাদিকে পৃথগ্রূপে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির কারণ বলা যাইতে পারে না। তবে আকাশাদি ভূতপঞ্চক একত্র হইয়াই কি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিতেছে? ইহাও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ দেখা

* পাপপুণ্যাদি প্রাক্তনক্রিয়াকেই নিয়তি বলে।

যায়, ভূতপঞ্চকের বিলয় ঘটিলেও আত্মা বর্ত্তমান থাকে, তবে জীবাত্মাকেই ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির হেতু বল। তাহাও অসম্ভব; যে হেতু, জীবাত্মা স্বাধীন নহে, জীব নিরন্তর সুখদুঃখের হেতুভূত পাপপুণ্যকর কার্য্যের বশীভূত থাকে, সুতরাং কর্ম্মানুবর্ত্তী আত্মার ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব ॥ ২ ॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩ ॥

এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির নানা হেতু দেখিয়া অধুনা প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।—ব্রহ্মবিজ্ঞাননিষ্ঠ মনীষিগণ সদগুরুর আশ্রিত ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া এই নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরমাত্মা পরাৎপর পরমেশ্বর যখন মায়ার (প্রকৃতির) আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় তাঁহার কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি হইতেই এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জাত হয়। ঈশ্বরের সেই শক্তিকে অপর কেহ দেখিতে পায় না। ঐ শক্তি নিরন্তর নিজগুণ দ্বারা সমাবৃত থাকে। প্রকৃতির কার্য্য পৃথিবী প্রভৃতি, মানবগণ তাহাই দেখিতে পায়; কিন্তু তাহার হেতু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ কর্ত্তৃক কাল, স্বভাব ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত কারণ-সমূহ নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে; কাল ও আকাশাদি ভূতগ্রাম তাঁহার অধীন। সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষাত্মক পরমেশ্বরই এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদক; তদ্‌ব্যতীত আর কাহারও কিছু সৃষ্টির সামর্থ্য নাই, ইহাই মীমাংসিত হইল ॥ ৩ ॥

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্‌ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥৪॥

অধুনা ব্রহ্মচক্রের বিষয় বলা যাইতেছে।—এই ব্রহ্মচক্রই অনাদি ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির হেতু বলিয়া তত্ত্বদর্শী সুধীগণ স্থির করিয়াছেন। অসীম আকাশ সেই চক্রের নেমি (শেষ সীমা)। প্রকৃতির সত্ত্বাদি ত্রিগুণ দ্বারা ঐ ব্রহ্মচক্র সমাচ্ছাদিত আছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই ভূতপঞ্চক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ষট্‌ক সর্ব্বসমেত ষোড়শ পদার্থ চক্রের প্রান্তসীমা। তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই বিকারপঞ্চক, অষ্টাবিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি ও অষ্টসিদ্ধি এই পঞ্চাশটি চক্রের অর (পাখা)। নেত্র, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, চর্ম্ম, বাক্, পাণি, পায়ু, ও উপস্থ এই ইন্দ্রিয়দশক এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, বচন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দ এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয়বিষয়, এই কুড়িটি চক্রের প্রত্যর (চক্রপাখার দৃঢ়তাসাধক কীলকস্বরূপ)। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতি; ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই অষ্টধাতু; অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য; জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই অষ্টবিধ ভাব; ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ, পিশাচ এই অষ্টদেব এবং দয়া, শান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই অষ্টবিধ গুণ) ইহাকেই ছয়প্রকার অষ্টবর্গ বলে। ব্রহ্মাণ্ডে এই ছয় প্রকার অষ্টবর্গ বিদ্যমান আছে। স্বর্গ, পুত্র ও অন্নাদির বাসনাকে ব্রহ্মচক্রের পাশ কহে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান

ঐ ব্রহ্ম চক্রের মার্গত্রয় এবং পাপ ও পুণ্য, দেহ ও ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি ইত্যাদি দুই দুইটিকে ব্রহ্মচক্রের নিমিত্ত বলা যায়॥ ৪ ॥

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং পঞ্চপ্রাণোর্ম্মি-পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ ॥ ৫ ॥

যে ব্রহ্মচক্রের উল্লেখ হইল, অধুনা উহাকে নদীরূপে বর্ণনা করা যাইতেছে।—নেত্র, কর্ণ, নাসা, রসনা, ও ত্বক্ এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি ঐ নদীরূপ ব্রহ্মচক্রের জল। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ কারণীভূত এই ভূতপঞ্চক দ্বারা ঐ নদী অতি ভীমমূর্ত্তি ধরিয়া বক্রভাবে বিদ্যমান আছে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চককে ঐ নদীর তরঙ্গ বলা যায়। নেত্রাদি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকজন্য কারণস্বরূপ মনঃ এই সংসাররূপ নদীর মূল। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই ইন্দ্রিয়বিষয়পঞ্চক ঐ নদীর আবর্ত্ত (জলপাক বা ঘূর্ণি); ঐ আবর্ত্তেই প্রাণিবৃন্দ নিমগ্ন হয়। গর্ভদুঃখ, জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ ও মৃত্যুদুঃখ এই পঞ্চবিধ দুঃখে ঐ নদীর বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ, লোভ ও মোহে পরিপূর্ণ বলিয়া ঐ নদী যার-পর-নাই দুঃখদায়িনী ॥ ৫ ॥

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মচক্রস্বরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কীটাদি যাবতীয় জীবকুলের জীবনক্ষেত্র। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডেই প্রাণিবৃন্দের বিলয় ঘটিতেছে। জীবকুল যে এই ব্রহ্মচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষী

ইত্যাদি বিবিধ যোনিতে বিচরণ করিতেছে, জীব ও পরমাত্মার ভেদবোধই তাহার প্রধান হেতু। যখন নিত্যজ্ঞানবলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই জীবের মুক্তি ঘটে। ইহা দ্বারা এই বুঝিতে পারা গেল যে, যাহারা অনাত্মদেহে আত্মজ্ঞান করিয়া জীব ও ঈশ্বরকে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগকে এই সংসারে বার বার জন্ম-মরণাদি ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া চক্রভ্রমিবৎ ভ্রমণ করিতে হয় এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে যাহাদের অভেদজ্ঞান হয়, তাহাদিগকে আর সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না; তাহারা অনন্তকাল নিত্যসুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ৭ ॥

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মায়িক ব্রহ্মই জগৎসৃষ্টির হেতু এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষ ঘটে; কিন্তু মায়াত্যাগ না হইলে কখন মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই, তখন মোক্ষ একেবারে অসম্ভব হইল। এই বিষয়ের উপসংহারে বলা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম মায়াযুক্ত হইয়াই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন সত্য, কিন্তু উপাসনাসময়ে সেই নির্গুণ পরংব্রহ্মকেই উপাসনা করিবে। গুরুসকাশে গমন করিয়া মায়াবিরহিত ব্রহ্মের উপাসনা করিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। সংসারের সহিত ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই, সাংসারিক কোন কার্য্যেই তিনি লিপ্ত নহেন। তিনি নির্গুণ, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সকল বস্তুতেই তিনি নির্লিপ্ত, অচল, কূটস্থ ও নিত্য। ব্রহ্মতত্ত্বদর্শী মনীষীরা

সেই নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানে নিরত ও জন্মজরামরণাদি সংসারমায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া পরংব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগকে আর যোনিযন্ত্রণায় সংক্লিষ্ট হইতে হয় না ॥ ৭ ॥

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনাশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৮ ॥

ইত্যগ্রে কেবলমাত্র পরংব্রহ্মই স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদবোধ হইলেই মানবগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ উপাধিগত ভেদ ব্যতীত জীব ও পরমেশ্বরে আর কোন প্রভেদ নাই। সেই ঈশ্বরই ব্যক্ত ও অব্যক্ত কার্য্যকারণস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন। অনীশ্বর জীব ভোগে আসক্ত হইয়া অবিদ্যার কর্ম্ম স্বরূপ ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক বশীভূত হইয়া বিদ্যমান আছে; সুতরাং সোপাধিক জীব ও নিরুপাধি পরমাত্মার অভেদবোধ দ্বারা জীব সংসারপাশ ছেদন পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করে॥ ৮ ॥

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইল যে, ব্যক্তাব্যক্ত এই ব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই রক্ষিত হইতেছে এবং জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রামের বশীভূত হইয়া বিদ্যমান আছে, কেবলমাত্র যে জীব ও পরমের পার্থক্য, তাহা নহে, আরও বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পরমাত্মা সর্ব্ববিৎ, কিন্তু জীব অজ্ঞ। পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ও অজ্ঞ অনীশ্বর জীব উভয়ই জন্মরহিত। অদ্বিতীয় নিত্য প্রকৃতির আশ্রয় বশতঃই আত্মা জীব উপাধি ধারণ

করত ভোগকর্ত্তা হইয়া থাকে। ভোগ্য পদার্থপুঞ্জ প্রকৃতির বিকারস্বরূপ। আত্মার অন্ত নাই, এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার স্বরূপ, তিনি অকর্ত্তা; সংসারধর্ম্মে তিনি কদাচ লিপ্ত নহেন। পরমাত্মা, জীব ও প্রকৃতি এই তিনটি বস্তুকে সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলেই পরংব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে; সুতরাং মোক্ষলাভ হয়। ৯ ॥

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধানাদ্‌যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্‌ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০ ॥

এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড নিত্য নহে, নশ্বর। সেই চিদানন্দময় অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রাণিবৃন্দের অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া দেন। সেই অদ্বিতীয় পুরুষ-প্রবরের আশ্রয়েই জীব ভোগ্যপদার্থ সকল ভোগ করে। সেই পরমপুরুষের নামকীর্ত্তন, পরমাত্মাতে ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগসাধন ও নিরন্তর আমিই সেই ব্রহ্মের অংশ, এইরূপ তত্ত্বনির্ণয় দ্বারা মনুষ্য জগতসংসারের মায়া হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং মুক্তিপদের অধিকারী হয় ॥ ১০ ॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১১ ॥

পরমেশ্বরের ধ্যান দ্বারা যে কি ফল হয়, তাহা যার পরনাই অদ্ভুত। তাঁহার ধ্যানমহিমা আশ্চর্য্য। কিয়ৎপরিমাণে তদীয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেও পুত্রকলত্রাদিসংসারমায়াস্বরূপ অজ্ঞানপাশ ছেদন করা যায়। সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রকৃততত্ত্ব জানিতে পারিলে আর অজ্ঞানজনিত ক্লেশরাশি বিদ্যমান থাকে না এবং জন্ম-জরা-মরণাদি সংসার-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। ব্রহ্মধ্যানের

তৃতীয় ফল এই যে, পরমেশ্বরের চিন্তা করিলে প্রাণিবৃন্দ চরমসময়ে দেহান্তর ধারণ পূর্ব্বক দেবযানপথে তৎসকাশে গমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নিখিল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, তৎপরে ঐশ্বর্য্য-ভোগের তৃষ্ণা প্রশমিত হইলে পূর্ণানন্দময় পরব্রহ্মে অনুপম আনন্দ প্রাপ্ত হয়। তাহার সে সুখের হানি কোন কালেই ঘটে না॥ ১১॥

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥ ১২॥

পরংব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিলে পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয়, সুতরাং যত্নসহকারে সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নিরন্তর স্বীয় আত্মাতে ধ্যান করিবে। জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বর ভিন্ন এই সংসারে আর কিছুই জ্ঞাতব্য বিষয় নাই। একমাত্র পরমাত্মা পরমেশ্বরই এই সংসারে আরাধনীয়। তাঁহার উপাসনা দ্বারাই জন্ম সার্থক হয়। যে সকল ব্যক্তি সেই ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির ধ্যান করে, তাহারাই পরমশান্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্ব্যতীত কাহারও ভাগ্যে উক্তরূপ শান্তি-লাভের আশা নাই। অতএব জীব, ভোগ্য পদার্থ ও সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর এই তিনকে অভিন্নরূপে বিদিত হইয়া নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান করিবে। আত্মাতে ব্রহ্মচিন্তা করিলেই তৎপ্রসাদে মুক্তিলাভ হয়। স্বীয় আত্মাতে ব্রহ্মধ্যান অর্থাৎ আত্মনির্ণয় না করিয়া যদি শত শত তীর্থে ভ্রমণ করা যায়, তাহাতেও কোন ফল দর্শে না। হস্তস্থ অন্ন ত্যাগ পূর্ব্বক কূর্পর (কনুই) লেহন করিলে কি কদাচ ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে? যাহারা আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে

নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যলাভের আশায় তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করে, তাহারা কাচমূল্যে হস্ততলগত মহামূল্য মণিও বিসর্জ্জন করিতে পারে ॥ ১২ ॥

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১৩ ॥

প্রণব (ওঁ) এই শব্দ আত্মতত্ত্ব-নিরূপণের প্রধান সহায় ও নিদান। যেরূপ অরণি-(অগ্নি-উৎপাদক কাষ্ঠ) মধ্যস্থ বহ্নি অদৃশ্যভাবে থাকে, কাহারও নেত্রগোচর হয় না এবং কাষ্ঠমধ্যে যে বহ্নি বিদ্যমান আছে, তাহাও উপলব্ধ হয় না, অনন্তর যখন কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করা যায়, তখন ঐ কাষ্ঠ হইতে বহ্নির আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ প্রণব দ্বারা শরীর মন্থন করিলে আত্মতত্ত্ব বিদিত হইতে পারা যায়। অর্থাৎ সদ্‌গুরু-সকাশে উপদিষ্ট হইয়া একাগ্রমনে ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে আত্মাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১৪ ॥

যাহারা স্ব-শরীরকে অরণি (অগ্ন্যাধানকাষ্ঠবিশেষ) ও ওঙ্কারকে উত্তরারণি (ঘর্ষণকাষ্ঠস্বরূপ) করিয়া ব্রহ্মচিন্তনরূপ ঘর্ষণ করে, তাহারা জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা নিগূঢ় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥ ১৫ ॥

তিলমধ্যে যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে তৈল বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তাহা দেখা যায় না, পরে যন্ত্র দ্বারা ঐ তিলসকল নিপীড়ন

করিলে আশু তিল-মধ্যস্থ তৈল বহির্গত হয়, যেরূপ দধিতে সর্ব্বদাই ঘৃত বিদ্যমান আছে, মথনের অগ্রে তাহা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ঐ দধি মন্থন করিলেই ঘৃত প্রত্যক্ষ হয়, যেরূপ নদীখাতে আপাততঃ জলের আবির্ভাব হয় না, কিন্তু ভূমিখনন করিলে জল সমুত্থিত হয়, যেরূপ অরণিগর্ভে যে বহ্নি আছে, তাহা মন্থানদণ্ডদ্বারা ঘর্ষণ না করিলে প্রজ্বলিত হয় না, যখন উভয় কাষ্ঠে পরস্পর সংঘর্ষ হয়, তখন আশু প্রজ্বলিত অগ্নি বহির্গত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সর্ব্বভূতের হিতসাধন, ইন্দ্রিয়সংযম ও মননাদি তপস্যা দ্বারা স্বীয় আত্মাতে পরাৎপর পরমব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরমিতি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যেরূপ দুগ্ধমধ্যে তাহার সারভূত ঘৃত বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান আছেন। কোন স্থলেও তাঁহার অপ্রকাশ নাই, তিনি সর্ব্ববস্তুর সাররূপে বিদ্যমান। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরই স্বীয় অবিদ্যা-(অজ্ঞান) নাশের ও তপস্যার মূলীভূত নিদান। তিনিই সাধুগণকে সৎকর্ম্ম করাইয়া বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। উপনিষৎ দ্বারাই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রতিপাদিত করা যায়। উপনিষৎসমূহে তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নিং জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরত ॥ ১ ॥

কিরূপে ধ্যান করিতে হয়, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।— যখন ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয়ে নিরত হইয়া বাহ্যবিষয় হইতে চিত্তকে সংযত করত একাগ্রমনা হইয়া পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবে। এই আদিত্যদেব সেই পরাৎপর পরমাত্মার তেজঃস্বরূপ বহ্নি দর্শন পূর্ব্বক এই ব্রহ্মাণ্ডে তেজঃ বিস্তার করিতেছেন এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি অধি-দেবগণ সেই পরংব্রহ্মের মাহাত্ম্যপ্রভাবে স্ব স্ব আধিপত্য প্রকাশ করিতেছেন। আমরা যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য-দর্শনে তাহা দেবকৃত বলিয়া বিবেচনা করি, তৎসমস্ত সেই পরমপুরুষ পরংব্রহ্মের মহিমা ব্যতীত আর কাহারও মাহাত্ম্যের ফল নহে ॥ ১ ॥

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
সুবর্গেয়ায় শক্ত্যে ॥ ২ ॥

যখন আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সদ্‌গুরুর প্রসাদে দেহেন্দ্রিয় সুস্থির করি, তখন স্বর্গলাভের নিদান পরমাত্মধ্যানে যথাশক্তি প্রয়াস পাই। এই প্রকারে দৃঢ়সংকল্প হইয়া সেই আত্মতত্ত্বচিন্তা করিলে পরম আনন্দলাভ হয় ॥ ২ ॥

যুক্তায় মনসা দেবান্ সুবর্য্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্॥ ৩॥

যখন ধ্যান করিবে, তখন সূর্য্যদেব-সকাশে এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয়,—হে দিনকর! আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত করুন। আমাদিগের নেত্র সামান্য রূপদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া ব্রহ্মরূপদর্শনে নিযুক্ত হউক। শ্রুতিপুট সামান্য কথা শ্রবণ না করিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত আকর্ণন করুক। বাগিন্দ্রিয় অসৎকথা পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করুক। জিহ্বা চর্ব্ব্যচোষ্যাদি রসবোধে ক্ষান্ত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বরসাস্বাদে নিযুক্ত থাকুক। এইরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্রহ্মতত্ত্বসাধনে নিরত হউক। ব্রহ্মজ্যোতিতে আলোক লাভ করিয়া যাহাতে আমরা অতুল আনন্দ অনুভব করিতে পারি, আপনি তাহাই করুন॥ ৩॥

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনা বিদেক ইন্ মহো দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥ ৪॥

বিপ্রগণ নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের মধ্যে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ব্রহ্মময় সূর্য্যদেবের জ্যোতিঃ চিন্তা করিবে। এইরূপ করিলেই সর্ব্বদর্শী সর্ব্ববৃহৎ সূর্য্যদেবের যথেষ্ট স্তব সম্পাদিত করা হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা সেই পরমাত্মার স্তুতিবাদ করে, তাহারাই পরিণামে প্রকৃত ফলের অধিকারী হয়॥ ৪॥

যুজে বা ব্রহ্ম পূর্ব্বং নমোভির্ব্বিশ্লোকা যন্তি পথ্যেব সূরাঃ।
শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা-আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ ৫॥

হে মানববৃন্দ! তোমরা কারণস্বরূপ পরংব্রহ্মে আসক্ত হও, অর্থাৎ প্রণামাদি দ্বারা ব্রহ্মে মন নিযুক্ত কর। সেই পরাৎপর পরব্রহ্মে চিত্ত বিনিবেশিত করিলে তোমাদের অতুল কীর্ত্তি আবহমানকাল স্থায়ী হইবে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি সুরবৃন্দ সেই জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরের পুত্র। তাঁহারা সেই প্রভুর মাহাত্ম্যপ্রসাদেই সুরপুরে নিজ নিজ আধিপত্য করিতেছেন ॥ ৫ ॥

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাভিযুজ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬ ॥

সূর্য্যের নিকট যেরূপে প্রার্থনা করিতে হয়, যেরূপে উপাসনা করিতে হয়, তাহা ইত্যগ্রে কথিত হইয়াছে। কামনার বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সেই কর্ম্মের ফলে ভোগলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং বহ্নি যে কার্য্যে মথন-ভরণাদি করেন, পবন যাহাতে পবিত্রীভূত হইয়া শব্দপ্রয়োগের আনুকূল্য করিয়া থাকেন এবং চন্দ্র যে কার্য্যের পরিপূর্ণতা প্রদান করেন, সেই সেই কর্ম্মে অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমাদি স্বর্গসাধন কার্য্যে চিত্ত বিনিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রাণায়াম ইত্যাদি সমাধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মিলেই পূর্ণানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়, কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবনা কখনই নাই ॥ ৬ ॥

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্মপূর্ব্বম্।
তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥ ৭ ॥

যে প্রকারে আদিত্যরূপী ব্রহ্মের আরাধনা করিতে হয়, তাহা কথিত হইল, ঐ প্রণালীতে ব্রহ্মারাধনাতে অনুরক্ত হও। তদ্রূপ উপাসনাতে ভোগহেতু স্মৃতিবিহিত ও শ্রুতিবিহিত ক্রিয়াকাণ্ড বন্ধন করিতে পারে না। তেজোময় ব্রহ্মধ্যান দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ক্রিয়াকাণ্ড ভস্মীভূত করিয়া ফেলে ॥ ৭ ॥

নিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বকামী মনীষীরা বক্ষঃপ্রদেশ, গলদেশ ও শীর্ষপ্রদেশ উন্নত করিয়া দেহকে ঋজুভাবে স্থাপনান্তে উপবেশন পূর্ব্বক হৃদয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংস্থাপন (নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয় মনের সহিত সংযোগ) করিয়া সদ্‌গুরু-সকাশে লব্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা করিবে। এই প্রকার চিন্তার ফলে ব্রহ্মাক্ষরস্বরূপ প্রণব-রূপ ভেলা দ্বারা ভীতিসঙ্কুল সংসারস্রোতঃ লঙ্ঘন পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। প্রাণায়ামের ফল এই যে, উহা দ্বারা নৈসর্গিক অবিদ্যাজনিত সংসারমায়া দূরীভূত হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বাসীতুঃ।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥

প্রাণায়ামের প্রণালী কি, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—সুধী ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া প্রথমতঃ প্রাণবায়ু সংযম করিবে। তদনন্তর অন্যান্য চেষ্টা পরিহার পুরঃসর প্রাণবায়ু ক্ষীণ হইলে নাসাপুট দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকারে ক্রমে

ক্রমে অভ্যাস নিবন্ধন বায়ু ধারণ করিলে চিত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। চিত্ত বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চলীভাব ধারণ করিলে তখন সেই চিত্ত একমাত্র ব্রহ্মানুসন্ধানে আসক্ত হয়॥ ৯॥

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নি-বালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রবণে প্রযোজয়েৎ॥ ১০॥

কিরূপে ব্রহ্মচিন্তা করিতে হয়, অধুনা তাহা বিবৃত হইতেছে।—সাধক প্রথমতঃ একটি গুহাস্থল আশ্রয় করিবে। ঐ স্থান বিশুদ্ধ, সমতল, প্রস্তর, অগ্নি ও বালুকারহিত, নিঃশব্দ, জলাদি উপভোগদ্রব্যশূন্য ও নির্ব্বাত হইবে। সেই স্থানে সমাসীন হইয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে এবং পরংব্রহ্মে চিত্ত সংযোগ করিতে হইবে। যে স্থলে কোন প্রকার ধ্যানবিঘ্নের সম্ভাবনা নাই এবং সংসারমায়া উপস্থিত হইয়া বিমোহিত করিতে সমর্থ না হয়, ধ্যানক্রিয়ায় তাদৃশ স্থান মনোনীত করাই যোগীদিগের কর্ত্তব্য॥ ১০॥

নীহার ধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥ ১১॥

যোগাভ্যাস করিলে যে সমস্ত চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে।—যাহারা ব্রহ্মচিন্তনে নিরত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি নীহারবৎ বিমলতা ধারণ করে। পরে ধূমবৎ আভা পরিলক্ষিত হয়, তৎপরে সূর্য্যপ্রতিবিম্ববৎ তেজঃপুঞ্জ লক্ষিত হইয়া থাকে। অবশেষে অগ্নিবৎ দীপ্যমান অত্যুষ্ণ বায়ু যেন প্রবাহিত হইতেছে, এই প্রকার বোধ হয়। কোন কোন সময়ে

বোধ হয় যেন, আকাশমার্গ খদ্যোতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কখন বা তড়িচ্ছটাবৎ আলোকমালা লক্ষিত হয়। আবার কখন বা স্ফটিকবৎ আভা দেখিতে পাওয়া যায়। কখন বা এইরূপ প্রতীতি জন্মে, যেন পুরোভাগে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে। এই সমস্ত লক্ষণই ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বরূপ। এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই যোগাভ্যাস সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে ॥১১॥

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌॥ ২ ॥

যখন পৃথিবী, অপ্‌, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পাঞ্চভৌতিক যোগজ্ঞান হয়, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, তেজঃ হইতে রূপ, বায়ু হইতে শ্রুতিশক্তি ও আকাশ হইতে শব্দ এই সমস্ত পঞ্চভূতগুণজ্ঞান জন্মে, তখন সাধকের দেহের যাবতীয় দোষ যোগাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়, রোগজরাদি দুঃখপরম্পরা তাহাকে ক্লেশপ্রদানে সমর্থ হয় না। উক্ত যোগ দ্বারাই মানবগণ জরামরণাদি-শূন্য হইয়া অনন্তকাল নিত্যসুখের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদাঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি যোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দেহ নিরন্তর লঘুভাব ধারণ করে, তদীয় শরীরে অনুক্ষণ আরোগ্য বিরাজ করে, কোন বিষয়ে কোনরূপ বাসনা জন্মে না, বর্ণ সমুজ্জ্বল ও কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য্যশোভা বৃদ্ধি পায়, নিরন্তর শুভ গন্ধ আঘ্রাত হইতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে মলমূত্রাদির লাঘব হয়। তত্ত্বদর্শী মনীষীরা এই সমস্তকে যোগপ্রবৃত্তির

প্রথম চিহ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাহাদিগের দেহে পূর্ব্বকথিত লক্ষণ সকল পরিলক্ষিত হয়, তাহারাই প্রকৃত নিত্য সুখভোগ করিতে পারে ও তাহারাই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত ॥ ১৩ ॥

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥১৪॥

যদি স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বস্তু সকল মৃত্তিকাদি দ্বারা উপলিপ্ত হয়, তাহা হইলে যেমন তাহাদের সমুজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশিত হয় না, কিন্তু অগ্নিসন্তপ্ত ও জলধৌত হইলে তাহাদের নৈসর্গিক তেজঃ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানপ্রভাবে মানববৃন্দ আত্মাকে সমুজ্জ্বল করিয়া নরজন্ম সার্থক করেন এবং যাবতীয় শোকসন্তাপ অতিক্রম পূর্ব্বক মোক্ষ-পদবীতে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্ব্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৫ ॥

যখন স্বীয় আত্মা স্বপ্রকাশ হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করে (আমিই পরংব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ অভেদজ্ঞান জন্মে), তখন জীব অজ্ঞানজনিত সংসারমায়াবর্জ্জিত সনাতন পরাৎপর অদ্বিতীয় পরংব্রহ্মকে বিদিত হইয়া সংসারপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৫ ॥

এষ হি দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স বিজাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্‌জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ১৬ ॥

সেই দেবাদিদেব পরমাত্মাকেই পূর্ব্বাদিদিকবিদিক্‌স্বরূপ বলিয়া জানিবে। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের আদি, তিনিই পুনরায় শিশুরূপে জঠরে

জন্ম ধারণ করেন, তিনি সকলের আদিপুরুষ, সর্ব্বজীবেই তিনি বিরাজ করিতেছেন, এই প্রকারে নিজ আত্মাতে পরমাত্মার জ্ঞান করিতে হয় ॥ ১৬ ॥

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যোগসাধনাদির প্রয়োজনীয়তা যেমন বিবৃত হইল, নমস্কারাদিও তদ্রূপ আবশ্যক। যিনি বহ্নিমধ্যে জ্যোতীরূপে, বারিগর্ভে শৈত্যরূপে এবং এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজমান আছেন, যাঁহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান আছে, শস্যমধ্যে যিনি সাররূপে ও তরুরাজিতে ফলস্বরূপে বিদ্যমান, সেই চরাচর-কর্ত্তা আদিনাথ পরমেশ্বরকে বার বার নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

য একো জালবান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ সর্ব্বাঁল্লোকানীশিত ঈশিনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১ ॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মাকেই জগৎস্বরূপ ও জগৎকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। তিনি যে সময়ে মায়ার সহিত একত্র হইয়াছিলেন, তখনই নিজ

শক্তি দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারই স্বকীয় মায়াবলে এই সমস্ত লোক সৃষ্ট হইয়াছে, তিনিই কখন স্বীয় প্রভুশক্তি দ্বারা আবির্ভূত হন, আবার কোন সময়ে বা স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের এই সমস্ত কার্য্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়॥ ১॥

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাঁল্লোকান্ শত ঈশিনীভিঃ।
প্রত্যঙ্‌জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপাসন্নকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥ ২ ॥

একমাত্র ব্রহ্মই নিজ শক্তিবলে সমগ্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন; এই জন্যই তত্ত্বদর্শী সুধীবৃন্দ এক ব্রহ্মকেই জগৎকর্ত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করেন। জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে অন্য কোন কারণের সাহায্য তাঁহাদিগের নিকট স্বীকৃত নহে। সেই পরংব্রহ্ম সকলের আদি, তিনি অখিল ভুবন সৃষ্টি করিয়া রক্ষা করিতেছেন এবং প্রলয়সময়ে কোপপ্রদর্শন পূর্ব্বক অখিল ভুবন সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহারই মাহাত্ম্যপ্রসাদে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে॥ ২ ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমীং জনয়ন্ দেব একঃ॥ ৩॥

সেই বিরাট্ পুরুষের নেত্রকমল সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ তিনি সকল বস্তুই দেখিতে পান। সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্ব-দ্রব্যেই তাঁহার বাহু এবং অশেষ ব্রহ্মাণ্ডেই তাঁহার চরণকমল বিদ্যমান। তাঁহারই বাহু দ্বারা অনন্ত জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

সেই অদ্বিতীয় ভূতভাবন পরমাত্মাই মানব, পশু, পক্ষী ইত্যাদি জীবসৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই জগৎকারণ জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলাদি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত কারণ ॥ ৩ ॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি সুরগণের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যিনি রুদ্ররূপী, যিনি সর্ব্বকর্ত্তা এবং যিনি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরম পুরুষ আমাদিগকে কল্যাণকরী বুদ্ধি অর্পণ করুন, অর্থাৎ যাহাতে আমরা সেই জ্ঞানালোক দ্বারা পরমপদ দর্শন পূর্ব্বক তাহা লাভ করিতে পারি, তাহা করুন ॥ ৪ ॥

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫ ॥

হে রুদ্র! তোমার যে কল্যাণজনক ভীতিহারক অলৌকিক দেহ আছে, সেই দেহ স্মৃতিমাত্র পাপপুঞ্জ বিদূরিত হয়। তুমি পর্ব্বতস্থায়ী হইয়া অখিল ভূমণ্ডলের কল্যাণ বিস্তার করিতেছ। অধুনা এই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সেই কল্যাণকর দেহ দ্বারা আমাদিগকে দর্শন কর, তোমার শুভকর দর্শনপ্রভাবে আমরা সর্ব্বত্র মঙ্গল লাভ করিব ॥ ৫ ॥

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্রতাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৬ ॥

হে গিরিশন্ত! * তুমি জগতে নিক্ষেপণার্থ করে শরাসন ধারণ করিতেছ, সেই শরাসন দ্বারা আমাদিগকে হিংসা করিও না, কল্যাণকর গিরিশত্ব সমর্পণ কর, আমাদিগকে হিংসা করিও না এবং ত্বদীয় সাকার ব্রহ্মরূপ দেখাইয়া জগতের প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর ॥ ৬ ॥

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মে আত্মসংযোগ পূর্ব্বক সেই পরাৎপর পরংব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই প্রাণিবৃন্দ মোক্ষ লাভ করে। সেই অদ্বিতীয় বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সর্ব্বজীবে গূঢ়ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার দেহের ইয়ত্তা নাই। তিনি একাকী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। অদ্বিতীয় সর্ব্বজগৎকর্ত্তা পরংব্রহ্মকে বিদিত হইলেই জীবসকল অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ৭ ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮ ॥

আমি পরমপুরুষ পূর্ণব্রহ্মকে অবগত আছি। তিনি সর্ব্বজীবগত, সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশিত; এই প্রকারে তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলেই অজ্ঞান দূরীভূত হয় এবং অজ্ঞান ও অজ্ঞানজন্য অসার

---

* যিনি পর্ব্বতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সকলের মঙ্গলবিধান করেন, তাঁহাকে গিরিশন্ত বলে।

সংসারমায়া পরিত্যক্ত হইলেই জীব মৃত্যুকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উত্তমপদলাভের আর কোন উপায় নাই ॥ ৮ ॥

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥ ৯ ॥

সেই পরমপুরুষ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্য পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে অতিসূক্ষ্ম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তরুবৎ নিশ্চল, অথচ নিজ মহিমাপ্রভাবে সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি পূর্ণ ও অদ্বিতীয়; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে কুত্রাপি তাঁহার অভাব নাই, তিনি পূর্ণরূপে সর্ব্বস্থানেই সংস্থিত। অতএব তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলেই সর্ব্বপদার্থ বিদিত হইল ॥ ৯ ॥

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য থেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥ ১০ ॥

কার্য্যকারণস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মকে যাহারা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়, তাহারাই পরমপদ প্রাপ্ত হয়, অমৃতত্ব লাভ করে এবং যাহারা সেই পরমাত্মাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না, তাহারা ভবমায়াপাশে সংবদ্ধ হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মই এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ; কিন্তু তিনি কার্য্যকারণ-বিবর্জ্জিত, তাঁহার রূপ নাই এবং তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপপরিশূন্য। এই প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারিলেই অমরত্ব লাভ করিয়া চিরদিন পূর্ণানন্দ ভোগ করা

যায়; কিন্তু যাহারা সেই ব্রহ্মকে বিদিত হইতে সমর্থ নহে, তাহারা আবহমানকাল অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে ॥ ১০ ॥

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥ ১১ ॥

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই সেই পরমাত্মার মুখ, মস্তক ও গ্রীবাস্বরূপ। তিনি সর্ব্বজীবের বুদ্ধিরূপ গুহাতে শয়ান হইয়া রহিয়াছেন। সেই ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত। সুতরাং তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সর্ব্ববিষয়ে কল্যাণলাভ হয় ॥ ১১ ॥

মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥

সেই পরমাত্মা পরমপুরুষই অতুলমাহাত্ম্যশালী। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকার্য্যে সমর্থ ও সকলের অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আছেন। নিত্য ও জ্ঞানময় সচ্চিদানন্দ পুরুষই জীবকুলকে পরমকল্যাণকরী পরমপদলাভের বুদ্ধি প্রদান করেন ॥ ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্৯প্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

সেই পরমপুরুষের দেহ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত; তিনি সকলের অন্তরাত্মা ও নিরন্তর সর্ব্বলোকের অন্তরে বিদ্যমান আছেন। তিনিই জ্ঞানের অধিপতি ও মনের প্রযোজক। তিনি স্বয়ং অন্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যাহারা এই প্রকারে সেই পরমপুরুষকে অবগত

হইতে সমর্থ হয়, তাহারাই অমর হইয়া চিরদিন নিত্য-সুখভোগের অধিকারী হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১৪ ॥

সেই পরমাত্মা পরমপুরুষের মস্তক অনন্ত, নেত্র অনন্ত, চরণ অনন্ত এবং পরিমাণও অনন্ত। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহ্যে আবরণ পূর্ব্বক বিরাজিত আছেন ॥ ১৪ ॥

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৫ ॥

অসীম ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইবে, এই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা একমাত্র সেই পরমপুরুষ জীববৃন্দের অমৃতত্ব অর্পণ করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে অন্ন দ্বারা যাহা কিছু বর্দ্ধিত হয়, তিনিই তাহার বিধাতা। সেই ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই ব্রহ্মাণ্ডে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহে; সকলকেই সেই পরমাত্মা পরমপুরুষের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইতেছে ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥

সেই ঈশ্বরের হস্ত সর্ব্বত্র প্রকাশিত, সর্ব্বত্রই তাঁহার পাদ বিদ্যমান এবং সর্ব্বস্থলে সর্ব্বকালেই সেই বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের নেত্র, মস্তক ও বদন বিদ্যমান। তিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ড আবরণ পূর্ব্বক অবস্থিত। এমন স্থান নাই, জগতে যেখানে তিনি না আছেন। তাঁহার কর্ণ সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান, যেখানে যাহার মুখ হইতে যে বাক্য

উচ্চারিত হয়, সমস্ত তাঁহার শ্রুতিপুটে প্রবেশ করে, যে যে কোন কার্য্য করে, তৎসমস্তই তিনি জানিতে পারেন ; তাঁহার অগোচর কিছুই নাই ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ ১৭ ॥

জগৎপাতা জগদীশ্বরের নেত্র, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে, অর্থাৎ তিনি সমস্তই শ্রবণ করিতে পান, সমস্তই দেখিতে পান, সমস্ত দ্রব্যের আস্বাদ জানেন ও সকল বস্তুর আঘ্রাণ লইতে পারেন এবং তাঁহার সকল বস্তুরই স্পর্শজ্ঞান আছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অবলম্বন। তিনি ব্যতীত পুরুষশ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয় নাই ॥ ১৭ ॥

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৮ ॥

নেত্রযুগল, নাসাযুগল, শ্রুতিযুগল, মুখ, গুহ্য ও উপস্থ—এই নবদ্বারসম্পন্ন দেহপুরীতে তিনিই বিজ্ঞানময় আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের অন্তরে ও বাহিরে সেই পরমপিতা পরংব্রহ্ম অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥১৯॥

সেই পরমদয়াশীল পরমেশ্বরের লৌকিক হস্ত নাই, অথচ তিনি সমস্ত দ্রব্যই গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার চরণযুগল দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু অতি দূরগমনেও তাঁহার সামর্থ্য আছে; চক্ষুঃ নাই, অথচ ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই তিনি দেখিতেছেন; কর্ণ নাই, অথচ জগতের সকল প্রকার শব্দই তিনি শুনিতে পান। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য্যই জানিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে; অতএব তাঁহাকেই জগদাদি পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥ ২০ ॥

সেই পরমপিতা জগদীশ্বর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং মহৎ হইতে মহত্তর। তিনি আব্রহ্মকীট পর্য্যন্ত জীববৃন্দের হৃদয়-কন্দরে আত্মরূপে বিরাজমান আছেন। সেই বিষয়ভোগাসঙ্গপরিশূন্য অদ্বিতীয় মহাপুরুষকে বিদিত হইতে পারিলে সেই করুণাময়ের প্রসাদে শোকমোহাদিপরিমুক্ত হইয়া অনন্তকাল পরমানন্দ ভোগ করিতে পারা যায়॥ ২০ ॥

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্॥ ২১ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

আমি সেই নির্ব্বিকার পুরাতন পুরুষশ্রেষ্ঠকে অবগত আছি। তিনি সকলের আত্মস্বরূপ ও গগনবৎ সর্ব্বব্যাপী। এই প্রকারে সেই পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া জন্ম নিবারণ করিতে পারিলেই সেই ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞ মনীষীরা নিত্য পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১॥

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহেন, অসীমশক্তিবলে স্বার্থনিরপেক্ষ হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্ব পরিপালন পূর্ব্বক অন্তকালে লয় করিতেছেন, সেই পরমাত্মা মহাপুরুষ আমাদিগকে কল্যাণকরী মতি অর্পণ করুন। আমরা যেন আর ভবমায়াজালে আবদ্ধ না হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে চিত্তসমর্পণ করিতে পারি ॥ ১ ॥

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্ বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥ ২ ॥

তিনিই বহ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই পবন, তিনিই সোম, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সলিল এবং তিনিই প্রজাপতি। সেই পরমাত্মা ব্যতীত এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই। এই অখিল সংসার ব্রহ্মময় ॥ ২ ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩ ॥

হে দয়াময় ভগবন্! তুমিই নারী, তুমিই পুরুষ, তুমিই শিশু, তুমিই বালিকা এবং তুমিই বৃদ্ধরূপে দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বত্র জন্মধারণ পূর্ব্বক অনন্ত জগতে বিরাজমান রহিয়াছ ॥ ৩ ॥

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভূতানি বিশ্বা ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর ও রক্তবর্ণ শুকাদি যত নিকৃষ্ট প্রাণী দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই তুমি; গগনমণ্ডলে যে পয়োদমালা সমুড্ডীন দেখা যায়, তাহাও তুমি; সংসারে হেমন্তাদি ছয় ঋতু ও লবণাদি সপ্ত সাগর যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও তুমি। কারণ, তুমিই সকলের আত্মস্বরূপ; সুতরাং তোমার আদি বা অন্ত কিছুই নাই; তোমা হইতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং তুমি ব্যতীত জগৎকারণ আর কিছুই নাই ॥ ৪ ॥

অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণবর্ণাং বহ্বীং প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামজোঽন্যঃ ॥ ৫ ॥

যে নিত্যা, অদ্বিতীয়া, তেজোরূপিণী, তুল্যাকারা প্রকৃতি অসংখ্য প্রজা সৃষ্টি করিয়াছে, নিত্য বিজ্ঞানাত্মা সেই প্রকৃতির সেবা করিয়া অজ্ঞানতিমির পরিত্যাগ করেন। প্রকৃতির আশ্রয়ে ভোগ্য পদার্থ ভোগ করিয়া আত্মা আচার্য্যাদির উপদেশবাক্যে কামকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৬ ॥

বিহঙ্গদ্বয় যেমন এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই জন পতন ও গমনরূপ পক্ষযুগলসম্পন্ন হইয়া একদা সখ্যভাবে সমানাকার একমাত্র দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছেন। তন্মধ্যে জীবাত্মা অবিদ্যাজনিত বাসনার অধীন হইয়া সুখদুঃখাদিরূপ সুস্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, আর পরমাত্মা বিবেকশক্তিসহায়ে ঐ সমস্ত ফল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব লাভ করত নিরন্তর সর্ব্বসাক্ষাৎকারে বর্ত্তমান থাকেন ॥ ৬ ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭ ॥

এক দেহ আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন; কিন্তু জীবাত্মা অজ্ঞানজনিত কর্ম্মফলে অনুরাগাদি গুরুভারে ক্লিষ্ট হইয়া অলাবুবৎ জলনিমগ্ন হয় আর অনিত্য দেহকে আত্মজ্ঞান করে, "আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পৌত্র, আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি গুণশীল, আমি নির্গুণ, আমি সুখী, আমি দুঃখী,

আমার পুত্র মরিয়াছে, আমার পত্নীর মৃত্যু ঘটিয়াছে" প্রভৃতিরূপে কাতরভাবে শোক প্রকাশ করিয়া থাকে, শেষে অবিবেক নিবন্ধন প্রেত, তির্য্যক্ ও নরযোনিতে দেহ ধারণ করে। যদি সেই জীব কদাচিৎ কোন করুণাময় সদ্‌গুরুর উপদেশে যোগপথ আশ্রয় পূর্ব্বক অহিংসা, সত্যধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদিতে আসক্ত হইয়া শমাদিগুণবিশিষ্ট হয়, তখন অসংসারী ও সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কার্য্য, তিনিই সত্য, আর সমস্ত সারহীন। আমিই পরমাত্মার স্বরূপ, এই প্রকারে পরমেতে অভেদ বোধ করিয়া সংসারশোক বিসর্জ্জন করত জীব সংসারপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে ॥ ৭ ॥

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্‌বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮ ॥

গগনবৎ সর্ব্বব্যাপী ত্রিবেদপ্রতিপাদ্য পরংব্রহ্মকে অবলম্বন পূর্ব্বক সুরবৃন্দ নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে না জানে, বৈদিকাদি মন্ত্রে তাহার কি ফল? ঈশ্বরজ্ঞানে অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে মন্ত্র-তন্ত্রে কোন ফল দর্শে না; যাহারা সেই পরমাত্মাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয়, তাহারাই কৃতকৃত্য ॥ ৮ ॥

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ ৯ ॥

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, এতৎসমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডই বেদে উক্ত

আছে। বেদে আরও কথিত আছে যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থপুঞ্জ সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ হইতেই সৃষ্ট। তিনি নির্ব্বিকার হইলেও তাঁহারই মহিমাবলে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হইতেছে। তিনি প্রকৃতিসংযুক্ত হইয়া (ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি উপাধি ধারণ পূর্ব্বক) এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন। আত্মাও তদ্রূপ মায়াসংযুক্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করে এবং মায়াবর্জ্জিত হইলেই মুক্ত হইতে সমর্থ হয়॥ ৯॥

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ১০॥

সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি অদ্বিতীয় বিশ্বকারণ পরংব্রহ্মই মায়া সংযুক্ত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। তদীয় সেই মায়াকেই প্রকৃতি কহে। তিনি যখন প্রকৃতিসংযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে মায়ী বলা যায়। মায়াসংযুক্ত পরমপুরুষের কল্পিত অবয়ব দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ভ্রান্তিবশে রজ্জুতে যেরূপ সর্পজ্ঞান হয়, আবার ভ্রম দূর হইলে আর সর্পজ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ মায়ানিবন্ধন পরমেশ্বরের অবয়বাদি কল্পিত হইয়া থাকে। মায়ার অবসান হইলেই একমাত্র সেই চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধ হয় না॥ ১০॥

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং স চ বিচৈতি সর্ব্বম।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১১॥

সেই কূটস্থ ব্রহ্মই মায়া ও মায়ার ক্রিয়াস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিনি স্বকীয় শক্তির সাহায্যে অসীম ব্রহ্মাণ্ড

ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। আমিই ব্রহ্মের স্বরূপ, এইরূপে সেই পরমপুরুষকে বিদিত হইতে পারিলেই মুক্তিলাভ ঘটে! তিনি অন্তরাত্মরূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত। মায়াবিশিষ্ট পরমব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশিত হয় ও অবসানসময়ে লয় হইয়া থাকে। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, মুক্তিদাতা, বেদাদির স্তবনীয় পরমপুরুষের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেই জীব পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়। জীব ঐ প্রকারে শান্তিলাভ করিলে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হয় এবং নিরন্তর আনন্দ-স্রোতে ভাসমান হইতে পারে ॥ ১১ ॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১২ ॥

যে সর্ব্ববেত্তা পরমাত্মা পরংব্রহ্মরূপী রুদ্র হইতে সুরবৃন্দও সঞ্জাত হইয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে অমরগণ স্ব স্ব মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ইত্যাদি যাঁহার প্রসাদে নিজ নিজ মহিমা প্রকাশ করিতেছেন, যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে কল্যাণকরী বুদ্ধি প্রদান করুন, আমরা যেন তাঁহার কৃপাভাজন হইয়া মায়াপাশ ছেদন পূর্ব্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারি ॥ ১২ ॥

যো দেবানামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈহেশস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩ ॥

যিনি ব্রহ্মাদি অমরগণের অধীশ্বর, যে কারণস্বরূপ পরমেশ্বরে ক্ষিত্যাদি যাবতীয় লোক অধিষ্ঠিত আছে, যিনি অদ্বিতীয় ও পরমাত্মা পরমেশ্বর, যিনি মানবাদি দ্বিপদ ও পশ্বাদি চতুষ্পদ সমস্ত জীববৃন্দের

ঈশ্বর, সেই দেবাদিদেব অখিলনিয়ন্তা ব্রহ্মাণ্ডপাতা জগদীশ্বরকে যজ্ঞাদি দ্বারা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তদীয় উপাসনার বলে সর্ব্বাভীষ্ট-ফললাভ হয় ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৪ ॥

যাঁহাকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়, যিনি প্রকৃতির কার্য্যস্বরূপ দুর্ব্বোধ ভবদুর্গের অন্তঃসাক্ষিস্বরূপ, যাঁহার রূপের ইয়ত্তা নাই, যিনি একমাত্র অসীম ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন পূর্ব্বক বিরাজমান, সেই কল্যাণকারণ পরাৎপর পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলেই জীব পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। আত্মতত্ত্ব বিদিত হইলেই অনিত্য সংসার পরিহার পুরঃসর জীব পরমানন্দলাভে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ১৫ ॥

যখন জীবকুল স্বীয় সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগাবসানে অবসর প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পরংব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই বিশ্বাধিপতি সর্ব্বভূতে নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন। তিনি অব্যক্ত থাকিয়াও সর্ব্বভূতের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া বিরাজমান। সেই সচ্চিদানন্দময় পুরুষে সনকাদি ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ ও ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ ঐক্যবাসনা করেন। সেই বিশ্বাধার সদানন্দ পরমপুরুষকে আত্মার সহিত অভেদভাবে বিদিত হইলেই জীব মৃত্যুপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি সেই পরমানন্দময় পরমাত্মাকে জীবের সহিত অভেদভাবে জানে, তাহাকে সংসারে আর জন্মমৃত্যুজনিত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না ॥ ১৫ ॥

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥১৬॥

সেই পরমেশ্বর পরমসূক্ষ্ম, নিত্যানন্দপূর্ণ ও নিষ্কলুষ। তিনিই জীববৃন্দে সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিলেই জীব মুক্তি লাভ করে। ঘৃতের উপর মণ্ডরূপে যেরূপ সার বস্তু থাকে, ঘৃতবান্ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের সারবস্তুস্বরূপ পরমাত্মা অতি সূক্ষ্মভাবে আছেন, তাহা অকস্মাৎ কেহ বুঝিতে পারে না। তিনি মুক্তিকামী ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে অতি সুখপ্রদ। তিনি বিশ্বসংসার পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংস্থিত। তাঁহাকে সম্যক্‌প্রকারে জানিতে পারিলে জীব ভবপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, আর তাহাকে ভববন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না॥ ১৬॥

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিকৢপ্তো য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৭ ॥

আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াই সন্ন্যাসিগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। এই সর্ব্বব্যাপী দেবাদিদেব পরমপুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। তিনিই নিরন্তর সর্ব্বজনের হৃদয়স্বরূপ মহাকাশে সমাসীন আছেন। তাঁহাকে যাহারা স্বীয় বিবেকশক্তিবলে তন্ন তন্নরূপে বিদিত হইতে পারে, তাহারা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে সংসারে আর পুনরায় আগমন করিতে হয় না॥ ১৭ ॥

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-র্নসন্ন চাসন্ শিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং প্রজ্ঞাচ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৮॥

সেই পরাৎপর ব্রহ্ম সকল সময়েই অব্যক্ত আছেন, ভ্রমনিবন্ধন সকলেরই দ্বিধাবোধ হয়। ফল কথা, একমাত্র পরমেশ্বরই ব্রহ্মাণ্ডের উপাস্য। যখন অজ্ঞান-তিমির দূরীভূত হইয়া যায়, তখন দিবা, রাত্রি, সৎ ও অসৎ কিছুই জ্ঞান থাকে না, কেবল সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমপুরুষই হৃন্মন্দিরে প্রকাশ পাইতে থাকেন। তিনি নিত্য এবং তাঁহাকে যাহারা আদিত্যের তেজঃস্বরূপে আরাধনা করে, তাহাদিগের আরাধনাই প্রকৃত আরাধনা। তাঁহার প্রসাদেই গুরুর উপদেশে বিবেকবুদ্ধির সঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ ১৯ ॥

সেই অনন্তরূপী পরমাত্মা পরংব্রহ্ম সকল স্থানেই অদৃশ্যভাবে বিরাজিত আছেন, কিন্তু ঊর্দ্ধাদি কোন দিকে ও কোন স্থলে তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি পরমদয়াময় পরংব্রহ্ম অদ্বিতীয়। এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার উপমার বস্তু কিছুই নাই। সেই ঈশ্বরের নাম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত ও তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা সকল স্থলেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। আমরা এই অনন্ত জগতে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর করি, তৎসমস্তই জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছে ॥ ১৯ ॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২০ ॥

আমরা যে সমস্ত স্থল নেত্রগোচর করি, দেখিতে পাই, তন্মধ্যে কোন স্থানেও তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হই না। তিনি আমাদিগের সমগ্র

ইন্দ্রিয়ের অগোচর; তাঁহাকে নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারাও দর্শন করিতে পারি না। তাঁহার রূপ কি প্রকার, কেহ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। কেবল নির্ম্মল বুদ্ধি ও সদ্‌গুরুর প্রসাদে যোগাভ্যাস দ্বারা যাহারা সেই পরংব্রহ্মকে হৃৎপদ্মে ধারণ পূর্ব্বক ধ্যান করিতে পারে, তাহারাই সেই পরাৎপর পরমাত্মাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় এবং অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্মমরণাদির হেতুস্বরূপ অবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানরূপ বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়॥ ২০ ॥

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্‌ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥ ২১ ॥

সে জগদ্‌গুরুর কৃপাতেই ইষ্ট, কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধিত হয়; সুতরাং তাঁহাকে উপাসনা করিবে। হে রুদ্র! একমাত্র তুমিই জন্ম, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাশূন্য এবং নিত্য, আর সমস্তই অনিত্য। আমি জন্মজরাদিভয়ে বিত্রস্ত হইয়া তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম এবং মাদৃশ অন্যান্য ব্যক্তি তোমার শরণগ্রহণ করুক। তুমি আমাদিগকে পালন কর, তোমার তত্ত্বনিরূপণে উৎসাহ ও শক্তি সমর্পণ করিলেই আমরা ত্বদ্দত্ত শক্তিবলে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হইব॥ ২১ ॥

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্রভাবিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদসি ত্বা হবামহে॥ ২২ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

হে রুদ্র! তোমার উদ্দেশে বহ্নিতে আজ্যাহুতি সমর্পণ করিতেছি। তুমি রুষ্ট হইয়া আমাদিগকে সংহার করিও না।

আমাদিগের পুত্র, আমাদিগের গোত্রজাত, আমাদিগের আয়ুঃ, আমাদিগের গো ও আমাদের অশ্ব এই সকলের মরণ রহিত করিয়া দেও এবং আমাদিগের যে সমস্ত পরাক্রমশালী কিঙ্কর আছে, তাহাদিগেরও মৃত্যু দূরীভূত কর ।। ২২ ।।

ইতি চতুর্থ অধ্যায় ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাঽবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে ।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ।। ১ ।।

সেই পরমব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই নিহিত আছে। সেই পরমেশ্বরের আদি নাই, অন্ত নাই এবং দেশকালাদি দ্বারা তাঁহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানে অব্যক্তরূপে বিরাজমান আছেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটি তাঁহারই মাহাত্ম্য। অবিদ্যা দ্বারা জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর বিদ্যা মোক্ষ প্রদান করেন। জীব অজ্ঞান নিবন্ধন বার বার জন্মমরণাদি যাতনা ভোগ করিয়া আবদ্ধ থাকে এবং বিদ্যাপ্রসাদে জীব ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া অন্তিমে পরমপদ প্রাপ্ত হয় ।। ১ ।।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ।।২।।

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা জগৎকারণস্বরূপ ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চককে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি প্রথমে সর্ব্ববেত্তা মহর্ষি কপিল, জনক প্রভৃতিকে নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভরণ করিতেছেন এবং এই ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল তিনিই জানিতেছেন ॥ ২ ॥

একৈকং জলং বহুধা বিকুর্ব্বন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা যতয়স্তথেশঃ সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৩ ॥

সেই পরমাত্মা পরংব্রহ্মই দেব, নর, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মায়াময় সংসারক্ষেত্রে বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বর এক জলকেই নানা স্থানে নানাপ্রকারে বিকৃত করিয়া নানারূপ জীব সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মরীচি প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রজাপতিবৃন্দ তাঁহারই সৃষ্ট। সেই মহাপুরুষ সকল বস্তুর ও সমস্ত প্রাণিবৃন্দের অধীশ্বর ॥ ৩ ॥

সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবনিধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৪॥

সূর্য্যদেব যেমন এক স্থলে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভায় অসীম বিশ্ব আলোকিত করিতেছেন, তদ্রূপ অদ্বিতীয় পরংব্রহ্ম নিজ তেজঃপ্রভায় দিক্, বিদিক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সমস্ত স্থান আলোকিত করিয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, সেই দেবাদিদেব ভগবান্ ভূতভাবন ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই উপাস্য। তিনি জগৎকারণস্বরূপ পৃথ্যাদি

ভূতপঞ্চক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদে পৃথিব্যাদি এই অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪ ॥

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্‌যঃ।
সর্ব্বমেতদ্‌বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্‌যঃ ॥৫॥
তদ্‌বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্‌বিদুস্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ ॥ ৬ ॥

বহ্নির উষ্ণতা, বারির শীতলতা ইত্যাদি যে জগৎকারণ জগদীশ্বর হইতে প্রদত্ত, যিনি পাকযোগ্য ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চককে পরিপাক করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়াছেন এবং যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে বিনিযুক্ত করিতেছেন, সেই জগদীশ্বর উপনিষদেও গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছেন। বেদগুহ্য উপনিষদেও যাঁহার মহিমা প্রকাশিত হয় নাই, সেই ব্রহ্মকারণস্বরূপ ব্রহ্মকে ব্রহ্মা অবগত হইতেছেন। যে রুদ্রাদি অমরবৃন্দ ও বামদেবাদি মহর্ষিবৃন্দ পূর্ব্বে সেই পরাৎপর পরমপুরুষকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই মৃত্যুকে বশীভূত করত মুক্তিপদ অধিকার করিয়াছেন ॥ ৫-৬ ॥

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৭ ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর যে জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানকৃত বাসনার আশ্রয়, সেই জীব ফলাভিলাষী হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং সেই স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, কার্য্যকারণের বৈলক্ষণ্যে সেই জীব নানাপ্রকার রূপ পরিগ্রহ করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই জীবে

বিদ্যমান। জীবের পন্থা তিনটি;—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান। জীব কখন ধর্ম্মমার্গের অনুসরণ পূর্ব্বক দুঃখভোগ করে, কদাচিৎ অধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত হইয়া নরকাদিতে ক্লেশ পায়, কখন বা জ্ঞানমার্গে ধাবিত হইয়া মোক্ষপদ প্রার্থনা করে। এই প্রকারে জীব নিজকৃত কর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে॥ ৭॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোহপ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ ৮॥

জীবের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠের ন্যায়, আদিত্যের তেজঃস্বরূপ এবং সঙ্কল্প, অহঙ্কার ইত্যাদির আশ্রয় অর্থাৎ জীব নিরন্তর ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান জীবের নিরন্তরই হইয়া থাকে। ঐ জীব নিজ গুণে, শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানে কিংবা স্বকল্পাত্মিকা বুদ্ধিযোগে অতিসূক্ষ্ম পরমাত্মাকে বিদিত হইতে পারে॥ ৮॥

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে॥ ৯॥

একটি কেশকে শতাংশে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক অংশকে পুনরায় শতাংশে বিভক্ত করিলে ঐ বিভক্ত অংশ যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম। সুতরাং ঐ জীবের সূক্ষ্মতা সহজেই অনুমেয়। তথাপি ঐ জীব অনন্তকালস্থায়ী॥ ৯॥

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥ ১০॥

জীব স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, নপুংসকও নহে। জীব যে সময় যে দেহ আশ্রয় করে, তখন তদ্রূপে প্রকাশ পায়। জীব দেহধারী হইলেই আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি নপুংসক, আমি কৃশ, স্থূল ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে ॥ ১০ ॥

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে ॥ ১১ ॥

প্রথমে ইচ্ছা, পরে ইন্দ্রিয়ব্যাপার, তৎপরে দৃষ্টিপাত, অবশেষে মোহ উপস্থিত হয়। এই প্রকারে জীব শুভাশুভ ক্রিয়া নির্ব্বাহিত করে। অন্নপানাদি দ্বারা যেরূপ দেহের পুষ্টিসাধন হয়, জীব সেইরূপ নিজকৃত কর্ম্মানুসারে স্ত্রী, পুং, নপুংসক বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দেব, মনুষ্য প্রভৃতি রূপে অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহো স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ১২ ॥

জীব নিজগুণে স্থূল, সূক্ষ্ম ও দেবদেহ পরিগ্রহ করে। বিহিত আচরণ দ্বারা পুণ্যসঞ্চার হয়, সেই পুণ্যবলে জীব শ্রেষ্ঠ শরীর প্রাপ্ত হয় এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফলে পাপরাশি অর্জ্জিত হইয়া থাকে ; সেই পাপফলে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অবশেষে পুনরায় কর্ম্মফলে যথাসম্ভব শরীর প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৩ ॥

এই প্রকারে অবিদ্যাজনিত কামকর্ম্মফলভোগের অনুরাগে আবদ্ধ

হইয়া জীব শরীরে আত্মভাবজ্ঞানে সংসারচক্রে প্রেতযোনি, পশুযোনি ও নরযোনিতে বিচরণ করে। তৎপরে হয় ত কোন সময়ে পুণ্য-প্রভাবে ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সংসারানুরাগাদি পাপাশয় বিসর্জ্জন পুরঃসর ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্মফলের বাসনা ত্যাগ করিয়া শমদমাদি সাধনপ্রভাবে পরংব্রহ্মকে বিদিত হয় এবং তখন মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অনাদি, অনন্ত, গহনসংসারে সুগুপ্ত, বিশ্বস্রষ্টা, অনন্তরূপী, বিশ্বব্যাপক পরমাত্মাকে যে জীব অভিন্নভাবে পরিজ্ঞাত হয়, সেই জীব অবিদ্যাজনিত নিখিল সংসারমায়া হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ-লাভে অধিকারী হয় এবং অসীম আনন্দ অনুভব করিতে থাকে ॥১৩॥

ভাবগ্রাহ্যমনোড্যাখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ভাববলে পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় অর্থাৎ যাহার অন্তঃকরণে তৎপ্রতি অটলা নির্ম্মলা ভক্তি আছে, সেই তাঁহাকে পাইতে পারে। পরমেশ্বর শরীর-বিহীন, ভক্তি ও অভক্তির কারণ, বিশুদ্ধ (অবিদ্যা ও তৎকার্য্যভূত মায়াদি-রহিত) ও প্রাণিবৃন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। যে সকল ব্যক্তি এই প্রকারে পরমাত্মা পরমপুরুষকে বিদিত হইতে সমর্থ হয়, ভৌতিক দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অলৌকিক অক্ষয় বিগ্রহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল তাহারা অতুল আনন্দ ভোগ করিতে পারে ॥ ১৪ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ১ ॥

অনেক কবির মত এই যে, পদার্থ সকলের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন, কালই জগদুৎপত্তির মূলকারণ। ঐ সমস্ত পণ্ডিত অবিবেকী ও তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত নহেন। সূক্ষ্মরূপে অনুশীলন করিলে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্যই জগৎসৃষ্টির প্রকৃত কারণ বলিয়া উপলব্ধ হইবে। সেই পরমাত্মার মাহাত্ম্যপ্রসাদে এই ব্রহ্মচক্র ঘূর্ণ্যমান হইতেছে ॥ ১ ॥

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্তেতে হ পৃথ্যপ্‌তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥২॥

যে পরাৎপর পরমেশ্বর নিরন্তর এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তিনি কালেরও সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্ববেত্তা ও অবিদ্যাদি দোষবর্জ্জিত। তাঁহার আদেশেই ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে; অতএব পূর্ব্বে যে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতকে জগৎকারণ বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, অধুনা সে সন্দেহের নিরাশ হইয়া গেল ॥ ২ ॥

তৎ কর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৩ ॥

জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর ক্ষিত্যাদি সৃষ্টি করিয়াই সৃষ্টিব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, পুনরায় দর্শন পূর্ব্বক পৃথিব্যাদি প্রকৃতির সহিত আত্মার যোগসংঘটন করিলেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটি জগদীশ্বরের প্রকৃতি। কোন স্থলে বা এক, কোথাও দুই, কখন বা তিন ও কোন কোন স্থলে অষ্টপ্রকৃতির সঙ্গে যোগ করিয়া জীবসৃষ্টি করিলেন। কালসহকারে তিনিই সেই আত্মাতে কামাদি সূক্ষ্মগুণ যোজিত করিয়া দিলেন ॥ ৩ ॥

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্‌যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ ॥ ৪ ॥

মানবগণ সাত্ত্বিক, রাজসিক কি তামসিক যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্ত ক্রিয়া ও চিত্তবৃত্তি সকলই পরমেশ্বরে অর্পণ করিবে। কোন কর্ম্মে আত্মসম্বন্ধ রাখিতে নাই। এই প্রকারে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অভাব হইলে পূর্ব্বকৃত ক্রিয়াও বিলুপ্ত হয়। যে ব্যক্তির কর্ম্মক্ষয় হয়, অবিদ্যাজনিত সংসারমায়া তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; সে সেই মায়া হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দভোগের অধিকারী হয় ॥ ৪ ॥

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকালোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্ ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি বিষয়রূপবিষস্পর্শে অন্ধীভূত, সে কি প্রকারেই বা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইবে, কি প্রকারেই বা মুক্তি লাভ করিবে? তাহার উপায় এই—সেই পরমাত্মাই ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ,

তিনিই দেহসংযোগের কারণস্বরূপ মায়ার হেতু। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ভাবি এই তিন কালের আদি। প্রাণীর ন্যায় তিনি উপাধিবিশিষ্ট নহেন। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার রূপ। সেই পরমপুরুষ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রকারে সেই পরংব্রহ্মকে নিজ আত্মাতে অভেদভাবে ধ্যান করিলে জীব মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে॥ ৫ ॥

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে যম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম॥ ৬ ॥

পরমেশ্বরের আকার সংসারবৃক্ষের ন্যায় নহে, কালের ন্যায়ও নহে। তিনিই সংসারসৃষ্টির কারণ। তিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, পাপহারী ও অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। সেই নিত্য বিশ্বাধার পরমপুরুষকে নিজ আত্মাতে "আমিই ব্রহ্মের স্বরূপ" এই প্রকার অভেদরূপে চিন্তা করিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ৬ ॥

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাৎ পরমং পরস্তাদ্‌বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥৭॥

সেই পরমেশ্বর বৈবস্বত প্রভৃতি মনুর অধিপতি, তিনি ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দের পরম দৈবতস্বরূপ, তিনি ব্রহ্মাদি প্রজাপতিবৃন্দের অধীশ্বর; তিনি পরমেরও পরম, তিনি স্বর্গাদি চতুর্দ্দশ ভুবনের অদ্বিতীয় অধিপতি; তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডের পূজনীয় বলিয়া জানি। এই প্রকারে সেই পরমাত্মাকে হৃন্মন্দিরে চিন্তা করিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ৭ ॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৮॥

সেই পরমাত্মার দেহ নাই, নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার সমান অথবা তাঁহা হইতে সমধিক শক্তিবিশিষ্ট কাহাকেও দৃষ্ট হয় না, শ্রুতও হয় না। সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও অলৌকিক বিবিধ কার্য্য দেখিতেছি। তাঁহার জ্ঞানপ্রবৃত্তি সকল বস্তুতে দৃষ্ট হইতেছে। তিনি সবলে অখিল সংসারকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকারে সেই জগদাধারকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৮ ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাহস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৯॥

এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে সেই পরমেশ্বরের পতি কেহ নাই, তাঁহাকে আদেশ দিতে সমর্থ হয়, এরূপ কেহই নাই, হেতু দর্শনে তাঁহার অনুমান করা যাইতে পারে, এরূপ কোন বস্তুও ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট হয় না। তিনিই সকলের কারণ, সর্ব্বকারণাধীশ্বরেরও অধীশ্বর, তাঁহার জনকও নাই, অধীশ্বরও নাই। এই প্রকারে সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্তিপদ লাভ হয় ॥ ৯ ॥

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাদ্ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥ ১০ ॥

যেমন উর্ণনাভ নিজ দেহ হইতে সূত্র বাহির করিয়া আত্মদেহকে আবৃত করে, পরমপুরুষ পরমেশ্বর সেইরূপ স্বীয় অনির্ব্বচনীয়

শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বত্র গুপ্তভাবে বিদ্যমান আছেন। তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মে অভিন্ন বুদ্ধি সমর্পণ করুন; তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রকৃতরূপে অবগত হইয়া পরমপদলাভের অধিকারী হইতে পারিব॥ ১০ ॥

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ ১১ ॥

সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের পরিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন কারণে পরমার্থলাভের সম্ভাবনা নাই। সেই অদ্বিতীয় দেবাদিদেব বিশ্বপিতা সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মস্বরূপ। আমরা যে কোন কর্ম্ম করি, তিনি তৎসমস্তই জানেন। তিনি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান করিতেছেন, প্রাণিবৃন্দ যাহা কিছু করে, তিনিই তাহার অধিষ্ঠাতা। তিনিই জীবকে চৈতন্য প্রদান করেন, তিনি নির্গুণ। এই প্রকারে পরমাত্মাকে বিদিত হইলেই জীব মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥ ১১ ॥

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২ ॥

একমাত্র পরমেশ্বরই স্বাধীন, স্বতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্য করিবার শক্তি জীবের নাই। "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি স্থূল, আমি কৃশ" জীব এই প্রকারে নিজ দেহে আত্মজ্ঞান করে, সেই সমস্ত জীবেরও কারণ পরমেশ্বর। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে আত্মস্থ করিয়া যাহারা ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়,

সেই সকল মনীষীই নিত্য সুখ লাভ করে, অপরের ভাগ্যে সে সুখের আশা নাই ॥ ১২ ॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ।। ১৩ ॥

যে কিছু নিত্য বস্তু আছে, পরমেশ্বরই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনিই চেতনাবান্‌গণের চৈতন্যদাতা, কেবল তিনিই প্রাণিবৃন্দের ভোগ্য দ্রব্য বিধান করেন, সেই সাঙ্খ্যযোগাধিগম্য জগৎকারণ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে যাবতীয় মায়াপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ১৩ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৪ ॥

আদিত্যদেবও সেই পরমাত্মার নিকটে প্রকাশ পাইতে সমর্থ নহেন, তাঁহাকে আলোকিত করিতে চন্দ্রেরও সামর্থ্য নাই, তারকাগণ তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না, সুতরাং বহ্নি তৎসকাশে কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তিনি স্বয়ং প্রকাশিত, জগৎ তাঁহারই অনুকরণ করে। সেই পরমাত্মার দীপ্তি দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৫ ॥

সংসারে যে অবিদ্যা ভববন্ধনের কারণ, পরমাত্মা সেই অবিদ্যার সংহার করেন। তিনিই অবিদ্যাদাহকারী বহ্নিস্বরূপ। তিনি জলবৎ নির্ম্মল চিত্তে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে বিদিত হইতে পারিলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তদ্ব্যতীত পরমপদলাভের উপায়ান্তর নাই ॥ ১৫ ॥

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগু´ণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬ ॥

সেই পরমাত্মাই বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্ববেত্তা; তিনিই সকলের আত্মা ও কারণ; তিনিই কালকর্ত্তা; তাঁহারই নিয়মে শীতবসন্তাদি ঋতু, সংবৎসর ও যুগাদি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি সত্ত্বাদি ত্রিগুণের আশ্রয়, সর্ব্ববেত্তা ও অব্যক্ত। তিনিই বিজ্ঞানাত্মা ও জীবাত্মার অধীশ্বর, তিনিই সত্ত্বাদি ত্রিগুণের ঈশ্বর এবং তিনিই সংসারে স্থিতি মোক্ষ ও বন্ধনের মূল কারণ ॥ ১৬ ॥

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্ব্বিদ্যত ঈশনায় ॥ ১৭ ॥

সেই পরাৎপর পরমপিতা জ্যোতির্ম্ময়; তাঁহার প্রভায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হইতেছে। তিনি জরামরণশূন্য, তিনিই সকলের স্বামিত্বে বিদ্যমান, তিনি সর্ব্ববেত্তা, তাঁহার অগোচর কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ, তাঁহার অগম্য স্থান নাই। তিনি এই অসীম বিশ্ব পালন করিতেছেন। তিনি নিরন্তর এই জগৎকে নিয়মিত

করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ব্যতীত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের হেতু আর কি আছে? ১৭॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ ১৮॥

যিনি ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহা হইতে ঋগ., যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি আত্মস্থ বুদ্ধির প্রকাশ করেন, মোক্ষাকাঙ্ক্ষীরা সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমদেবের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। সেই পরম-পিতার প্রসাদেই জীবের বিশুদ্ধবুদ্ধি পরমেশ্বরে আসক্ত হইয়া থাকে॥ ১৮॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥ ১৯॥

সেই পরমপিতা পরংব্রহ্ম অবয়ববিহীন, তিনি কোন কার্য্যেই লিপ্ত নহেন, স্বীয় মাহাত্ম্যবলে তিনি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি অবিকারী, অনিন্দনীয় ও সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। তিনিই মুক্তিপদ-লাভের সেতুস্বরূপ। তদীয় প্রসাদে সাধকবৃন্দ ভবসংসারের পারে গমন করিতে সমর্থ হয়। তিনি প্রজ্বলিত কাষ্ঠের ন্যায় দীপ্তিশালী॥ ১৯॥

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তং ভবিষ্যতি॥ ২০॥

জীব আত্মতত্ত্ব জানিলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, নতুবা

মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। যেমন চর্ম্ম সর্ব্বদেহব্যাপী ও গগন জগদ্ব্যাপী, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে না পারিলে মানবগণের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ বিদূরিত হয় না। যে পর্য্যন্ত স্বীয় আত্মাতে পরমজ্ঞান উদিত না হয়, তদবধি মনুষ্যগণ পূর্ব্বোক্ত তাপত্রয়ে অভিভূত হইয়া প্রেতযোনি, পশুযোনি ও নরযোনিতে বার বার ভ্রমণ করে। যে সময় নিজ আত্মাতে সেই পূর্ণানন্দ পরংব্রহ্মের অভেদজ্ঞান জন্মে, তখন জীব পূর্ণব্রহ্মময় হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তপঃপ্রভাবাদ্‌বেদপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্‌।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্‌ ॥ ২১ ॥

যিনি সদ্‌গুরুর প্রসাদে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শ্বেতাশ্বতরনামা মহামুনি, যাহারা চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা ইত্যাদি তপস্যাবলে কৈবল্য-মুক্তির উদ্দেশে তদধিকারসিদ্ধ্যর্থ বহুজন্ম যাবৎ সম্যক্‌ উপাসনা দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করিবার জন্য স্বীয় শরীরে ভোগবাসনা পরিহার পুরঃসর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সমস্ত ঋষিদের সকাশে এই পরমপূত ব্রহ্মজ্ঞান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; এই ব্রহ্মবিজ্ঞানশাস্ত্র বামদেব, সনকাদি ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিবৃন্দের সেবিত। তাঁহারা এই ব্রহ্মবিজ্ঞান-শাস্ত্র আশ্রয় পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। এই প্রকার গুরুপরম্পরায় ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। গুরু ব্যতীত কোন কর্ম্মে কেহ কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না ॥ ২১ ॥

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ২২ ॥

বেদান্ত, উপনিষৎ ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই নিখিল পুরুষার্থসাধন ব্রহ্মবিজ্ঞান গুপ্ত আছে। ইহাই প্রাচীন বাক্য। গুরুদেব এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রশান্তচিত্ত পুত্র বা শিষ্যকে সমর্পণ করিবেন। গুরু বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যদি পুত্র বা শিষ্যের মন হইতে বিষয়ানুরাগ বিদূরিত হইয়া নির্ম্মল বিবেকের সঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন প্রকারে তাদৃশ পুত্র বা শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন না ॥ ২২ ॥

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি সচ্চিদানন্দময় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরে অটলা ভক্তি রাখে আর যাহার দেবতা ও গুরুতে অভেদজ্ঞান জন্মিয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যা তাহাদের নিকট প্রকাশ্য। গুরুর নিকটে ব্রহ্মবিদ্যায় উপদিষ্ট না হইলে ব্রহ্মতত্ত্বপ্রাপ্তির আশা নাই। যেমন মস্তক উষ্ণ হইলে বারিরাশির অন্বেষণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই, যেরূপ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজন ব্যতীত ক্ষুধা-শান্তির সাক্ষাৎ কারণ নাই, তদ্রূপ গুরুপ্রসাদ ভিন্ন ব্রহ্মপদলাভেরও অন্য কোন উপায় নাই ॥ ২৩ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

শান্তিপাঠঃ

ওঁ॥ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

॥ * ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

(গুরু ও শিষ্য) আমাদিগের এই উভয়কে পরমেশ্বর রক্ষা করুন। গুরু যেন নিরলস হইয়া আমাদিগকে আত্মতত্ত্ববিদ্যা সমর্পণ করেন এবং আমরাও যেন নির্ব্বিঘ্নে উপদিষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। তিনি আমাদিগকে বিদ্যা ও উপদেশগ্রহণে শক্তি প্রদান করুন। তাঁহার প্রসাদে আমরা যে বিদ্যাভ্যাস দ্বারা তেজস্বী হইয়াছি, সেই বিদ্যা এবং গৃহীত উপদেশ সমস্ত সফল হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হউক। অধিকন্তু আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেন কদাচ বিদ্বেষভাবের সঞ্চার না হয়।

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ সম্পূর্ণ।

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ * ॥

ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

পরমহংসোপনিষৎ

ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোঽয়ং মার্গঃ? তেষাং কা স্থিতিঃ? ইতি নারদো ভগবন্তমুপগম্যোবাচ। তং ভগবানাহ ॥ ১ ॥

পরমহংসলক্ষণ ও সন্ন্যাসলক্ষণ এই দুইটি বিষয় সন্ন্যাসোপনিষদে বিবৃত হইয়াছে, আর হংসোপনিষদে যোগলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, অধুনা প্রাপ্তযোগ জ্ঞানী ব্যক্তি ইহধামে কি প্রকারে অবস্থিতি করিবে, এই সংশয় হইতেছে। ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে, তাহার ভাষা কি প্রকার? হে কেশব! যে ব্যক্তি সমাধিস্থ, তাঁহারই বা ভাষা কি প্রকার? যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, তিনি কি প্রকার ভাষা প্রয়োগ করেন, কি প্রকারে অবস্থিতি করেন, এবং কীদৃশ স্থলে গমন করেন? স্থিত-প্রজ্ঞগণের যথেচ্ছাচার দেখিয়া তাহাদিগের পামরত্বশঙ্কা জন্মিলে মহা প্রত্যবায়ের সম্ভব; সুতরাং পরমহংসগণের স্বরূপজ্ঞানার্থ পরমহংসো-পনিষদের আরম্ভ হইতেছে।—চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলে। যাঁহার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়াছে, তাঁহাকেই যোগী বলা যায় এবং

যাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারাই পরমহংসপদবাচ্য। এই পরমহংসগণের মধ্যে নিরুদ্ধমনা ব্যক্তি বিমুক্তিদশায় অণিমাদি সিদ্ধি-বিষয়ে আসক্ত হইয়া কেহ আত্মাতে লয়প্রাপ্ত হন এবং কেহ বা বিপর্য্যস্ত হইয়া পরমপুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন; এই জন্যই পরমহংসপদাশ্রয় কর্ত্তব্য। পরমহংসগণ বিবেকবলে ঐশ্বর্য্যের অসারতা বুঝিয়া তাহা হইতে বিরক্ত হন। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, চিদাত্মার শক্তি নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং ঐন্দ্রজালিকবৎ সংসারে জ্ঞানিবৃন্দের কুতূহল জন্মে না। যিনি পরমহংস, তিনি বিদ্যাপ্রভাবে যে বিধিনিষেধ অতিক্রম করেন, তাহাতে শিষ্টবিজ্ঞান হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, কলিযুগে সকলেই বাক্যে ব্রহ্ম বলিবে, কিন্তু তাহারা শিশ্নোদরনিরত হইয়া ব্রহ্মানুষ্ঠান করিবে না। এই জন্যই যোগী পরমহংসগণের পন্থা কি, এই প্রকার প্রশ্ন হইয়াছে। অধিকন্তু অধিকারপ্রাপ্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই যোগ; অতএব যোগী ও পরমহংস এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা বোধগম্য হইতেছে যে, যাহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত ও অসঙ্গ, তাদৃশ যোগী পরমহংসগণের পন্থা কি? ইহাই প্রশ্ন। বশিষ্ঠসংহিতায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত আছে যে, বশিষ্ঠসকাশে মৈত্রেয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আত্মজ্ঞানিগণের মধ্যে অগ্রণী; অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কি আতিশয্য আছে, তাহা বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের কোন বিষয়ে বিশেষ আসক্তি জন্মে না, তাঁহারা নিত্য সন্তুষ্ট, প্রসন্নচিত্ত এবং নিরন্তর আত্মনিষ্ঠ হইয়া অবস্থিতি করেন। যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ এবং

যোগসিদ্ধ, তাঁহারা যে গগনপথে গমন করিতে সমর্থ হন, ইহা বিচিত্র নহে। জীবন্মুক্তের ইহাই বিশেষ যে, তাঁহারা মূঢ়বুদ্ধিগণের সদৃশ নহেন, জীবন্মুক্তেরা সকল বিষয়ে আস্থা পরিহার পুরঃসর নিয়ত নির্ব্বিষণ্ণচিত্তে থাকেন। আর ইহাই জ্ঞানিবৃন্দের বিশেষ চিহ্ন যে, তাঁহাদিগের সংসারমায়া ও ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়াছে; কিন্তু মূঢ়মতি ব্যক্তিগণের মদনকোপ, বিষাদ, মোহ ও লোভাদিহেতু সর্ব্বদাই লঘুত্ব প্রকাশিত হয়। অধুনা যোগী পরমহংসগণের পন্থা কিরূপ, তাঁহারা কি প্রকারে অবস্থান করিবেন, ইহা ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষি নারদ সনৎকুমার ঋষির সকাশে জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ সনৎকুমার দেবর্ষির শোকবিদূরণার্থ বলিতেছেন ॥ ১ ॥

যোঽয়ং পরমহংসমার্গো লোকেষু দুর্ল্ভতরো ন তু বাহুল্যোঽপি যদ্যেকোঽপি ভবতি স এব নিত্যপূতস্থ ইতি স এব বেদপুরুষ ইতি বিদুষো মন্যন্তে ॥ ২ ॥

উল্লিখিত প্রশ্নে শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ প্রশংসাবাদ হইতেছে!—যে পরমহংসপথ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা লোকে অতি দুষ্প্রাপ্য। যখন এই পরমহংসপথ অতি দুষ্প্রাপ্য হইল, তখন লোকের অনাদর জন্মিতে পারে, কেন না, যে অর্থ অতি কষ্টসাধ্য, তাহা অনর্থমধ্যে গণনীয়। ফলতঃ ইহার যদিও বাহুল্য হউক, তথাপি অনাদরণীয় নহে। সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হয়, পরন্তু সেই যত্নশীল ব্যক্তিগণের মধ্যেও কোন ব্যক্তিমাত্র আমাকে প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে। এই ন্যায়ানুসারে এক ব্যক্তিও যদি কৃতকৃত্য হইতে

সমর্থ হয়, তাহা হইলেই উক্ত উপদেশ অন্বর্থ বলিয়া বোধ করা যায়। জাবালোপনিষদে বিবৃত আছে যে, সংবর্ত্তক, অরুণনন্দন শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিধাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক ইত্যাদি মহাত্মারাই পরমহংস। তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় অব্যক্তলিঙ্গ ও অব্যক্তাচার এবং কেহ কেহ অনুন্মত্ত, আর কেহ কেহ উন্মত্তবৎ। উক্ত পরমহংসগণের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই নিত্য পূতস্থ, অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠ হয় এবং সে যে কেবল যোগী ও পরমহংস, তাহা নহে, বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মপুরুষস্বরূপও হইতে পারে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ব্রহ্মানুভব দ্বারা চিত্তবিশ্রান্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রের পারদর্শী, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃকই উক্ত মত অনুমোদিত হইয়াছে। অন্যান্য মনীষীরাও উক্ত মত স্বীকার করিয়া থাকেন। স্মৃতিতে বর্ণিত আছে যে, যিনি দর্শনস্পর্শনাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল ব্রহ্ম-স্বরূপে বিদ্যমান, তিনি ব্রহ্ম; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কেবল ব্রহ্ম॥ ২॥

মহাপুরুষো যচ্চিত্তং তৎ সদা মধ্যেবাবতিষ্ঠতে তস্মাদহঞ্চ তস্মিন্নেবাবস্থীয়তে॥ ৩॥

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরমহংসগণের স্থিতি কি প্রকার? তাহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—ভগবান বলিয়াছেন, যাহার মন আমাতে অবস্থিত, সেই ব্যক্তিই মহাপুরুষ। অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে সংসারগোচর মনোবৃত্তিসমূহের নিরোধহেতু আত্মাতে স্থাপনপ্রযুক্ত ভগবান্ শাস্ত্রসিদ্ধ পরমাত্মাকে স্বীয় অনুভব দ্বারা পরামর্শ পূর্ব্বক "আমাতে" এই প্রকার ব্যপদেশ হইয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু যোগী ব্যক্তি

আমাতে মনোনিবেশ করে, অতএব আমিও পরমাত্মস্বরূপে সেই যোগীতে প্রকাশিত হইয়া অবস্থান করি ॥ ৩ ॥

অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধ্বাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরস্যোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ ॥ ৪ ॥

অতঃপর পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত পন্থা উপদেশ করিতেছেন।—জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ জ্ঞানবান্ ছিলেন, পরমহংস ব্যক্তি তদ্রূপ গৃহস্থাবস্থাতেই জ্ঞানবান হইয়া চিত্তবিশ্রান্তি বৃদ্ধির জন্য স্বপুত্র, মিত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, শিখা, যজ্ঞোপবতীত, যাগ, স্বাধ্যায়াদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বসম্বন্ধ বিসর্জ্জন করিয়া দেহের উপযোগার্থ এবং লোকোপকারার্থে দণ্ড, কৌপীন ও আচ্ছাদন ধারণ করিবে। জ্ঞানিবৃন্দের অর্থসিদ্ধির জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ হইলেও জ্যোতিষ্টোমযাগে "কৃষ্ণবিষাণদ্বারা কণ্ডুয়ন করিবে" প্রভৃতি প্রতিপত্তিবৎ ইহাকে লৌকিক ও বৈদিক ত্যাগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি এ কথা বল, অধুনা 'জ্ঞানামৃত-সন্তুষ্ট কৃতকৃত্য ব্যক্তির কোন কর্ত্তব্য নাই এবং যে জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ত্তব্যকর্ম্মের বশীভূত, তিনি তত্ত্বজ্ঞ নহেন' এই স্মৃতির বিরোধ হয়; তাহা নহে, কেন না, জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও যে ব্যক্তির চিত্তবিশ্রান্তি ঘটে নাই, তাহার মন পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং বিশ্রান্তির জন্য কর্ত্তব্যকার্য্যের সদ্ভাবে কৃতকৃত্যতা হইতে পারে না; অতএব চিত্তবিশ্রান্তির অন্তরায় কারণই দৃষ্টফল এবং তাহার সদ্ভাবহেতু শ্রবণাদি বিধির ন্যায় নানা দৃষ্টফল কল্পনা হইতে পারে। সুতরাং

জ্ঞানাভিলাষীর ছায় জ্ঞানী গৃহস্থ ব্যক্তিও নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, উপবাস ও জাগরণাদি কর্ম্ম করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। এখানে বন্ধ্বাদিশব্দে ভৃত্য, পশু, ক্ষেত্রাদিলৌকিকপরিগ্রহাদি এবং "শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ" প্রভৃতি চকারে তদর্থোপযুক্ত পদবাক্যপ্রমাণ শাস্ত্র, বেদের পোষক ইতিহাসপুরণাদি গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঔৎসুক্য দূর করিবার জন্য প্রয়োজন কাব্যনাটকাদি শাস্ত্রেরও ত্যাগ বুঝিতে হইবে আর সর্ব্বকর্ম্মশব্দে লৌকিক, বৈদিক, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিষিদ্ধ, কাম্যকর্ম্মত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। পুত্রাদি বিসর্জ্জন করিলেই ঐহিকভাগেরও বিসর্জ্জন হইল। আর সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন করিলেই চিত্তবিক্ষেপকারিণী পরকালের ভোগাশার বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড বিসর্জ্জন করিলে ব্রহ্মাণ্ডলাভের কারণস্বরূপ বিরাট পুরুষের উপাসনাও ত্যাগ হয় এবং অব্যাকৃত আত্মলাভের হেতুস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের আরাধনা থাকে না। আর "আচ্ছাদনঞ্চ" এই চকার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পরমহংসবৃন্দ পাদুকা গ্রহণ করিতে পারে। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, পরমহংস ব্যক্তি কৌপীনদ্বয়, বস্ত্র, শীতনিবারিণী কন্থা এবং পাদুকা গ্রহণ করিবে, কিন্তু এই সমস্ত ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। কৌপীন গ্রহণ করার কারণ এই যে, উহা দ্বারা লজ্জা নিবারণ হয়, এইমাত্র স্বদেহের উপভোগ। দণ্ডধারণ করার হেতু এই যে, উহা দ্বারা গোসর্পাদির দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। আচ্ছাদনশব্দে শীতবস্ত্রাদি ধারণ করিবে এবং পাদুকাগ্রহণ করিলে উচ্ছিষ্টদেশ-স্পর্শাদির নিবারণ হইয়া থাকে। দণ্ডাদি ধারণ করিলে যদি লোকে বিবেচনা করে যে, এই ব্যক্তি উত্তমাশ্রমী, তাহা হইলে তাহাকে প্রণাম ও ভিক্ষাদানের ইচ্ছা হয়;

সুতরাং লোকের পুণ্য জন্মে, ইহাই লোকোপকার। আর সন্ন্যাস গ্রহণে শিষ্টাচাররক্ষণও হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি কো মুখ্যঃ? ইতি চেদয়ং মুখ্যো ন দণ্ডং ন কমণ্ডলুং ন শিখং ন যজ্ঞোপবতীং ন স্বাধ্যায়ং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ ন চ শীতং ন চোষ্ণম্ ॥ ৫ ॥

পরমহংসগণের কৌপীনাদিগ্রহণের অনুকল্পত্ব প্রতিপাদনাভিলাষে কৌপীনাদিগ্রহণের মুখ্যত্ব প্রতিষেধ করিতেছেন।—পরমহংস যোগিগণের কৌপীনাদিগ্রহণ মুখ্যকল্প নহে, উহা অনুকল্প, পরন্তু সন্ন্যাসিবৃন্দের দণ্ডধারণই মুখ্য, সুতরাং দণ্ডপরিত্যাগ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রান্তরে বিবৃত আছে যে, সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বদাই দণ্ডাত্মসংযোগ কর্ত্তব্য, ক্ষণকালও দণ্ডবিসর্জ্জন করিয়া গমন করিবে না। বিশেষতঃ "দণ্ডত্যাগে শতং চরেৎ" প্রভৃতি প্রমাণে দণ্ডত্যাগে শতবার প্রাণায়ামরূপ প্রায়শ্চিত্তস্মরণ আছে। যদি বল, পরমহংস যোগিবৃন্দের মুখ্য কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—ইহাই পরমহংসগণের মুখ্য যে, পরমহংস যোগী ব্যক্তি দণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, যজ্ঞোপবীত, স্বাধ্যায় ও আচ্ছাদন নিরুদ্ধ করিয়া গমন করিবেন না। বালকেরা যেরূপ যৎকালে ক্রীড়াতে আসক্ত থাকে, তখন তাহাদিগের শীতাদি বোধ থাকে না, তদ্রূপ যোগিগণ নিরন্তর পরমাত্মাতে আসক্ত থাকে; সুতরাং যোগী পরমহংসের শীত, উষ্ণ ও বর্ষাদির বোধ থাকে না; অতএব তাঁহাদের শীতাদিনিবারণ নিমিত্ত সুখভোগ হয় না ॥ ৫ ॥

ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানঞ্চ ষড়ূর্ম্মিরহিতং ন শব্দং ন

স্পর্শং ন রূপং ন রসং ন গন্ধং ন চ মনোঽপ্যেবং নিন্দা-গর্ব্ব-মৎসর-দম্ভ-দর্পেচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ-রোষ-লোভ-মোহ-মদ-হর্ষাসূয়াহঙ্কারাদীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপবি দৃশ্যতে ॥ ৬ ॥

পরমহংসগণের সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান নাই, কেহ স্তুতিবাদ করিলেও তাঁহারা প্রীত হয়েন না বা তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেও বিষণ্ণ হয়েন না, আর যখন তাঁহারা আত্মাতিরিক্ত পুরুষান্তর স্বীকার করেন না, তখন তাঁহাদিগের কি মান কি অপমান সকলই সমান। আর তাঁহাদিগের শত্রু, মিত্র, রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বভাবও নাই এবং ষড়ূর্ম্মি, (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু) ইহাদিগের কিছুই পরমহংস যোগিগণের লক্ষ্য হয় না, কেন না, ক্ষুত্তৃষ্ণা দেহধর্ম্ম এবং যোগিবৃন্দ আত্মনিষ্ঠ; সুতরাং তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসাদি না থাকাই উচিত। আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মন, এই সমস্তও পরমহংসদিগের সমান। সমাধিসময়ে যোগিগণের শীতাদি না থাকিলেও উত্থানদশাতেও সংসারিবৎ নিন্দাদিক্লেশ বিঘ্নসম্পাদন করিতে পারে না, যেহেতু, তাঁহারা নিন্দা, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দর্প, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, রোষ, মোহ, মদ, হর্ষ, অসূয়া ও অহঙ্কারাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। পরমহংসগণ অবিরোধী পুরুষ, তাঁহাদিগের রোষ ও মদসম্ভব নাই, অর্থাৎ নিজ মাহাত্ম্যের যে দোষোক্তি, তাহাই নিন্দা; আমি অন্য হইতে অধিক, এই প্রকার চিত্তবৃত্তিই গর্ব্ব; আমি বিদ্যা ও ধনাদি দ্বারা অমুকের তুল্য হইব, এই প্রকার বুদ্ধিই মাৎসর্য্য; পরের নিকট জপধ্যানাদি-

প্রদর্শনই দম্ভ; তিরস্কারাদিতে যে বুদ্ধি, তাহাই দর্প; ধনাদির বাসনাই ইচ্ছা; শত্রুনাশাদিতে যে বুদ্ধি, তাহাই দ্বেষ; অনুকূল দ্রব্যপ্রাপ্তি হইলে যে বুদ্ধির স্বাস্থ্য, তাহাই সুখ,; ইহার বিপরীতই দুঃখ; স্ত্রীপ্রভৃতির বাসনাই কাম; অভীষ্ট অর্থের নাশজন্য যে বুদ্ধির চপলতা, তাহাই ক্রোধ; প্রাপ্তধনত্যাগে যে অসহিষ্ণুতা, তাহাই লোভ; হিতে অহিতবুদ্ধি এবং অহিতে হিতবুদ্ধিই মোহ; চিত্তস্থিত সন্তোষপ্রকাশক মুখবিকাশাদিহেতু যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই হর্ষ; পরগুণে যে দোষপ্রদর্শন, তাহাই অসূয়া; দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামে যে আত্মত্বভ্রম, তাহাই অহঙ্কার। পূর্ব্বকথিত বাসনাক্ষয়াভ্যাস দ্বারা এই সমস্ত নিন্দাদি পরিহার পুরঃসর যোগিবৃন্দ অবস্থান করেন। যোগিগণের শরীর বিদ্যমান আছে; সুতরাং কি প্রকারে তাঁহারা নিন্দাদি বিসর্জ্জন করিতে পারেন? এই আশঙ্কানিরাসার্থ বলিতেছেন।—যোগিবৃন্দ নিজ দেহকে মৃতবৎ দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের নিন্দাদিত্যাগে কোন বাধা নাই। পূর্ব্বে যে দেহকে আত্মীয়জ্ঞান করিতেন, যোগসিদ্ধির পর তাঁহারা চৈতন্যস্বরূপ হইয়া সেই দেহকে শববৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। যেরূপ লোকে স্পর্শভয়ে দূর হইতে শব দর্শন করে, যোগীরা তদ্রূপ দেহে আত্মবৃত্তি হয়, এই আশঙ্কায় দেহকে শববৎ তুল্য বোধে আত্মানুসন্ধান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

যতস্তদ্‌বপুধ্বস্তং সংশয়-বিপরীত-মিথ্যাজ্ঞানানাং যো হেতুস্তেন নিত্যনিবৃত্তঃ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, পরমহংস [যোগিবৃন্দ

দেহকে শবতুল্য বোধ করেন। এই শ্রুতিতে তাহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।—যেহেতু উক্ত দেহ চিদাত্মভাব হইতে নিরাকৃত ; সুতরাং চৈতন্যভ্রষ্ট শরীরের শবতুল্যতাই সঙ্গত ; কাজেই দেহবিদ্যমানেও নিন্দাদিত্যাগ ঘটিতে পারে। যেরূপ উৎপন্ন দিগ্‌ভ্রম সূর্য্যোদয়দর্শনে নিবৃত্ত হইলেও কদাচিৎ তাহার অনুবর্ত্তন হয়, তদ্রূপ চিদাত্মাতে সংশয়াদির অনুবৃত্তি হইলে নিন্দাদির প্রসঙ্গ হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলা যাইতেছে।—আত্মা কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট অথবা কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মশূন্য প্রভৃতি সংশয়জ্ঞান এবং দেহাদিরূপই আত্মা, অথবা তাহার বিপরীত। ইহাদিগের হেতু চারি প্রকার। "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখ্যাতিরবিদ্যা" এই পাতঞ্জলসূত্রেই ইহা প্রদর্শিত আছে, অর্থাৎ অনিত্য পর্ব্বত, নদী, সমুদ্রাদিতে নিত্যত্বভ্রান্তিই প্রথম হেতু, অশুচি পুত্রকলত্রাদিতে শুচিভ্রম দ্বিতীয় হেতু, দুঃখাত্মক কৃষিবাণিজ্যাদিতে সুখভ্রম তৃতীয় হেতু আর গৌণাত্মা পুত্রাদি এবং অন্নময়াদিকোষে মুখ্যাত্মত্বভ্রমই চতুর্থ হেতু। এই সমস্ত সংশয়াদির হেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের আচ্ছাদক অজ্ঞান ও বাসনা, মহাবাক্যার্থজ্ঞানে এই অজ্ঞানের নাশ হয় এবং যোগাভ্যাস বাসনার শান্তি হইয়া থাকে। যোগিগণের ভ্রান্তির অভাবনিবন্ধন কোন প্রকারেও তাহাদিগের সংশয়াদির অনুবৃত্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ এই দুইটি সংশয়াদির হেতু যে, অজ্ঞান ও বাসনা, যোগিগণের এই দুইটি হেতুই নিবৃত্ত আছে। যোগিবৃন্দের অজ্ঞান ও বাসনার নিবৃত্তি নিরন্তরই থাকে ; সুতরাং পুনরায় সেই অজ্ঞান ও বাসনার উদ্ভব অসম্ভব। অতএব বুঝা গেল যে, পরমহংস যোগী নিরন্তর অজ্ঞানশূন্য ॥ ৭ ॥

তন্নিত্যবোধঃ তৎস্বয়মেবাবস্থিতিরিতি ॥ ৮ ॥

অতঃপর যোগী পরমহংসবৃন্দের যে বাসনা ও অজ্ঞান নিরন্তর নিবৃত্ত থাকে, তাহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।—পরমাত্মাতেই যোগিবৃন্দের নিত্যজ্ঞান আছে, তাঁহারা "যোগী হি বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" এই শাস্ত্রানুসারে যোগবলে চিত্তবিক্ষেপ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা করিয়া থাকেন; সুতরাং যোগিবৃন্দের জ্ঞানের নিত্যতা বুঝিতে পারা যায় এবং জ্ঞানের নিত্যতা হেতু জ্ঞাননাশ্য অজ্ঞান ও বাসনার নিত্যনিবৃত্তি হইতে পারে; সুতরাং যিনি বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্ম, তৎস্বরূপ স্থির করিয়া তাঁহাদিগের অবস্থিতি হয়, তাঁহারা নিরন্তর পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন ॥৮॥

তং শান্তমচলমদ্বয়ানন্দবিজ্ঞানঘন এবাস্মি তদেব মে পরমং ধাম তদেব শিখা চ তদেবোপবীতঞ্চ যদা পদে নিত্যপূতস্থঃ তদেবাবস্থানম্ ॥ ৯ ॥

যে পরমাত্মা শান্ত (রোষাদিবিক্ষেপশূন্য), অচল (গমনাগমনাদি-ক্রিয়াবিহীন) এবং অদ্বয় (স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য) সেই সচ্চিদানন্দই একরসস্বরূপ; আমিই সেই পরমাত্মা এবং সেই ব্রহ্মই মদীয় শ্রেষ্ঠ ধাম, পরমহংসবৃন্দ এই প্রকার চিন্তা করিবে। অতঃপর পরমহংসগণের আচারত্যাগে দোষ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন।—জ্ঞানই পরমহংসগণের শিক্ষা, জ্ঞানই যজ্ঞোপবীত এবং জ্ঞানই কর্ম্মাঙ্গমন্ত্র ও ব্রহ্ম। "সশিখং বপনং কৃত্বা" প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্মোপনিষদে আথর্ব্বণিকগণকর্ত্তৃক কেবল জ্ঞানই স্বীকৃত

হইয়াছে। সেই জ্ঞান সঞ্চিত হইলেই যোগিবৃন্দ নিত্যপূতস্থ, অর্থাৎ ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া যে অবস্থিতি করেন, তাহাই জ্ঞানিগণের অবস্থান; কিন্তু এই গ্রন্থ শিষ্টদিগের আদরণীর নহে ॥ ৯ ॥

পরমাত্মনোরেকত্বজ্ঞানেন তয়োর্ভেদ এব বিভগ্নঃ যা সা সন্ধ্যা। সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যাজ্যাদ্বৈতে পরমস্থিতিঃ ॥ ১০ ॥

এক্ষণে সন্ধ্যালোপে দোষ আশঙ্কা করিয়া বলা যাইতেছে।—জীব ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞানে উভয়ের যে পার্থক্য, তাহাই সন্ধ্যা, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান জন্মিলে তাহাদিগের যে ভেদবোধ, এই একত্ববুদ্ধিই জীব ও ব্রহ্মের সন্ধিতে জ্ঞাত; সুতরাং ইহাই দিবারাত্রির সন্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান সন্ধ্যাক্রিয়ার তুল্য; অতএব পরমহংসগণের বাহ্যসন্ধ্যা-বিসর্জ্জনে প্রত্যবায় নাই। পরমহংসগণের মার্গ কি? "স্বপুত্র" প্রভৃতি বাক্যে তাহার উত্তর কথিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের স্থিতি কিরূপ? "মহাপুরুষ" প্রভৃতি বাক্যে তাহারও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, অধুনা তাহাই সবিস্তার-উপসংহার করিতেছেন।—ফলতঃ পরমহংসবৃন্দ যাবতীয় কামবিসর্জ্জন পূর্ব্বক অদ্বৈত পরমাত্মাতে অধিষ্ঠান করিবে। কামনা বিদ্যমান থাকিলেই রোষ-লোভাদির উৎপত্তি হয়, সুতরাং কামনাবিসর্জ্জনে সমস্ত চিত্তদোষই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে অতএব বাজসনেয়ীরা বলিয়া থাকেন যে, কামময়ই পুরুষ ॥ ১০ ॥

জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ ॥

স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকান্।
ইদমন্তরং জ্ঞাত্বা স পরমহংসঃ ॥ ১১ ॥

পরমহংসগণের কর্ম্মমার্গবিসর্জ্জনে দোষ না হইলেও চতুর্থাশ্রমবিহিত লিঙ্গত্যাগে দোষ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন।— ত্রিদণ্ডিগণের তিন প্রকার দণ্ড আছে;—বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড। একদণ্ডীদিগের দণ্ড দুই প্রকার;—জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ড। দক্ষ ইহাদিগের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, বাগ্দণ্ডে মৌন অবলম্বন করিবে, কাষ্ঠদণ্ডে ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিবে এবং মানসদণ্ডে প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। বাগাদির দমনহেতু মৌনাদিকে যেরূপ দণ্ড বলা যায়, তদ্রূপ জ্ঞানই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকার্য্যের দমনহেতু জ্ঞানের দণ্ডত্ব হইতেছে। যে পরমহংস এই জ্ঞানদণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারই নাম মুখ্যদণ্ডী। চিত্তবিক্ষেপ দ্বারা জ্ঞানদণ্ডের বিস্মৃতি হইতে পারে, এই জন্য জ্ঞানদণ্ডের স্মারকস্বরূপ কাষ্ঠদণ্ড গ্রহণ করে ইহা জানিয়াও যে পরমহংস কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বেশকরণার্থ কাষ্ঠদণ্ড গ্রহণ করেন, সেই পরমহংস নানাপ্রকারযাতনোপেত ঘোর মহারৌরব-নামক নিরয়ে নিমগ্ন হন। যে হেতু, পরমহংসবৃন্দ বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যজ্ঞান ত্যাগ করিয়া সকলই আহার করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার বেশাদি করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দণ্ডধারণ সর্ব্বথা নিন্দিত। যিনি এই প্রকার জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ডের উত্তমতাধমতা বুঝিয়া কেবল জ্ঞানদণ্ডই গ্রহণ করেন, তিনিই মুখ্য পরমহংসপদবাচ্য ॥ ১১ ॥

আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তুতির্ন বষট্‌কারো যাদৃচ্ছিকো ভবেদ্ভিক্ষুঃ ॥ ১২ ॥

পরমহংস যোগিবৃন্দের কাষ্ঠদণ্ডধারণ না হইলেও, তাঁহাদিগের অপরাপর আচরণ কি প্রকার, এই আশঙ্কানিরাসার্থ বলা যাইতেছে।—পরমহংসগণ নগ্ন হইয়া থাকিবেন এবং তাঁহারা প্রণাম করেন না। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, পরমহংসগণ নির্নমস্কার ও নিঃস্তুতি। আর শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াতেও তাঁহাদিগের স্বধা শব্দ উচ্চারণ করিতে নাই; অন্যে তাঁহাদিগকে নিন্দা করিলে তাঁহাদিগের কষ্টের শান্তি হয় এবং তাঁহারা কাহারও নিন্দা বা স্তুতিবাদ করিবেন না; বষট্‌কার উচ্চারণেও তাঁহারা অধিকারী নহেন। পরমহংস ভিক্ষুকেরা কোন নিয়মের বশীভূত হইবেন না॥ ১২ ॥

নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রো ন ধ্যানং নোপাসনঞ্চ ন লক্ষ্যং নালক্ষ্যং ন পৃথক্ নাপৃথক্ নাহং ন ত্বম্ ন সর্ব্বঞ্চানিকেত-স্থিতিরেব স ভিক্ষুর্হাটকাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ন লোকং নাবলোকনঞ্চ ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বকথিত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, "পরমহংস যোগিবৃন্দের কোন নির্ব্বন্ধ নাই অর্থাৎ তাঁহারা কোন নিয়মের বশীভূত নহেন, তাঁহারা যথেচ্ছাচারী; ভিক্ষাচরণ, জপ, শৌচ, স্নান, ধ্যান, দেবার্চ্চন, এই ষটকর্ম্ম রাজদণ্ডের ন্যায় পরমহংসগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।" এই শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদিগের ভিক্ষাচরণাদি নির্ব্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে। অধুনা মুখ্যের ভেদদর্শিত্বহেতু তাহাও সম্ভবিতেছে না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—পরমহংস যোগিগণের আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই, মন্ত্র নাই এবং ধ্যান বা উপাসনা কিছুই নাই।

ধ্যানশব্দার্থ স্মরণ এবং উপাসনাশব্দার্থ পরিচর্য্যা ; সুতরাং ধ্যান ও উপাসনার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পরমহংসবৃন্দের যেরূপ স্তুতিনিন্দাদি লৌকিক ধর্ম্ম নাই, তদ্রূপ দেবার্চ্চনাদি শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম এবং তত্ত্বমস্যাদি জ্ঞানশাস্ত্রীয় ধর্ম্মও নাই। সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ তৎপদের লক্ষ্য এবং শরীরাদিবিশিষ্ট চৈতন্য ত্বং পদের বাচ্য, এই প্রকার লক্ষ্যালক্ষ্যও তাঁহাদিগের নাই, অর্থাৎ যোগিগণ লক্ষ্যালক্ষ্য-ব্যবহার পরিত্যাগ করেন। চিৎপদার্থ জড় হইতে পৃথক্ ইত্যাদি প্রকারে তাঁহাদিগের পৃথক্ অপৃথক্ বোধ নাই, আর স্বশরীরনিষ্ঠবাচ্য অহং এবং পরশরীরনিষ্ঠবাচ্য ত্বং পদার্থ, এই প্রকার বোধও পরমহংসগণের থাকে না। যেহেতু, তাঁহাদিগের মন ব্রহ্মে বিশ্রান্ত থাকে ; সুতরাং সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই প্রকার জ্ঞানও পরমহংসগণের অসম্ভব। তাঁহারা সর্ব্বদা বাসার্থ কোন আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না, নিয়ত অনাশ্রয়ে অবস্থিতি করিবেন। যদি তাঁহারা সর্ব্বদা বাসের জন্য কোন মঠাদি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে সেই মঠে মমতা জন্মে এবং সেই মঠের হ্রাসবৃদ্ধিতে মনের বিক্ষেপ হইতে পারে। এই প্রকার স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্যবহার করাও কর্ত্তব্য নহে ; কেন না, তাহাতে মমতা জন্মিলে মনের চাঞ্চল্য ঘটিতে পারে ; সুতরাং যোগী পরমহংসবৃন্দ ভিক্ষাচরণ ও আচমনার্থ সুবর্ণরৌপ্যাদিপাত্র গ্রহণ করিবেন না। যম বলিয়াছিলেন যে, কাঞ্চননির্ম্মিত পাত্র ও কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত পাত্র যতিগণের পক্ষে অপাত্রমধ্যে গণনীয় ; অতএব জ্ঞানী ভিক্ষুকবৃন্দ তাহা পরিত্যাগ করিবেন ; আর পরমহংস যোগিগণ লোক পরিত্যাগ করিবেন অর্থাৎ শিষ্যাদিগ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ;

অথবা তাঁহারা জনসমাজে গমন করিবেন না, পরন্তু নিকটে কোন ব্যক্তি সমাগত হইলেও তাঁহারা সে লোকের প্রতি নেত্রপাত করিবেন না ॥ ১৩ ॥

অথাবলোকনমাত্রেণ অবাধক ইতি চেৎ তদ্বাধকোঽস্ত্যেব। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টঞ্চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টঞ্চ স পৌল্কসো ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চ স আত্মহা ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং যো ন দৃষ্টঞ্চ ন স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যঞ্চ সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তন্তে ॥ ১৪ ॥

ইত্যগ্রে যোগিগণের লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারবশতঃ বাধক-সমূহের ত্যাগ উক্ত হইয়াছে, অধুনা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অত্যন্ত বাধক প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার বর্জ্জন কথিত হইতেছে।—যদিও পরমহংসগণের বাধকসম্ভব আছে বটে, তথাপি তাঁহারা দর্শনমাত্রই অবাধক হইতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহারা দর্শনমাত্র সকল বিঘ্ন দূর করিতে সমর্থ হন। হিরণ্যাদিই যোগিগণের যোগসাধনে বিশেষ বাধক, তাহাতেও যোগের বিঘ্ন জন্মাইতে সমর্থ হয় না। যোগীরা কাঞ্চনের বাসনা করিয়া তাহা দর্শন করিলে তাঁহারা ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, অন্য সকলই মিথ্যা, এই প্রকার অস্বীকারেই ব্রহ্মহত হইতেছেন। হিরণ্যের প্রতি আদর করিলেই তাঁহাদিগের ঐ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, যিনি "ব্রহ্ম নাই" এই প্রকার বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানীকে হিংসা করেন এবং যিনি অভূত ব্রহ্মবাদী, এই তিনজনই ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া কথিত। কিংবা যে, পরমহংস কাঞ্চনের আদর করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাপাপভাগী হইয়া

নিরয়ে নিমগ্ন হন। যে যোগী কাঞ্চনের প্রতি আদর করিয়া তাহা স্পর্শ করেন, তিনি চণ্ডালসদৃশ হন। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, যে ভিক্ষু সজ্ঞানে রেতস্ত্যাগ করেন এবং যিনি দ্রব্য সংগ্রহ করেন, এই দুই প্রকার ভিক্ষুই নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। আর যে পরমহংস কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন, তিনি আত্মহত্যাপাপে নিমগ্ন হন, অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মার হিরণ্য-সঙ্গিত্বহেতু ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, যিনি একরূপে বিদ্যমান, আত্মাকে অন্যরূপে প্রতিপাদন করেন, সেই আত্মাপহারী তস্কর কি পাপ না করিতে পারে? শ্রুতিও আত্মহত্যাকারীর অন্ধতামিস্র নামক নিরয় নিরূপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা আত্মহত্যাকারী, তাঁহারা ইহধাম হইতে পরধামে যাইয়া সূর্য্যবিহীন এবং তমসাচ্ছন্ন স্থানে গমন করেন। আর যে সমস্ত যোগী কাঞ্চন-প্রাপ্তিকামনায় তাহা দর্শন করেন না, স্পর্শ করেন না, গ্রহণ করেন না, বাসনা করেন না, পরন্তু কাঞ্চনের দর্শন, স্পর্শন ও গ্রহণের ন্যায় বাসনাপূর্ব্বক কাঞ্চনবৃত্তান্ত শ্রবণ, তাহার গুণকথন এবং তাহার ক্রিয়াদি ব্যবহারও পাপহেতু; সুতরাং হিরণ্যত্যাগী ব্যক্তিরাই সর্ব্বকাম-বিশিষ্ট হইতে পারেন ॥ ১৪ ॥

দুঃখে নোদ্বিগ্নঃ সুখে নিস্পৃহঃ ত্যাগো রাগে সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োরনভিস্নেহঃ ন দ্বেষ্টি ন প্রমোদঞ্চ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গতিরুপরমতে জ্ঞানে স্থিরসুঃ য আত্মন্যেবাবস্থীয়তে স এব যোগী চ স এব জ্ঞানী চ ॥ ১৫ ॥

স্থিতপ্রজ্ঞত্বই কামনাবিনাশের ফল বলিয়া অভিহিত; অর্থাৎ

যিনি দুঃখে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং সুখে কামনা করেন না, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। সুখ ও দুঃখে যিনি চঞ্চল হন না, সুতরাং সুখদুঃখের সাধনও তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। পরমহংসবৃন্দ ফলানপেক্ষী হেতু ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধন বস্তুতে আসক্তি বিসর্জ্জন করেন, যে হেতু তাঁহারা শুভাশুভ সমস্ত বিষয়েই বাসনাহীন। যাঁহারা আসক্তি বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রতিকূল দ্রব্য দেখিয়া হিংসা করেন না এবং অনুকূল দ্রব্যেও তাঁহাদের আনন্দবোধ হয় না। তাঁহাদিগের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়, অর্থাৎ সুখসাধনে বা দুঃখদূরীকরণে যোগিগণের কোন ইন্দ্রিয়বৃত্তি থাকে না। ফল কথা, যিনি জ্ঞানসাধনে নিশ্চল হইয়া আত্মাতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনিই যোগী, আর তিনিই জ্ঞানী। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে, বিরাগী জ্ঞানতৎপর যোগীর যে সুখ হয়, সুরপতি ইন্দ্র কিংবা সসাগরা পৃথিবীর অধিপতিরও সেরূপ সুখ হইতে পারে না। পরন্তু ইন্দ্রিয়ের উপরতি হইলে কদাচ আত্মার নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে কোন অন্তরায় জন্মিতে পারে না। পরম-হংসগণের স্থিতি কি প্রকার? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও সবিস্তার উত্তর পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, অধুনা পুনরায় কাঞ্চনত্যাগপ্রসঙ্গে তাহাই বিশদীকৃত হইল॥ ১৫॥

যৎ পূর্ণানন্দৈকরসবোধঃ তদ্ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি তদ্ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি॥ ১৬॥

ইতি পরমহংসোপনিষৎ সমাপ্তা।

অতঃপর জ্ঞানিবৃন্দের সন্ন্যাসের উপসংহার হইতেছে।—যাঁহার পূর্ণানন্দরসজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে যে, যে যোগী জ্ঞানসুধাপানে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, ইহধামে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য দৃষ্ট হয় না। পরন্তু যাঁহার ইহধামে কর্ত্তব্য আছে, তিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ নহেন। উপনিষদাদির অধ্যায়ান্তে শেষবাক্য বারদ্বয় পাঠ্য ; এই জন্য "তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি" এই বাক্য দুই বার উক্ত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

ইতি শুক্লযজুর্ব্বেদীয় পরমহংসোপনিষৎ সমাপ্ত।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

সামবেদীয়

সন্ন্যাসোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ অথাহিতাগ্নির্ম্রিয়তে প্রেতস্য মন্ত্রৈঃ সংস্কারোপতিষ্ঠতে স্বস্থো বাশ্রমপারং গচ্ছেয়মিতি। এতান্ পিতৃমেধিকানৌষধিসম্ভারান্ সন্ত্যারণ্যে গত্বা অমাবস্যায়াং প্রাতরেবান্তেঽগ্নীনুপসমাধায় পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধতর্পণং কৃত্বা ব্রাহ্মেষ্টিং নির্ব্বপেৎ। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্য জ্ঞানময়ং তপস্তস্মৈবাহুতির্দ্দিব্যা অমৃতত্বায় কল্পতামিত্যেবমত ঊর্দ্ধং যদ্‌ব্রহ্মাভ্যুদয়দিবঞ্চ লোকমিদমমুঞ্চ সর্ব্বং সর্ব্বমভিজন্যুঃ সর্ব্বশ্রিয়ং দধতু সুমনস্যমানা ব্রহ্মযজ্ঞানমিতি ব্রহ্মণেঽথর্ব্বণে প্রজাপতয়েঽনুমতয়েঽগ্নয়ে স্বিষ্টকৃত ইতি হুত্বা যজ্ঞযজ্ঞং গচ্ছেত্যগ্নাবরণী হুত্বা চিৎসখায়মিতি চতুর্ভিরনুবাকৈরাজ্যাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। তৈরেবোপতিষ্ঠতে অথাগ্নেরগ্নিমিতি চ দ্বাবগ্নী সমারোপয়েৎ ব্রতবান্ স্যাদতন্দ্রিত ইতি ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

যোগাভ্যাসবলে যাঁহাদিগের আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই সমস্ত জ্ঞানিবৃন্দের সন্ন্যাসাশ্রয়ই কর্ত্তব্য, এই হেতু সন্ন্যাস ও তাহার

ইতিকর্ত্তব্যতানির্ণয়ার্থ সন্ন্যাসোপিনষদের আরম্ভ হইতেছে। আহিতাগ্নি ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মন্ত্র দ্বারা সেই প্রেতের সংস্কার করিতে হয়। আর যদি এরূপ বাসনা থাকে যে, সুস্থ হইয়া চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসগ্রহণ করিব, তাহা হইলেও মন্ত্র দ্বারা সংস্কার করা কর্ত্তব্য। তৎপরে শ্রাদ্ধার্হ ওষধি সকল অহরণ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক অমাবস্যা তিথিতে প্রভাতে অন্ত্যেষ্টির জন্য আহবনাদি অগ্নিসমাধানানন্তর পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া ব্রাহ্ম ইষ্টিসম্পাদন করিবে, অর্থাৎ "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাদির্যস্য জ্ঞানময়ং তপস্তস্যৈষাহুতির্দ্দিব্যা অমৃতত্বায় কল্পতাং" এই মন্ত্রে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এই প্রকার শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্ববেত্তা হয়। তদনন্তর "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ" প্রভৃতি এবং "ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয়ে ব্রহ্মোদ্দেশে চরুহোম করিয়া অথর্ব্বাদির উদ্দেশে, অর্থাৎ "বদ্‌ব্রহ্মাভ্যুদয় দিবঞ্চ" প্রভৃতি এবং ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং" প্রভৃতি দুইটি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "ব্রহ্মণে স্বাহা, অথর্ব্বণে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, অনুমতয়ে স্বাহা এবং "অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" এই প্রকারে চারিটি আহুতি দিয়া "যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ" প্রভৃতি দুইটি মন্ত্রে অগ্নিতে অরণী, (মন্থানকাষ্ঠদ্বয়) ফেলিয়া দিবে। তাহার বিশেষ এই—"যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ কৃষ্ণগতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্রে অধরারণী আর "এব তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে বাকঃ সর্ব্ববীরস্তং জুষস্ব স্বাহা" মন্ত্রে উত্তরারণী প্রক্ষেপ করিতে হয়। পরে "ওঁ চিৎসখায়ং" প্রভৃতি অনুবাক্-চতুষ্টয়োক্ত মন্ত্রসমূহে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। "স সর্ব্বজ্ঞঃ" প্রভৃতি মন্ত্রার্থ যথা—যে ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ, (সকল পদার্থের জ্ঞাতা), তিনিই সর্ব্ববিদ্, অর্থাৎ প্রাপ্তকাম হইয়া সকল প্রাপ্ত হন এবং

যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাঁহার উদ্দেশে যে দিব্য আহুতি প্রদান করিবে, ইহা অমৃত হউক এবং তিনিও অমৃত ; অতএব আমারও অমৃতত্ব হউক। “যদ্‌ব্রহ্ম” ইত্যাদি মন্ত্রার্থ যথা—যে নক্ষত্রে ব্রহ্মা স্বর্গ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং অদৃশ্যমান পরলোক এই সকল জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে অভিজিৎ কহে ; নক্ষত্র সর্ব্বজননকর্ত্তা এবং সুমনস্যমান, এই জন্য ঐ নক্ষত্র সর্ব্বপ্রকার শ্রীপ্রদান করুক। এই অভিজিৎ নক্ষত্র ব্রহ্মদৈবত ; সুতরাং ইহার স্তবেই ব্রহ্মার স্তব সিদ্ধ হয়। অধুনা “ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং” এই মন্ত্রের অর্থ বিবৃত হইতেছে। —জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মাই অগ্রে মুখ্য দেবজ্ঞান প্রবোধিত করিয়াছেন, এই ব্রহ্মার মুখ্য উপমা নাই, অর্থাৎ ইনি সর্ব্বতোভাবে উপমাবর্জ্জিত। আর ইনি সৎ ও অসৎ সকলের উৎপত্তি বিবৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ সদসৎ যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। এই প্রকার মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া অনুবাকোক্ত প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। এই অনুবাকচতুষ্টয় পরে বিবৃত হইল। ইহার অর্থ অনাবশ্যক, কেবল মন্ত্রমাত্রেই ফললাভ হয় ; সুতরাং এই অনুবাকোক্ত মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক আহুতি দিয়া উপাসনা করিবে, তাহাতেই মন্ত্রপ্রকাশিত দেবতা প্রসন্ন হন। প্রথম অনুবাকে একষষ্টিসংখ্য, দ্বিতীয় অনুবাকে ষষ্টিসংখ্য, তৃতীয় অনুবাকে সপ্তত্রিংশৎ এবং চতুর্থ অনুবাকে একোননবতিসংখ্য মন্ত্র আছে, সর্ব্বসাকল্যে চারিটি অনুবাকের মন্ত্রসংখ্যা সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশত। এই অনুবাক্-চতুষ্টয়কথিত মন্ত্রসমূহে পৃথক্ পৃথক্ আজ্যাহুতি প্রদান পূর্ব্বক সেই সমস্ত মন্ত্রে উপাসনা করিবে। তৎপরে “ময্যগ্নে অগ্নিং গৃহ্লামি” প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি সমারোপণ করিবে,

অর্থাৎ আত্মাগ্নিতে জীবকে নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার অগ্নিসমারোপণ দ্বারা সাধক ব্রতনিষ্ঠ ও নিরলস হইতে পারে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তত্র শ্লোকাঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রয়ে খিন্নো গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
বেদানধীত্যানুজ্ঞাত উচ্যতে গুরুণাশ্রমী ॥ ১ ॥

অতঃপর পূর্ব্বকথিত মন্ত্র সকলের সম্মতি প্রকাশিত হইতেছে।— প্রথমে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ক্রমান্বয়ে এই সকল আশ্রমানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণ করা উচিত। সাধক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুসেবাতৎপর হইয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক গুরুদেবের অনুমতি লইয়া দারা ও অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, ইহারই নাম গৃহস্থাশ্রমী ॥ ১ ॥

দারমাহৃত্য সদৃশমগ্নিমাদায় শক্তিতঃ।
ব্রাহ্মীমিষ্টিং যজেত্তাসামহোরাত্রাণি নির্ব্বপেৎ ॥ ২ ॥

তৎপরে সেই আশ্রমী ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে সদৃশ দারা গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসবিধির জন্য অগ্নিষ্টোমাদি সংস্কার সমাধা করিয়া পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মী ইষ্টি (যোগ) করিবে, দেবতাবৃন্দের

যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাঁহার উদ্দেশে যে দিব্য আহুতি প্রদান করিবে, ইহা অমৃত হউক এবং তিনিও অমৃত ; অতএব আমারও অমৃতত্ব হউক। "যদব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রার্থ যথা—যে নক্ষত্রে ব্রহ্মা স্বর্গ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং অদৃশ্যমান পরলোক এই সকল জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে অভিজিৎ কহে ; নক্ষত্র সর্ব্বজননকর্ত্তা এবং সুমনস্যমান, এই জন্য ঐ নক্ষত্র সর্ব্বপ্রকার শ্রীপ্রদান করুক। এই অভিজিৎ নক্ষত্র ব্রহ্মদৈবত ; সুতরাং ইহার স্তবেই ব্রহ্মার স্তব সিদ্ধ হয়। অধুনা "ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং" এই মন্ত্রের অর্থ বিবৃত হইতেছে। —জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মাই অগ্রে মুখ্য দেবজ্ঞান প্রবোধিত করিয়াছেন, এই ব্রহ্মার মুখ্য উপমা নাই, অর্থাৎ ইনি সর্ব্বতোভাবে উপমাবর্জ্জিত। আর ইনি সৎ ও অসৎ সকলের উৎপত্তি বিবৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ সদসৎ যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। এই প্রকার মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া অনুবাকোক্ত প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। এই অনুবাকচতুষ্টয় পরে বিবৃত হইল। ইহার অর্থ অনাবশ্যক, কেবল মন্ত্রমাত্রেই ফললাভ হয় ; সুতরাং এই অনুবাকোক্ত মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক আহুতি দিয়া উপাসনা করিবে, তাহাতেই মন্ত্রপ্রকাশিত দেবতা প্রসন্ন হন। প্রথম অনুবাকে একষষ্টিসংখ্য, দ্বিতীয় অনুবাকে ষষ্টিসংখ্য, তৃতীয় অনুবাকে সপ্তত্রিংশৎ এবং চতুর্থ অনুবাকে একোননবতিসংখ্য মন্ত্র আছে, সর্ব্বসাকল্যে চারিটি অনুবাকের মন্ত্রসংখ্যা সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশত। এই অনুবাক্-চতুষ্টয়কথিত মন্ত্রসমূহে পৃথক্ পৃথক্ আজ্যাহুতি প্রদান পূর্ব্বক সেই সমস্ত মন্ত্রে উপাসনা করিবে। তৎপরে "ময্যগ্নে অগ্নিং গৃহ্লামি" প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি সমারোপণ করিবে,

অর্থাৎ আত্মাগ্নিতে জীবকে নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার অগ্নিসমারোপণ দ্বারা সাধক ব্রতনিষ্ঠ ও নিরলস হইতে পারে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তত্র শ্লোকাঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রয়ে খিন্নো গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
বেদানধীত্যানুজ্ঞাত উচ্যতে গুরুণাশ্রমী ॥ ১ ॥

অতঃপর পূর্ব্বকথিত মন্ত্র সকলের সম্মতি প্রকাশিত হইতেছে।—প্রথমে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ক্রমান্বয়ে এই সকল আশ্রমানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণ করা উচিত। সাধক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুসেবাতৎপর হইয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক গুরুদেবের অনুমতি লইয়া দারা ও অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, ইহারই নাম গৃহস্থাশ্রমী ॥ ১ ॥

দারমাহৃত্য সদৃশমগ্নিমাদায় শক্তিতঃ।
ব্রাহ্মীমিষ্টিং যজেত্তাসামহোরাত্রাণি নির্ব্বপেৎ ॥ ২ ॥

তৎপরে সেই আশ্রমী ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে সদৃশ দারা গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসবিধির জন্য অগ্নিষ্টোমাদি সংস্কার সমাধা করিয়া পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মী ইষ্টি (যোগ) করিবে, দেবতাবৃন্দের

সন্তুষ্ট্যর্থ দিবানিশি এই যাগ সমাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ একদিন ও একরাত্রি অনাহারে থাকিয়া নিশাভাগে জাগরণ পূর্ব্বক এই যাগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এই যাগ দিবারাত্রিসাধ্য কর্ম্ম ॥ ২ ॥

সংবিভজ্য সুতানর্থৈর্গ্রাম্যকামান্ বিসৃজ্য চ।
চরেত বনচর্য্যেণ শুচৌ দেশে পরিভ্রমন্ ॥ ৩ ॥

অনন্তর পুত্রদিগকে স্বীয় অর্থ বিভাগ করিয়া দিয়া রমণীসঙ্গ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তীর্থাদি পবিত্র স্থলে পর্য্যটন করত বনে বনে পরিভ্রমণ করিবে। আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হইলে দ্বাদশরাত্রি যাবৎ দুগ্ধ ও হোমাবশিষ্ট বস্তু ভক্ষণ পূর্ব্বক বনে পরিভ্রমণ করত ব্রাহ্মেষ্টি করিবে ॥ ৩ ॥

বায়ুভক্ষ্যোঽম্বুভক্ষ্যো বা বিহিতা নোত্তরৈঃ ফলৈঃ।
স্বশরীরে সমারোপঃ পৃথিব্যাং নাশ্রুপাতকাঃ ॥ ৪ ॥

উক্ত বনপর্য্যটনসময়ে কেবল বায়ু বা কেবল জল সেবন পূর্ব্বক অবস্থিত থাকিবে এবং যাহারা দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা ভিক্ষার্থ গ্রামে গমন করিবে। কিন্তু এ স্থলে দীক্ষার অভাব হেতু গ্রামে গমনও নিষিদ্ধ ; সুতরাং তাহারা বৃক্ষাদিজাত ফল দ্বারা জীবনধারণ করিবে এবং উক্ত যোগিগণ ভাবী স্বর্গাদি ফলসাধনে যত্নবান্ হইবেন না। আর ইঁহারা নিজ শরীরেই অগ্নি সমারোপণ করেন, অর্থাৎ কোষ্ঠাগ্নিতে বাহ্যাগ্নি সমারোপণ করেন। কেন না, পরমহংসদীক্ষাতে উদরাগ্নিতে লৌকিকাগ্নির সমারোপ পরমহংসোপনিষদে কীর্ত্তিত আছে। যখন এই প্রকারে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে, তখন তদীয় পুত্রগণ পিতার জন্য ধরাতলে অশ্রুপাত করিবে না ॥ ৪ ॥

সহ তেনৈব পুরুষঃ কথং সন্ন্যস্ত উচ্যতে।
সনামধেয়স্ত স কিং যস্মিন্ সন্ন্যস্ত উচ্যতে ॥ ৫ ॥

যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করা সাগ্নিকের উচিত, ইহাই শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তবে কি প্রকারে তাহার অগ্নিত্যাগ হইতে পারে? এই জন্য কথিত হইতেছে।—সাগ্নিক ব্যক্তিকে কোন প্রকারেও সন্ন্যাসী বলা যায় না, এই অগ্নিহোত্রীয় শ্রুতিতে অগ্নি-শব্দার্থ চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, ওঙ্কাররূপ অগ্নিই ধ্যেয় এবং তাহা কদাচ ত্যাজ্য নহে। সুতরাং অগ্নিহোত্রীরা আজীবন অগ্নি পরিত্যাগ করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাগ্নিক ব্যক্তিরা ওঙ্কার ত্যাগ করিবে না। যে অগ্নির বিদ্যমানে পুরুষকে সন্ন্যাসী কহে, তাহাই প্রণবাগ্নি, সেই অগ্নি কি নামবিশিষ্ট? তাহা নহে। অগ্নি যেরূপ আহবনীয়াদি শব্দবাচ্য, এই প্রণবাগ্নি তদ্রূপ কোন শব্দবাচ্য নহে, যেহেতু, প্রণবাগ্নি ব্রহ্মার্থক এবং প্রণব যে ব্রহ্মাতিরিক্ত, ইহা অভিমত নহে, পরন্তু ব্রহ্ম কোন শব্দবাচ্য নহে। সুতরাং সন্ন্যাসে এই প্রণবাগ্নি বিসর্জ্জন করিতে নাই ॥ ৫ ॥

তস্মাৎ ফলবিশুদ্ধাঙ্গো সন্ন্যাসং সহতেঽর্চ্চিমান্।
অগ্নিবর্ণং নিষ্ক্রমিতি বানপ্রস্থং প্রপদ্যতে ॥ ৬ ॥

অগ্নি প্রত্যক্ষ সন্ন্যাসবিরোধিরূপে দৃষ্ট হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসবিরোধী নহে, কেন না, এই প্রণবরূপ অগ্নিই ব্রহ্মস্বরূপ ফলদাতা। তথাপি যদি অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা সাধিত এবং ব্রহ্ম-লোকলাভের হেতুভূত সুকৃতাখ্য তেজের বিপ্রতিপত্তি থাকে, যেহেতু,

সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মলোকলাভের কারণভূত ফলাভাব আছে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, সন্ন্যাসিবৃন্দের অগ্নিবর্ণ তেজ বহির্গত হয় এবং ঐ তেজই সন্ন্যাসের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করে। "সুকৃতমপ্যস্থ সুজনা দুষ্কৃতং দুর্জ্জনা উপজীবান্ত" এই শ্রুতিতে বুঝা যায় যে, যাহারা সন্ন্যাসাধিকারী অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করে নাই তাহাদিগের যে লোক নিরূপিত আছে, সেই লোক বানপ্রস্থেরই উপযুক্ত ॥ ৬ ॥

লোকান্তার্য্যয়া সহিতো বনং গচ্ছতি সংযতঃ।
ত্যক্ত্বা কামান্ সন্ন্যস্যতি ভয়ং কিমনুষ্ঠতি ॥ ৭ ॥
কিং বা দুঃখং সমুদ্দিশ্য ভোগাংস্ত্যজতি সুস্থিতান্।
গর্ভবাসভয়াদ্ভীতঃ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ।
গুহাং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি পরং পদমনাময়ম ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বীর মুক্তি হয় না কেন? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—বানপ্রস্থ ব্যক্তি সংযত হইলেও গ্রামাদি হইতে পত্নীর সহিত বনে গমন করে। সুতরাং বুঝা যায় যে, বানপ্রস্থগণ সংযত হইয়াও পত্নীর সহিত পুণ্যসঞ্চয় করে এবং তাহারা ব্রহ্মলোকাদি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া সুস্থ হইতে পারে না। অধুনা মধ্যস্থ ব্যক্তি সন্ন্যাসফলজিজ্ঞাসু হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে ব্যক্তি বিষয় পরিহার পুরঃসর সন্ন্যাস অবলম্বন করে, সেই পুরুষ কি ভয়দর্শন করে? কিংবা কোন দুঃখের

উদ্দেশে ঘৃণ্যরূপে নিশ্চয় করিয়াও সুস্থির ভোগ পরিত্যাগ করে? ইহার উত্তরে সন্ন্যাস-প্রয়োজন কথিত হইতেছে।—যদিও সংসারে থাকিয়া সুকৃত সঞ্চয় করে বটে, কিন্তু সেই পুণ্যপ্রভাবে কদাচ নরক-ভোগ হয় না, তথাপি পুণ্যহ্রাস পাইলেই পুণ্যলভ্য স্বর্গাদি লোক হইতে অবতরণ হয়; অতএব তাহাদিগের গর্ভবাসপরিহার অশক্য। অতএব সেই গর্ভবাসভয়ে বিত্রস্ত এবং পুণ্যশীল দেহীর শীত, উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদিদ্বন্দ্বপরিহার কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসীরা সংসারভয়ে ভীত হইয়া বলেন যে, যে স্থানে কোন উপদ্রব নাই, আমরা তদ্রূপ গুহাদি স্থলে প্রবেশ করিতে বাসনা করি। সন্ন্যাসগ্রহণসময়ে গুরু "ত্যক্ত্বা কামান্" প্রভৃতি মন্ত্র এবং শিষ্য "গর্ভভীরুভয়াদ্ভীত" প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিবেন ॥ ৭-৮ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

ইতি সন্ন্যাস্যাগ্নিমপুনরাবর্ত্তনং মন্ত্যুর্জ্জায়ামাবহদিতি। অথাধ্যাত্ম-মন্ত্রান্ জপন্ দীক্ষামুপেয়াৎ। কাষায়বাসাঃ কক্ষোপস্থ-লোমযুতঃ স্যাদিতি। উর্দ্ধকো বাহুবিমুক্তমার্গো ভবত্যনয়ৈব চেদ্ভিক্ষাশনং দধ্যাৎ পবিত্রং ধারয়েজ্জন্তুসংরক্ষণার্থম্ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসে অগ্নি প্রভৃতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুনরায় তাহা স্বীকার করিলে দোষ হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—অগ্নি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবে না, কেন না, সন্ন্যাসে দারগ্রহণ নিষিদ্ধ। ইহার হেতু এই যে, সন্ন্যাসীরা দারপরিগ্রহ করিলে মন্যুনামা রুদ্রগণ তাহা হরণ করিয়া থাকে, সুতরাং সন্ন্যাসিপত্নীতে রুদ্রগণই অধিকারী। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই সন্ন্যাস ত্যাগরূপ, ইহা দীক্ষাস্বরূপ নহে। তাহাতেই স্ত্রীপ্রভৃতির নিষিদ্ধতাহেতু পুনরায় স্বীকারাশঙ্কা নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি সন্ন্যাসীদিগের অগ্নিসেবাদিও না রহিল, তবে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—সন্ন্যাসীরা অধ্যাত্মমন্ত্র জপ করিতে করিতে দীক্ষা লইবে। যাহাতে দিব্যভাব প্রদান করে ও যাবতীয় দোষ বিদূরিত হয়, তাহাই দীক্ষা অর্থাৎ ব্রতবিশেষ। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, যেহেতু দিব্যজ্ঞান প্রদান করে ও পাপপুঞ্জকে আশু ক্ষয় করে, এই জন্য তত্ত্বজ্ঞ মনীষীরা ইহাকে দীক্ষা বলিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরা এই দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক কেবল তাহা পালন করিবে। সন্ন্যাসীরা কাষায়বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কক্ষ ও উপস্থস্থিত লোম ব্যতীত অন্য লোম বপন করিবে, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকিবে। আর তাহারা অপ্রতিবন্ধমার্গ হইবে অর্থাৎ সন্ন্যাসিবৃন্দ ধৈর্য্যশালী হইয়া নিরন্তর অবস্থান করিবে; সুতরাং তাহাদিগের কোন প্রকার আন্তরায়ই থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসীরা কেবল ভিক্ষাপাত্রমাত্র ধারণ করিবে, ইহাকেই তাহাদিগের প্রতিগ্রহ বলে, অন্য কিছুই প্রতিগ্রহ করিতে পারে না। আর মশকাদি দূরীকরণার্থ

পবিত্র চামর এবং জলজন্তুনিবারণার্থ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিতে পারে ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

তত্র শ্লোকাঃ।

কুণ্ডিকাঞ্চমসং শিক্যং ত্রিবিষ্টপমুপানহৌ।
শীতোষ্ণঘাতিনীং কন্থাং কৌপীনাচ্ছাদনন্তথা ॥ ১ ॥

পূর্ব্বখণ্ডে সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বপরিত্যাগ কর্ত্তব্য, ইহাই বলা হইয়াছে, অধুনা যতিরা যে কিছু দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—ভিক্ষাপাত্র, চমস (কাষ্ঠময় পাত্রবিশেষ), শূন্যে ভাণ্ডরক্ষার্থ শিক্য (শিকা), বিষ্টপত্রয় (আসনবিশেষ), পাদপরিত্রাণার্থ উপানহদ্বয়, শীতোষ্ণনিবারিণী কন্থা, কৌপীন এবং আচ্ছাদনার্থ বস্ত্রখণ্ড, এই সমস্ত যতিরা ধারণ করিবে ॥ ১ ॥

পবিত্রং স্নানশাটীঞ্চ উত্তরাসঙ্গং ত্রিদণ্ডকম্।
অতোঽতিরিক্তং যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং তদ্বর্জ্জয়েদ্যতিঃ ॥২॥

যতি সন্ন্যাসীরা পবিত্র স্নানশাটী, উত্তরীয় বসন ও ত্রিদণ্ড এই সমস্ত গ্রহণ করিতে পারে ; অন্য সকল সাংসারিক পদার্থ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২ ॥

নদীপুলিনশায়ী স্যাদ্দেবাগারেষু বাহ্যতঃ।
নাত্যর্থং সুখদুঃখাভ্যাং শরীরমুপতাপয়েৎ ॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসীরা নদীর তটে শয়ন করিবে, পরন্তু ব্যাঘ্র-বর্ষাদির ভয় বিদ্যমান থাকিলে অন্য স্থলেও শয়ন করিতে পারে অর্থাৎ মন্দিরের বহির্দ্দেশে শয়ন করিয়া থাকিবে। যতিরা সুখে বা দুঃখে দেহকে উপতাপিত করিবে না অর্থাৎ সুখার্থ বা দুঃখদূরীকরণার্থ যত্নবান্ হইবে না ॥ ৩ ॥

স্নানং দানং তথা শৌচমদ্ভিঃ পূতাভিরাচরেৎ।
স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্ ॥ ৪ ॥

যতিরা স্নানতর্পণাদিতে রত থাকিয়া বিশুদ্ধ জল দ্বারা শৌচাচার করিবে। কোন ব্যক্তি স্তব করিলে তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না, কিংবা কোন ব্যক্তি নিন্দা করিলেও তাহাদিগকে অভিশাপ দিবে না ॥ ৪ ॥

ভিক্ষাদি বৈদলং পাত্রং স্নানদ্রব্যমুদাহৃতম্।
এতাং বৃত্তিমুপাসীনা ঘাতয়ন্তীন্দ্রিয়াণি তে ॥ ৫ ॥

যতিগণের ভিক্ষাচরণ নিষিদ্ধ নহে এবং কেহ অর্দ্ধখণ্ড ফল দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে দোষ নাই। আর ভিক্ষাপাত্র ও স্নানদ্রব্য এই সমস্ত তাহাদিগের গ্রাহ্যবস্তু। সন্ন্যাসী ঐ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযত করিবে। কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয়নিয়োগ করিতে নাই ॥ ৫ ॥

বিদ্যায়া মনসি সংযোগা মনসাকাশশ্চাকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়ুর্জ্জ্যোতি-র্জ্জ্যোতিষ অপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ইত্যেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম

প্রপদ্যতে অজরমমরমক্ষরমব্যয়ং প্রপদ্যতে তদভ্যাসেন প্রাণাপানৌ সংযম্য ॥ ৬ ॥

কার্য্য ও কারণের ঐক্যহেতু ব্রহ্ম হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহাও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম হইতেই জীবের উদ্ভব হইয়াছে ; সুতরাং জীবেরও ব্রহ্মত্ব উপপন্ন হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলা যাইতেছে।—বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানের অধিকরণ মন এবং মন হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, এই প্রকারে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এবং পৃথিবী হইতে উক্তরূপ ভূত ও দেহাদির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মই জ্ঞানবান্, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, কিংবা মনেতে বিদ্যার সংযোগ, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হয় ; সুতরাং মনেতে জ্ঞান লয়প্রাপ্ত হইলে তৎকার্য্যভূত সমস্তই লীন হইতে থাকে। সেই ব্রহ্ম অজর, অমর, অক্ষর ও অব্যয়। কি কার্য্য দ্বারা উক্তরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? এই আকাঙ্ক্ষায় বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মাভ্যাস দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণ ও অপানবায়ু সংযত করিয়া পূর্ব্বকথিত যোগানুসন্ধান করিলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে ॥ ৬ ॥

বৃষণাপানয়োর্ম্মধ্যে পাণী আস্থায় সংশ্রয়েৎ।
সন্দশ্য দশনৈর্জ্জিহ্বাং যবমাত্রে বিনির্গতাম্ ॥ ৭ ॥

অবিলম্বে সিদ্ধিপ্রদ প্রয়োগবিশেষ কিরূপে হয়, অতঃপর তাহাই কহিতেছেন।—সাধক গুহ্যের উর্দ্ধে এবং অণ্ডকোষের নিম্নভাগে হস্তযুগল স্থাপনপূর্ব্বক প্রাণায়াম আশ্রয় করিবে এবং যবমাত্র জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত করিয়া দন্ত দ্বারা দংশন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতে থাকিবে ॥৭॥

মাষমাত্রাং তথা দৃষ্টিং শ্রোত্রে স্থাপ্য তথা ভ্রুবি।
শ্রবণে নাসিকে ন গন্ধায় ন ত্বচং স্পর্শয়েৎ ॥ ৮ ॥

যে সাধক আশু যোগসিদ্ধিলাভের বাসনা করেন, তিনি মাষমাত্র দৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া বৃষণোপরি স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবেন এবং ভ্রূযুগলের উপরি দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবেন। অমৃত-বিন্দূপনিষদে বিবৃত আছে যে, বুদ্ধিমান্ সাধক পার্শ্বে, উর্দ্ধে এবং নিম্ন-ভাগে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক প্রাণসংযম করিবে, এখানে তাহাই বলা হইল অর্থাৎ নিম্নভাগে বৃষণে এবং উর্দ্ধদেশে ভ্রূযুগলে দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণায়াম কথিত হইল। পরে কর্ণে ও নাসিকাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। কিন্তু নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখা গন্ধগ্রহণের জন্য নহে, কর্ণে দৃষ্টিস্থাপন শব্দশ্রবণের জন্য নহে এবং বৃষণাদি অধোদৃষ্টিতে কামোদ্ভব হইয়া স্ত্রীর স্মরণ হইতে পারে, এই জন্য বলিতেছেন।—বৃষণাদিতে দৃষ্টিস্থাপন করিবে, কিন্তু চর্ম্ম স্পর্শ করিবে না, অর্থাৎ বৃষণাদিতে দৃষ্টি রাখিবে বটে, কিন্তু তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে চিত্তসংযোগ করিবে না, কেবল একাগ্রচিত্তে প্রাণায়ামসাধন করিবে ॥ ৮ ॥

অথ শৈবং পদং যত্র তদ্‌ব্রহ্ম তৎ পরায়ণম্।
তদভ্যাসেন লভ্যেত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইল যে, প্রাণায়ামসময়ে ইন্দ্রিয়ে চিত্তনিবেশ করিবে না, অধুনা সন্দেহ হইতেছে যে, চিত্ত কোথায় স্থাপন করিবে, এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ বলা যাইতেছে।—যে স্থলে ব্রহ্মপদ বিদ্যমান, তথায় চিত্ত স্থাপন করিবে। সেই ব্রহ্মপদকেই পরম-গতি বলে। পূর্ব্বপূর্ব্ব-জন্মসঞ্চিত যোগাভ্যাসবলে সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৯॥

অথ তৈঃ সম্ভূতৈর্ব্বায়ুঃ সংস্থাপ্য হৃদয়ং তপঃ।
ঊর্দ্ধং প্রপদ্যতে দেহাদ্ভিত্বা মূর্দ্ধানমব্যয়ম্॥ ১০॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

যদি অনেক জন্মসঞ্চিত যোগাভ্যাস থাকে, তাহা হইলে কি প্রকার ফলাফল হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনেক প্রাণায়ামাদি-সাধন একত্র হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। তৎপরে প্রাণবায়ু সেই সাধন দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া দেহের ঊর্দ্ধভাগে গমন করিয়া মূর্দ্ধা ভেদপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা অব্যয় পরব্রহ্মকে লাভ করে॥ ১০॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড॥ ৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথায়ং মূর্দ্ধানমস্য দেহৈষা গতির্গতিমতাং যে প্রাপ্য পরমাং গতিং ভূয়স্তে ন নিবর্ত্তন্তে পরাৎ পরমবস্থাৎ পরাৎ পরমবস্থাদিতি॥ ১॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥ ১॥

ইতি সামবেদীয়-সন্ন্যাসোপনিষৎ সমাপ্তা॥

পূর্ব্বকথিত যোগ অভ্যাস করিলে কি প্রকার অবস্থা দাঁড়ায়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।— পূর্ব্বোক্তরূপে যোগসাধন করিলে প্রাণবায়ু মূর্দ্ধাকে বিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়ায় উপচয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রকৃষ্ট গতি। এই গতি অপেক্ষা সাধুগণের সদ্গতি আর নাই। যদি বল, যাহারা মুক্ত, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহাদিগেরও পুনর্জ্জন্ম ঘটিতে পারে; সুতরাং সাধন বিফল, এই আশঙ্কার দূরীকরণার্থ বলিতেছেন—যে সমস্ত ব্যক্তি একবারমাত্র ঐ গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন করে না। কেন না, ইহাই পরাৎপরাবস্থা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির অবস্থা হইতেও এই অবস্থা শ্রেষ্ঠ। যাহাদিগের এই প্রকার অবস্থা ঘটে, তাহারা সেই অবস্থা হইতে নিবৃত্ত হয় না। পরমেশ্বর সত্যসঙ্কল্প, তিনি একবার যাহা করেন, তাহার অন্যথা হয় না এবং তিনি দত্তাপহারীও নহেন, একবার কোন ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করিলে কদাচ পুনরায় তাহা অপহরণ করেন না; সুতরাং মুক্তপুরুষের সংসারে পুনরাগমন নাই। উপনিষদাদির শেষ বাক্য দুইবার পাঠ্য, ইহাই বৈদিক রীতি। এই জন্যই "পরাৎপরমবস্থাৎ" এই শেষবাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-সন্ন্যাসোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

নীলরুদ্রোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অপশ্যং ত্বাবরোহন্তং দিবিতঃ পৃথিবীমবঃ।
অপশ্যমস্যন্তং রুদ্রং নীলগ্রীবং শিখণ্ডিনম্ ॥ ১ ॥

অস্পর্শযোগ-নিরূপণ হইয়াছে। অধুনা উক্ত যোগসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পরমগুরু যোগসিদ্ধিপ্রদ নীলরুদ্রকে স্তব করা যাইতেছে।— যিনি সুরপুরী হইতে ধরাধামে অবরোহণ করিতেছেন, যিনি দুষ্টগণকে দূরে নিক্ষেপ করেন, সেই নীলগ্রীব চন্দ্রচূড় রুদ্রকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥ ১ ॥

দিব উগ্রো অবারুক্ষৎ প্রত্যষ্ঠাদ্ভূম্যামধি।
জনাসঃ পশ্যতে মহং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্ ॥ ২ ॥

সুরপুরী হইতে রুদ্রদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই বসুন্ধরায় স্থিতিসাধন করিয়াছেন, তিনিই বসুমতীর অধিপতি এবং সকল ব্যক্তিকে যথাযথ স্থলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; অতএব সেই বিলোহিত নীলরুদ্রকে দর্শন কর ॥ ২ ॥

এষ এত্য বীরহা রুদ্রো জলাসভেষজাঃ।
যত্তেঽক্ষেমমনীনশদ্‌-বাতোকারোঽপ্যেতু তে ॥ ৩॥

সেই নীলরুদ্রদেব সৌম্যমূর্ত্তিতে উপস্থিত হন এবং পাতকপুঞ্জ সংহার করিয়া থাকেন। সলিলজাত ওষধিসমূহেও তাঁহারই অধিষ্ঠান জ্ঞাত হওয়া যায়। রুদ্রের সন্নিধানমাত্রই সলিলক্ষিপ্ত ওষধি রাশির শক্তি উৎপন্ন হয়। হে রুদ্র! তোমার সন্নিধানে অশুভ দূরীভূত হয়। যে যোগ সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই যোগ তোমারই কার্য্যভূত। যে যোগে অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই যোগও তোমার লাভ হইলেই সার্থক হইয়া থাকে। অধুনা তুমি যোগসিদ্ধির শুভকর হইয়া এই অভিষেক-সলিলে আগমন কর, অর্থাৎ অভিষেক-সময়ে নিকটবর্ত্তী হইয়া থাক ॥ ৩॥

নমস্তে ভবভাবায় নমস্তে ভামমন্যবে।
নমস্তে অস্তু বাহুভ্যামুতোত ইষবে নমঃ ॥ ৪ ॥

হে রুদ্র! তুমি ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি হেতু, তোমাকে প্রণাম; তুমি রোষ এবং মন্যু অর্থাৎ রোষের পূর্ব্বাবস্থাও তোমারই স্বরূপ, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বাণরূপী, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বাণরূপী, তোমাকে প্রণাম ॥ ৪ ॥

যামিষুং গিরিশন্তং হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র! তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষান্মম ॥ ৫ ॥

হে গিরিরক্ষক! তুমি পর্ব্বতের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য যে শর ধারণ করিয়াছ, তাহার মঙ্গল কর, মৎসম্বন্ধীয় কোন পুরুষের প্রতি দ্বেষ প্রদর্শন করিও না ॥ ৫ ॥

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি।
যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ ॥ ৬ ॥

হে পর্ব্বতপতে! আমি তোমাকে শুভকর কথায় ইহাই বলিতেছি যে, আমাদিগের এই বিশ্ব যাহাতে রোগহীন ও সুমনস্ক হইতে পারে, তুমি তাহার উপায়বিধান কর ॥ ৬ ॥

যা তে ইষুঃ শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ।
শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো মৃড় জীবসে ॥ ৭ ॥

হে মৃড়! তোমার যে শুভকারী ধনুর্জ্যা এবং মঙ্গলকর কার্ম্মুক আছে, সেই জ্যা (ধনুকের গুণ) এবং কার্ম্মুক দ্বারা আমাদিগের জীবনার্থ আমোদিত হও, কিংবা আমাদিগকে জীবিত রাখ ॥ ৭ ॥

যা তে রুদ্র! শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশং ত্বাভিচাকশৎ ॥ ৮ ॥

হে রুদ্র! হে গিরিশ! তোমার যে অঘোরা, পাতকহারিণী * তনু আছে, সেই কল্যাণকরী তনু দ্বারা আমাদিগকে প্রকাশিত কর, ইহাই তোমার নিকট আমাদিগের প্রার্থনা ॥ ৮ ॥

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুর্ব্বিলোহিতঃ।
যে চেমে অভিতো রুদ্রাশ্রিতাঃ সহস্রশো বৈষাং হেড় ঈমহে ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

---

* অঘোরা—শান্তরূপিণী।

হে রুদ্র! এই যে তোমার লোহিতবর্ণ, অরুণপিঙ্গলবর্ণ ও তাম্রবর্ণ বিগ্রহ এবং সমন্তাৎ যে সহস্র সহস্র রুদ্রগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদিগকেও স্তব করি এবং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে প্রার্থনা করি ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

অদৃশন্ ত্বাবরোহন্তং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্।
উত ত্বা গোপা অদৃশন্নুত ত্বোদহার্য্যঃ।
উত ত্বা বিশ্বা ভূতানি তস্মৈ দৃষ্টায় তে নমঃ ॥ ১ ॥

হে রুদ্র! যে সময় তুমি ধরাধামে অবতরণ কর, তৎকালে সলিলহারিণী গোপিকারা ত্বদীয় নীলগ্রীব-বিলোহিত-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তদনন্তর সর্ব্বভূতই তোমাকে প্রত্যক্ষ করিল, তুমি যোগিবৃন্দেরও অদৃশ্য, তুমি করুণা-পুরঃসর আবির্ভূত হইয়াছিলে এবং সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমার করুণা ব্যতীত কেহ তোমাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে। তোমাকে প্রণাম করি ॥১॥

নমোঽস্তু নীলশিখণ্ডায় সহস্রাক্ষায় বাজিনে।
অথো যে অস্য সত্বানস্তেভ্যোঽহমকরং নমঃ ॥ ২ ॥

হে রুদ্র ! তুমি নীলবর্ণ চূড়া ধারণ করিয়াছ, তোমার সহস্র নেত্র বিদ্যমান আছে এবং তুমি বাণরূপী, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার যে সমস্ত গণ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকেও প্রণাম ॥ ২ ॥

নমাংসি ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে।
উভাভ্যামকরং নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে॥ ৩॥

হে রুদ্র ! তুমি অস্ত্ররূপী অবিস্তৃতরূপ প্রগল্ভ এবং শরাসনধারী ! তোমাকে বাহুযুগল দ্বারা প্রণাম করি ॥ ৩॥

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়ো রাজ্ঞোর্জ্জ্যাম্।
যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরস্তা ভগবো বপ ॥ ৪ ॥

হে রুদ্র ! তুমি সংগ্রামসময়ে অরিপ্রত্যরিভূত নৃপতিদ্বয়ের শরাসনের গুণ অবিস্তৃত কর ; কেন না, নৃপতিগণের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে লোকের কষ্ট হইতে পারে ; সুতরাং তুমি যুদ্ধনিবারণ কর। ভগবন্ ! ত্বদীয় করে যে সমস্ত শর আছে, তাহাদিগকেও বিমুখ কর, অর্থাৎ তুমি লোকের প্রতি রোষপ্রদর্শন করিও না॥ ৪ ॥

অবতত্য ধনুস্ত্বং সহস্রাক্ষ ! শতেষুধে ! ।
নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ শম্ভুরাভরঃ ॥ ৫ ॥

হে রুদ্র ! তুমি ইন্দ্ররূপে ব্রহ্মাণ্ড পালন কর, ইহাই প্রার্থনা। হে সহস্রলোচন ! (ইন্দ্ররূপধারিন্ !) তুমি শরাসনে জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক শররাশির মুখ তীক্ষ্ণ কর, তুমি শত শত অস্ত্রধারী হইয়া বিরাজ কর, অধুনা আমাদিগের মঙ্গলরূপী অর্থাৎ সুখপ্রদ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

বিজ্যং ধনুঃ শিখণ্ডিনো বিশল্যো বাণবাহুত।
অনেশন্নস্তেষবঃ শিবো অস্ত নিষঙ্গতিঃ ॥ ৬ ॥

হে রুদ্র! তুমি সমগ্র শত্রুসংহার করিলে তোমার শরাসন গুণশূন্য এবং তোমার তূণীর সারহীন হউক। শত্রুসংহার সাধিত হইলে কার্ম্মুকে গুণারোপ ও শরপূর্ণ তূণীর অনাবশ্যক। অতএব শররাজি অদৃশ্য এবং নিষঙ্গ মঙ্গলকর হউক ॥ ৬ ॥

পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতা।
অথো য ইষুধিস্তবারে! অস্মিন্নিধেহি তম্ ॥ ৭ ॥

হে রুদ্র! তুমি আমাকে ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরিত্রাণ কর, তৎপরে ত্বদীয় যে ইষুধি (তূণীর) আছে, তাহাতে শররাজি স্থাপন কর ॥ ৭ ॥

য' তে হেতির্ম্মীঢুষ্টম! হস্তে বভূব তে ধনুঃ।
তয়া ত্ব বিশ্বতো অস্মানপক্ষ্ময়া পরিভূজ ॥ ৮ ॥

হে মীঢুষ্টম রুদ্র! তোমার হস্তে যে কার্ম্মুক বিদ্যমান, সেই শরাসনের গুণ দূর করিয়া নির্গুণ শরাসন দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমার কিঙ্কর ॥ ৮ ॥

নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ৯ ॥

হে রুদ্র! তোমার যে সমস্ত ভুজঙ্গ ধরণীর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে প্রণাম করি, আর যে সমস্ত সর্প, গগনমার্গে ও স্বর্গে অবস্থিত আছে, তাহাদিগকেও নমস্কার। ভুজঙ্গগণ

নিরন্তর লোকসকলকে হিংসা করে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের ভয় হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৯ ॥

যে চামী রোচতে দিবি যে চ সূর্য্যস্য রশ্মিষু।
যেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ১০ ॥

হে রুদ্র! যে সমস্ত ভুজঙ্গ সুরপুরে বিরাজমান আছে, যাহারা আদিত্যরশ্মিতে অবস্থিত রহিয়াছে এবং যে সমস্ত সর্প জলগর্ভে বাস করিতেছে, সেই সকল ভুজঙ্গ তোমারই গণ, তাহাদিগকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

যা ইষবো যাতুধানানাং যে বা বনস্পতীনাম্।
যে বাবটেষু শেরতে তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ১১ ॥

হে রুদ্র! যে সমস্ত সর্প রাক্ষসগণের শরস্বরূপ, যাহারা তরুতে, যাহারা বিবরে শয়ন করিয়া আছে, সেই সমস্ত সর্পই তোমার গণ, সুতরাং তাহাদিগকে প্রণাম ॥ ১১ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

যঃ স্বজনান্নীলগ্রীবো যঃ স্বজনান্ হরিরুত।
কল্মাষ-পুচ্ছমোষধে! জম্ভয়াশ্বরুন্ধতি ॥ ১ ॥

নীলরুদ্রকে বিবিধ প্রকারে স্তুতিবাদ করিয়া অধুনা মহিষরূপী কেদারেশ্বরকে স্তব করিতেছেন।—যে শিব ভক্তবাৎসল্যবশতঃ স্বীয় ভক্তবৃন্দের প্রতি নীলগ্রীব এবং হরিতবর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ মহিষরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, হে ওষধি! তুমি আশু সেই মহিষরূপীর কৃষ্ণপাণ্ডুরবর্ণ পুচ্ছ বীর্য্যশালী কর ॥ ১ ॥ *

বভ্রুশ্চ বভ্রুকর্ণশ্চ নীলগলমালঃ শিবঃ পশ্য।
শর্ব্বেণ নীলশিখণ্ডেন ভবেন মরুতাং পিতা ॥ ২ ॥

সেই মহিষরূপী কেদারেশ্বরের কোন অঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ, সুতরাং তিনি পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহার গলদেশে নীলবর্ণ মালা বিদ্যমান, এই নীলশিখণ্ডধারী শিবই সুরগণকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন ॥ ২ ॥

বিরূপাক্ষেণ বভ্রূণাং বাচং বদিষ্যতো হতঃ।
সর্ব্বনীলশিখণ্ডেন বীর! কর্ম্মণি কর্ম্মণি ॥ ৩ ॥

যে ব্রহ্মা শরীরমাত্রের উৎপাদক, সেই ব্রহ্মাও বিরূপাক্ষ নীলশিখণ্ডধারী নীলগ্রীবরূপী ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে বীরবৃন্দ! তোমরা বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কার্য্যেই তাঁহাকে দর্শন কর, অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যেই নীলরুদ্ররূপী ঈশ্বরকে স্মরণ কর ॥ ৩ ॥

ইমামস্য প্রাশং জহি যেনেদং বিভজামহে।
নমো ভবায় নমঃ সর্ব্বায় নমঃ কুমারায় শত্রবে ॥ ৪ ॥

---

* যখন কেদারেশ্বরকে মহিষরূপী বলিয়া বর্ণন করা যাইতেছে, তখন তাঁহার পুচ্ছ অবশ্য আছে।

হে রুদ্র! তুমি জনসাধারণে বাক্যনিবারণ কর, অর্থাৎ বেদকথিত প্রতিবিদ্ধ কর্ম্মবিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জন কর। এই বাক্য দ্বারাই আমরা জগৎকে বিভক্ত করিতেছি, অর্থাৎ ইহা কর্ম্মক্ষেত্র এবং ইহা ভোগক্ষেত্র, এই প্রকারে বিভাগ করিয়া থাকি। অধুনা সেই উভয়কে প্রণাম করি, এবং কাল যাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ নহে, সেই সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, নীলরুদ্ররূপী ঈশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

নমো নীলশিখণ্ডায় নমঃ সভাপ্রপাদিনে।
যস্ত হরী অশ্বতরৌ গর্দ্দভাবভিতঃ সরৌ ॥ ৫ ॥
তস্মৈ নীলশিখণ্ডায় নমঃ সভাপ্রপাদিনে।
নমঃ সভাপ্রপাদিনে ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ইতি নীলরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্তা।

সেই সর্ব্বসভার সভ্য নীলশিখণ্ডধারী ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ইঁহার উভয়দিকে অশ্বতরদ্বয় ও গর্দ্দভযুগল পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই নীলশিখণ্ডধারী ঈশ্বরকে প্রণাম করি। উপনিষদাদির সমাপ্তকালীন বাক্য বারদ্বয় পাঠ্য, ইহাই রীতি, এই বৈদিক নিয়মানুসারে এই নীলরুদ্র উপনিষদেও "নমঃ সভাপ্রপাদিনে" এই বাক্য বারদ্বয় উচ্চারিত হইয়াছে ॥ ৫-৬ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

ইতি নীলরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

চূলিকোপনিষৎ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অষ্টপাদং শুচির্হংসং ত্রিসূত্রং মণিমব্যয়ম্।
দ্বিবর্ত্তমানং তেজসৈদ্ধং সর্ব্বঃ পশ্যন্ ন পশ্যতি ॥ ১ ॥

আত্মপ্রত্যক্ষই যোগসাধনের ফল, সেই আত্মা অতি সমীপবর্ত্তী কিন্তু লোকে কণ্ঠগত হারের ন্যায় গুরূপদেশ ভিন্ন কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং সেই আত্মবোধনার্থ এই চূলিকোপনিষদের আরম্ভ হইয়াছে—যেরূপ কণ্ঠাবয়ব মণিময় উজ্জ্বল ত্রিগুণিত বামদক্ষিণ দুই পার্শ্বে অবস্থিত সাতিশয় প্রভাববান্ হার সকল লোকই দেখিয়াও দেখিতে পায় না, সেই প্রকার ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকৃতিরূপ অষ্টপাদসম্পন্ন উজ্জ্বল হংস, অর্থাৎ অজ্ঞানহারক ধর্ম্মার্থকামাত্মক ত্রিসূত্রান্বিত কিংবা সত্ত্বাদি-গুণত্রয়বান্, অথবা ইড়াদি নাড়ীত্রয়যুক্ত মণিপ্রকাশক অব্যয়, একরূপী স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ শরীরে বর্ত্তমান এবং স্বীয় প্রভায় প্রজ্বলিত পরমাত্মাকে দেখিয়াও কেহ দর্শন করিতে পায় না ॥ ১ ॥

ভূতসম্মোহনে কালে ভিন্নে তমসি চৈশ্বরে।
অন্তঃ পশ্যতি সত্ত্বস্থং নিগুর্ণং গুণকোটরে ॥ ২ ॥

অধুনা আত্মদর্শনের উপায় বিবৃত হইতেছে।—ভূতগ্রামের মোহকারী কৃষ্ণবর্ণ ঐশ্বরীয় অন্ধকার, অর্থাৎ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে সকলেই নিকটে তাঁহাকে দর্শন করিতে পায়। অজ্ঞাননাশ হইলেই তিনি বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইতে থাকেন এবং নির্গুণ হইয়া গুণকোটরমধ্যে জলদমালায় আদিত্যের ন্যায় উদিত হয়েন; সুতরাং সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে॥ ২।

অশক্যঃ সোঽন্যথা দ্রষ্টুং ধ্যেয়মানঃ কুমারকঃ।
বিকারজননীং মায়ামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্॥ ৩॥
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ।
সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা পুরা॥ ৪॥

অজ্ঞানের নিরাস হইয়া দিব্যদৃষ্টি না জন্মিলে বাহ্যদৃষ্টিতে ভাবনা দ্বারা সেই অজর পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ঋতু যেমন সৃষ্টির জন্য নারীকে চিন্তা করে, তদ্রূপ পরমাত্মা বিকারজননী অষ্টরূপা অজা নিত্যা প্রকৃতিকে ধ্যান করেন, অর্থাৎ জগদুৎপত্তির জন্য প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, প্রকৃতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মই মদীয় যোনি এবং আমিই তাঁহাতে গর্ভধারণ করি, তাহাতেই ভূতগ্রামের উৎপত্তি হয়। আর সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক আরূঢ়া, প্রেরিতা ও অধিষ্ঠিতা হইয়াই প্রকৃতি পুরুষার্থ (পুরুষের ভোগ্য) প্রসব করিয়াছেন॥ ৩-৪॥

গৌরনাদবতী সা তু জনিত্রী ভূতভাবিনী।
অসিতা সিতরক্তা চ সর্ব্বকামদুঘা বিভোঃ॥ ৫॥

প্রকৃতি পরমাত্মার দোগ্ধ্রী গোরূপিণী বলিয়া জানিবে। পরন্তু সাধারণ গাভীতে যেমন হাম্বারব করে, এ গাভী সেরূপ করে না। ইতি নাদরহিতা। ফল কথা, প্রকৃতি সচেতন ও ঈশ্বরের বশবর্ত্তিনী, সুতরাং তাঁহার কোন শব্দ নাই, কিংবা গৌরবর্ণা অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধানা এবং নাদসম্পন্না অর্থাৎ বেদপ্রবর্ত্তিকা। আর এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্টা এবং এই প্রকৃতিই ঈশ্বরের কামধেনু-স্বরূপ, অর্থাৎ যথেষ্ট কার্য্য করিয়া থাকেন। মহানারায়ণীয়ে এবং ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও এই প্রকৃতি লোহিতকৃষ্ণবর্ণা অজাস্বরূপে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন॥ ৫॥

পিবন্তি নাম বিষয়মসঙ্খ্যাতাঃ কুমারকাঃ।
একস্তু পিবতে দেবং স্বচ্ছন্দেন বশানুগঃ॥ ৬॥

জীব অসংখ্য, তাহারাই ভোগ করে এবং ঈশ্বর এক, তিনি ভোগরহিত। অসংখ্য জীবগণ শব্দ ও অর্থভোগ করে, একমাত্র ঈশ্বর জীবকুলকে বিষয়ভোগ করাইতেছেন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং বিষয়ভোগ না করিয়াও ভোগের প্রযোজক। জীব প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডবাসীরা ঈশ্বরের আশ্রিত পরিবার বলিয়া গণ্য॥ ৬॥

ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রথমং প্রভুঃ।
সর্ব্বসাধারণীং দোগ্‌ধ্রীমিজ্যমানাং সুযজ্বভিঃ॥ ৭॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে ঈশ্বরের অভোক্তৃত্ব নাই। সর্ব্বপ্রভু ভগবান্ ঈশ্বর প্রথমে ধ্যান ও দর্শন এই ক্রিয়াদ্বয় দ্বারা প্রকৃতিকে ভোগ করেন এবং তাহারই উচ্ছিষ্ট অন্য সকলে ভোগ করিয়া থাকে। ধ্যান ও দর্শনই ঈশ্বরের ভোজন। শ্রুতিতে কথিত আছে যে,

অমরগণ ভোজন করেন না বা পান করেন না, দর্শনমাত্রই তাঁহাদিগের সন্তোষ জন্মে। সেই প্রকৃতি সর্ব্বধারিণী (সমভোগ্যা ও অব্যাকৃতরূপা) এবং সেই প্রকৃতিই দোগ্ধ্রী গোরূপা, সুতরাং সাধু যাজ্ঞিকবৃন্দ হব্যকব্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করে ॥ ৭ ॥

পশ্যন্ত্যস্যাং মহাত্মানং সুপর্ণং পিপ্পলাশনম্।
উদাসীনং ধ্রুবং হংসং স্নাতকাধ্বর্য্যবো হবেৎ ॥ ৮ ॥

বিহঙ্গগণ যেরূপ তরুরাজির ফলভোগ করিয়া অন্যান্য বৃক্ষে প্রস্থান করে, তদ্রূপ জীব একদেহে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া দেহান্তরে প্রস্থান করিয়া থাকে। যিনি পরমাত্মা, তিনি উদাসীন, অধ্বর্য্যু ও স্নাতকপ্রভৃতিরা (যজ্ঞীয়পুরোহিতবিশেষ) হোম করিয়া সেই সনাতনহংস পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, কিংবা যোগক্ষেমাদি দ্বারা অবগত হইতে পারেন ॥ ৮ ॥

শংসন্তমনুশংসন্তি বহ্ব্‌চঃ শস্ত্রকোবিদাঃ।
রথন্তরে বৃহৎ সাম্নি সপ্তৈবৈতে চ গীয়তে ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে অধ্বর্য্যদিগের ফলনির্ণয় পূর্ব্বক অধুনা হোতার ফল নির্ণয় করিতেছেন।—সপদবন্ধ মন্ত্রই ঋক্‌শব্দের অর্থ এবং ঐ মন্ত্র গীয়মান হইলেই তাহাকে স্তুতি কহে অর্থাৎ কেবল মন্ত্ররূপা স্তুতি এবং গীয়মান স্তুতি উভয়ই শস্ত্র, এই শস্ত্রনিপুণ ব্যক্তি অর্থাৎ ঋগ্বেদী, সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী সকলেই সেই পরমাত্মার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর রথন্তর, বৃহৎ সাম, বৈরূপ, বৈরাজ, মহাসাম, রৈবত ও বামদেব্য, এই সাত প্রকার সামও সেই পরমাত্মাকে কীর্ত্তন করিতেছে ॥ ৯ ॥

মন্ত্রোপনিষদং ব্রহ্ম পদক্রমসমন্বিতম্ ।
পঠন্তে ভার্গবা হ্যেতদথর্ব্বাণো ভৃগূত্তমাঃ ॥ ১০ ॥

আথর্ব্বণিকগণের ব্যাপার কিরূপ, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—ভার্গবগণ যে পদক্রমবিশিষ্ট মন্ত্র উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাহাতে কেবল সেই ব্রহ্মই কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মচারী চ ব্রাত্যশ্চ স্কম্ভোপ্যপলিতস্তথা ।
অনড্বান্ রোহিতোচ্ছিষ্টঃ পঠ্যতে ভৃগুবিস্তরে ॥ ১১ ॥
কালঃ প্রাণশ্চ ভগবানাত্মা পুরুষ এব চ ।
শিবো ভবশ্চ রুদ্রস্ত ঈশ্বরঃ পুরুষস্তথা ॥ ১২ ॥
প্রজাপতির্ব্বিরাট্ চৈব পার্ষ্ণিঃ সলিলমেব চ ।
স্তূয়তে মন্ত্রসংযুক্তৈরথর্ব্ববিহিতৈর্ব্বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

অধুনা ভার্গবীয় গ্রন্থের বিষয় বিবৃত হইতেছে।—অথর্ব্ববেদীয় বিরাট ভৃগুগ্রন্থে ব্রহ্মচারী, ব্রাত্য, স্কম্ভ, অপলিত, অনড্বান্, রোহিত, উচ্ছিষ্ট, কাল, প্রাণ, ভগবান্, আত্মা, পুরুষ, শিব, ভব, রুদ্র, ঈশ্বর, প্রজাপতি, বিরাট, পার্ষ্ণি ও সলিল এই সমস্ত শব্দ পঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত শব্দের অর্থপ্রতিপাদনে সেই পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইয়াছেন এবং মন্ত্রবিশিষ্ট অথর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্য ঐরূপ শব্দরাজি দ্বারা সেই বিভু (সর্ব্বাধ্যক্ষ) ঈশ্বরেরই স্তুতি করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারী ও ব্রাত্যাদি শব্দার্থনির্ণয় দ্বারা পরমেশ্বরই স্থিরীকৃত হইয়াছেন ॥ ১১-১৩ ॥

তং ষড়্বিংশকমিত্যেকে সপ্তবিংশমথাপরে ।
পুরুষং নির্গুণং সাঙ্খ্যমথর্ব্বাণঃ শিরো বিদুঃ ॥ ১৪ ॥

পৌরাণিকেরা ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বনির্ণয় দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব স্থির করিয়াছেন। অন্যান্য বাদীরা সপ্তবিংশতি পদার্থ দ্বারা আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ করিয়া থাকেন। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, ষড়্‌বিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি—ইহাদিগকেই ষড়্‌বিংশতত্ত্ব কহে। উক্ত ষড়্‌বিংশতত্ত্ব ও চিত্ত সর্ব্বসাকল্যে সপ্তবিংশপদার্থ হয়। সাংখ্যেরা নির্গুণ পুরুষ বলিয়া পরমাত্মাকে বর্ণন করেন এবং আথর্ব্বণিকেরা শিরঃশব্দে পরমাত্মাকে নির্ণয় করিয়া থাকেন। পরন্তু সাংখ্যেরা বলেন, কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারাই পরমাত্মাকে জানা যায়; জ্ঞানগম্য অন্য উপায় দ্বারা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব ॥ ১৪ ॥

চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তদর্শনম্।
অদ্বৈতং দ্বৈতমিত্যেতত্ত্রিধা তং পঞ্চধা তথা ॥ ১৫ ॥

কপিলমতাবলম্বীরা চতুর্ব্বিংশতিপদার্থ কীর্ত্তন পূর্ব্বক তদুপরি পঞ্চবিংশতিপদার্থরূপে ঈশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছেন, অর্থাৎ পরমেশ্বর অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত। স্পষ্টরূপে কেহ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না; পরন্তু তাঁহার কার্য্যভূত এই প্রকৃতি দেখিয়াই পরমাত্মাকে অবগত হইতে হয়। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই ব্রহ্মাণ্ডের মূল; সেই প্রকৃতি কোন প্রকারে বিকৃতিভাবাপন্ন হয় না। সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি সপ্তপদার্থ জন্মে এবং সেই সপ্তপদার্থ হইতে আবার ষোড়শপদার্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় পদার্থ বিকৃতিভূত। বেদান্তবাদীরা অদ্বৈতরূপে, কণাদমতাবলম্বীরা দ্বৈতরূপে, অন্যান্যবাদীরা কেহ গুণভেদে ত্রিধা, কেহ বা পঞ্চভূতরূপে পঞ্চধা

পরমাত্মাকে কীর্ত্তন করেন। শ্রুত্যন্তরপ্রমাণে দেখা যায়, পরমাত্মা একধা, পঞ্চধা, সপ্তধা, নবধা ও একাদশধা হইয়া থাকেন অর্থাৎ মতভেদেই পরমেশ্বর একদ্বিত্রিরূপে নির্ণীত হইতেছেন ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মাদ্যং স্থাবরান্তঞ্চ পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষঃ।
তমেকমেব পশ্যন্তি পরিশুদ্ধং বিভুং দ্বিজাঃ ॥ ১৬ ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিক বেদজ্ঞগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্যভূত নিখিল বস্তুকে অদ্বিতীয় পরিশুদ্ধ সর্ব্বাধ্যক্ষ পরমাত্মরূপে প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই এই পরিদৃশ্যমান অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে এবং এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়, তদ্ব্যতীত বিশেষ আর কিছুই নাই, এই প্রকারে বেদজ্ঞগণ পরমাত্মাকে অবগত হন ॥ ১৬ ॥

যস্মিন্ সর্ব্বমিদং প্রোতং ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমম্।
তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদ্বুদাঃ সাগরে যথা ॥ ১৭ ॥

বেদজ্ঞগণ কহেন, সেই ব্রহ্মে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জাত হইয়াছে, ব্রহ্মেই বর্ত্তমান আছে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়। সমুদ্রাদিতে যেমন বুদ্বুদ্ জন্মিয়া সেই সমুদ্রাদিতেই বিলীন হয়, তদ্রূপ জগৎ ব্রহ্মে সঞ্জাত হইয়া ব্রহ্মেই লয় পাইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাশ্চা ব্যক্ততাং যযুঃ।
নশ্যন্তে ব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্বুদা ইব ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই বিনশ্বর অর্থাৎ সমুদ্রে যেরূপ বুদ্বুদ জন্মিয়া সমুদ্রেই বিনাশ পায় এবং পুনরায় উৎপন্ন হইয়া সেই সমুদ্রেই

লয় পাইয়া থাকে, তদ্রূপ এই ভাবপদার্থ সমুদায়ই পরমাত্মা হইতে জন্মিয়া পরমাত্মাতেই লয় পায়, পুনরায় সেই সকল ব্যক্ত হয় এবং পুনরায় অব্যক্ত হয়। একমাত্র পরমেশ্বর হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতশ্চৈব কারণৈর্ব্ব্যঞ্জয়েদ্বুধঃ।
এবং সহস্রশো দেবং পর্য্যস্তন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৯ ॥

এই দেহ সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং অনুমান দ্বারা তাঁহাকে অবগত হইতে হয়। রথ চলিতেছে দেখিলেই যেরূপ বোধ হয়, নিশ্চয়ই এই রথমধ্যে একজন পরিচালক আছে, তদ্রূপ দৈহিক কার্য্যদর্শন দ্বারা পরমাত্মার অনুমান করা যায়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনুমান দ্বারাই পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া থাকেন। এই প্রকার যোগ দ্বারা সহস্র সহস্র বার জন্মমরণাদিতে আবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবে, অর্থাৎ উত্তমরূপে পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলেই জীবের মুক্তি ঘটে ॥ ১৯ ॥

য এবং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণো নিয়তব্রতঃ।
অক্ষয্যমন্নপানঞ্চ পিতৄণাঞ্চোপতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥

যে ব্রাহ্মণ পিত্রাদির শ্রাদ্ধসময়ে এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করেন, তাঁহার প্রদত্ত অন্নপানাদিতে পিত্রাদির অক্ষয় তৃপ্তিসঞ্চার হয়, আর কোন প্রকার অপবিত্র অন্নাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে তাহা পিতৃলোক গ্রহণ করেন না। শ্রাদ্ধ করিয়া এই উপনিষদ্রূপ স্তুতি পাঠ করিলে আশু সেই অপবিত্র অন্নাদির দোষ দূর হইয়া পিতৃলোকের সন্তোষ উৎপন্ন হয় ॥ ২০ ॥

ব্রহ্ম ব্রহ্মবিধানন্ত যে বিদুর্ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তে লয়ং যান্তি তত্রৈব লীনাস্তা ব্রহ্মশায়িনে।
লীনাস্তা ব্রহ্মশায়িনে ॥ ২১ ॥

ইতি চূলিকোপনিষৎ সমাপ্তা।

যে ব্রাহ্মণাদিরা কূটস্থব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানোপায়ভূত উক্ত উপনিষদাদি অবগত আছেন, তাঁহারা অন্তিমে ব্রহ্মে বিলীন হন অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাব বাসনা করিলেই তাঁহাদের বাগাদি ইন্দ্রিয় ক্রমে ব্রহ্মকে অবলম্বন করে এবং আশু তাঁহারা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হইয়া যান। বৈদিক রীতি এই প্রকার প্রচলিত আছে যে, উপনিষদের শেষ বাক্য বারদ্বয় পাঠ্য, এই জন্য "লীনাস্তা ব্রহ্মশায়িনে" এই শেষবাক্য দুই বার উচ্চারিত হইল ॥ ২১ ॥

ইতি চূলিকোপনিষৎ সমাপ্ত।

সামবেদীয়

আরুণেয়োপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ আরুণিঃ প্রজাপতের্লোকং জগাম তং গত্বোবাচ, কেন ভগবন্ কর্ম্মণ্যশেষতো বিসৃজামীতি। তং হোবাচ প্রজাপতিস্তব পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ বন্ধ্বাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ সূত্রঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক-মহর্লোক-জনলোক-তপোলোক-সত্য-লোকঞ্চ অতল-পাতাল-বিতল-সুতল-রসাতল-মহাতল-তলাতলং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ বিসৃজেৎ, দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ, শেষং বিসৃজেৎ শেষং বিসৃজেদিতি ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তির সন্ন্যাসলাভের বিষয় এই উপনিষদে কীর্ত্তিত। বিষ্ণুপদপ্রদর্শনই ইহার আবশ্যক বিষয় এবং যাহারা সংসারনিবৃত্তিকামী, এই উপনিষদে তাহাদেরই অধিকার আছে। আরুণি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভগবন্! কি উপায়ে সংসারের হেতুভূত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি, এই বিষয়ে উপদেশ করুন। আরুণির বচন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি মমতার

অবলম্বনস্বরূপ পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, জ্ঞাতি প্রভৃতি উপকারী ব্যক্তিগণ, স্ত্রী, শিখা, যজ্ঞোপবীত, সন্ধ্যা, যাগ, ধনাদি, সূত্র, পুস্তকাদি অর্থাৎ যোগপ্রতিপাদকগ্রন্থ, বেদচতুষ্টয়, ষড়ঙ্গ, ভূলোঁক, ভুবলোঁক, স্বর্লোঁক, মহর্লোঁক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক,—এই সমস্ত ঊর্দ্ধলোক এবং অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, রসাতল, মহাতল, তলাতল,—এই সমস্ত অধোলোক অর্থাৎ ইহারা পাদতল, তদগ্র গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু, ঊরু ও তদূর্দ্ধভাগরূপে উপাস্য হইলেও হেয় এবং ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ বিরাট্‌দেহ, অসদ্‌বিষয় ও মনোরথ বিসর্জ্জন করিবে। এই সমস্ত পরিহার পুরঃসর দেহযাত্রা-সম্পাদনার্থ দণ্ড, আচ্ছাদন ও কৌপীন ধারণ করিবে, অর্থাৎ গো-সর্পাদি দূরীকরণার্থ দণ্ড, লজ্জা, শীত, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রশান্তির জন্য আচ্ছাদন ও জলপাত্র, এই সমস্ত গ্রহণ করিবে, আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। উষ্ণীষাদি গ্রহণ করা প্রাণান্তেও সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে ।। ১ ।।

ইতি প্রথম খণ্ড ।। ১ ।।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থো বা লৌকিকাগ্নীনুদরাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। গায়ত্রীঞ্চ স্ববাচাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। উপবীতং শিখাং ভূমাবপ্‌সু বা বিসৃজেৎ। কুটীচরো ব্রহ্মচারী কুটুম্বং বিসৃজেৎ, পাত্রং বিসৃজেৎ, পবিত্রং বিসৃজেৎ, দণ্ডান্ লোকাংশ্চ বিসৃজেৎ,

লৌকিকাগ্নীংশ্চ বিসৃজেদিতি হোবাচ। অত উর্দ্ধমমন্ত্রবদাচরেৎ উর্দ্ধগমনং বিসৃজেৎ। ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ, সন্ধিং সমাধাবাত্মন্যাচরেৎ, সর্ব্বেষু বেদেষ্বারণ্যকমাবর্ত্তয়েৎ উপনিষদমাবর্ত্ত-য়েদুপনিষদমাবর্ত্তয়েদিতি ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

কিরূপ ব্যক্তি সন্ন্যাসে অধিকারী, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।— গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী কিংবা বানপ্রস্থগণ লৌকিকাগ্নি (স্বর্গাদিলোকলাভের হেতুভূত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত অগ্নি) কোষ্ঠাগ্নিতে সমারোপ করিবে, অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি করিয়া "সম্যগগ্নে" প্রভৃতি মন্ত্রে নির্ব্বাণপূর্ব্বক অগ্নিসমারোপণ কর্ত্তব্য। আর সাবিত্রী দেবতা ও অন্যান্য মন্ত্র সকল স্বীয় বাক্যরূপ বহ্নিতে "স্ববাচাগ্নৌ" প্রভৃতি মন্ত্রে সমারোপ করিবে। তৎপরে শিখা ও উপবীতকে শুদ্ধজলে, তদপ্রাপ্তিতে শুদ্ধভূমিতে এবং শুদ্ধজললাভে সেই শুদ্ধজলে "ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। ব্রহ্মচারী ব্যক্তি কুটীর আশ্রয় পূর্ব্বক কুটুম্ব (পুত্রাদি) পরিবর্জ্জন করিবে, ভিক্ষাপাত্র ত্যাগ করিবে, জলবিশুদ্ধ বসন বিসর্জ্জন করিবে এবং বৈণবদণ্ড ও লৌকিক অগ্নিও পরিত্যাগ করিতে হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মা আরুণিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তৎপরে স্বাধ্যায়ের বিসৃষ্টতাহেতু অমন্ত্রক স্নানাচমনাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যদি বল, মন্ত্রাদি বিসর্জ্জন করিলে কি প্রকারে স্বর্গাদি উর্দ্ধলোকলাভ হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, সন্ন্যাসিগণ উর্দ্ধগমন বিসর্জ্জন করিবে, তাহারা স্বর্গলোকাদিগমনের বাসনা করিবে না। যদি সন্ন্যাসীর স্বর্গলোকাদির

বাসনা না থাকিল, তবে আচমনাদিরও আবশ্যক নাই। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—তাহারা সন্ধ্যাত্রয়ের পূর্ব্বে মৌষল (অমন্ত্র) স্নান করিবে। তবে সন্ধ্যাকালে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি? এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে।—সন্ন্যাসীরা সন্ধ্যাকালে সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাতে পরমাত্মস্বরূপ চিন্তা করিবে। পূর্ব্বে যে স্বাধ্যায়-ত্যাগ বলা হইয়াছে, তাহার বিশেষ এই যে, সর্ব্ববেদের মধ্যে আরণ্যক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিপাদক ভাগ অবশ্য পাঠ্য এবং তাহার অর্থচিন্তা করিবে। অতএব সন্ন্যাসিগণের উপনিষৎ পাঠ করা বিধেয়, নচেৎ তাহাদিগের প্রকৃতজ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং যদি জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলে সন্ধ্যামন্ত্রাদিবিসর্জ্জন কেবল পতিত্বফল হইতে পারে ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

খল্বহং ব্রহ্মসূচনাৎ সূত্রং ব্রহ্ম সূত্রমহমেব বিদ্বান ত্রিবৃৎসূত্রং ত্যজেদ্‌বিদ্বান্ য এবং বেদ। সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া ইতি ত্রিঃকৃত্বোর্দ্ধ্বং বৈণবং দণ্ডং কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ। ঔষধবদশনমাচরেদৌষধবদশনমাচরেৎ। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্ত ইতি ব্রূয়াৎ। সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে মত্তঃ। সখাসি মা গোপায় ঔজঃ

সখাসি ইন্দ্রস্য বজ্র ইতি। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চাপরিগ্রহঞ্চ সত্যঞ্চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত হে রক্ষত ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও পরম উপনিষৎ আবৃত্তি করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য পাঠ করিবে। সত্যাদির ন্যায় আমি, অর্থাৎ অহঙ্কারোপলক্ষিত শোধিত জীবচৈতন্যই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান করিতে হয়, ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই সত্য নহে, এই প্রকার বোধ হইলেই সর্ব্বপ্রকার অনর্থনিবৃত্তি হইয়া পরমানন্দলাভ হইয়া থাকে। অধুনা প্রবন্ধভেদ হইলে কি প্রকারে অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সূত্রপটন্যায়ে অভেদনিরূপণার্থ ব্রহ্মের সূত্ররূপতা বিবৃত হইতেছে।—ব্রহ্মই জগতের সূচনা করেন, এই জন্য তাঁহার নাম সূত্র। যেরূপ তন্তুই দীর্ঘ-প্রস্থে প্রসারিত হইয়া বস্ত্রসূচনা করে, এই জন্য তাহার নাম সূত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎস্বরূপ বসনের সূচনা করেন বলিয়া সূত্রনামে অভিহিত হন অর্থাৎ কার্য্য কারণের অতিরিক্ত হন; সুতরাং ব্রহ্মই জগৎব্রহ্মাণ্ডের সূত্র। সেই জগৎসূচয়িতা ব্রহ্মের মায়াতে জীব মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাবৎই জীবের মোহ বিদ্যমান থাকে, পরন্তু সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তখন আর মোহ থাকে না। যেহেতু, মোহের সম্ভব হয় না, কারণ, মায়াধীশ্বরের মায়াভিভব কোন প্রকারেও হইতে পারে না। যিনি ঐ প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি ত্রিবৃত সূত্র বিসর্জ্জন করিবেন। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ন্যাসই কর্ত্তব্য।

"আমি সকল ত্যাগ করিলাম, আমি সকল ত্যাগ করিলাম, আমি সকল ত্যাগ করিলাম" বারত্রয় এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে অর্থাৎ ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণ সহকারে "সন্ন্যস্তং ময়া, সন্ন্যস্তং ময়া, সন্ন্যস্তং ময়া" এই প্রকার পাঠান্তে লোকত্রয়ের শ্রবণার্থ যাহা করিবে, তাহা পুনরায় গ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি নিন্দার্হ ও বধ্য হয়। এইরূপে রূপত্রয় অঙ্গীকারপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া বৈণবদণ্ড ও কৌপীন ধারণ করিবে। পরে ঔষধসেবনবৎ আহার করিতে হইবে। অনন্তর বলিবে, মৎসকাশে সর্ব্বভূতের অভয় হউক ; কেন না, আমি ব্রহ্ম এবং আমা হইতেই সর্ব্বভূত প্রবৃত্ত হইতেছে। সুতরাং মৎসকাশে কাহারও ভয়ের আশঙ্কা নাই, কখনও পিতৃসকাশে ভয়ের সম্ভব থাকে না। অতঃপর দণ্ডগ্রহণের মন্ত্র বিবৃত হইতেছে।—দণ্ডকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিবে, তুমি মদীয় সখা, আমাকে গো-সর্পাদি হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি দেহশক্তি সখা এবং ইন্দ্রের অশনিতুল্য শত্রুর ভয়বিনাশক। তুমি আমার পাপপুঞ্জ দূর কর। এই প্রকারে বারত্রয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া বৈণব (বংশনির্ম্মিত) দণ্ডের উপরিভাগ দক্ষিণ করে স্থাপন করিয়া লজ্জানিবারণার্থ কৌপীন ধারণ করিবে এবং ঔষধের ন্যায়, অর্থাৎ আহারে প্রীতি না থাকিলেও দেহ-রক্ষার্থ আহার করিবে। কদাচ রসেতে আসক্তি রাখিবে না। হে মুমুক্ষু সন্ন্যাসিগণ, তোমরা ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ যুবতীদিগের স্মরণ, কীর্ত্তন, তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, তাহাদিগের উপভোগে সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি, এই সকল পরিহার, অহিংসা, অপরিগ্রহ অর্থাৎ দণ্ডকৌপীনাদি ব্যতীত পরিগ্রহবর্জ্জন, সত্য, সপ্রমাণ প্রিয় ও হিতবাক্য এবং অস্তেয়

এই পঞ্চ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। প্রাণান্তেও তোমার ব্রহ্মচর্য্যাদি পঞ্চধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবে না; করিলে তাহাদিগকে মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয় ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

অথাতঃ পরমহংসপরিব্রাজকানামাসনশয়নাভ্যাং ভূমৌ ব্রহ্মচারিণাং মৃৎপাত্রং বালাবুপাত্রং দারুপাত্রং বা। কাম-ক্রোধ-লোভমোহদম্ভ-দর্পাসূয়ামমত্বাহঙ্কারানৃতাদীন্ পরিত্যজেৎ, বর্ষাসু ধ্রুবশীলোঽষ্টৌ মাসানেকাকী যতিশ্চরেৎ, দ্বাবেব বা চরেৎ দ্বাবেব বা চরেদিতি ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

পরমহংসগণের ব্রহ্মচর্য্যাদিপঞ্চকস্থৈর্য্যরূপ পারমহংস্য ধর্ম্ম কি প্রকার, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যেহেতু, পূর্ব্বকথিত মন্ত্রপাঠ ও দণ্ডগ্রহণান্তে ব্রহ্মচর্য্যাদি রক্ষণ না করিলে তাহাদিগের সিদ্ধিলাভ ঘটে না; সুতরাং সেই সকল ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। যাঁহারা কেবল আমিই হংসস্বরূপ, তদ্ভিন্ন নহে, এই প্রকার বোধে গৃহবন্ধ বিসর্জ্জন করিয়া গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমহংসপরিব্রাজক। এই পরমহংসপরিব্রাজকগণের ভূমিতে আসন গ্রহণ ও শয়ন করা কর্ত্তব্য। তাহারা দিবাভাগে ভূমিতে উপবেশন এবং নিশাভাগে সেই ভূভাগে

শয়ন করিবে। যতিগণের আসনবন্ধই উপবেশন এবং বাহ্য-বিষয় বিস্মৃতিই শয়ন। সুতরাং পর্য্যাঙ্কাদি পরিত্যাগ করা অবশ্য বিধেয়। ব্রহ্মচারীরা জল ব্যবহারার্থ মৃৎপাত্র, অলাবুপাত্র, কিংবা দারুময় পাত্র ধারণ করিবে। হস্তই তাহাদিগের ভোজনপাত্র, তৈজসপাত্র ব্যবহার করা তাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচারীরা কাম (মৈথুনেচ্ছা) কিংবা বিষয়মাত্রবাসনা, রোষ, লোভ, মোহ, অর্থাৎ অশুচি দুঃখাত্মক দেহে শুচি ও সুখাত্মবুদ্ধি, দম্ভ (আমি অতি ধার্ম্মিক এই প্রকার অভিমান), দর্প (অন্যকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাতে আধিক্যবুদ্ধি), অসূয়া (পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা), মমত্ব (পরেতে সম্বন্ধবুদ্ধি), অহঙ্কার (জাতি, গুণ ও কর্ম্মের অভিমান), অনৃত (অহিত, অপ্রিয় ও অপ্রমাণ-দৃষ্টার্থ বাক্য) এবং হর্ষশোক ও সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব বিসর্জ্জন করিবে। পরিব্রাজকশব্দের তাৎপর্য্যে বোধগম্য হয় যে, যতিরা সকল স্থানে গমন করিতে পারে, ইহার অপবাদ বিবৃত হইতেছে।—যতি ব্যক্তি বর্ষাঋতুতে অষ্টমাস একাকী পরিভ্রমণ করিবে। যেরূপ কুমারীর করদ্বয়স্থিত কঙ্কণ একত্র হইলেই শব্দ হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন থাকিলে শব্দ হয় না, আর সমান-স্বভাবশালী হইলে দুই ব্যক্তিও একত্র থাকিতে পারে, অর্থাৎ অধ্যাত্ম-কথারস আস্বাদন পূর্ব্বক একত্র হইয়া কালযাপন করিবে। ফল কথা, এরূপ স্বভাববিশিষ্ট হইলে অধিক ব্যক্তিও একত্র সমবেত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে পারে। পাণ্ডবদিগের ঐকমত্য ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগের একত্র পরিভ্রমণে কোন দোষ ঘটে নাই ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

খলু বেদার্থং যো বিদ্বান্ সোপনয়নাদূর্দ্ধমেতানি প্রাগ্ বা ত্যজেৎ পিতরং পুত্রমগ্ন্যুপবীতং কর্ম্ম কলত্রঞ্চান্যদপীহ। যতয়ো হি ভিক্ষার্থং গ্রামং প্রবিশন্ত্যুদরপাত্রং পাণিপাত্রং বা। ওঁ হি ওঁ হি ওঁ হীত্যেতদুপনিষদং বিন্ত্যসেৎ, খল্বেতদুপনিষদং বিদ্বান্ য এবং বেদ পালাশং বৈল্বমাশ্বত্থং দণ্ডমজিনং মেখলাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ত্যক্ত্বা শূরো য এবং বেদ। তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্‌বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমিতি এবং নির্ব্বাণমনুশাসনমিতি বেদানুশাসনমিতি বেদানুশাসনমিতি ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-আরুণেয়োপনিষৎ সমাপ্তা।

সন্ন্যাসগ্রহণে যেরূপ আশ্রমক্রমরীতি নাই, তদ্রূপ সন্ন্যাসে উপনয়ন-নিয়মও নাই। যিনি বেদার্থ-বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি উপনয়নের অগ্রে অথবা পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তির জন্মান্তরীণ পুণ্যহেতু উপনয়ন ভিন্নও কোন হেতুতে বেদার্থ-পরিজ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তি উপনয়নের অগ্রেই সকল বিসর্জ্জন করিবে। ভরত, ঐতরেয়, দুর্ব্বাসা, ব্যাস, শুক প্রভৃতি বাল্যাবস্থাতেই দুস্ত্যাজ্য জনক-জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যতি পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, অগ্নি, উপবীত, গৃহক্ষেত্রাদি যে যে দ্রব্য স্বভাবপ্রিয়, তাহাও বিসর্জ্জন করিবে। যতিরা কদাচ সর্ব্বদা গ্রামে অবস্থিতি করিবে না, তাহারা ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিবে, উদর-পাত্র অথবা

করপাত্রে ভিক্ষা করিবে, অন্য কোন জলপাত্র বা ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিবে না, অর্থাৎ এক অঞ্জলি-প্রমাণ ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, কিংবা মুখব্যাদান করিলে তাহাতে যে পরিমাণ বস্তু ধরে, তাহাই গ্রহণ করিবে। আর নিরন্তর "ওঁ ওঁ ওঁ" এই মন্ত্র জপ করিবে, এই প্রকারে ত্রিরাবৃত ওঁ শব্দে পরমাত্মাই বোধ হয় এবং তৎকল্পোক্ত ন্যাসাদিও করিবে। যে উপাসক ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা অর্থতঃ ও শব্দতঃ ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্ম বিদিত হইতে সমর্থ হন অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দ অর্থবোধ করিয়া অভ্যাস করেন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মচারিগণের সন্ন্যাস-গ্রহণে পূর্ব্বগৃহীতদণ্ডে দণ্ডগ্রহণ সিদ্ধ হয় না, এই জন্য সন্ন্যাসগ্রহণে পলাশ, বিল্ব বা অশ্বত্থদণ্ড গ্রহণ করা বিধেয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়াভি-প্রায়ে উক্ত পলাশাদি ত্রিবিধ দণ্ড আছে, পরন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্ন্যাসে অধিকারী নহে; সুতরাং কেবল ব্রাহ্মণেরই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দণ্ডের অপ্রাপ্তিতে পর পর দণ্ড-গ্রহণের ব্যবস্থা বোদ্ধব্য। স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, সন্ন্যাসগ্রহণে ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে, অন্য বর্ণের নাই। আর সন্ন্যাসীরা মৃগচর্ম্ম, মেখলা (কুশনির্ম্মিত কটিবন্ধনরজ্জু), যজ্ঞোপবীত, লৌকিকাগ্নি ও সমিধহোমাদি এই সমস্ত বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শূর (কামাদি শত্রুবিজয়ী) হইবে; কামাদিবিজয়ে অসমর্থ হইলে সন্ন্যাসগ্রহণে কোন ফল নাই। যাঁহার বেদার্থ বোধ হইলে প্রকৃত অধিকার জন্মে এবং সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যরূপে জ্ঞান হয়, তিনিই প্রকৃত শূর (সাধকশ্রেষ্ঠ)। অধুনা উক্ত সন্ন্যাসফলের পরিজ্ঞাপক দুইটি মন্ত্র বিবৃত হইতেছে।— বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা দিব্যদৃষ্টি দ্বারা মুক্তপুরুষগণের প্রাপ্য বিষ্ণুর পরমপদ নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন। যেরূপ নির্ম্মল গগনে চক্ষু পরিব্যাপ্ত হইলে আবরকাভাবে তাহা বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক

জ্ঞান হইয়া থাকে, বিষ্ণুর পাদদ্বয় তদ্রূপ (জ্ঞানময়)। যদি বল, এই প্রকার বিষ্ণুপদ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—গুরুদেবের উপদেশেই ঐ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর ব্রাহ্মণেরই উপদেশাধিকার জানা যায়। যাঁহারা বিমন্যু (কামক্রোধাদি-পরিশূন্য) কিংবা যাঁহাদিগের স্তুতিনিন্দায় তুল্য জ্ঞান এবং যাঁহারা অজ্ঞানরূপ অনিদ্রা বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরাই বিষ্ণুর সেই পরমপদ দীপিত করেন, অর্থাৎ পরহিতার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপসংহারে বিবৃত হইতেছে,—ইহাই মোক্ষোপদেশ, অর্থাৎ ব্রহ্মা এই প্রকারে মোক্ষোপদেশ করিয়া অনুশাসন করিয়াছেন। কেবল ব্রহ্মাই যে এই ওঙ্কারোপাসনারূপ মোক্ষানুশাসন করিয়াছেন, তাহা নহে, ইহা বাস্তবিক বেদের আদেশ। ইহা প্রজাপতির অনুশাসন, এই প্রকার স্বীকার করিলে বেদের লৌকিকাশঙ্কা হয়। আর আরুণি ও প্রজাপতির আখ্যায়িকা এই কথা কেবল স্তুত্যর্থ বোদ্ধব্য। শব্দরাশিস্বরূপ সর্ব্ববেদেই সর্ব্ববর্ণাশ্রমাদির ব্যবস্থা হেতু রাজশাসনের ন্যায় এই অনুশাসন রক্ষা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তস্করেরা যেরূপ রাজশাসন অবহেলা করিয়া শূলে আরোপিত হয়, তদ্রূপ বেদের শাসন লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যও সংসারশূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উপনিষদাদির শেষবাক্য দুইবার পাঠ্য, ইহাই বৈদিক রীতি; এই জন্য "বেদানুশাসনং" এই বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-আরুণেয়োপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কঠশ্রুত্যুপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ যোঽনুক্রমেণ সন্ন্যসতি স সন্ন্যস্তো ভবতি। কোঽয়ং সন্ন্যাস উচ্যতে ? কথং সন্ন্যস্তো ভবতি ? ॥ ১ ॥

আশ্রমানুসারে যে সন্ন্যাস, তাহাই মোক্ষের পক্ষে উপযুক্ত ; রাগ বিদ্যমানে আশ্রমব্যুৎক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহা মোক্ষের যোগ্য হয় না, এই অভিপ্রায়ে কঠশ্রুত্যুপনিষৎ প্রারব্ধ হইতেছে। এই উপনিষৎ প্রজাপতি ও সুরবৃন্দের উক্তিপ্রত্যুক্তি-রূপ আখ্যায়িকাত্মক। প্রজাপতি বলিয়াছেন,—ব্রহ্মচারী ব্যক্তি বেদপাঠপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ আশ্রমানুক্রমে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। তখন সুরবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,— সন্ন্যাস কাহাকে কহে, কিরূপেই বা সন্ন্যাস হয় ? ॥ ১ ॥

য আত্মানং ক্রিয়াভিঃ সুগুপ্তং করোতি, মাতরং পিতরং ভার্য্যাং পুত্রান্ সুহৃদো বন্ধূননুমোদয়িত্বা যে চাস্যর্ত্বিজস্তান্ সর্ব্বাংশ্চ পূর্ব্ববদ্‌বৃণীত্বা বৈশ্বানরীমিষ্টিং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্বং দদ্যাৎ, যজমানস্যাঙ্গান্ ঋত্বিজঃ সর্ব্বৈঃ পাত্রৈঃ সমারোপ্য ॥ ২ ॥

যিনি ব্রহ্মচর্য্যাদি নিত্যনৈমিত্তিকাদি-ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে সুগুপ্ত (নিষ্কলুষ) করেন, পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ যেরূপ অগ্নিষ্টোমাদিতে ব্রতনিষ্ঠ হইবে, সন্ন্যাস-সময়ে জনক, জননী, পুত্র, পত্নী, সুহৃদ্ ও বন্ধু প্রভৃতির প্রীতি-সাধন পূর্ব্বক পুরোহিতদিগকে বরণ করিয়া বৈশ্বানরদেবতা যজ্ঞ করিবে, কিংবা পুরোহিতগণকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা অর্পণ করিবে। তৎপরে ঋষিকৃগণ যজমানের হস্ত, মুখ, নাসিকাদি অঙ্গসকল যথাযোগ্য পাত্রে সমারোপ করিয়া বহ্নিতে প্রাণসমারোপ করিবে, অর্থাৎ যজমানের মৃত্যু হইলে চিতাতে সমারোপণ পূর্ব্বক যে অঙ্গ যে পাত্রে স্থাপন করিতে হয় (যেরূপ স্থালীতে দক্ষিণ কর, স্রুবেতে নাসিকা প্রভৃতি), সেই সেই পাত্রে সেই সেই অঙ্গ সমারোপণ করিবে ॥ ২ ॥

যদাহবনীয়ে গার্হপত্যে অন্বাহার্য্যপচনে সভ্যাবসথ্যয়োশ্চ প্রাণাপান-ব্যানোদান-সমানান্ সর্ব্বান্ সর্ব্বেষু সমারোপয়েৎ সর্ব্বান সর্ব্বেষু সমারোপয়েৎ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

কোন্ অগ্নিতে কোন্ প্রাণাদি সমারোপ কর্ত্তব্য, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—আহবনীয় অর্থাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে প্রাণ, গার্হপত্য অর্থাৎ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে অপান, অন্বাহার্য্যপচন অর্থাৎ দক্ষিণদিগ্‌ভাগে ব্যান, আর উত্তর-দিগ্‌ভাগস্থ সভ্য ও অবসথ্য অগ্নিতে উদান এবং সমাননামক বায়ুর সমারোপ করিতে হয়। এই প্রকারে সর্ব্ব অগ্নিতে সর্ব্বপ্রাণ সমারোপ করিলেই যতিগণ বিশুদ্ধ হইতে পারে। যতিগণের বিদেহশুদ্ধির জন্যই উক্ত অঙ্গাদি

সমারোপ বোদ্ধব্য। ঐ প্রকারে অঙ্গাদিতে ও পাত্রাদিতে সমারোপ করিলে যতিরা শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

সশিখান্ কেশান্ নিকৃত্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতং নিষ্ক্রম্য পুত্রং দৃষ্ট্বা ত্বং ব্রহ্মা ত্বং যজ্ঞস্ত্বং সর্ব্বমিত্যনুমন্ত্রয়েৎ। যদ্যপুত্রো ভবতি, আত্মানমেবং ধ্যাত্বানপেক্ষমাণং প্রাচীমুদীচীং বা দিশং প্রব্রজেৎ, চতুর্ষু বর্ণেষু ভৈক্ষচর্য্যং চরেৎ, পাণিপাত্রেণাশনং কুর্য্যাৎ, ঔষধবৎ প্রাশ্নীয়াৎ, যথালাভমশ্নীয়াৎ, প্রাণসন্ধারণার্থং যথা মেদোবৃদ্ধির্ন জায়তে ॥ ১ ॥

যতি ব্যক্তি শিখা সমন্বিত সমস্ত কেশ মুণ্ডন পূর্ব্বক জলে যজ্ঞোপবীত বিসর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে গমনোপক্রম করিবে। তৎকালে পুত্রকে দর্শন পূর্ব্বক বলিবে, তুমি ব্রহ্মা, তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই সর্ব্বস্ব। সাধক অপুত্রক হইলে "আমিই ব্রহ্মা, আমিই যজ্ঞ, আমিই সকল" এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূর্ব্বদিকে কিংবা উত্তর দিকে গমন করিবে। চারিবর্ণের নিকটেই ভিক্ষাচরণ করা সন্ন্যাসীর অধিকার। তাহারা হস্তপাত্রেই আহার করিবে, ঔষধবৎ অর্থাৎ ভোজনে প্রীতিশূন্য হইয়া দেহরক্ষার্থ

ভোজন করিবে। যথাপ্রাপ্ত ভোজন করাই তাহাদের কর্ত্তব্য, আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহার্থ ব্যস্ত হইবে না। প্রাণধারণার্থমাত্র আহার করিবে, যাহাতে দেহের মেদোবৃদ্ধি না হয়, এই ভাবে সাবধান হইয়া আহার করিবে ॥ ১ ॥

কৃশীভূত্বা গ্রামে একরাত্রং নগরে পঞ্চরাত্রং চতুরো মাসান্ বার্ষিকান্ গ্রামে বা নগরে বাপি বসেৎ, বিশীর্ণং বস্ত্রং বল্কলং বা প্রতিগৃহ্যমাণো নান্যৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ। যদ্যশক্তো ভবতি যো ন ক্লেশঃ স তপ্যতে তপ ইতি ॥ ২ ॥

যতিরা সন্ন্যাসগ্রহণান্তে কামাদিবিকার-দূরীকরণার্থ কৃশ হইয়া গ্রামে একরাত্রি এবং নগরে পঞ্চরাত্রি অবস্থান করিবে, এই প্রকারে বর্ষাঋতুর চারিমাস গ্রামে কিংবা নগরে থাকিবে এবং জীর্ণ বস্ত্র অথবা বল্কল পরিধান করিবে, নূতন বা অধিক বস্ত্রাদি গ্রহণ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। যতিদিগের বৃহদ্বস্ত্র-স্বীকার শ্রুতিনিষিদ্ধ। যদি বস্ত্রাদি পরিত্যাগে অক্ষম হয়, তবে বস্ত্রমাত্র গ্রহণ করিতে পারে। আর যাহারা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণু অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া তপস্যা করিতে অক্ষম নহে, তাহারা তপস্যা করিবে ॥ ২ ॥

যো বা এবংক্রমেণ সন্ন্যসতি যো বা ব্যুত্তিষ্ঠতি কিমস্য যজ্ঞোপবীতম্? কা বাস্য শিখাঃ? কথং বাস্যোপস্পর্শনমিতি ॥ ৩ ॥

যিনি এইরূপে জনক, জননী ও পুত্রকলত্র পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুক্রমে বা ব্রহ্মচর্য্যাদিক্রম আশ্রয় না করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তাঁহার যজ্ঞোপবীত কি? শিখা কি? এবং তাঁহার আচমনাদি কি? অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণের যজ্ঞোপবীত-ধারণ,

শিখাগ্রহণ ও আচমনাদি ব্যতিরেকে কি প্রকারে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে ? ॥ ৩ ॥

তান্ হোবাচ ইদমেবাস্য তদ্‌যজ্ঞোপবীতং যদাত্মধ্যানং বিদ্যা সা শিখা নীরৈঃ সর্ব্বত্রাবস্থিতৈঃ কার্য্যং নির্ব্বর্ত্তয়ন্নদপাত্রে জলতীরে নিকেতনং হি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥ ৪ ॥

উক্ত প্রশ্নসকলের উত্তর বিবৃত হইতেছে।—ব্রহ্মা সুরগণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিতেছেন ;—সন্ন্যাসীরা যে চিন্তা করেন, তাহাই তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত ; তাঁহাদিগের আত্মজ্ঞানই শিখা। আর সন্ন্যাসীরা সর্ব্বত্রাবস্থিত সলিল দ্বারা কার্য্যসম্পাদন করিবে এবং জলতীরে অবস্থিতি করিবে। ব্রহ্মবাদীরা এইরূপে সন্ন্যাসিগণের আচার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

অস্তমিত আদিত্যে কথং বাস্ত্যোপস্পর্শনমিতি। তান্ হোবাচ যথাহনি তথা রাত্রৌ নাস্য নক্তং ন বা দিবা। তদপ্যেতদৃষিণোক্তং সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি। য এবং বিদ্বান্ নৈতেনাত্মানং সন্ধত্তে সন্ধত্তে ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

পুনরায় সুরবৃন্দ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—যদি জলতটেই সন্ন্যাসিগণের অবস্থিতি বিধেয় হইল, তবে তাহারা সূর্য্যাস্তে কি প্রকারে আচমনাদি করিবে ? কেন না, রাত্রিকালে তড়াগাদির জলস্পর্শ নিষিদ্ধ আছে। তখন ব্রহ্মা সুরবৃন্দকে বলিলেন,— সন্ন্যাসীরা যেরূপ দিবাতে আচমনাদি করিবে, নিশাভাগেও তদ্রূপ

আচমনাদি করিতে পারে। তাহাদিগের দিবারাত্রিভেদে কার্য্যের কোন প্রভেদ নাই। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের পক্ষেই নিশাভাগে তড়াগাদির জলস্পর্শ নিষিদ্ধ, বেদে ইহা কথিত আছে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, একমাত্র দিনই নিত্য, অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের নিকট দিবা-রাত্রি-বিচার নাই। যেহেতু, তাহা করিতে গেলে আত্মানুসন্ধান হয় না, সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রয় কর্ত্তব্য। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, সন্ন্যাস ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

দেবা হ বৈ সমেত্য প্রজাপতিমব্রুবন্ ন বিদামো ন বিদাম ইতি। সোঽব্রবীৎ, ব্রহ্মিষ্ঠেভ্যো যে তদ্‌বদতো জ্ঞাস্যথেতি ॥ ১ ॥

সন্ন্যাসদ্বারা কৃতকৃত্যতালাভ অসম্ভব মনে করিয়া সুরগণ ব্রহ্মাকে কহিলেন,—কিছুই আমাদের বোধগম্য হইল না। তখন ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ও বেদবেত্তা, তাহাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে। কারণ, বেদ হইতেই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং আমি তোমাদিগের বাঞ্ছিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, তোমরা মৎসকাশে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে ॥ ১ ॥

ততো বৈ তে ব্রহ্মিষ্ঠা ন বদন্তো ন বদন্ত ইত্যেতৎ সর্ব্বম্। দেবানাং সার্ষ্টিতাং সালোক্যতাং সাযুজ্যতাং গচ্ছতি ॥ ২ ॥

সুরবৃন্দ গুরুদেবের প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বেদবিজ্ঞানী হইলেন এবং প্রত্যেকে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত রহিলেন অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বাক্যালাপ বিসর্জ্জন করিবেন, ইহাই পরমহংস সন্ন্যাসজ্ঞান কথিত হইল। সুরবৃন্দ উক্তরূপ গুরুর উপদেশে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, তত্তুল্য লোক এবং তৎসাযুজ্য লাভ করিলেন ॥ ২ ॥

য এবং বেদ সশিখান্ কেশান্ নিষ্কৃত্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতং নিষ্ক্রম্য পুত্রং দৃষ্ট্বা ত্বং ব্রহ্মা ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং ধাতা ত্বং বিধাতা ত্বং ত্বষ্টা ত্বং প্রতিষ্ঠাসীতি। অথ পুত্রো বদতি, অহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোঽহং বষট্কারোঽহং স্বাহাহং স্বধাহং ধাতাহং বিধাতাহং ত্বষ্টাহং প্রতিষ্ঠাস্মীতি তান্যেতানি ॥ ॥ ৩ ॥

ইত্যগ্রে সংক্ষেপে সন্ন্যাসবিধি বিবৃত হইয়াছে, অধুনা তাহা সবিস্তর কথিত হইতেছে।—যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সশিখ কেশমুণ্ডন পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন এবং পুত্রকে দর্শন পূর্ব্বক বলিবেন, "তুমি ব্রহ্মা, তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি তেজ, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি ত্বষ্টা এবং তুমি প্রতিষ্ঠা।" তৎপরে পুত্র বলিবেন,—"আমি ব্রহ্মা, আমি যজ্ঞ, আমি বষট্কার, আমি ওঙ্কার, আমি স্বাহা, আমি স্বধা, আমি ধাতা, আমি বিধাতা,

আমি স্রষ্টা এবং আমিই প্রতিষ্ঠা।" এই প্রকারে প্রতিবচন প্রদান করিবেন ॥ ৩ ॥

অনুব্রজন্নাশ্রুমাপাতয়েৎ। যদশ্রুমাপাতয়েৎ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং ছিন্দাৎ প্রদক্ষিণমাবৃত্য এতচ্চৈতচ্চানবেক্ষমাণঃ প্রত্যায়ন্তি স স্বর্গো স স্বর্গো ভবতি ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

পিতা যে সময় সন্ন্যাসী হইয়া গমন করিবে, পুত্র সেই সময় বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিবে না, পিতার জন্য শোক করিতেও নাই। পিতার প্রস্থানসময়ে পুত্রের অশ্রুবিসর্জ্জন করা অনুচিত। যদি কেহ পিতার প্রস্থানসময়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করে, তাহার সন্তান এবং বিদ্যা উভয়ই বিনাশ পায়; অতএব জলসমীপ পর্য্যন্ত গমন-পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইবে এবং প্রদক্ষিণ করিয়া পিতাকে প্রণতিপুরঃসর নিবৃত্ত হইবে। অনন্তর বৃক্ষ, আরাম, তড়াগাদি দর্শন না করিয়া গমন করিবে। যাহার প্রস্থানসময়ে পুত্রাদিরা শোক বিসর্জ্জন দেয়, তিনি মুক্তিপদের অধিকারী হন ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্মচারী বেদমধীত্য বেদং বেদৌ বেদান্ বা চরিতব্রহ্মচর্য্যো দারানাহৃত্য পুত্রানুৎপাদ্য তানস্বরূপাভিবৃ ত্তিভির্ব্বিতত্যেষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈস্তস্য সন্ন্যাসো গুরুভিরনুজ্ঞতাস্য বান্ধবৈশ্চ সোঽহরণ্যং পরেত্য দ্বাদশরাত্রং পয়সাগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ, দ্বাদশরাত্রং পয়োভক্ষঃ স্যাৎ, দ্বাদশরাত্রস্যান্তেঽগ্নয়ে বৈশ্বানরায় প্রজাপতয়ে চ প্রাজাপত্যং চরুং বৈষ্ণবং ত্রিকপালম্ অগ্নি-সংস্থিতানি পূর্ব্বাণি দারুপাত্রাণ্যগ্নৌ জুহুয়াৎ মৃন্ময়ান্যপ্সু জুহুয়াৎ তৈজসানি গুরবে দদ্যাৎ॥ ১ ॥

অতঃপর সন্ন্যাসগ্রহণের প্রণালী বিবৃত হইতেছে।—সাধক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় শক্তি অনুসারে এক বেদ, দুই বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিবে। তৎপরে দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক ন্যায়ানুযায়ী বৃত্তি দ্বারা পুত্রকলত্রাদিকে ভরণপোষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধনবান্ করিবে। তৎপরে যথাশক্তি যজ্ঞ দ্বারা দেবতার প্রীতিসাধন পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। যিনি এই প্রকারে অবস্থান করেন, তাঁহারই সন্ন্যাস যুক্ত, অন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ অকর্ত্তব্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"সাধক ব্যক্তি বেদপাঠ পূর্ব্বক জপনিষ্ঠ হইবে এবং পুত্রবান্ হইয়া হোম করিবে। তৎপরে যজ্ঞ করিয়া মুক্তির জন্য চিত্তনিবেশ করিবে। এই প্রকারে ক্রমতঃ কার্য্য করিলেই মোক্ষলাভ হয়, নচেৎ কাহারও ভাগ্যে সে আশা নাই। অনন্তর সেই সাধক বন্ধু-বান্ধব ও পিত্রাদি গুরুজনের অনুমতি লইয়া "পূর্ব্বাশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবে" এই শ্রুতি

অনুসারে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। অগ্রে বনে গমনপূর্ব্বক দুগ্ধহোম ও দুগ্ধপান করিবে। শাস্ত্রান্তরে বিবৃত আছে যে, পুরুষ যেরূপ দ্রব্য আহার করিবে, তদ্রূপ দ্রব্য দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইবে। সুতরাং এই দ্বাদশরাত্র দুগ্ধদ্বারাই ভোজন ও হোম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর দ্বাদশরাত্র দুগ্ধমাত্র পান করিবে। পরে অগ্নিকে আগ্নেয় চরু, বৈশ্বানরকে বৈশ্বানর চরু, প্রজাপতিকে প্রাজাপত্য চরু এবং বিষ্ণুকে বৈষ্ণব চরু দ্বারা আহুতি অর্পণ করিবে এবং পাত্রত্রয়ে সংস্কৃত পুরোডাশ, অর্থাৎ ব্রীহি ও যবচূর্ণ দ্বারা বা পক্ক-চরু দ্বারা বিষ্ণু-দেবতাকে হোম করিতে হইবে। তৎপরে অগ্নির জন্য সংস্থাপিত কাষ্ঠপাত্র সকল "যজ্ঞাদ্‌যজ্ঞং গচ্ছ" এই মন্ত্রে বহ্নিতে এবং মৃণ্ময়পাত্র সমস্ত জলে ফেলিয়া দিয়া তৈজসপাত্র সকল আচার্য্যকে নিবেদন করিবে ॥ ১ ॥

মা ত্বং মামবহায় পরাগাঃ নাহং ত্বমবহায় পরাগামিত্যেবং গার্হপত্যমেবং দক্ষিণাগ্নিমেবমাহবনীয়মরণিদেশাদ্‌ভস্মমুষ্টিং পিবে-দিত্যেকে ॥ ২ ॥

তৎপরে অগ্নিত্রয়ের প্রার্থনা করিতে হয় অর্থাৎ অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিবে, অগ্নে! তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিও না এবং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব না। এই প্রকারে গার্হপত্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি এই তিন অগ্নিকে প্রার্থনা করিবে এবং অগ্নির যে ভাগে অরণি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই ভাগ হইতে এক মুষ্টি ভস্ম লইয়া সেই মুষ্টিপরিমাণ ভস্ম আহার করিবে ॥ ২ ॥

সশিখান্ কেশান্ নিষ্কৃত্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু জুহুয়াৎ। অত উর্দ্ধমনশনমপাং প্রবেশমগ্নিপ্রবেশং বীরাধ্বানং মহাপ্রস্থানং বৃদ্ধাশ্রমং বা গচ্ছেৎ ॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসী ব্যক্তি সশিখ কেশবপন পূর্ব্বক কণ্ঠ হইতে যজ্ঞোপবীত উত্তোলন করিয়া "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে জলে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে জলপ্রবেশ, বহ্নিপ্রবেশ, বীরাধ্বান অর্থাৎ সম্মুখ-সংগ্রামে অকাতরে দেহবিসর্জ্জন। শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক যোগসাধননিরত হইয়াছেন, আর যিনি সম্মুখসংগ্রামে জীবন-বিসর্জ্জন করেন, এই উভয় ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করেন কিংবা বীরাধ্বানশব্দে কোন বিশেষ তীর্থ। বায়ুপুরাণের উত্তরখণ্ডে তীর্থাবলীবর্ণনে বিবৃত আছে যে, শাঙ্কর, মানস, দেবখাত, মহাপথ, বীরাধ্বান ও মহাপীঠ—পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে এই সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান আছে। মহাপ্রস্থান অর্থাৎ মৃত্যু যাবৎ উত্তরাভিমুখে গমন কিংবা বৃদ্ধ জ্ঞানিগণের আশ্রমে গমন করিবে। বৃদ্ধ জ্ঞানিগণের সকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট দীক্ষিত হইবে, তাহা হইলেই মহাবাক্যোপদেশ হয় এবং যোগাদিসাধন করিতে পারে ॥ ৩ ॥

স যঃ সায়ং প্রাশ্নীয়াৎ সোঽস্যাঃ সায়ং হোমঃ, যৎ প্রাতঃ সোঽয়ং প্রাতঃ, যদ্দর্শে তদ্দর্শে যৎ পৌর্ণমাস্যে তৎ পৌর্ণমাস্যে, যদ্বসন্তে কেশশ্মশ্রুতলোমনখানি বাপয়েৎ, সোঽস্যাগ্নিষ্টোমঃ সোঽস্যাগ্নিষ্টোমঃ ॥ ৪ ॥

অধুনা সন্ন্যাসিগণের কর্ম্ম-বিসর্জ্জনে দোষাশঙ্কা দূর করিতেছেন।—যিনি সন্ধ্যাসময়ে অশন করিয়া থাকেন, তিনি

সন্ধ্যাকালে, যিনি প্রভাতসময়ে আহার করেন, তিনি প্রাতঃকালে, যিনি পূর্ণিমাতে আহার করেন, তিনি পূর্ণিমাতে, যিনি অমাবস্যাতে আহার করেন, তিনি অমাবস্যাতে এবং যিনি বসন্ত ঋতুতে আহার করেন, তিনি বসন্ত ঋতুতে হোম করিবেন। সন্ন্যাসী এই প্রকারে নিজ নিজ ভোজনসময়ে হোম করিয়া কক্ষস্থ ও উপস্থনিকটস্থ লোম ভিন্ন কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও নখ বপন করিবেন। ইহাকেই সন্ন্যাসীদিগের অগ্নিষ্টোম যাগ বলা যায়॥ ৪॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড॥ ৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

সন্ন্যাস্যাগ্নীন্ ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ, যন্মন্যুর্জ্জায়ামাবহেদিতি। অথাধ্যাত্মমন্ত্রান্ জপেৎ, স্বস্তি সর্ব্বজীবেভ্য ইত্যুক্ত্বা দীক্ষামুপেয়াৎ, কাষায়বাসঃ কক্ষোপস্থলোমান্ বর্জ্জয়েৎ, লঘুমুণ্ডোহস্থত্রোদরপাত্রং কস্মাদিত্যধ্যাত্মমস্ত ধ্যায়ত উর্দ্ধগো বাহুঃ॥ ১॥

সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রভৃতি বিসর্জ্জন করিলে আর পুনরায় তাহা গ্রহণ করিবে না; কারণ, সন্ন্যাসীর দারপরিগ্রহ নিষিদ্ধ। অধুনা প্রশ্ন এই যে, সন্ন্যাসীদিগের দারপরিগ্রহ নাই কেন? এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে।—সন্ন্যাসীরা দারপরিগ্রহ করিলে মন্যুনামা রুদ্রগণ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, ফলতঃ সন্ন্যাসিভার্য্যাতে রুদ্রগণেরই

অধিকার। সুতরাং এই সন্ন্যাস ত্যাগরূপ দীক্ষারূপ নহে, তাহা হইলেই স্ত্রীপ্রভৃতির নিষিদ্ধতা হেতু পুনরায় স্বীকারাশঙ্কা নাই। যদি সন্ন্যাসিগণের অগ্নিসেবাদিও না থাকিল, তাহা হইলে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে।—সন্ন্যাসীরা অধ্যাত্মমন্ত্র জপ করিতে করিতে 'সর্ব্বজীবের কল্যাণ হউক' বলিয়া দীক্ষাগ্রহণ করিবে। যাহাতে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং পাপপুঞ্জ বিদূরিত হয়, তাহাই দীক্ষা অর্থাৎ ব্রতবিশেষ বলিয়া অভিহিত। শাস্ত্রান্তরে বিবৃত আছে যে, যেহেতু দিব্যজ্ঞান অর্পণ পূর্ব্বক পাপপুঞ্জকে লঘু করে; সুতরাং তন্ত্রজ্ঞ মনীষীরা ইহাকে দীক্ষা বলিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরা এই প্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কাষায়বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কক্ষস্থ ও উপস্থস্থিত লোম বর্জ্জন পূর্ব্বক লঘুমুণ্ডন করিবে। সন্ন্যাসীরা লঘুমুণ্ডন করিবে না এবং যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদরপাত্রে ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ উদরপূরণোপযুক্ত অন্নগ্রহণ করিবে। তৎপরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সতত আত্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া থাকিবে॥ ১॥

বিমুক্তমার্গো ভবেদনিকেতশ্চরেৎ, ভিক্ষাশী ন দদ্যাৎ, লবৈকং ধারয়েজ্জন্তুসংরক্ষণার্থং বর্ষাবর্জ্জমিতি॥ ২॥

সন্ন্যাসীরা বিমুক্তমার্গ হইবে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান স্থির না করিয়া পরিভ্রমণ করিবে। বর্ষাঋতুতে সন্ন্যাসীরা ভ্রমণ করিবে না, ঐ ঋতুতে ভ্রমণ করিলে পিপীলিকাদি জন্তু চরণবিদলনে বিনষ্ট হইতে পারে, এই জন্যই সন্ন্যাসীদিগের বর্ষাকালে পরিভ্রমণ নিষিদ্ধ। তাহারা ভিক্ষা করিয়া খাইবে, পরন্তু এক কণা অন্নও

অন্য ভিক্ষুককে অর্পণ করিবে না এবং নিজেও কণামাত্র অন্ন ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিবে না ॥ ২ ॥

তদপি শ্লোকঃ।

কুণ্ডিকাং চমসং শিক্যং ত্রিবিষ্টপমুপানহৌ।
শীতোপঘাতিনীং কন্থাং কৌপীনাচ্ছাদনন্তথা ॥ (ক) ॥
পবিত্রং স্নানশাটীঞ্চ উত্তরাসঙ্গমেব চ।
যজ্ঞোপবীতং বেদাংশ্চ সর্ব্বং তদ্‌বর্জ্জয়েদ্‌যতিঃ ॥ (খ) ॥

কুণ্ডিকাদি ত্রিদণ্ডীদিগেরই বিধেয়। পরন্তু যাহারা পরমহংস যোগী, তাহাদিগের পক্ষে কুণ্ডিকাদি নিষিদ্ধ। সুতরাং বলিতেছেন,—যতিরা কমণ্ডলু, চমস (কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ), শূন্যে তণ্ডুলরক্ষার্থ শিক্য (শিকা), কুশাসন, উপানহ (চর্ম্মপাদুকা), শীতনিবারণী কন্থা, কৌপীন আচ্ছাদন, পবিত্র স্নানশাটী (জলশোধনার্থ বস্ত্রখণ্ড), উত্তরীয় বসন, যজ্ঞোপবীত ও বেদ—এই সকল পরিত্যাগ করিবে ॥ (ক-খ) ॥

স্নানং দানং তথা শৌচমদ্ভিঃ পূতাভিরাচরেৎ।
নদীপুলিনশায়ী স্যাদ্দেবাগারেষু বা স্বপেৎ ॥ (গ) ॥

যতিগণ পবিত্র জলদান করিবে এবং পবিত্র জলে স্নানশৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। তাহারা নদীতট কিংবা দেবমন্দিরের বহির্ভাগে শয়ন করিয়া থাকিবে, বহুজনসঙ্কুল স্থানে শয়ন করিবে না ॥ (গ) ॥

নাত্যর্থং সুখদুঃখাভ্যাং শরীরমুপতাপয়েৎ।
স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্।
এতাং বৃত্তিমুপাসন্তে ঘাতয়ন্তীন্দ্রিয়াণি চ ঘাতয়ন্তীন্দ্রিয়াণি চ ॥ (ঘ) ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ সমাপ্তা।

অত্যন্ত সুখে বা দুঃখে দেহকে উপতাপিত করা যতিগণের পক্ষে নিষিদ্ধ অর্থাৎ মিষ্টান্ন আহারাদি দ্বারা দেহ পুষ্ট করিবে না এবং অতিশয় দুঃখ-সহিষ্ণু হইয়া দেহকে একান্ত নিস্তেজও করিবে না; পরন্তু গমনাগমনাদি-সমর্থ দেহ ধারণ করিবে। তাহাদিগকে কেহ স্তব করিলে তাহাতে বিশেষ প্রীত এবং কেহ তাহাদিগকে নিন্দা করিলেও ক্রুদ্ধ হইবে না; স্তব বা নিন্দা উভয়ই তুল্যজ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যতিরা এই প্রকার বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত হইবে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমিত করিয়া রাখিবে, কোনরূপেও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইবে না। উপনিষদাদির শেষবাক্য বারদ্বয় পাঠ করাই রীতি; এই জন্য এই উপনিষদের শেষবাক্য "ঘাতয়ন্তীন্দ্রিয়াণি চ" এই বাক্য দুইবার পাঠ্য ॥ (ঘ) ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি কঠশ্রুত্যুপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

জাবালোপনিষৎ

ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। তস্মাৎ যত্র ক্বচন গচ্ছতি তদেব মন্যেত তদবিমুক্তমেব ইদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্॥ ১ ॥

যোগনিষ্ঠ পরমহংসগণ কি প্রকার পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক কি ভাবে অবস্থিত থাকেন, পরমহংসোপনিষদে তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরমহংসগণ কি প্রকারে পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইবেন, কিরূপ দেহভাগে তাঁহাদিগের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, কোন্ বয়সে পারমহংস্যাধিকার জন্মে, পরমহংস্য অবলম্বন করিলে তাঁহারা কিরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, পরমহংসবৃন্দের আচার কি প্রকার, পারমহংস্য আশ্রমের পরিণাম ফল কি, এই পারমহংস্য সম্প্রদায় কোন্ ব্যক্তি হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কে কে, উঁহারা কি ভাবে দেহত্যাগ করিবেন? এই সমস্ত জানিবার জন্য সত্যকামনামক জাবালপুত্রের উপজ্ঞাত উপনিষদের আরম্ভ

হইতেছে।—সুরগুরু যাজ্ঞবল্ক্য সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই যে দেবতাদিগের দেবপূজাস্থল মোক্ষদায়ক কুরুক্ষেত্র, ইহারই বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতির প্রশ্ন শ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিতেছেন,—কুরুক্ষেত্রই অবিমুক্ত, অর্থাৎ সুরবৃন্দ মোক্ষের আশায় শিবসমীপে স্থান প্রার্থনা করিলে শিব ঐ কুরুক্ষেত্রকে মুক্তির আয়তন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঐ কুরুক্ষেত্রই অমরবৃন্দের পূজাস্থান এবং সর্ব্বজীবের মোক্ষপ্রাপ্তির আস্পদ। দেবগণও পুণ্যলাভ-কামনায় ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছেন; সুতরাং যে কোন স্থানে গমন করুক না কেন, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্রকে অবিমুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করিবে; কেন না, ঐ কুরুক্ষেত্রই অমরবৃন্দের পূজাক্ষেত্র এবং ঐ স্থানই সর্ব্বভূতের মুক্তিলাভের একমাত্র আয়তন ॥ ১ ॥

অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেত অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ এবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২ ॥

বারাণসীক্ষেত্র যে অপরাপর স্থল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। এইস্থানে জীবমাত্রেরই প্রাণের উৎক্রমণ সময়ে রুদ্রদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ষড়ক্ষর তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করেন, অর্থাৎ শব্দদ্বারা ঐ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাহার অর্থ উপদেশ প্রদান করেন। এই তারকব্রহ্ম-নাম প্রভাবে জীববৃন্দ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিফলের অধিকারী হয়। অতএব অবিমুক্ত স্থান সেবা করা কর্ত্তব্য, কখনও পরিত্যাগ করিবে না। সুরগুরু স্বয়ং ইহাই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ২ ॥

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা তং কথমহং বিজানীয়ামিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽবিমুক্ত উপাস্যঃ য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিতে ইতি ॥ ৩ ॥

নামত দেশ পরিজ্ঞাত হইলে লিঙ্গত দেশপরিজ্ঞানার্থ বলা যাইতেছে।—অত্রি-ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যসকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, কিরূপে তাঁহাকে অবগত হইবে, তদ্বিষয় বর্ণন করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অবিমুক্ত স্থানেই পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়, কেন না, যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, অবিমুক্ত স্থানেই তাঁহার অধিষ্ঠান। বৃহদারণ্যক মুনির ন্যায় মুনিবৃন্দ প্রশ্নকর্ত্তা, যাজ্ঞবল্ক্য সমাধানকারী, আর জনক সভ্য; অতএব এই বিষয়ে অল্পনামাত্রেরও আশঙ্কা নাই ॥ ৩ ॥

সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বা-নিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বা-নিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি ॥ ৪ ॥

অত্রি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই অবিমুক্তস্থান কোথায়? যজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বারণা ও নাশীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল, বারণা ও নাশী কাহাকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—যাহা সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়কৃত দোষ দূর করে, তাহাই বারণা এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপ বিনিষ্ট করিয়া দেয়, তাহাকেই নাশী বলে। এই বারণা ও নাশী—এই উভয়ের সংযোগবশেই বারাণসী হইয়াছে, অর্থাৎ বারণা ও নাশীর মধ্যস্থিত স্থানকেই অবিমুক্ত কহে।

স্কন্দপুরাণে বিবৃত আছে যে, অসী ও বরুণা এই দুইয়ের মধ্যভাগে যে মহত্তর স্থান অবস্থিত আছে, উহার পরিমাণ পঞ্চক্রোশ। দেবগণও তথায় প্রাণত্যাগের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, বারাণসীতে মৃত্যু ঘটিলেই মুক্তিলাভ হয় ॥ ৪ ॥

কতমশ্চাস্য স্থানং ভবতীতি। ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ স এষঃ দ্যৌর্লোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতীতি ॥ ৫ ॥

লৌকিক ও পুরাণপ্রথিত অধিভূত অবিমুক্তস্থান বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা আধ্যাত্মিক অবিমুক্তস্থানবিষয়ক প্রশ্ন হইতেছে, অর্থাৎ যে যে অবিমুক্ত স্থান কথিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অবিমুক্ত স্থান কি? ইহার উত্তর এই যে, ভ্রূ ও ঘ্রাণের যে সন্ধি, তাহাকেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে। শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে যে, ইড়া ভগবতী গঙ্গা এবং পিঙ্গলা যমুনা নদী; যে ব্যক্তি এই দুইয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রয়াগ-স্থান বিদিত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিকে বেদবিৎ কহে। এখানে প্রয়াগশব্দে নাসাগ্র; সুতরাং তাহার পূর্ব্বভাগে ভ্রূমধ্যে অবিমুক্ত স্থান অধিষ্ঠিত। ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যস্থ স্থানের সন্ধিত্ববিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে;— যেহেতু ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যভাগ স্বর্গলোক এবং যাহা পরম স্বর্গ অর্থাৎ যাহা হইতে জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়, এই উভয়ের সন্ধিই ভ্রূ ও নাসিকার মধ্য। নাসিকামূলের উপরিদেশকে স্বর্গ এবং ললাটের পরভাগকে সত্যলোক বলে; ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দেহমধ্যেও ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থিতি আছে। গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান, দেহেও তৎসমস্ত অধিষ্ঠিত। পাতাল, পর্ব্বত, লোক, দ্বীপ, সমুদ্র, শূন্য ও গ্রহবৃন্দ—এই সকলই

দেহপিণ্ডমধ্যে অবস্থিত। পাদের নিম্নভাগকে তল এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগকে বিতল কহে। জানুযুগল সুতল,বন্ধনসমূহ নিতল, দেহের ঊর্দ্ধভাগ তলাতল, গুহ্যদেশ রসাতল ও কটীদেশ পাতাল। এই প্রকারে মনীষিগণ দেহাভ্যন্তরে তলবিতলাদি সপ্তপাতাল দৃষ্টি করিয়া থাকেন। নাভিমধ্যে ভূর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধভাগে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, কণ্ঠে মহর্লোক, বদনে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং মহারন্ধ্রে সত্যলোক। এই প্রকারে শরীরমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন অধিষ্ঠিত আছে। ত্রিকোণ-স্থানে সুমেরুপর্ব্বত, অধঃকোণে মন্দর-গিরি, দক্ষিণকোণে কৈলাসপর্ব্বত, বামভাগে হিমালয়, ঊর্দ্ধভাগে নিষধাচল, দক্ষিণে গন্ধমাদনপর্ব্বত এবং বামরেখাতে রমণপর্ব্বত আছে। এই প্রকারে দেহমধ্যে সপ্ত কুলপর্ব্বতের অধিষ্ঠান জানা যায়। ইহা ভিন্ন মাংসমধ্যে কুশদ্বীপ, শিরাতে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, অস্থিমধ্যে জম্বুদ্বীপ, মজ্জাতে শাকদ্বীপ, চর্ম্মে শাল্মলদ্বীপ, কেশে প্লক্ষদ্বীপ, নখে পুষ্করদ্বীপ, রোমরাজিতে গোমেদদ্বীপ বিদ্যমান। এই প্রকারে দেহমধ্যে সপ্তদ্বীপের অধিষ্ঠান জানিবে। মূত্রে ক্ষীরোদসমুদ্র, দুগ্ধে ইক্ষুসমুদ্র, শ্লেষ্মাতে সুরাসমুদ্র, মজ্জাতে ঘৃতসমুদ্র, রসেতে রসসমুদ্র, শোণিতে দধিসমুদ্র, লম্বিকাস্থানে স্বাদূদকসমুদ্র এবং শুক্রমধ্যে গর্ভোদসমুদ্র অধিষ্ঠিত। নাদচক্রে সূর্য্য ও বিন্দুচক্রে চন্দ্র বিদ্যমান। নেত্রযুগলে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, কণ্ঠে গীষ্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভিতে শনি, বদনে রাহু এবং বায়ুস্থানে কেতু অধিষ্ঠিত। এই প্রকারে, দেহমধ্যে নবগ্রহের অধিষ্ঠান জানিবে। এইরূপে চরণতল হইতে মস্তক যাবৎ দেহ বিভক্ত হইয়াছে; এই জন্যই স্বর্গলোক ও পরলোকের সন্ধি বিবৃত হইয়াছে॥ ৫ ॥

এতদ্বৈ সন্ধিং সন্ধ্যাং ব্রহ্মবিদ উপাসেতে ইতি সোঽবিমুক্ত উপাস্য ইতি। সোঽবিমুক্তং জ্ঞানমাচষ্টে যো বৈ তদেবং বেদ ॥ ৬ ॥

সন্ধ্যাদিকর্ম্মবর্জ্জিত যোগীর কি প্রকারে ব্রাহ্মণ্য হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে।—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি উক্ত সন্ধিকেই সন্ধ্যা বলিয়া আরাধনা করেন, অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত সন্ধিস্থানগত জ্যোতির্ধ্যানই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধ্যা ; কারণ, সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলসুখই ব্রহ্মবিজ্ঞানসুখের অন্তর্গত। গীতাতে বর্ণিত আছে যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলে যে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণের সেই সমস্ত ফললাভ হয়। সেই আত্মা অবিমুক্ত বারাণসীতে অধিষ্ঠিত ; সুতরাং অবিমুক্ত ভ্রূমধ্যে তাহার আরাধনা করিবে। যিনি এই প্রকারে অবিমুক্ত স্থানে আত্মোপাসনা করেন, তিনিই শিষ্যদিগকে প্রকৃত জ্ঞানোপদেশ দিতে সমর্থ ॥ ৬ ॥

অথ হৈনং ব্রহ্মচারিণ উচুঃ কিং জপ্যেনামৃতত্বং ব্রূহীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ শতরুদ্রিয়েণেত্যেতান্যেব হ বা অমৃতস্য নামানি এতৈর্হ বা অমৃতো ভবতীতি এবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ৭ ॥

প্রথমে ব্রহ্মের আরাধনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের অনন্ত অব্যক্ত পরমাত্মজ্ঞান ও পরমাত্মচিন্তা করিবার সামর্থ্য থাকে না ; সুতরাং প্রথমাধিকারিগণের ব্রহ্মচিন্তনের সহজ পন্থা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মচারিগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, কি প্রকার জপের ফলে মুক্তিলাভ ঘটে, তাহা বল। এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—যাহারা প্রথমাধিকারী, শতরুদ্রীয় জপদ্বারা তাহারা ব্রহ্মের আরাধনা করিবে। "নমস্তে"

ইত্যাদি ষট্‌ষষ্টি, "যঃ সোমেত্যাদি" অষ্টনীলরুদ্রসূক্ত, ষোড়শ ঋক্, "নমস্তে" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়, "এব তে" ইত্যাদি দুই মন্ত্র, "বিদ" ইত্যাদি দুই মন্ত্র এবং "মীঢুষ্টম" ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র, এই সমুদায়ই শতরুদ্রীয় নামে কথিত। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, যজুর্ব্বেদীরা এই শতরুদ্রীয় মন্ত্র জপ করিলে তাহাদিগের পাপ বিনাশ পায় এবং আত্মশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানলাভান্তে মোক্ষ পাইয়া থাকে, কিংবা দ্রোণপর্ব্বোক্ত শতরুদ্রীয় স্তোত্রই পরমহংসদিগের পাঠ করা উচিত, অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মচারিগণের এই উপদেশ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অথ হৈনং জনকো বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্যোবাচ ভগবন্! সন্ন্যাসং ব্রূহীতি স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ॥ ৮ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অবিমুক্ত উপাসনা দ্বারা যদি সন্ন্যাসিগণেরই মোক্ষ হইল, তবে আর কেহ অন্য আশ্রম গ্রহণ করিবে কেন? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলা যাইতেছে।— রাজর্ষি বিদেহরাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন,— ভগবন্। আপনি সন্ন্যাসাধিকার এবং সন্ন্যাসবিধি মৎসকাশে বর্ণন করুন। জনকের প্রশ্নের উত্তরে ঋষিবর বলিলেন,—প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; কেন না বেদপাঠ না করিলে কোন ক্রিয়াই সিদ্ধ হইতে পারে না। পরে ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে; যেহেতু, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তান উৎপাদন না করিলে কোনপ্রকারে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। সুতরাং গার্হস্থ্যস্বীকারের পর বনবাস অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ

বনবাসে থাকিয়া তপঃসাধন দ্বারা সমস্ত পাপ দূর করিবে ; যেহেতু, পাপী তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী নহে। পরে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবে। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও তপস্যা এই তিন প্রকার কর্ম্মদ্বারা যথাক্রমে ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও দেব-ঋণ এই তিন ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক মোক্ষসাধনে মনোনিবেশ করিবে। স্মৃতিতে বিহিত আছে যে, বেদপাঠান্তে জপনিষ্ঠ হইয়া পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক অগ্ন্যাধান করিবে এবং সাধ্যানুসারে যজ্ঞ করিয়া মোক্ষলাভে চিত্তসন্নিবেশ করিবে। আর ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হইবে এবং অতিথি-সৎকার ও শ্রাদ্ধ করিয়া সত্যভাষী হইয়া থাকিবে। এই প্রকার করিলে গৃহস্থ ব্যক্তিরও মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, আশ্রমান্তর পরিগ্রহও জ্ঞানসাধন ; অতএব জ্ঞানবান্ যাজ্ঞবল্ক্যের ক্রমতঃ সন্ন্যাসগ্রহণ বিরুদ্ধ নহে ॥ ৮ ॥

যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাৎ বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মচারীর কি প্রকারে আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়, তাহা তৃতীয় খণ্ডে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচারিগণের বিবাহ-ব্যবহারও দেখা যায়। অধুনা আশঙ্কা হইতেছে যে, যাহারা বিবাহাদিকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, তাহাদিগের কি প্রকারে আত্মজ্ঞানলাভ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বৈরাগ্যপটু লোকেরও ক্রমতঃ সন্ন্যাসসম্ভব হয়, অতএব জ্ঞান প্রশ্নের উপপত্তি হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন ;—যদিও গার্হস্থ্যাদি স্বীকার না করিয়া অনিয়মে

প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে বিরক্ত ব্যক্তিগণের কর্ম্মেতে প্রবৃত্তির অনুপপত্তিহেতু সন্ন্যাসসিদ্ধি হইতে পারে, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ও বনবাস ভিন্ন সন্ন্যাস-সম্ভব হইলেও এতজ্জন্মাবচ্ছিন্নব্রতাদি সন্ন্যাস-সিদ্ধির অঙ্গ নহে; তথাপি অব্রতী বা ব্রতী হউক, স্নাতক (কৃতবিদ্য) বা ব্রতান্তে কৃতস্নান হউক, কি অস্নাতক হউক, অগ্নিহোত্রাগ্নিক হউক, কি অনগ্নিক হউক, যখন সংসারবিরক্ত হইবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে ॥ ৯ ॥

তদ্বৈকে প্রাজাপত্যামেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি। তদু তথা ন কুর্য্যাদাগ্নেয়ীমেব কুর্য্যাৎ অগ্নির্হি বৈ প্রাণঃ প্রাণমেব তথা করোতি। ত্রৈধাতবীয়ামেব কুর্য্যাৎ এতয়ৈব ত্রয়ো ধাতবো যদুত সত্ত্বং রজস্তম ইতি ॥ ১০ ॥

অধুনা সন্ন্যাসবিধি বিবৃত হইতেছে।—প্রাজাপত্যনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে অনেককেই দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, অরণ্যে বা গৃহে বেদবিহিত সদক্ষিণ প্রাজাপত্য-যজ্ঞ করিয়া আত্মাতে বহ্নির আরোপ করিবে। কেবল মোক্ষে চিত্তনিবেশ করিলেই কার্য্য সফল হয় না; সুতরাং আগ্নেয়যাগ করিবে; কেন না, বহ্নিই প্রাণ, এই জন্য প্রাজাপত্য পরিহার পুরঃসর যাগ করা কর্ত্তব্য। আর প্রাণ ও মন এই উভয়ের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ, ইহা ছান্দোগ্যো-পনিষৎ শ্রুতিতে দৃষ্টান্তোপন্যাস দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আগ্নেয়-যাগেরই সামর্থ্যাতিশয় দৃষ্ট হয়; যেহেতু, যেখানে প্রাণ, সেই স্থানেই মন; যেখানে মন, সেই স্থানেই সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং যে স্থানে ইন্দ্রিয়, সেই স্থানেই বিষয়; সুতরাং

আগ্নেয়-যাগেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। এই সমস্ত যাগ হইতেও ত্রৈধাতবীয় যাগ অধিকতর শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ত্রিবেদের ধাতু অর্থাৎ রস আছে এবং ইহাতে ঐন্দ্রযাগ ও বৈষ্ণবযাগ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই যজ্ঞে দ্বাদশকপাল পুরোডাশই হবিঃ-স্বরূপ; এই হবিঃ তণ্ডুলপিষ্টবেষ্টিত যবপিষ্টরূপ। সর্ব্বস্বদানে এই যজ্ঞসিদ্ধি হয়, এই যজ্ঞেই সন্ন্যাসাধিকার বিদ্যমান। "দ্বে সহস্রে ভূয়ো বা দদ্যাৎ স এতয়া যজেত" প্রভৃতি শতপথব্রাহ্মণীয় শ্রুতিতে উক্ত যাগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ যাগে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ধাতুত্রয় বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য উক্ত যাগকে ত্রৈধাতব কহে ॥ ১০ ॥

অয়ং তে যোনি ঋত্বিজো যতো জাতঃ প্রাণাদরোচথাঃ। তং প্রাণং জানন্নগ্নে। আরোহ অথা নো বর্দ্ধয় রয়িম্ ইত্যনেন মন্ত্রেণাগ্নিমাজিঘ্রেৎ। এষ হ বা অগ্নের্যোনির্যঃ প্রাণঃ প্রাণং গচ্ছ স্বাহেত্যেবমেবৈতদাহ। গ্রামাদগ্নিমাহৃত্য পূর্ব্ববদগ্নিমাঘ্রাপয়েৎ ॥ ১১ ॥

"বায়োরগ্নিঃ" প্রভৃতি শ্রুতি এবং অনুভব দ্বারা বিদিত হওয়া যায় যে, হে অগ্নে! বায়ুই তোমার যোনি (উৎপত্তিস্থান); কেন না, তুমিই গর্ভাধানসময় প্রাপ্ত হইয়া থাক। এখন অগ্নির প্রাণ-যোনিত্ববিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন পিতার সংযোগে পুত্র প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ প্রাণ হইতে অগ্নি প্রকাশ পায়, সুতরাং তুমিই প্রাণের হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছ। "হে অগ্নে! তুমি প্রাণকেও জ্ঞাত হইয়া আমার প্রাণারূঢ় হও। অনন্তর প্রাণাবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কুলে ধনবৃদ্ধিপূর্ব্বক পোষণ কর," এই মন্ত্রে বহ্নির আঘ্রাণ করিবে। অনন্তর পুত্রাদির

শ্রেয়ঃসাধন মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন।—এই বহ্নির যোনিস্বরূপ প্রাণ গমন কর, অর্থাৎ "অয়ং তে যোনি ঋত্বিজঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে গ্রাম হইতে বহ্নিসঞ্চয়পূর্ব্বক আঘ্রাণ করিবে। সন্ন্যাসোপনিষদে এই প্রকার হোমবিধি বিবৃত আছে ॥ ১১ ॥

যদ্যগ্নিং ন বিন্দেদপ্‌সু জুহুয়াৎ আপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমি স্বাহেতি হুত্বা উদ্ধৃত্য প্রাশ্নীয়াৎ সাজ্যং হবিরনাময়ং মোক্ষমন্ত্রঃ ত্রয্যেবং বদেৎ এতদ্‌ব্রহ্মৈতদুপাসিতব্যম্‌ এবমেবৈতদ্‌ভগবন্নিতি বৈ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১২ ॥

মহাবনাদিতে সন্ন্যাসেচ্ছা হইলে "সেই দিনেই অগ্ন্যাধান করিবে।" এই প্রকার বিধি হেতু সেই কালেই অগ্ন্যাধান করা উচিত; কিন্তু তৎকালে বহ্নির অলাভে কি কর্ত্তব্য? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে,—যদি অগ্নিপ্রাপ্তির অসম্ভাবনা ঘটে, তবে জলেতে আহুতি প্রদান করিবে। "আপ হ বা ইদমগ্র আসন্‌" প্রভৃতি শ্রুতিতে জলই সর্ব্বদেবতার হেতু বলিয়া কথিত আছে এবং কার্য্যও কারণের অতিরিক্ত নহে; সুতরাং জলই সর্ব্বদেবস্বরূপ, এই জন্য অগ্নির অপ্রাপ্তিতে জলে আহুতিপ্রদান কর্ত্তব্য। জলে আহুতিপ্রদানের মন্ত্র যথা,—"আমি সমস্ত দেবতাকে হোম করিতেছি," এই বলিয়া স্বাহান্তমন্ত্রে হোমসাধনপূর্ব্বক পাত্র হইতে সাজ্য চরু লইয়া সেবন করিবে। এই মোক্ষমন্ত্র অনাময় অর্থাৎ এই মন্ত্রে ঐ নিয়মে হোম করিলে বিনাবিঘ্নে মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে, ইহাই বেদে উক্ত আছে। অতএব সেই সন্ন্যাসলক্ষণ বস্তুভূত ব্রহ্মকে জানিবে। যেহেতু, ব্রহ্মপরিজ্ঞানই মোক্ষের কারণ; সুতরাং

মোক্ষার্থিগণের ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য, যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যম্ পৃচ্ছামি ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য! অযজ্ঞোপবীত কথং ব্রাহ্মণ ইতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, ইদমেবাস্য তদ্‌যজ্ঞোপবীতং য আত্মা প্রাশ্যাচম্যায়ং বিধিঃ পরিব্রাজকানাম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণ যে উপবীত ত্যাগ করিবে, তৎসম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিলে তদুত্তর প্রদত্ত হইতেছে ঃ—অত্রিনামা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভগবন্! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যিনি আত্মা, তিনিই ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত। সমস্ত কর্ম্মফলই এই আত্মধ্যানের অন্তর্গত। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, আত্মধ্যানই জীবকুলের বন্ধ ও মুক্তির হেতু সুতরাং শঙ্কা-নিবৃত্তি করিয়া শেষপ্রাশন পূর্ব্বক আচমন করিবে এবং আচমনান্তে পূর্ব্ববৎ বহ্নির আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে হইবে। অগ্নির অভাবে জলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাই পরিব্রাজকগণের পক্ষে ব্যবস্থা। অধিকন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ সর্ব্বথা বিধেয় ॥ ১৩ ॥

বীরাধ্বানে বা অনাশকে বা অপাং প্রবেশে বা অগ্নিপ্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে বা ॥ ১৪ ॥

বীরাধ্বানাদি পঞ্চ উক্ত ব্যবস্থার অতিদেশ করিতেছেন, অর্থাৎ বীরাধ্বানে অনাশকে, সলিলমধ্যে, বহ্নিপ্রবেশে ও মহাপ্রস্থানেই এই যজ্ঞাদিবিধি নির্ণীত আছে। আদিত্য-পুরাণে যে উক্ত বীরাধ্বানাদি

পক্ষ কথিত আছে, তাহা এই—যে ব্যক্তি মহাপাপী হইয়া দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, শরীর-বিনাশের সময় উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি অব্রাহ্মণ হইলেও স্বর্গাদি মহাফলকামনায় প্রদীপ্ত বহ্নিতে প্রবেশ করিবে, কিংবা অনশন করিবে, অথবা উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, মহাপথে প্রস্থান করিবে, হিমালয়চূড়ায় আশ্রয় লইবে, কিংবা প্রয়াগে বটশাখার অগ্রভাগ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। এই প্রকার করিলে সর্ব্বপাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উত্তম লোক প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু আত্মহত্যা করা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহ দ্বারা মহাপাতক বিনাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ দিব্যভোগ লাভ হয়। ঐরূপ তপস্যাতে নর-নারী প্রভৃতি সকলেই অধিকারী। বীরাধ্বানে অগ্নিপুরাণে ফল কথিত আছে যে, যে বীর্য্যবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে সেনাগণের পুরোভাগে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সেই শূর স্বর্গ হইতে নিবৃত্ত হয় না, ইহাকেই বীরাধ্বান, বীরশয্যা, বীরস্থান বা বীরস্থিতি কহে। অনাশক বিষয়ে ভবিষ্যোত্তরে যে ফল বর্ণিত আছে, তাহা এই,—অনাহারে প্রাণবিসর্জ্জনই অনাশক নামে অভিহিত। জলপ্রবেশে সপ্তসহস্রবর্ষ, অগ্নিপ্রবেশে একাদশসহস্রবর্ষ, উচ্চস্থান হইতে পতনে ষোড়শসহস্রবর্ষ, মহাযজ্ঞে ষষ্টিসহস্রবর্ষ, গোগৃহে মরণে অশীতিসহস্রবর্ষ এবং অনাহারে প্রাণত্যাগে অনন্তকাল সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে জলপ্রবেশ এবং বহ্নিপ্রবেশের ফল কথিত হইল। ব্রহ্মপুরাণে যে মহাপ্রস্থানের ফল বর্ণিত আছে, তাহা এই,—মহাপ্রস্থান-যাত্রা অবশ্য কর্ত্তব্য; কেন না, উক্ত প্রস্থানে মৃত্যু ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে সদ্যঃ স্বর্গফল প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ১৪॥

অথ পরিব্রাড় বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতীতি। যদ্যাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা সন্ন্যসেৎ ॥ ১৫ ॥

আনুষঙ্গিক পরিব্রজ্যা নির্ণীত হইল, অধুনা প্রকৃত পরিব্রাজকতা স্থিরীকৃত হইতেছে।—যাহারা পরিব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবে, তাহারা গৈরিকাদি দ্বারা কষায়িত বসন ধারণ পূর্ব্বক মস্তক-মুণ্ডন করিয়া অপরিগ্রহ হইবে (স্ত্রীপুত্রাদির সংসর্গ বিসর্জ্জন করিবে)। পরে বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধিসাধন পূর্ব্বক দ্রোহ-বর্জ্জন করিবে এবং সতত লোকসমাগমশূন্য হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে। এইরূপ উপাসনাভে অনশনাদি দ্বারা শরীরত্যাগ করিতে হয় না। আতুর ব্যক্তি কেবল বাক্যে ও মনে সন্ন্যাসাবলম্বন করিবে। শক্তির অভাবে তাহাদিগের কেবল বাক্য ও মনোদ্বারা আরাধনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥ ১৫ ॥

এষঃ পন্থা ব্রহ্মণা হানুচিতঃ তেনৈবৈতি সন্ন্যাসো ব্রহ্ম বিদিত্যেবমেবৈষ ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ১৬ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সন্ন্যাসপন্থা কি প্রকৃত, না কল্পিত? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—এই সন্ন্যাসপন্থা ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বোধিত, এই সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়াই সন্ন্যাসিগণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সুতরাং জানা গেল যে, এই সন্ন্যাসপন্থা কল্পিত নহে; অত্রিঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক "ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য!" এই প্রকার সম্বোধন দ্বারা উক্ত উপদেশ গ্রহণ করিলেন॥ ১৬ ॥

তত্র পরমহংসা নাম সংবর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতু-দুর্ব্বাসা-ঋভু-নিদাঘ-জড়ভরত-দত্তাত্রেয়-রৈবতক-প্রভৃতয়োঽব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ ॥ ১৭ ॥

সন্ন্যাসের কল্পিতত্বশঙ্কা দূর করিবার জন্য পুনরায় পরমহংস সম্প্রদায় প্রদর্শন করিতেছেন।—সংবর্ত্তক, অরুণনন্দন শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয় এবং রৈবতক, এই আট জন পরমহংসের নাম ছিল, ইঁহারা অব্যক্তলিঙ্গ, অর্থাৎ ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রমবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিতেন এবং অনুন্মত্ত ছিলেন। আর কেহ কেহ উন্মত্তের ন্যায় ছিলেন; দত্তাত্রেয় মদিরা ও স্ত্রী সেবন করিতেন ॥ ১৭ ॥

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং জলপবিত্রং পাত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ইত্যেতৎ সর্ব্বং ভূঃস্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ ॥ ১৮ ॥

পরমহংসবৃন্দ ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিক্য (দ্রব্যরক্ষার্থ রজ্জুনির্ম্মিত আধার বা শিকা), বসন, জলবিশুদ্ধ পাত্র (কুণ্ডিকাচমসাদি), এবং কন্থা, কৌপীন, উত্তরীয় বসন, শিখা ও যজ্ঞোপবীত এই সকল "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে সলিলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আত্মানুসন্ধান করিবে ॥ ১৮ ॥

যথা জাতরূপধরো নির্গ্রন্থো নিষ্পরিগ্রহঃ তত্তদ্ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্ উদরপাত্রেণ লাভালাভয়োঃ সমো ভূত্বা শূন্যাগার-দেবগৃহ-তৃণ-কূট-বল্মীকবৃক্ষমূল-কুলাল-শালাগ্নিহোত্রগৃহ নদী-পুলিন-গিরিকুহর-কন্দর-কোটর-নির্জ্জর-স্থণ্ডিলেষু তেষ্বনিকেতবাস্যপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ

শুক্লধ্যান-পরায়ণোঽধ্যাত্ম-নিষ্ঠোঽশুভকর্ম্মনির্ম্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহ-ত্যাগং করোতি, স পরমহংসো নাম পরমহংসো নামেতি ॥ ১৯ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-জাবালোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

যে ব্যক্তি জন্মকালীন রূপধারী অর্থাৎ নির্ব্বস্ত্র, গ্রন্থানুশীলনরহিত হইয়া পরিগ্রহবিসর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মমার্গে সম্যক্‌সম্পন্ন ও শুদ্ধমনা হইয়া জীবনধারণার্থ যথাযথ সময়ে উদরপূরণোপযুক্ত ভিক্ষা-চরণ পূর্ব্বক লাভালাভে তুল্যজ্ঞানী হইয়া শূন্যাগার, দেবগৃহ, পর্ণশালা, বল্মীক, তরুমূল, কুলালশালা, অগ্নিহোত্রগৃহ, নদীতট, গিরিকুঞ্জর, কন্দর, কোটর, নির্ঝর ও স্থণ্ডিল, এই সমস্ত স্থলে বাস করিয়া যত্নবান্, নির্ম্মল, ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া শুভাশুভক্রিয়া সমূলে পরিহার পুরঃসর সন্ন্যাসদ্বারা শরীর বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাকেই পরমহংস বলা যায়। উপনিষদাদিতে অধ্যায়শেষে অন্ত্যবাক্য দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়, এই জন্য "পরমহংসো নাম" দুইবার বিবৃত হইল ॥ ১৯ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় জাবালোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

পিণ্ডোপনিষৎ

ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ দেবতা ঋষয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণমিদমব্রুবন্‌ ।
মৃতস্য দীয়তে পিণ্ডং কথং গৃহ্নন্ত্যচেসঃ ? ॥ ১ ॥

পিণ্ডোপনিষৎ বিবৃত হইতেছে কেন, তাহার কারণ এই যে, সংসারমোক্ষার্থ সন্ন্যাসোপনিষৎ ও পরমহংসোপনিষৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; কিন্তু সন্ন্যাসবর্জ্জিত ও সংসারে যাহারা বিপন্ন, তাহাদের গতি কি হইবে, ইহা স্থির করিবার জন্যই এই উপনিষৎ বিবৃত হইতেছে।—কোন সময়ে সুরবৃন্দ ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া পিতামহসকাশে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌! মনুষ্যগণের মরণান্তে শরীর চেতনাবিহীন হয় কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া মনুষ্যেরা পিণ্ডপ্রদান করিয়া থাকে। ঐ প্রদত্ত পিণ্ড অচেতন মৃতেরা গ্রহণ করে কি প্রকারে ? ॥ ১ ॥

ভিন্নে পঞ্চাত্মকে দেহে গতে পঞ্চসু পঞ্চধা ।
হংসস্ত্যক্তা গতো দেহং কস্মিন্‌ স্থানে ব্যবস্থিতঃ ? ॥ ২ ॥

সুরবৃন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর ভিন্ন হইয়া দেহগত পঞ্চভূত মহাভূতে বিলীন হইলে আত্মা

সেই শরীর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কোন্ স্থানে প্রস্থান করে ও কোথায় অবস্থিতি করে ? ॥ ২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অহং বসতি তোয়েষু অহং বসতি চাগ্নিষু।
অহমাকাশগো ভূত্বা দিনমেকন্তু বায়ুগঃ ॥ ৩ ॥

পিতামহ কহিলেন,—আত্মা দেহত্যাগান্তে জলে এবং বহ্নিতে অবস্থিতি করে। পরে আকাশগামী হইয়া একদিনমাত্র বায়ুতে অধিষ্ঠিত থাকে। পরে ভোগোচিত দেহ জন্মে এবং সেই দেহ দ্বারা পিণ্ড গ্রহণ করে ॥ ৩ ॥

প্রথমেন তু পিণ্ডেন কলানাং তস্য সম্ভবঃ।
দ্বিতীয়েন তু পিণ্ডেন মাংস-ত্বক্-শোণিতোদ্ভবঃ ॥ ৪ ॥

মানবগণের মরণান্তে সেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পুত্রাদিরা প্রথম দিবসে যে পিণ্ড দান করে, তাহাতে ষোড়শকলার সম্ভব হয় এবং তৎপরদিন যে দ্বিতীয় পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা হইতে মৃত ব্যক্তির মাংস, চর্ম্ম এবং রক্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ এবং ষড়িন্দ্রিয়, ইহাদিগকেই ষোড়শকলা কহে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়েন তু পিণ্ডেন মতিস্তস্যাভিজায়তে।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন অস্থিমজ্জা প্রজায়তে ॥ ৫ ॥

তৃতীয় দিনে মৃতের উদ্দেশে পুত্রাদি কর্ত্তৃক যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই পিণ্ডে তাহার বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তৎপর দিবসে যে চতুর্থ পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে অস্থি ও মজ্জা জন্মে ॥ ৫ ॥

পঞ্চমেন তু পিণ্ডেন হস্তাঙ্গুল্যঃ শিরো মুখম্।
ষষ্ঠেন কৃতপিণ্ডেন হৃৎকণ্ঠং তালু জায়তে ॥ ৬ ॥

পঞ্চম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তৎফলে মৃতব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলী, শিরঃ ও মুখ জন্মে। ষষ্ঠদিনে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই ষষ্ঠপিণ্ড হইতে কণ্ঠ, হৃদয় এবং তালুর উৎপত্তি হয় ॥ ৬ ॥

সপ্তমেন তু পিণ্ডেন দীর্ঘমায়ুঃ প্রজায়তে।
অষ্টমেন তু পিণ্ডেন বাচং পুষ্যতি বীর্য্যবান্ ॥ ৭ ॥

মনুষ্যের মৃত্যুর পর পুত্রাদিরা সপ্তম দিবসে যে পিণ্ড দান করে, তাহা হইতে দীর্ঘায়ু হয় এবং অষ্টম পিণ্ড দ্বারা বাক্য পুষ্ট ও মৃত ব্যক্তি বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

নবমেন তু পিণ্ডেন সর্ব্বেন্দ্রিয়-সমাহৃতিঃ।
দশমেন তু পিণ্ডেন ভাবানাং প্লবনং তথা ॥
পিণ্ডে পিণ্ডে শরীরস্য পিণ্ডদানেন সম্ভবঃ।
পিণ্ডদানেন সম্ভব ইতি ॥ ৮ ॥

ইতি পিণ্ডোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

মৃত ব্যক্তির মরণান্তে তাহার উদ্দেশে নবম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়সমাবেশ হয় এবং দশম পিণ্ড দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসাদির উদ্বোধ হয়। এই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদানে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের উৎপত্তি হইয়া একটি দেহ গঠিত হয়। এইরূপ গরুড়পুরাণেও কথিত আছে, ভগবান্ গরুড়কে উপদেশ করিয়াছেন যে, ইহা শ্রুতিমূলক। বিশেষতঃ

মস্তক হইতে উৎপত্তি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে। ভগবান্ গরুড়কে বলিয়াছেন যে, প্রথম পিণ্ডে মস্তক, দ্বিতীয় পিণ্ডে গ্রীবা ও স্কন্ধ, তৃতীয় পিণ্ডে হৃদয় এবং চতুর্থ পিণ্ডে ঐ সমস্তের পুষ্টি হয়। আর পঞ্চম পিণ্ডে নাভি, ষষ্ঠে কটী, সপ্তমে গুহ্য, অষ্টমে উরু, নবমে জানু ও পাদ জন্মে এবং দশম পিণ্ডে ক্ষুধার উদয় হইয়া থাকে। এই পিণ্ডদানের বিশেষ এই যে, দশম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা আমিষের সহিত প্রদান করা কর্ত্তব্য। কেন না, দেহে জীবসঞ্চার হইলেই তাহার ক্ষুধা হয়, অতএব সামিষ্ পিণ্ডদান করা বিধেয়। আমিষবিহীন পিণ্ড দিলে তাহার ক্ষুধার শান্তি হয় না॥ ৮॥

ইতি পিণ্ডোপনিষৎ সমাপ্ত॥

ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

আত্মোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অথাঙ্গিরাস্ত্রিবিধঃ পুরুষঃ তদ্যথা—বাহ্যাত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা চেতি ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি পিণ্ডগ্রহণে বিরক্ত, তাহার পরমাত্মবোধের জন্য আত্মত্রয়-নির্ণয়পূর্ব্বক নিরঞ্জন সংসারাতীত পরমার্থনিরূপণার্থ আত্মোপনিষদের আরম্ভ হইতেছে। পিতামহ চতুরানন দেবর্ষিবৃন্দ-সকাশে পিণ্ড-নিরূপণ করিলে অঙ্গিরানামক ঋষি তাঁহাকে বলিলেন,—আত্মা তিন প্রকার ; বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। এই ত্রিবিধ আত্মার লক্ষণ কিরূপ, তাহা কথিত হইতেছে ॥ ১ ॥

ত্বগস্থি-মাংস-মজ্জা-লোমাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠ-পৃষ্ঠি-বংশ-নখ-গুল্ফোদর-নাভি-মেঢ্র-কট্যুরু-কপোল-ভ্রূ-ললাট-বাহু-পার্শ্ব-শিরো-ধমনিকাক্ষীণি শ্রোত্রাণি ভবন্তি জায়তে ম্রিয়তে ইত্যেষ বাহ্যাত্মা নাম ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ত্বক্, অস্থি, মাংস, মজ্জা, রোম, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, মেরুদণ্ড, নখ, গুল্ফ, জঠর, নাভি, মেঢ্র, কটী, উরু, গণ্ড, ভ্রূ, ললাট, বাহু, পার্শ্ব,

শিরঃ, শিরা, চক্ষু ও শ্রোত্র, এই সমস্ত যাহাদের বিদ্যমান আছে এবং যাহা ষড়্‌ভাববিকারসম্পন্ন, তাহাকেই বাহ্যাত্মা বলে * ॥ ২ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

অথান্তরাত্মা নাম পৃথিব্যপ্‌-তেজো-বায়্বাকাশ-মিচ্ছাদ্বেষ-সুখ-মোহ-বিকল্পনাদিভিঃ স্মৃতি-লিঙ্গোদাত্তানুদাত্ত-হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত-স্খলিত-গর্জ্জিত-স্ফুটিত-মুদিত নৃত্য-গীত বাদিত্র-প্রলয় বিজৃম্ভিতাদিভিঃ শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি শ্রবণঘ্রাণাকর্ষণ-কর্ম্মবিশেষণং করোতি এষোঽন্তরাত্মা নাম ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

অন্তরাত্মা কাহাকে বলে, এখন তাহাই কথিত হইতেছে।—যিনি ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ,

---

* ষড় ভাববিকার যথা—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, ক্ষয় ও বিনাশ, এই ছয়টিকে ষড়্‌ভাব বলে, অর্থাৎ যাহাদের জন্ম আছে, স্থিতি আছে, বৃদ্ধি আছে, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি আছে, ক্ষয় আছে ও বিনাশ আছে, তাহারাই ষড় ভাববিকারসম্পন্ন।

কাম, মোহাদি ও ত্রিবিধ কল্পনাদিদ্বারা উপলক্ষিত, যিনি স্মৃতি, লিঙ্গ, ও উদাত্ত, অনুদাত্ত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই সমস্ত স্বর, স্খলিত, গর্জ্জিত, স্ফুটিত, নৃত্য, গীত, বাদিত্র, প্রাণ ও জৃম্ভণাদিযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিতেছেন, আঘ্রাণ করিতেছেন, আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন, মনন করিতেছেন, আর যিনি বোদ্ধা, যিনি কর্ত্তা, যিনি বিজ্ঞানময় পুরুষ, যিনি পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও শ্রবণ, আঘ্রাণ, আকর্ষণাদি-সম্পন্ন বিশেষ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই অন্তরাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

অথ পরমাত্মা নাম যথাক্ষরমুপাসনীয়ঃ। স চ প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-সমাধি-যোগানুমানাধ্যাত্ম-চিন্তনম্ ॥ ১ ॥

বাক্য ও মনোদ্বারা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে তাঁহাকে কি প্রকারে জানিব ? সুতরাং সেই অক্ষর পরমাত্মাকে যে প্রকারে আরাধনা করিয়া জানা যাইতে পারে, আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন। হে ব্রহ্মন্! আমি ত্বৎ-সকাশে সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য-পুরুষকে অবগত হইতে বাসনা করি। অঙ্গিরার এই প্রশ্ন শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন, একমাত্র বেদের দ্বারাই

সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়, সুতরাং মনোদ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। কিন্তু মনের সংস্কার না হইলে অসংস্কৃত মনোদ্বারা পরমাত্মাকে গ্রহণ করা অসম্ভব। এই হেতু প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, সমাধি প্রভৃতি যোগ দ্বারা মন সংস্কৃত হইলে অনুমান করিয়া পরমাত্মাকে বিদিত হইবে॥ ১॥

বটকণিকা শ্যামাক-তণ্ডুলো বালাগ্রশত-সহস্রবিকল্পনাদিভির্ন লভ্যতে নোপলভ্যতে ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন শুষ্যতে ন ক্লিদ্যতে ন দহ্যতে ন কম্পতে ন ভিদ্যতে ন ছিদ্যতে নির্গুণঃ সাক্ষীভূতঃ শুদ্ধো নিরবয়বাত্মা কেবলঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলো নিরঞ্জনো নিরভিমানঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বর্জ্জিতো নির্ব্বিকল্পো নিরাকাঙ্ক্ষঃ॥ ২॥

এখন আশঙ্কা করিতে পার যে, সেই পরমাত্মা বিভু, তাঁহার পরিমাণ বিশ্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং কি হেতুতে তিনি প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন না? ইহার উত্তর এই যে, যেমন বটবীজ অতি সূক্ষ্ম হইয়া মহান্ শাখাপ্রশাখাদিসম্পন্ন বটবৃক্ষ সৃষ্টি করে এবং যেরূপ শ্যামাক তণ্ডুল অতি সূক্ষ্ম হইয়াও বৃহৎ গুচ্ছ জন্মায়, তদ্রূপ পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম, অথচ এই বৃহৎ জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। আর যদি আশঙ্কা কর যে, যাহারা পরমাত্মাকে বীজতুল্য জ্ঞান করে, তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, তিনি বীজের ন্যায় হইলেও প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারেন না; কেননা, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, একটি কেশকে শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক অংশ যেমন সূক্ষ্ম হয়, বীজও তদ্রূপ সূক্ষ্ম, পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম হেতু সর্ব্বদাই তাঁহার

প্রত্যক্ষলাভ অসম্ভব। পরমাত্মাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তিনি শুষ্ক হয়েন না বা পচিয়া গলিত হয়েন না, তাঁহাকে কেহ ভস্মীভূত করিতে সমর্থ নহে, তিনি কম্পিত হয়েন না। তাঁহাকে অভেদ্য, অচ্ছেদ্য বলিয়া জানিবে। তাঁহার জন্ম, মরণ, শোষ, ক্লেদ, দাহ, কম্প, ভেদ, ছেদ এই সকলের নিষেধপ্রযুক্ত তাঁহার কোন ক্রিয়াও নাই। তিনি নির্গুণ, সাক্ষী ও সর্ব্বদ্রষ্টা; তিনি স্বতঃসিদ্ধ এবং শুদ্ধ (সহজ বা আগন্তুক মলরহিত), সাবয়ব, আত্মভেদবর্জ্জিত, সজাতীয়বিজাতীয়ভেদরহিত, সূক্ষ্ম অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহে। তিনি ষোড়শকলাশূন্য, আগন্তুক-মলহীন এবং অহঙ্কারাদি দোষবিরহিত। তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই এবং গন্ধ নাই, অর্থাৎ তিনি বাহ্যেন্দ্রিয়-দোষশূন্য নির্ব্বিকল্প (মনোদোষশূন্য) এবং আকাঙ্ক্ষাদিবুদ্ধিদোষবিহীন॥ ২॥

সর্ব্বব্যাপী সোঽচিন্ত্যোঽবর্ণ্যশ্চ পুনাত্যশুদ্ধান্যপূতানি নিষ্ক্রিয়ঃ সংস্কারো নাস্তি ইত্যেষ পরমাত্মা পুরুষো নাম এষ পরমাত্মা পুরুষো নাম॥ ৩॥

ইতি আত্মোপনিষৎ সমাপ্তা॥

পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইলেও তিনি আকাশাদির আস্পদ; কেন না, তিনি সর্ব্বব্যাপী। বাস্তবিক পরমাত্মার অণু বা মহত্ত্বাদি কোন প্রকার পরিমাণ নাই। ভগবান্ স্বীয় মহিমাবলে সকল স্থল ব্যাপিয়া আছেন; সুতরাং তিনি ঈশ্বর, অচিন্তনীয় এবং

তাঁহাকে বর্ণন করিতে কোনরূপে কাহারও সাধ্য নাই। তিনি নিষ্ক্রিয় অথচ ধ্যানস্থ হইলে অপবিত্র চণ্ডালাদি ও পাপাদিকলুষিত প্রাণীকে পবিত্র করিয়া থাকেন, অর্থাৎ চণ্ডালাদিরাও তদ্ধ্যানবলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। যদিও আগমাদিতে চতুর্থ জ্ঞানাত্মা কথিত আছে,* তথাপি জীব ও পরমাত্মার অভেদহেতুই বেদান্ত ত্রিবিধ আত্মার নির্ণয় করেন। গীতাতে উক্ত আছে যে, লোকে ক্ষর ও অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এই সর্ব্বভূতই ক্ষর এবং যিনি কূটস্থ, তাঁহাকে অক্ষর কহে। যিনি এতদ্ভিন্ন উত্তম পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা। আর পরমাত্মা স্বয়ং অসঙ্গ; সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বপ্রজ্ঞা নাই। ইহাই পরমাত্মার লক্ষণ। বৈদিক নিয়ম এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে যে, উপনিষদের শেষবাক্য দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়, এই কারণে "এব পরমাত্মা পুরুষো নাম" এই শেষবাক্য দুইবার কীর্ত্তিত হইল ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

আত্মোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

---

* আগমাদির মতে আত্মা চতুর্ব্বিধ,—শরীরাত্মা, অন্তরাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

নৃসিংহ-

ষট্‌চক্রোপনিষৎ

ওঁ দেবা হ বৈ সত্যং লোকমায়ন্ তে প্রজাপতিমপৃচ্ছন্ নারসিংহং চক্রং নো ব্রূহীতি। তান্ প্রজাপতির্নারসিংহং চক্রমবোচৎ ষড়্‌বৈ নারসিংহানি চক্রাণি ভবন্তি যৎ প্রথমং তচ্চতুররং যদ্বিতীয়ং তচ্চতুররং যত্তৃতীয়ং তৎ পঞ্চারং যচ্চতুর্থং তৎ ষড়রং যৎ পঞ্চমং তৎ সপ্তারং যৎ ষষ্ঠং তদষ্টারং তদেতানি ষড়েব নারসিংহানি চক্রাণি ভবন্তি। অথ কানি নামানি ভবন্তি। যৎ প্রথমং তদাচক্রং যদ্বিতীয়ং তৎ সুচক্রং যত্তৃতীয়ং তন্মহাচক্রং যচ্চতুর্থং তৎ সকললোকরক্ষণচক্রং যৎ পঞ্চমং তদ্দ্যুচক্রং যৎ ষষ্ঠং তদসুরান্তকচক্রম্ তদেতানি ভবন্তি। ষড়েব নারসিংহ-চক্রনামানি ভবন্তি ॥ ১ ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ জিজ্ঞাসার জন্য সত্যলোকে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রজাপতে! আমাদিগের নিকট নারসিংহচক্র সবিস্তার নিরূপণ করুন। তখন প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট নারসিংহচক্র বর্ণন করিতে লাগিলেন। দেবগণ! নারসিংহচক্র যদিও ষট্‌প্রকার উক্ত আছে, তথাপি ইহা একটি মহাচক্র। এই ষড়্‌বিধ চক্রের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় চক্র চতুষ্টয় অর-(চক্রধারণদণ্ড) বিশিষ্ট এবং

অরদণ্ডের উপর ত্রিকোণাকার পত্র অবস্থিত। তৃতীয় চক্র পঞ্চার, চতুর্থ চক্র ষড়্-অর-সমন্বিত, পঞ্চম চক্র সপ্তার এবং ষষ্ঠ চক্র অষ্টার। এইরূপে নারসিংহচক্র ষট্প্রকার হইল। চক্রের প্রান্তকাষ্ঠ ও মধ্য-নাভি-কাষ্ঠ এই উভয়ের সংযোজক দীর্ঘ কাষ্ঠকে অর বলা যায়। পুনর্ব্বার দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল অরর নাম কি, তাহা বলুন। তখন প্রজাপতি কহিতে লাগিলেন, প্রথম চক্রের নাম আচক্র, আ অর্থাৎ আনন্দাত্মক চক্র। দ্বিতীয় চক্রের নাম সুচক্র, এই চক্র সু—সম্যক্‌প্রকারে সিদ্ধ বলিয়া সুচক্র নামে অভিহিত হয়। তৃতীয় চক্রের নাম মহাচক্র, উহা তেজোময়। চতুর্থ চক্রের নাম সকল-লোক-রক্ষণচক্র, অর্থাৎ এই চক্র জ্ঞানক্রিয়া ও শক্তি দ্বারা সকল লোককে রক্ষা করিয়া থাকে। পঞ্চম চক্রের নাম দ্যুচক্র, ইহা যোগগম্য মার্গের অভিগামী চক্র বলিয়া দ্যুচক্র, নামে কথিত হয়। আর যাহা ষষ্ঠচক্র বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম অসুরান্তক চক্র অর্থাৎ যাহারা অসুর, অসত্যবাদী, তাহাদিগের অন্তকস্বরূপ বলিয়া ইহাকে অসুরান্তক চক্র বলা যায়। এই ছয়টি নামই নারসিংহ চক্রের নাম ॥ ১ ॥

অথ কানি ত্রীণি বলয়ানি ভবন্তি যৎ প্রথমং তদান্তরং বলয়ং ভবতি যদ্দ্বিতীয়ং তন্মধ্যমং বলয়ং ভবতি যৎ তৃতীয়ং তদ্বাহ্যং বলয়ং ভবতি। তদেতানি ত্রীণ্যেব বলয়ানি ভবন্তি যদান্তরং তদ্বৈ বীজং যন্মধ্যমং তন্নারসিংহ-গায়ত্রী যদ্বাহ্যং তন্মন্ত্রঃ। অথ কিমান্তরং বলয়ং? ষড়্‌বা আন্তরাণি বলয়ানি ভবন্তি। যন্নারসিংহং তৎ প্রথমস্য যন্মাহালক্ষ্ম্যং তদ্দ্বিতীয়স্য যৎ সারস্বতং তত্তৃতীয়স্য যৎ কামদেবং

তচ্চতুর্থস্য যৎ প্রণবং তৎ পঞ্চমস্য যৎ ক্রোধ-দৈবতং তৎ ষষ্ঠস্য। তদেতানি বণ্ণাং নারসিংহচক্রাণাং ষড়ান্তরাণি বলয়ানি ভবন্তি ॥ ২ ॥

উক্ত চক্রসকলের প্রত্যেকের তিন তিনটি করিয়া কুণ্ডলাকার বলয় আছে, সেই সকল বলয়ের নাম ও সেই নামের অর্থ পরিজ্ঞানার্থ দেবগণ প্রশ্ন করিলেন,—প্রজাপতে! ঐ ষট্‌চক্রের প্রত্যেকের যে তিন তিনটি করিয়া কুণ্ডলাকার বলয় আছে, সেই সকল বলয়ের নাম কি? তাহা আমাদিগকে উপদেশ করুন। প্রজাপতি কহিতে লাগিলেন, ঐ সকলের যে প্রথম বলয়, তাহা সকলের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলয়, দ্বিতীয় বলয়ের নাম মধ্যবলয়, আর তৃতীয় বলয় বহির্ভাগে অবস্থিত। এইরূপে প্রত্যেক চক্রের তিনটি করিয়া বলয় আছে। প্রথম যে আন্তর বলয় উক্ত হইল, উহা বক্ষ্যমাণ ষড়্‌বীজময় অর্থাৎ চক্রের অভ্যন্তরে বক্ষ্যমাণ ষড়্‌বিধ নারসিংহব্রহ্মমন্ত্র বলয়াকারে বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় মধ্যবলয় নারসিংহ গায়ত্র্যবয়বাত্মক অর্থাৎ নারসিংহ ব্রহ্মগায়ত্রী মধ্যবলয়াকারে বর্ত্তমান। আর যাহা তৃতীয় বাহ্য-বলয়, তাহা ষড়ঙ্গ মন্ত্রাত্মক; ষড়ঙ্গ মন্ত্রসকল চক্রের বহির্ভাগে বলয়াকারে বিদ্যমান আছে। পুনর্ব্বার দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ষট্চক্রের একটি আন্তর বলয় কিরূপে সম্ভব? এই প্রশ্নে প্রজাপতি উত্তর করিলেন,—ষট্চক্রের আন্তর বলয় এক নহে, অর্থাৎ ষট্চক্রের ষট্‌বিধ আন্তর বলয় জানিবে। যাহা নারসিংহ বীজ (ক্ষ্রৌঁ), তাহা প্রথম আচক্রাখ্য চক্রের আন্তর বলয়মধ্যে অবস্থিত! যাহা মহালক্ষ্মীবীজ (শ্রীঁ), তাহা সুচক্রনামক দ্বিতীয় চক্রের, যাহা সারস্বত বীজ (ঐং), তাহা মহাচক্র নামক

তৃতীয় চক্রের, যাহা কামবীজ (ক্লীঁ), তাহা সকল-লোকরক্ষণ-নামক চতুর্থ চক্রের, যাহা প্রণব (ওঁ), তাহা হ্যচক্র নামক পঞ্চম চক্রের এবং যাহা ক্রোধবীজ (হুঁ), তাহা অসুরান্তক নামক ষষ্ঠ চক্রের আন্তর বলয় জানিবে, অর্থাৎ প্রত্যেকের অন্তর্ভাগে উক্ত এক একটি বীজ বলয়াকারে লিখিবে অর্থাৎ যাবৎ বৃত্তসমাপ্তি না হয়, তাবৎ উক্ত একটি বীজ এক এক চক্রের অভ্যন্তরে বলয়াকারে লিখিতে হইবে। এইরূপে ষড়বিধ নারসিংহচক্রের ছয়টি আন্তর বলয় কথিত হইল ॥ ২ ॥

অথ কিং মধ্যমবলয়ম্? ষড়্ বৈ মধ্যমানি বলয়ানি ভবন্তি যন্নারসিংহায় তৎ প্রথমস্য যদ্বিদ্মহে তদ্দ্বিতীয়স্য যদ্বজ্রনখায় তত্তৃতীয়স্য যদ্ধীমহি তচ্চতুর্থস্য যৎ তন্নস্তৎ পঞ্চমস্য যৎ সিংহঃ প্রচোদয়াদিতি তৎ ষষ্ঠস্য তদেতৎ ষণ্ণাং নারসিংহচক্রাণাং ষড়্ মধ্যমানি বলয়ানি ভবন্তি ॥৩॥

অনন্তর দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ষট্‌চক্রের এক মধ্যবলয় বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভবে? প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর করিলেন, ষট্‌চক্রের মধ্যবলয়ও এক নহে। যেমন আন্তর বলয় ষট্‌প্রকার উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ মধ্যবলয়ও ষট্‌প্রকার জানিবে। নারসিংহগায়ত্রী মধ্যবলয় বলিয়া উক্ত আছে, ঐ গায়ত্রীই ষড়্ভাগে ষট্‌চক্রের মধ্যবলয়রূপে বিদ্যমান আছে। "নারসিংহায়" এই পদ প্রথম চক্রের মধ্যবলয়ে অবস্থিত। এইরূপ "বিদ্মহে" দ্বিতীয় চক্রের, "বজ্রনখায়" তৃতীয় চক্রের, "ধীমহি" চতুর্থ চক্রের, "তন্নঃ" পঞ্চম চক্রের এবং "সিংহঃ প্রচোদয়াৎ" ষষ্ঠ চক্রের মধ্যবলয়, অর্থাৎ এক এক চক্রের মধ্যভাগে উক্ত গায়ত্রীর এক এক পদ

পুনঃ পুনঃ যাবৎ বৃত্তিসমাপ্তি না হয়, তাবৎ বলয়াকারে লিখিবে। এইরূপে নারসিংহ ষট্‌চেক্রের ষড়্‌বিধ মধ্যবলয় কথিত হইল ॥ ৩ ॥

অথ কিং বাহ্যং বলয়ম্? ষড়্‌ বৈ বাহ্যানি বলয়ানি ভবন্তি যদাচক্রং যদানন্দাত্মা তৎ প্রথমস্য যৎ সুচক্রং যৎ প্রিয়াত্মা তদ্দ্বিতীয়স্য যন্মহাচক্রং যজ্জ্যোতিরাত্মা তৎ তৃতীয়স্য যৎ সকললোকরক্ষণং চক্রং যন্মায়াত্মা তচ্চতুর্থস্য যদ্দ্যুচক্রং যদ্‌যোগাত্মা তৎ পঞ্চমস্য যদসুরান্তকং চক্রং যৎ সত্যাত্মা তৎ ষষ্ঠস্য তদেতানি ষণ্ণাং নারসিংহচক্রাণাং ষড়্‌বাহ্যানি বলয়ানি ভবন্তি ॥ ৪ ॥

অনন্তর দেবগণ প্রজাপতিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্। ষট্‌চক্রের বাহ্যবলয় কি এক, না অনেক? তাহা আমাদিগকে উপদেশ করুন। তখন প্রজাপতি কহিলেন, দেবগণ! বাহ্যবলয়ও ষট্‌প্রকার জানিবে। "আচক্রায় আনন্দাত্মনে স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্রই প্রথম চক্রের বাহ্যবলয়। প্রথম চক্রের বহির্ভাগে বলয়াকারে বৃত্তসমাপ্তি পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্র পুনঃ পুনঃ লিখিবে। এইরূপে "সুচক্রায় প্রিয়াত্মনে স্বাহা শিরসে স্বাহা" ইহা দ্বিতীয় চক্রের বাহ্যবলয়। "মহাচক্রায় জ্যোতিরাত্মনে স্বাহা শিখায়ৈ বষট্" ইহা তৃতীয় চক্রের বাহ্যবলয়। "সকললোকরক্ষণচক্রায় মায়াত্মনে স্বাহা কবচায় হুঁ" ইহা চতুর্থচক্রের বাহ্যবলয়। "দ্যুচক্রায় যোগাত্মনে স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" ইহাই পঞ্চম চক্রের বাহ্য বলয়। "অসুরান্তকচক্রায় সত্যাত্মনে স্বাহা অস্ত্রায় ফট্" ইহা ষষ্ঠ চক্রের বাহ্যবলয়। উক্ত মন্ত্র সকল এক এক চক্রের বাহ্যবলয়াকারে বৃত্তসমাপ্তি পর্য্যন্ত লিখিবে। এইরূপে নারসিংহ ষট্‌চক্রের ছয়টি বাহ্যবলয় কথিত হইল ॥ ৪ ॥

অথ কৈতানি ন্যস্যানি ? যৎ প্রথমং তদ্‌হৃদয়ে যদ্দ্বিতীয়ং তচ্ছিরসি যত্তৃতীয়ং তচ্ছিখায়াং যচ্চতুর্থং তৎ সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু যৎ পঞ্চমং তৎ সর্ব্বেষু নেত্রেষু যৎ ষষ্ঠং তৎ সর্ব্বেষু দেশেষু ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাবৃত্তিক্রমে বলয়ত্রয়ে লিখিত মন্ত্রাত্মক পদ সকল কোন্ কোন্ অঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে, ইহা জানিবার জন্য দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! আপনি যে সকল মন্ত্র উল্লেখ করিলেন, ঐ সকল মন্ত্র অঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে ন্যাস করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে উপদেশ করুন্। প্রজাপতি বলিলেন, "ক্ষ্রৌং নারসিংহায় চক্রায় আনন্দাত্মনে স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্র হৃদয়ে ন্যাস করিবে, এইরূপে "শ্রীঁ" বিদ্মহে সুচক্রায় প্রিয়াত্মনে স্বাহা শিরসে স্বাহা" এই মন্ত্র মস্তকে, "ঐঁ" বজ্রনখায় মহাচক্রায় জ্যোতিরাত্মনে শিখায়ৈ বষট্" এই মন্ত্র শিখাপ্রদেশে, "ক্লীং ধীমহি সকললোকরক্ষণ-চক্রায় মায়াত্মনে স্বাহা কবচায় হুঁ" এই মন্ত্র কবচস্থানে (বাহুমূলে), "ওঁ তন্নো হ্যচক্রায় যোগাত্মনে স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" এই মন্ত্র নেত্রত্রয়ে এবং "হুঁ নৃসিংহঃ প্রচোদয়াৎ অসুরান্তকচক্রায় সত্যাত্মনে স্বাহা অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র সর্ব্বদিকে ন্যাস করিবে। ইহাই ষড়ঙ্গন্যাস ॥ ৫ ॥

য এতানি নারসিংহানি চক্রাণ্যঙ্গেষু বিন্যস্যাৎ তস্যানুষ্টুপ্ সিধ্যতি, তস্য ভগবান্ নৃসিংহঃ প্রসীদতি, তস্য কৈবল্যং সিধ্যতি, তস্য সর্ব্বে লোকাঃ সিধ্যন্তি, তস্য সর্ব্বে জনাঃ সিধ্যন্তি, তস্মাদেতানি ষড়্ নারসিংহানি চক্রাণ্যঙ্গেষু ন্যস্যানি ভবন্তি। পবিত্রঞ্চৈতৎ তস্য ন্যসনম্। ন্যসনান্নারসিংহানন্দী ভবতি, কর্ম্মণ্যো ভবতি, ব্রহ্মণ্যো ভবতি।

অন্যসনান্ন নারসিংহানন্দী ভবতি, ন কর্ম্মণ্যো ভবতি, ন ব্রহ্মণ্যো ভবতি, তস্মাদেতৎ পবিত্রং ন্যসনম্ ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত চক্রন্যাসের ফল কথিত হইতেছে। যে ব্যক্তি আপন অঙ্গেতে উক্ত নারসিংহচক্র ন্যাস করে, সেই ব্যক্তির অনুষ্টুপ মন্ত্র সিদ্ধ হয়, ভগবান্ নৃসিংহদেব তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তাহার কৈবল্য হস্তগত হয়, সর্ব্বলোক তাহার বাধ্য থাকে এবং সর্ব্বজন তাহার অনুগত হয়। অতএব অবশ্য আপন অঙ্গে পূর্ব্বোক্ত নারসিংহ চক্রাত্মক ষড়্‌বিধ ন্যাস করিবে। "আমি বক্ষ্যমাণ ফলপঞ্চক-সিদ্ধিকামনায় চক্রাত্মক ষড়ঙ্গ ন্যাস করিব" এইরূপ সঙ্কল্পপ্রয়োগ করিয়া ন্যাস করিতে হইবে। আর এই ন্যাস অতি পবিত্র, অর্থাৎ যিনি এইরূপে আপন অঙ্গে উক্ত ন্যাস করেন, তিনি সর্ব্বদা পবিত্র থাকেন, তাঁহার অঙ্গে কোনরূপ পাপস্পর্শ হইতে পারে না। এই ন্যাসের আর ত্রিবিধ ফল আছে ;—যিনি আপন অঙ্গে উক্ত চক্রন্যাস করেন, তিনি নৃসিংহসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে পারেন, সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহার অধিকার জন্মে এবং তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে ; আর উক্ত ন্যাস না করিলে কাহারও নারসিংহানন্দলাভ হয় না, কর্ম্মাধিকার জন্মে না এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে না, অতএব উক্ত নারসিংহ-চক্রাত্মক ষড়ঙ্গন্যাস অতি পবিত্র বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

যো বা এতন্নারসিংহং চক্রমধীতে স সর্ব্বেষু বেদেষধীতী ভবতি, স সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু যাজকো ভবতি, স সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি, স সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু সিদ্ধো ভবতি, স সর্ব্বত্র শুদ্ধো ভবতি, স

সর্ব্বরক্ষোভূত-পিশাচ-শাকিনী-প্রেত-বেতালনাশকো ভবতি, স নির্ভয়ো ভবতি, তদেতন্নাশ্রদ্দধানায় প্রব্রূয়াৎ তদেতন্নাশ্রদ্দধানায় প্রব্রূয়াদিতি ॥ ৭ ॥

ইত্যথর্ব্বণীয়ে নারসিংহ-ষট্‌চক্রোপনিষৎ সমাপ্তা।

এই নারসিংহচক্রোপনিষদের অধ্যয়নফল কথিত হইতেছে।—যিনি এই ষট্‌চক্র উপনিষৎ অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্ব্ববেদ অধ্যয়নের ফল পাইয়া থাকেন, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ করিলে যে যে ফল হয়, এই ষট্‌চক্র উপনিষৎ অধ্যয়নে সেই সেই ফল হইতে পারে। সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, এক ষট্‌চক্র উপনিষৎপাঠে সেই পুণ্য জন্মে। এই ষট্‌চক্র উপনিষৎপাঠের ফলে সর্ব্বমন্ত্রের সিদ্ধিলাভ হয় এবং সেই ব্যক্তি বাহ্যে ও অন্তরে সর্ব্বদা পবিত্র থাকে। আর এই ষট্‌চক্রন্যাসের বিশেষ ফল এই যে, যদি কোন ব্যক্তি উক্ত ন্যাস করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, শাকিনী, প্রেত, বেতাল প্রভৃতি জনিত সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব বিনাশ করিতে পারে, অর্থাৎ রাক্ষসাদিরা অন্য দেহে প্রবিষ্ট হইলে তাহার নিবৃত্তি করিতে পারে। আর এই চক্র অধ্যয়নকারী মানব সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারে, কোন স্থানে তাহার কোন ভয় থাকিতে পারে না। এই চক্রপাঠের বিশেষ নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তির উক্ত মন্ত্রপাঠে বিশেষ শ্রদ্ধা নাই, তাহাকে কদাচ এই বিদ্যার উপদেশ করিবে না। ৭ ॥

ইতি ষট্‌চক্রোপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ভৃগূপনিষৎ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ হরিঃ ওঁ। সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

।। ওঁ ।। ভৃগুর্ব্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার ; অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ ব্রহ্মেতি ।। ১ ।।

পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দবল্লীতে ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথ নিরূপিত হইয়াছে ও নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধির জন্য শান্তিমন্ত্র পঠিত হয়, ইহার অর্থ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায় তপস্যা স্বরূপ বলিবার জন্য পূর্ব্ববৎ শান্তিপাঠের পর গ্রন্থারম্ভ হইতেছে।

বরুণপুত্র ভৃগু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার্থ পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন।"

অতঃপর বরুণ তাঁহাকে প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও বিনীত দেখিয়া প্রথমতঃ সাধারণ বুদ্ধিগম্য অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্যকে যথাক্রমে ব্রহ্মরূপে উল্লেখ * করিলেন; পরে তাঁহাকে বলিলেন, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত এই দৃশ্যমান পদার্থসমূহ যে স্থান হইতে নির্গত হইতেছে, জাত হইয়াও যাঁহার আশ্রয়ে বাঁচিয়া আছে, এবং বিনাশ-দশায় যাঁহাতে প্রবেশ করে বা মিলিয়া যায় অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়কালে যাঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করে না, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর—তিনিই ব্রহ্ম। অর্থাৎ এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন ব্রহ্মকে অন্নাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু দ্বারা অবগত হও ॥ ১ ॥

---

* এখানে অন্ন শব্দে অন্নের পরিণামভূত শরীর বুঝিতে হইবে। এখানে প্রকৃত ব্রহ্মের উপদেশ না করিয়া অন্নাদির উল্লেখের তাৎপর্য্য এই,—ব্রহ্মতত্ত্ব অতি দুরূহ, অপরিপক্কবুদ্ধি যোগীর হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না; এই জন্য দেশকালপাত্রানুসারে গুরু আদৌ নিগূঢ় উপদেশ না করিয়া "অরুন্ধতী-দর্শন" ন্যায়ে ক্রমে ক্রমে তাহাকে উদ্দেশ্যপথে লইয়া যান। "অরুন্ধতী-দর্শন" ন্যায় যথা;—নববিবাহিতা বধূকে "অরুন্ধতী" নক্ষত্র দেখাইবার প্রথা আছে; অথচ অপরিপক্কমতি সেই বধূর পক্ষে এক কথায় সেই সুসূক্ষ্ম নক্ষত্রের দর্শনও অসম্ভব: অতএব যেমন সেই বধূকে প্রথমে সমীপস্থ স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতরক্রমে সর্ব্বশেষে সেই সূক্ষ্মতম "অরুন্ধতী" নক্ষত্র দর্শন করায়, তেমন অভিজ্ঞ গুরুও প্রথমে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর এবং সর্ব্বশেষে অতিসূক্ষ্ম দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিবেন, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

স তপোঽতপ্যত ; স তপস্তপ্‌ত্বা অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার ; অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি ॥ ২ ॥

সেই ভৃগু পিতার কথামত তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া জানিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম। যেহেতু, অন্ন হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মে, জন্মিয়া অন্ন (খাদ্য) দ্বারা জীবিত থাকে, বিনষ্ট হইয়াও অন্নেতেই প্রবিষ্ট হয় ও মিলিয়া যায়, অতএব অন্নই ব্রহ্ম। এইরূপে (অন্ন ব্রহ্ম) বিদিত হইয়া পুনরায় সন্দেহবশতঃ পিতার নিকটে গমন করিলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, * হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন? তখন বরুণ তাঁহাকে বলিলেন, বৎস, তপস্যাই ব্রহ্ম; তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় ॥ ২ ॥

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, প্রাণেন জাতানি জীবন্তি, প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়, পুনরেব

---

* অন্ন ব্রহ্ম জানিয়াও ভৃগুর পিতার নিকট গমনের উদ্দেশ্য— অন্নের উৎপত্তি ও নাশ দর্শন করিয়া তাহাতে ব্রহ্মত্বের সন্দেহ জন্মে। তাহার নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানের উপায় তপস্যার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান কর্তব্য, ইহাই বরুণ বুঝাইলেন।

বরুণং পিতরমুপসসার, অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি ॥ ৩ ॥

তদন্তর ভৃগু পুনশ্চ তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া অবশেষে জানিলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। কারণ, এই সকল ভূতবর্গ প্রাণ হইতেই জন্মে, প্রাণ সম্পর্কেই জীবিত আছে এবং বিনাশকালেও প্রাণেই প্রয়াণ করে ও প্রাণেই বিলীন হয়। তিনি সেই প্রাণ-ব্রহ্ম বিদিত হইয়া পুনর্ব্বার পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা-প্রণালী অনুসারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমাকে বলুন, প্রাণ ভিন্ন আরও কি ব্রহ্ম আছে? পিতা তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারিবে, যেহেতু, তপস্যাই ব্রহ্মস্বরূপ দর্শনে উপযোগী ॥ ৩ ॥

স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্‌ত্বা মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, মনসা জাতানি জীবন্তি, মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়, পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার; অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি ॥ ৪ ॥

তিনি পিতার আদেশে পুনশ্চ তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপস্যা করিয়া জানিলেন যে, মনই ব্রহ্ম। কারণ, এই পরিদৃশ্যমান ভূতবর্গ মন হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন বস্তু মন দ্বারাই সত্তা লাভ করে, এবং বিনাশদশায় মনোঽভিমুখে ধাবিত হয় ও তাহাতেই পুনঃ প্রবেশ করে; সুতরাং মনই ব্রহ্ম। ভৃগু এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করিয়া পুনরায় পিতা বরুণের সমীপে

উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন যে, ভগবন্! আমাকে আর কি ব্রহ্ম আছে, উপদেশ করুন, তখন বরুণ তাঁহাকে বলিলেন,— তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম জানিতে পারিবে; কারণ, তপস্যাই ব্রহ্মের আবিষ্কারক ॥ ৪ ॥

স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্‌ত্বা বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি, বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়, পুনরেব বরুণং পিতরমূপসসার; অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি ॥ ৫ ॥

তিনি পিতার আদেশে পুনশ্চ তপশ্চরণ করিলেন; তপস্যার ফলে জানিলেন যে, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম; যেহেতু, এই সমস্ত ভূত বিজ্ঞান হইতেই জন্মে, ইহা সত্য আচার দ্বারাই উজ্জীবিত থাকে এবং বিজ্ঞানেই প্রয়াণ করে ও তাহাতেই বিলীন হয়। ইহা জানিবার পর ভৃগু পুনশ্চ পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন যে, ভগবন্! আমাকে অন্য ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করুন। বরুণ পুত্রকে বলিলেন, পুত্র! তপস্যা কর, ব্রহ্ম জানিতে পারিবে। তপস্যাই একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশক ॥ ৫ ॥

স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্‌ত্বা আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি * ॥ ৬ ॥

---

* এ স্থলে সহজেই এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, বরুণমুনির অনুজ্ঞা-ক্রমে ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্দেশে তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়া অন্ন

অনন্তর তিনি তপস্যা করিলেন ; তপস্যা করিয়া জানিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত বস্তু আনন্দই ব্রহ্ম ; যেহেতু, এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই জন্মে, জন্মিয়া আনন্দের দ্বারা বর্ত্তমান থাকে এবং অন্তে আনন্দাভিমুখে গমন করে ও তাহাতেই লয় পায় ॥ ৬ ॥

সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। য এবং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি, অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি ; প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ; মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৭ ॥

ইহাই সেই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধা "ভার্গবী বারুণী" অর্থাৎ ভৃগু ও বরুণ-প্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা পরম ব্যোমস্বরূপী পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত ; অর্থাৎ ব্যোমরূপী ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এক্ষণে

(অন্নময়) প্রভৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন ; তথাপি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা দূরীভূত হইল না কেন ? আর তপঃপ্রভাবে পরিজ্ঞাত সেই অন্নময়াদিতে অব্রহ্মত্ব শঙ্কা উপস্থিত হইল কেন ? এবং বরুণও পুত্রকে সেই এক তপস্যা করিতেই পুনঃ পুনঃ নিয়োগ করিলেন কেন ? ইহার উত্তর এই—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ, এই পঞ্চকোষময় জীব। জীব তপস্যার দ্বারা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করে, স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মতম অবস্থায় উপনীত হয়। প্রথমে অন্নময়াদিকোষকে উত্তরোত্তর কোষ হইতে নশ্বর ও অব্যাপক দেখিয়া তাহাতে অব্রহ্মত্ব শঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে ; ক্রমে যোগী জ্ঞানানুশীলন দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিপ্রশ্নসমূহের তাৎপর্য্য। সাধনের আধিক্য বা পৌনঃপুন্য জ্ঞাপনের জন্যই পুনঃ পুনঃ তপস্যা করিতে বরুণের উপদেশ।

অন্নব্রহ্মবিদের ফল কথিত হইতেছে। যে উপাসক যথোক্ত প্রকারে ইহা জানেন, তিনি স্বয়ং সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, প্রভূত অন্নরূপ সম্পত্তিশালী হন, প্রচুরতর অন্নভোগে অধিকারী হন এবং সন্ততিবর্গ, পশু ও ব্রহ্মতেজঃ দ্বারা লোকমহনীয় এবং কীর্ত্তি দ্বারা দেশমান্য হন ॥ ৭ ॥

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ; তদ্‌ব্রতম্; প্রাণো বা অন্নম্, শরীরমন্নাদম্, প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্ন-মন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি; অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন; মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৮ ॥

অতএব ব্রহ্মস্বরূপ অন্নের নিন্দা কর্ত্তব্য নহে; বরং অন্নকেও গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিবে। সম্প্রতি অন্নের স্তুত্যর্থ অন্ন ব্রতরূপে উপদিষ্ট হইতেছে—অন্নই ব্রত, এই দেহান্তর্গত প্রাণও সেই অন্ন; কারণ, শরীর অন্নভোজন দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে। শরীর অন্নাদ অর্থাৎ সেই অন্নের ভোক্তা, আবার সেই শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রাণ দ্বারাই শরীর সজীব থাকে; সুতরাং প্রাণও শরীরে প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি উক্তরূপে এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি ইহলোকে স্থিতি লাভ করিতে পারেন, প্রচুর অন্নবান্ ও প্রচুর অন্নভোগী হন এবং প্রজা, পশু, ব্রহ্ম-বর্চ্চস ও কীর্ত্তি দ্বারা মহনীয়ত্ব লাভ করেন ॥ ৮ ॥

অন্নং ন পরিচক্ষীত, তদ্‌ব্রতম্, আপো বা অন্নম্, জ্যোতিরন্নাদম্, অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিঃষ্বাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি ; অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ; মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৯ ॥

অতএব কখনও অন্নের প্রত্যাখ্যান করিবে না। ইহাই জীবনের প্রধান ব্রত। এই দেহে যে জলীয়াংশ আছে, সেই জলই অন্নস্থানীয় ; কেন না, জ্যোতিঃ সেই অন্নের ভোক্তা, অর্থাৎ উদরাগ্নি অন্ন ভোজন করে, সেই জ্যোতিঃ জলেতে প্রতিষ্ঠিত, সেই জলও আবার জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত ; এই প্রকারে উভয় অন্নই পরস্পর অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। যিনি এইরূপে অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অন্নবান্ ও অন্নভোগী হন এবং পূর্ব্ববৎ প্রজা, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস ও কীর্ত্তি দ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্ব্রতম্, পৃথিবী বা অন্নং, আকাশোঽন্নাদঃ, পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ ; প্রতিতিষ্ঠতি ; অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ; মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১০ ॥

এই জন্য সকলেই অন্নের আদর বা সম্মান করিবে। এই আদর-প্রদর্শনও ব্রতবিশেষ (নিয়ম) জানিবে।—এই দৃশ্যমান পৃথিবীও অন্ন এবং আকাশ অন্নাদ অর্থাৎ তাহার ভোক্তা ; কেন না, পৃথিবীর উপর আকাশ অধিষ্ঠিত এবং আকাশেও সেই পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা ; সুতরাং এই প্রকারে পৃথিবী অন্ন, আকাশ অন্নে ও আকাশ অন্ন পৃথিবী অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই উভয় অন্নকে জানেন,

তিনি ইহলোকে স্থিতিমান্ হন, প্রচুর অন্ন ও অন্নভোগ লাভ করেন এবং প্রজা, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস ও কীর্ত্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন ॥ ১০ ॥

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীৎ, তদ্ব্রতম্, তস্মাদ্‌যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে, এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্, মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্, মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্, অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে ॥ ১১ ॥

অতএব পৃথিবীকে আকাশবোধে উপাসনাকারী ব্যক্তি নিজ গৃহে বাসার্থ উপস্থিত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না, ইহাই ব্রতস্বরূপ জানিবে। বাসস্থান দিবার পর খাদ্যদানও করিবে, অতএব গৃহস্থ যে কোনও উপায়ে বহুপরিমাণে অন্ন সংগ্রহ করিবে। অন্নবান্ পণ্ডিতগণ অভ্যাগত ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন প্রস্তুত আছে, এইরূপই বলেন, কদাচ 'নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না; এই জন্য অন্নদাতা বহু অন্ন প্রাপ্ত হয়। অন্নদানের মহিমা এই যে, প্রথমবয়সে যিনি ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেন, অর্থাৎ দাতা প্রথমবয়সে অন্নকে ব্রহ্মভাবে আরাধনা করিয়াছেন, এ জন্য নিশ্চয়ই প্রথমবয়সে অন্নই সেই অন্নদাতাতার উদ্দেশে উপস্থিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ মধ্যমবয়সে অন্নদান করিলে তাহার মধ্যমবয়সে অন্নসমুদয় সমুপস্থিত হইয়া থাকে এবং অন্তিমবয়সে অন্নদানের ফলে দাতার সমীপে যথোচিত অন্নসকল উপস্থিত হয়। তাৎপর্য্য এই—যে ব্যক্তি অন্নের সম্মান করে, অন্ন ব্রহ্ম বলিয়া জানে, সৎপাত্রে দান করে, কাহাকেও অন্নদানে বিমুখ করে না, তাহার নিকট অন্ন সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকে ॥ ১১ ॥

য এবং বেদ ; ক্ষেম ইতি বাচি, যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ, কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ, গতিরিতি পাদয়োঃ, বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ, তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ, বলমিতি বিদ্যুতি ॥ ১২ ॥

যশ ইতি পশুষু, জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরানন্দ ইত্যুপস্থে, সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎপ্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত ; প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত ; মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত ; মানবান্ ভবতি ॥ ১৩ ॥

তন্নম ইত্যুপাসীত [illegible]ন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত ; ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্য্যেণ ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসাবাদিত্যে, স একঃ ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি এইরূপ অন্নমাহাত্ম্য ও অন্নদানের ফল জানেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ফলের অধিকারী হন, তিনি কখনই অন্নহীন হন না। সম্প্রতি ব্রহ্মোপাসনার প্রকার (রীতি) প্রদর্শিত হইতেছে ;—বাক্যে ক্ষেম * প্রাণে এবং অপানে যথাক্রমে যোগ ও ক্ষেম † অর্থাৎ প্রাণাপানে যোগক্ষেমরূপে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত মনে করিয়া উপাসনা করিবে ; এইরূপ

---

* প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নাম ক্ষেম ; উপাসক ব্রহ্মকে বাক্যেতে ক্ষেমরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে।

† এখানে যোগ অর্থে অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি ; ক্ষেম অর্থে পূর্ব্ববৎ। এখানেও প্রাণ এবং অপানে যোগ ও ক্ষেমরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে।

হস্তদ্বয়ে কর্ম্ম, পাদদ্বয়ে গতি, পায়ুতে (মলদ্বারে) বিমুক্তি, (ত্যাগ)-রূপে বিসর্গক্রিয়া করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান উপাস্যরূপে বিবৃত হইল অর্থাৎ মনুষ্যগণের পক্ষে উক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়চয়ের ক্রিয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইল।

অনন্তর আধিদৈবিক উপাসনা কথিত হইতেছে—বৃষ্টিতে তৃপ্তিজ্ঞান, বিদ্যুতে বলদৃষ্টি, পশু সকলে যশোবোধ, নক্ষত্রগণে জ্যোতির্বিজ্ঞান, উপস্থে জননানন্দভাবনা ও আকাশে সর্ব্বাত্মতা দৃষ্টি করত ব্রহ্মের উপাসনা করিবে এবং সেই আকাশকে সর্ব্বপ্রতিষ্ঠাস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। যেহেতু, এই উপাসনাফলে উপাসক ইহলোকে সর্ব্বত্র স্থিতিলাভ করিতে পারেন। তাহাকেই আবার মহত্তত্ত্বরূপে উপাসনা করিবে, সেই উপাসনার ফলে উপাসক মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মকে মনঃ বোধে ভাবনা করিবে, ইহা দ্বারা উপাসক মননশীল হন।

তাহাকে "নমঃ" বলিয়া উপাসনা করিতে হয়; কারণ, সমস্ত কাম্যবস্তু ইহার সমীপে উপনত হয়, এ জন্য ইহাকে নমঃ বলে। ব্রহ্মকে পরমেশ্বর মনে করিবে, তাহার ফলে ব্রহ্মবিৎ পরমৈশ্বর্য্য লাভ করে। বায়ু হইতে অভিন্ন আকাশকে ব্রহ্মের পরিমর * বলিয়া উপাসনা করিবে, ব্রহ্মজ্ঞানীর হিংসাকারী শত্রুসকল মৃত হয় এবং

---

* পরিমর—বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি, এই পঞ্চ অনিষ্টকর দেবতা যাহাতে বিনাশ পায়, কিংবা প্রশমিত হয়, তাহার নাম পরিমর। বায়ুতে সেই সমস্ত গুণ থাকায় বায়ুকে পরিমর বলা হইয়াছে; আকাশ ও বায়ু অভিন্ন।

অন্যান্য শত্রুগণও পরাস্ত হয়। সেই এই যে পুরুষে স্থিত আত্মা, আর এই যে আদিত্যে বর্ত্তমান পরমাত্মা, এই উভয়ই এক ॥ ১২-১৪ ॥

স য এবংবিৎ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য, এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী। কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু। অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্, অহমন্নাদঃ ৩ অহমন্নাদঃ ৩ অহমন্নাদঃ ৩ অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ; অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্য; পূর্ব্বং দেবেভ্যো অমৃতস্য ৩ নাভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেবমা ৩ বাঃ হ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাম্। সুবর্ণজ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ রাধ্যতে বিদ্যুতি মানবান্ ভবত্যেকো হা ৩ বু য এবং বেদৈকঞ্চ ॥১৫॥

যিনি এইরূপ ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি এই পরিদৃশ্যমান লোকান্তে অর্থাৎ পরলোকে অন্নময় আত্মাতে সংক্রান্ত হইয়া, ক্রমে এই প্রাণময় আত্মাতে উপসংক্রামিত (মিলিত) হন, পরে তাহা হইতে মনোময় আত্মাতে সঙ্গত হইয়া অতঃপর এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে উপগত হইতে পারেন; সর্ব্বশেষে এই আনন্দময় আত্মায় মিলিত হইয়া স্বেচ্ছাভোগে সমর্থ হন অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই ভোগ করিতে পারেন; পরে কামনানুসারে বিবিধ ভোগ্যবস্তুপূর্ণ এই সমস্ত লোকে বিচরণ করত নিম্নলিখিত সামগাথা (গীত) গান পূর্ব্বক অবস্থান করিতে থাকেন। হা ৩, বু, হা ৩, বু, হা ৩ বু। ইহা বিস্ময়দ্যোতক শব্দ। আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নাদ ৩, আমি অন্নাদ

ও, আমি অন্নাদ। আমি শ্লোককৃৎ, আমি শ্লোককৃৎ, আমি শ্লোককৃৎ। আমিই ঋত (সত্য) হইতে প্রথমজ অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছি, আমি দেবগণেরও পূর্ব্বে অমৃত লাভ করিয়াছি, আমি আর কোন ভয়ে ভীত নহি। যে দান করে না, সে এরূপ হইতে পারে না, ইহা সত্য। আমি অন্ন এবং অন্নভোজনকারীকে প্রচুর অন্ন ভোজন করাইয়াছি, আমিই সমগ্র ভুবনকে অভিভূত—বাধ্য করিয়াছি, এক্ষণে আমিই সুবর্ণজ্যোতিঃস্বরূপ হইয়াছি। যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সেই সমস্ত ফল লাভ হয়॥ ১৫॥

ভৃগুস্তস্মৈ যতো বিকৃতি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তত্রয়োদ শান্নং প্রাণোমনো বিজ্ঞানমিতি বিজ্ঞায় তং তপসা দ্বাদশদ্বাদশানন্দ ইতি॥ সৈষা দশান্নং ন নিন্দ্যাৎ, প্রাণঃ শরীরমন্নং ন পরিচক্ষীত আপোজ্যোতিরন্নং বহু কুর্বীত পৃথিব্যামাকাশ একাদশৈকাদশ একান্নবিংশতিরেকান্ন-বিংশতিঃ॥ ১৬॥

ইতি তৈত্তিরীয়ে ভৃগূপনিষৎ সম্পূর্ণা।

উপসংহারকালে আচার্য্য মহাশয় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন যে, মুনিবর ভৃগু নিজ জনক-সমীপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাহা হইতে এই বিকারের উৎপত্তি তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া তপস্যা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তৃপ্তি, বলাদি পরমাপূর্ব্ব ত্রয়োদশ অন্নকে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানরূপ জানিয়া অবশেষে তাহা হইতে অতিরিক্ত পূর্ণ দ্বাদশসংখ্যায় উপনীত আনন্দকেই ব্রহ্মরূপে জানিয়াছিলেন ও তন্ময় হইয়াছিলেন, সেইরূপ অপরাপর সাধকও অন্নময়াদিক্রমে পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইতে যত্নপর হইবে; এবং

সেই দশায় উপনীত হইলে কদাচ অন্নের নিন্দা করিবে না; কেন না, অন্ন প্রাণ ও শরীরস্বরূপ; প্রত্যাখ্যান করাও বিধেয় নহে। অন্ন স্বয়ং জল ও জ্যোতিঃস্বরূপ; অতএব সকলেই অন্নকে সম্মান করিবে। পৃথিবীতে আকাশ অধিষ্ঠিত, এইরূপে পূর্ব্বোক্ত-একাদশতত্ত্বই একাদশে ওতপ্রোত ভাবে আছে॥ ১৩॥

ওঁ। তৎসৎ। ওঁ।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়

শিক্ষোপনিষৎ

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।

অথ শিক্ষাপ্রারম্ভঃ। শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ, শন্নো ভবত্বর্য্যমা, শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ, শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে, নমস্তে বায়ো, ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি, ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু, অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ। শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ, মাত্রা বলং, সাম সন্তান ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ। শীক্ষাং পঞ্চা॥ ১॥

ভক্তবৎসল মিত্রদেব (১) আমাদিগের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের প্রতি সুখময় হউন; ভক্তাত্মবোধী বরুণ (২) আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হউন; ভক্তাভিগামী অর্য্যমাদেব (৩) আমাদিগের প্রতি মঙ্গলময়

---

(১) মিত্র—প্রাণবৃত্তি ও দিবসাভিমানী দেবতা।

(২) বরুণ—অপানবৃত্তি ও রাত্রির অভিমানী দেবতা।

(৩) অর্য্যমা—চক্ষু ও আদিত্যমণ্ডলাভিমানী দেবতা।

থাকুন ; ইন্দ্র (১) ও বেদপালক বৃহস্পতি (২) আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হউন ; উরুক্রম অর্থাৎ বিস্তীর্ণ পাদন্যাসক বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুও (৩) আমাদিগের উপর কল্যাণ বর্ষণ করুন।

ব্রহ্ম উদ্দেশে নমস্কার করি ; হে পবন! তোমাকে নমস্কার ; কারণ, তুমিই সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে ও বহির্ভাগে অবস্থিত প্রত্যক্ষরূপী ব্রহ্ম। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে তোমাকে নির্দ্দেশ করিব, বুদ্ধির নিশ্চয় বিষয়সকল যখন তোমার অধীন, এ জন্য তোমাকেই সেই 'ঋত' স্বরূপ নিরূপণ করিব এবং শারীরিক ও বাচিক প্রয়োজনসকল তোমার অধীন বলিয়া তোমাকেই 'সত্য'রূপে বর্ণনা করিব। অধুনা তত্ত্বজিজ্ঞাসু আত্মার্থে প্রার্থনা করিতেছেন,—সেই সর্ব্বময় বায়ু-ব্রহ্ম, এই স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে (বিদ্যার্থীকে) ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা করুন ; সেই ব্রহ্মবিদ্যা বক্তাকে বাকৃশক্তি প্রদান করিয়া রক্ষা করুন ; এবং আমাকে ও বক্তাকে অন্যান্য বিষয়ে পালন করুন (৪)।

---

(১) ইন্দ্র—বলের অভিমানী দেবতা।

(২) বৃহস্পতি—বুদ্ধি ও বাক্যাভিমানী দেবতা।

(৩) বিষ্ণু—পাদাভিমানী দেবতা। ইঁহাদিগকে প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্য এই—এই সকল অধ্যাত্মদেবতা প্রসন্ন হইলে, গুরু-শিষ্য প্রত্যেকেরই নির্বাধে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে।

(৪) এ স্থলে এক বক্তারই দুই বরপ্রার্থনা আগ্রহাতিশয় বশতঃ জানিবে। শ্রুতিতে এক 'শান্তি' শব্দটি যে তিনবার পঠিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য বিদ্যালাভার্থ ত্রিবিধ উপসর্গনিবৃত্তি, সেই ত্রিবিধ উপসর্গ—আধ্যাত্মিক,

উপনিষদের অর্থবোধই প্রধান কার্য্য, এই অর্থাবগতির অভাবেই লোকের উপনিষদ্‌গ্রন্থপাঠে অযত্ন লক্ষিত হয়; আবার অর্থের তারতম্য স্বরের অনুসারেই ঘটিয়া থাকে, যেমন 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে ইন্দ্রের নাশক অর্থ একরূপ স্বরে হয়, অন্য স্বরে ইন্দ্রই তাহার শত্রু এইরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়, অতএব সর্ব্বাগ্রে স্বরশিক্ষা প্রয়োজন। এই জন্য শিক্ষা-ব্যাখ্যা আরব্ধ হইতেছে,—যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ প্রভৃতি শিক্ষা করা যায়, তাহার নাম শিক্ষা; অথবা যাহা শিক্ষিত হয়, সেই বর্ণাদিই শিক্ষাশব্দবাচ্য। এ স্থলে শিক্ষা অর্থেই দীর্ঘস্বরযুক্ত "শীক্ষা" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা অর্থাৎ তাহার বিশদ অর্থ প্রকাশ করিব।

বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তান এই কয়টিকে শিক্ষাঙ্গ বলে, তন্মধ্যে—অকারাদি অক্ষর বর্ণ। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ উচ্চারণ স্বরপদবাচ্য (১)।—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত নামে মাত্রা ত্রিধা বিভক্ত; বর্ণোচ্চারণে যে বিশেষ বিশেষ প্রযত্ন আবশ্যক হয়, তাহাই বল নামে অভিহিত হয়। সাম—বর্ণসমূহের যে অনতি

আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নামে প্রথিত; সুতরাং সেই ত্রিবিধ বিঘ্নের সম্পূর্ণরূপে প্রশমনার্থ মঙ্গলাচরণ বা শান্তিপাঠে একই "শান্তি" শব্দের তিনবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১) অত্যুচ্চ কণ্ঠস্বরের নাম উদাত্ত, সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু কণ্ঠস্বরের নাম অনুদাত্ত এবং এতদুভয় স্বরমিশ্রিত স্বরের নাম স্বরিত। বেদে এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগের এ স্থানে বর্ণনা অনাবশ্যক।

উচ্চ এবং অনতি নীচস্বরে উচ্চারণ, তাহার নাম সাম বা সমতা ; তাহার সমষ্টির নাম সন্তান। শিক্ষার্থিগণের এইসকল বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য। শাস্ত্রের যে অংশে এই বিষয়গুলি বর্ণিত আছে, তাহার নাম শিক্ষাধ্যায় ॥ ১ ॥

সহ নৌ যশঃ, সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু, অধিলোকমধিজ্যোতি-ষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্, পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্, দ্যৌরুত্তররূপম্, আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃ সন্ধানম্, ইত্যধিলোকম্॥ ২ ॥

সম্প্রতি সংহিতার উপনিষৎ অংশ ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাহার মঙ্গলাচরণ এই যে, ঔপনিষদ জ্ঞানজনিত যশঃ সকলের প্রার্থনীয়, সেই যশঃ বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই সমভাবে উৎপন্ন হউক, এবং সেই যশোমূলক যে ব্রহ্মতেজঃ, তাহাও আমাদিগের সহচরিত ভাবে উপস্থিত হউক। (১) অতঃপর নিম্নলিখিত পাঁচটি অধিকরণে (পাঁচ প্রকার প্রকরণে) সংহিতোপনিষদ্ অর্থাৎ সংহিতাসম্বন্ধী জ্ঞানের নিরূপণ করিব। অধিলোক, অধিজ্যোতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ এবং অধ্যাত্ম, এই পাঁচটি অধিকরণ বলা হয়। যথাক্রমে ইহাতে, ঔপনিষদ জ্ঞান বিবৃত হইবে। (২)

---

(১) শিষ্য এখন পর্য্যন্ত অকৃতার্থ রহিয়াছে, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা সকল শিষ্যেরই কর্ত্তব্য,—কিন্তু কৃতার্থ আচার্য্যের এইরূপ প্রার্থনা অনাবশ্যক।

(২) অধিলোক—এই দৃশ্যমান ভুবনবিষয়ক যে দর্শন, তাহার নাম

এই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিষয়ক উপনিষদ্ সমষ্টিকে "মহাসংহিতা" বলা হয়। (১)

এইক্ষণ অধিলোকদর্শন নিরূপিত হইতেছে; দর্শনের ক্রম দেখাইবার জন্য "অথ" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ত্রিভুবনের পৃথিবী পূর্ব্বাবয়ব, স্বর্গ উত্তরাবয়ব, আকাশ সন্ধিস্থল অর্থাৎ মধ্যস্থান এবং বায়ু উহাদিগের সংযোজক, ইহাই ভুবন বিষয়ে দর্শন করিবে ॥ ২ ॥ (২)

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্, আদিত্য উত্তররূপম্, আপঃ সন্ধিঃ, বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্, ইত্যধিজ্যোতিষম্। অথাধিবিদ্যম্, আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্, অন্তেবাস্যুত্তররূপম্, বিদ্যা সন্ধিঃ, প্রবচনং সন্ধানম্, ইত্যধিবিদ্যম্। অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্ব্বরূপম্, পিতোত্তররূপম্, প্রজা সন্ধিঃ, প্রজননং সন্ধানম্, ইত্যধিপ্রজম্ ॥ ৩ ॥

অধুনা "অধিজ্যোতিষ" অর্থাৎ জ্যোতিঃ পদার্থ বিষয়ে উপাসনা

অধিলোক। জ্যোতির্ম্ময় গ্রহাদি বস্তুবিষয়ক দর্শনের নাম অধিজ্যোতিষ। বিদ্যাবিষয়ক দর্শনের নাম অধিবিদ্য। প্রজাবিষয়ক দৃষ্টির নাম অধিপ্রজ এবং আত্মবিষয়ক দর্শনের নাম অধ্যাত্ম।

(১) এই উপনিষদ্ লোক প্রভৃতি মহদ্‌বস্তু অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ জন্য "মহা" এবং সংহিতা বিষয়ক নিরূপণ বলিয়া "সংহিতা"; সুতরাং ইহাকে "মহাসংহিতা" বলা উপযুক্তই হইয়াছে।

(২) ইহার তাৎপর্য্য এই—এখানে "রূপ" অর্থে বর্ণ, সুতরাং সংহিতার পূর্ব্ববর্ণে 'পৃথিবী' দৃষ্টি, শেষ বর্ণে দ্যুলোক দৃষ্টি, মধ্যবর্ণে আকাশ দৃষ্টি এবং উহাদের পরস্পর সংযোগে বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই উপাসনার প্রণালী।

বিহিত হইতেছে,—অগ্নি পূর্ব্বাবস্থা, সূর্য্য উত্তরাকৃতি, জল তাহার সন্ধিস্থল এবং বৈদ্যুতাগ্নি (বিদ্যুতের জ্যোতিঃ) তাহার সংযোজক, এখানেও পূর্ব্ববৎ সংহিতাবর্ণেই আদিত্যাদি দৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই অধিজ্যোতিষ দর্শন।

অতঃপর "অধিবিদ্য" অর্থাৎ বিদ্যাবিষয়ক দর্শন কথিত হইতেছে; আচার্য্য পূর্ব্বাঙ্গ, অন্তেবাসী উত্তরাঙ্গ, বিদ্যা সন্ধিস্থল এবং প্রবচন অর্থাৎ পঠনপাঠনাদি ব্যাপার তাহার সন্ধান বা সংযোজক। ইহারই নাম অধিবিদ্য দর্শন।

এখন "অধিপ্রজ" দর্শন * কথিত হইতেছে,—মাতা পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ প্রথম বর্ণ; পিতা উত্তররূপ অর্থাৎ অন্তিম্ বর্ণ; প্রজা তাহার সন্ধি মধ্যস্থল অর্থাৎ সম্বন্ধ-স্থাপক; এবং প্রজনন অর্থাৎ গর্ভাধান তাহার সংযোজক। ইহাকেই অধিপ্রজ দর্শন বলা যায়॥ ৩॥

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্, উত্তরা হনুরুত্তররূপম্, বাক্ সন্ধিঃ, জিহ্বা সন্ধানম্, ইত্যধ্যাত্মম্ ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ, সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন। সন্ধিরাচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন॥ ৪॥

পরিশেষে অধ্যাত্মদর্শন † অর্থাৎ শরীর-সম্বন্ধী উপাসনা বর্ণিত হইতেছে,—হনু (অধোগণ্ড) পূর্ব্বরূপ (প্রথম বর্ণ), অধরা হনু

---

* অধিপ্রজ দর্শন—সন্তানবিষয়ক দৃষ্টি বা উপাসনা।

† আত্মাশব্দে শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ প্রভৃতিকে বুঝায়, এ স্থলে শরীরকে লক্ষ্য করিয়াই 'আত্মা'শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(নিম্নগণ্ড) উত্তররূপ, বাক্য মধ্যস্থল, জিহ্বা তাহার যোজক অর্থাৎ উৎপাদক। এখানেও ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই সংহিতা বর্ণেতে কথিত দৃষ্টি করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত অধ্যাত্মদর্শন শেষ হইল॥ ৪॥

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ, ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সংবভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু, অমৃতস্য দেবধারণো ভূয়াসম্, শরীরং মে বিচর্ষণম্, জিহ্বা মে মধুমত্তমা, কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ, শ্রুতং মে, গোপায়, আবহন্তী বিতন্বানা॥ ৫॥

ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার প্রকার কথিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে "মহাসংহিতা" বলা যায়। যে ব্যক্তি এই পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত মহাসংহিতা জানেন অর্থাৎ তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া তদনুসারে উপাসনা করেন, তিনি অবশ্যই প্রজা (সন্তান-সন্ততি), গবাদি পশুবর্গ, ব্রহ্মতেজ, অন্ন প্রভৃতি খাদ্যে এবং স্বর্গাদি উত্তম লোক সকলের সহিত সংযুক্ত হন অর্থাৎ উক্ত সংহিতাজ্ঞানের ফলে তিনি উক্ত ফলসিদ্ধি লাভ করেন। অন্যান্য অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞাপক দর্শনাদি শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিলে যেরূপ অপূর্ব্ব সুখানুভবের অধিকারী হন, উপাসকগণ সেই প্রকার এই লোকাদি পঞ্চবিষয়ক উপনিষৎ শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাও ঐহিক প্রজাদি সম্পত্তি এবং পারলৌকিক স্বর্গাদি সম্পত্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন।

যাঁহাদিগের মেধা—ধারণাবতী বুদ্ধি এবং অসাধারণ সম্পত্তি কাম্য, তাঁহাদের সেই অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির প্রধান উপায় জপহোমাদি কথিত হইতেছে।—এই শ্রুতিতে বেদসার প্রণবাক্ষর মাত্র স্তুতির

বিষয়, অতএব যাহা কিছু স্তুতিপর বাক্য কথিত হইবে, তৎসমস্তই প্রণবের প্রশংসা-পর বাক্য বলিয়া জানিবে।—যিনি সমস্ত (বেদের) সার বা প্রধান প্রতিপাদ্য, এবং বিশ্বরূপ (অর্থাৎ প্রণবাক্ষর অকারাদির সর্ব্বময়ত্ব হেতু সর্ব্বরূপী, সেই প্রণব (ওঁ) অমৃতরূপী নিত্য বা ব্রহ্মহেতু অমৃতস্বরূপ বেদ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। * সেই দীপ্তিমান সর্ব্ব-কামপ্রদ (প্রণব) আমাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক চরিতার্থ করুন, আমাকে মেধার সহিত সম্পৃক্ত করুন। দেব! প্রকাশময়! আমি যেন অমৃতের (মোক্ষের) কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হই। আমার শরীর কর্ম্মক্ষম হউক, আমার জিহ্বা মধুমতী অর্থাৎ অতীব মধুরভাষিণী হউক, আমি কর্ণদ্বয় সাহায্যে অধিক পরিমাণে সুশ্রাব্য শব্দ শ্রবণে সমর্থ হই; কোষ যেমন অসি আবরক, সেইরূপ অথবা কোষ যেরূপ রত্ন প্রভৃতির আগার, সেইরূপ তোমার মধ্যে ব্রহ্মরত্ন নিহিত আছে। তুমিও ব্রহ্মের কোষস্বরূপ অথচ সামান্য লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা আবৃত থাকায় মন্দমতি মানবগণের নিকট তোমার স্বরূপ প্রকাশ পায় না †॥ ৫ ॥

---

* যদিও প্রনব পদার্থটি নিত্য, তাহার আর যথার্থরূপে উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না। সত্য; তথাপি স্বয়ং প্রজাপতি লোক বেদ ও ব্যাহৃতিসকলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সারপদার্থ গ্রহণেচ্ছায় তপস্যা করিয়া এই প্রণবকেই (ওম্) উৎকৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উৎকৃষ্ট ভাবে উপলব্ধিরই নাম এখানে উৎপত্তি। নচেৎ সত্য-সত্যই প্রণবের উৎপত্তি নাই—তাহা নিত্য।

† ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রণবই ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন। উপাসকগণ প্রণবেই ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

কুর্ব্বাণা চীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ, অন্নপানে চ সর্ব্বদা, ততো মে শ্রিয়মাবহ, লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আমায়ং তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ং তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ং তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥

হে প্রণব! তুমি আমার শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণলব্ধ গুরূপদেশ আত্মজ্ঞান পালন কর; ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য উপায় অনুষ্ঠান করিতে যেন আমার কদাচ বিস্মৃতি না হয়। এই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসকল মেধাকামী উপাসকের জপার্থ কথিত হইল; এখন সম্পৎকামী উপাসকগণের সম্পৎসিদ্ধির নিমিত্ত হোমার্থ মন্ত্রসকল কথিত হইতেছে,—যে শ্রী উপাসকগণের সুখাদির বহন ও বিস্তার করেন, এবং সতত অবিলম্বে প্রিয়কার্য্য সাধন করেন, সেই শ্রী আমার বিবিধ বস্ত্র, সমস্ত গো ও অন্নপানীয় প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্যস্বরূপে বর্ত্তমান; যে শ্রী আত্মার স্বরূপের আবরণকারিণী, (হে প্রণব!) তুমি মেধা প্রদান করিয়া সেই শ্রীকে আমায় আনিয়া দাও। কেন না, মেধাহীন পুরুষের শ্রী চিরদিন অনর্থ ব্যতীত কদাপি সুফল উৎপাদন করে না। কেবল শ্রী নহে, পরন্তু লোমশ অর্থাৎ অজ, মেষ প্রভৃতি অন্যান্য লোমবিশিষ্ট পশুগণের সহিত সম্পত্তি প্রদান কর। হে আম! হে অনন্তপরিমাণ! ব্রহ্মচারিগণ আমাকে প্রাপ্ত হউক; হে বিম! হে অপরিসীম! ব্রহ্মচারিগণ আমাকে আশ্রয় করুক; হে প্রম! হে প্রকৃষ্ট পরিমাণিন্! তুমি ব্রহ্মচারিগণকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও; হে দমস্বরূপ! ব্রহ্মচারিগণ আমাকে অবলম্বন করুক;

হে শমরূপিণ! ব্রহ্মচারিগণের আমিই একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ হই ॥ ৬ ॥ *

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্তসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে, নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতায়ন্তি, যথা মাসা অহর্জ্জরম, এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্রমাভাহি প্রমাপদ্যস্ব বিতন্বানা শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহৈকঞ্চ ॥ ৭ ॥

আমি জনস মাজে যশস্বী হই। প্রশংসিতগণের মধ্যে প্রশস্ততর হই। অপিচ, হে ভগ! পূজ্য ঐশ্বর্য্যরূপিন্ প্রণব! আমি ব্রহ্মের কোষস্বরূপ তোমাতে যেন অনন্যরূপে অর্থাৎ অভিন্ন ভাবে প্রবেশলাভ করিতে পারি; আবার তুমিও আমাতে প্রবেশ কর অর্থাৎ আমাদের উভয়ের একত্ব হইয়া যাউক। হে ভগ! আমি শাখাভেদে বিভিন্ন সেই তোমাতে আত্মাকে অর্পণ পূর্ব্বক স্বকৃত পাপকার্য্যসমূহ ক্ষালিত করিতেছি।

জলপ্রবাহ যেরূপ নিম্নপথে গমন করে, কিংবা মাসসকল যেরূপ দিনাদিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া লোকসকলকে জরাগ্রস্ত করে, হে ধাতঃ! সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণও সর্ব্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হউক। হে প্রেম, প্রণব, তুমিই পাপী জীবগণের শ্রমাপনয়নকারী প্রতিবেশ অর্থাৎ শান্তিনিকেতন; শান্তিগৃহ যেরূপ সন্তপ্তগণের তাপ নিবারণ করে,

* এই সকল শ্রুতির হোমমন্ত্রত্ববোধনের জন্য মূলের স্থানে স্থানে "স্বাহা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

তুমিও সেইরূপ কুকর্ম্মনিরত পাপিগণের পাপতাপ দূর করিয়া থাক— তুমি আমার নিকট প্রকাশ পাও। ধাতঃ। আমি যেন ব্রহ্মচারিগণকে প্রাপ্ত হই, এবং তাহারাও সর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া আমাকে প্রাপ্ত হউক ॥ ৭ ॥

ভূর্ভুবঃসুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈ তাং চতুর্থীং মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে, মহ ইতি তৎ ব্রহ্ম, স আত্মা, অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ, ভুবঃ ইত্যন্তরীক্ষম্, সুবরিত্যসৌ লোকঃ ॥ ৮ ॥

ইতঃপূর্ব্ব সংহিতাগত ব্রহ্মনিরূপণোপক্রমে ব্রহ্মোপাসনা নিরূপিত হইয়াছে। অনন্তর জ্ঞান ও সম্পদভিলাষী উপাসকগণের হিতার্থ কামনাভেদে বিভিন্ন উপাসনাও বিহিত হইয়াছে। সম্প্রতি ব্যাহৃতিরূপে ব্রহ্মোপাসনা নিরূপণ করিয়া সেই উপাসনার ফল বর্ণিত হইতেছে। ইহার ফল স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি। ইহা পরে প্রকাশ্য।

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটি ব্যাহৃতির নাম এবং 'মহঃ' এইটিকে চতুর্থী ব্যাহৃতি বলা হয়। মহাচমস-পুত্র—মহাচমস্য মুনি এই চতুর্থী ব্যাহৃতির সন্ধান দিয়াছেন। 'মহঃ' এই চতুর্থী ব্যাহৃতি সেই ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাহাই সকলের আত্মা, অন্যান্য দেবতাগণ ইহার অঙ্গমাত্র, অর্থাৎ সাধারণ দেবতাগণ, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ, নানাবিধ ভুবন, এই সমস্তই সেই ব্রহ্মের অংশ জানিবে। অতএব 'মহঃ' ব্যাহৃতিই ব্রহ্মস্বরূপে উপাস্য।

কিম্বা শ্রুতি অন্যভাবেও 'মহঃ' ব্যাহৃতির প্রাধান্য নির্ণয়

করিতেছেন ; তন্মধ্যে 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতিটি এই দৃশ্যমান লোক—পৃথিবীস্বরূপ, 'ভুবঃ' ইহা অন্তরীক্ষলোকস্বরূপ এবং 'স্বঃ' (সুবঃ) ব্যাহৃতি উর্দ্ধলোকস্বরূপ ॥ ৮ ॥

মহ ইত্যাদিত্যঃ, আদিত্যেন বা সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ, সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ, চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতিংষি মহীয়ন্তে, ভূরিতি বা ঋচঃ, ভুব ইতি সামানি, সুবরিতি যজূংষি ॥ ৯ ॥

তন্মধ্যে 'মহঃ' আদিত্যস্বরূপ, কেন না সকল ভুবনই আদিত্য দ্বারা উদ্ভাসিত হয় অর্থাৎ প্রকাশ দ্বারা পরমানন্দিত হয়। কিম্বা 'ভূঃ' অগ্নিস্বরূপ, "ভুবঃ" এইটি বায়ুস্বরূপ এবং 'সুবঃ' এইটি সূর্য্যস্বরূপ এবং "মহঃ" ইহা চন্দ্রস্বরূপ। যেহেতু, চন্দ্র দ্বারাই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ মহিত অর্থাৎ সংবর্দ্ধিত হয়। অথবা 'ভূঃ' ইহাকে ঋগ্‌বেদ বলা যায়, "ভুবঃ" সামবেদ এবং "সুবঃ" যজুর্ব্বেদস্বরূপে অবস্থিত ॥ ৯ ॥

মহ ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে, ভূরিতি বৈ প্রাণঃ, ভুব ইত্যপানঃ, সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্, অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে, তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্দ্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ, তা যো বেদ, স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি অসৌ লোকো যজুংসি বেদ দ্বে চ ॥ ১০ ॥

কিন্তু 'মহঃ'ই ব্রহ্মস্বরূপ ; যেহেতু ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ উজ্জ্বল হয় অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদন দ্বারাই বেদের শ্রেষ্ঠত্ব জন্মে। আবার 'ভূঃ' প্রাণবায়ুস্বরূপ, 'ভুবঃ' অপানবায়ুস্বরূপ, 'সুবঃ'

ব্যানবায়ুস্বরূপ। তন্মধ্যে 'মহঃ' অন্নস্বরূপ; কারণ প্রাণিমাত্রই অন্ন দ্বারা জীবিত আছে। এই পূর্ব্বোক্ত 'ভূঃ' 'ভূবঃ' 'সুবঃ' ও 'মহঃ' এই চারিটি ব্যাহৃতির প্রত্যেকটিই আবার চতুর্দ্ধা, অর্থাৎ চারি চারি ব্যাহৃতিসম্পন্ন। ব্যাহৃতিসমুদায়ের এ ভাবে উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, এই নিয়মে উপাসনা করিলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটে, প্রকারান্তরে নহে। যে ব্যক্তি এই পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতিসকল চতুর্দ্ধা বলিয়া জানেন, তিনি প্রকৃতবিৎ-পদবাচ্য—ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মবিদের ইচ্ছানুসারে ভোগ্যবস্তুসকল দেবগণ (ইন্দ্রিয়গণ) কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হয় এবং সমস্ত দেবতারা ইহার নিমিত্ত বিবিধ উপহার বহন করেন। শুধু দেবগণ নহে, সকল ভুবন, সমগ্র যজুর্ব্বেদ ও সাম ঋক্ দুইটি বেদও তাহার ভোগ্য বস্তু উপনীত করে॥ ১০॥

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ, অমৃতো হিরণ্ময়ঃ, অন্তরেণ তালুকাম্, য এষ স্তন ইবাবলম্বতে, সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে, ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে, ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিষ্ঠতি, ভুব ইতি বায়ৌ॥ ১১॥

সুবরিত্যাদিত্যে, মহ ইতি ব্রহ্মণি, আপ্নোতি স্বারাজ্যম্, আপ্নোতি মনসঃপতিম্, বাক্‌পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ, শ্রোত্রপতির্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি, আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্মপ্রাণারামং মন আনন্দম্, শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্, ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্ব॥ ১২॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 'মহঃ' এই ব্যাহৃতি যাহার আত্মা, সেই হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মের "ভূর্ভুবঃ সুবঃ" রূপী অপরাপর

দেবতাগণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ। সেই সমস্ত দেবতা যাহার অঙ্গস্বরূপ, সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধির নিমিত্ত বিষ্ণূপলব্ধিস্থান শালগ্রাম চক্রের ন্যায় তাহার উপলব্ধির স্থান হৃদয়াকাশ কথিত হইতেছে।

উপাসক কি উপায়ে সর্ব্বময়ত্ব লাভ করিতে পারিবেন, সেই উপায়কথনার্থ অতঃপরবর্ত্তী গ্রন্থের আরম্ভ হইল।

এই যে হৃদয়মধ্যস্থিত লোকপ্রসিদ্ধ আকাশ, যাহা হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত পদ্মসদৃশ, অনেক, নাড়ী-ছিদ্রে পূর্ণ, প্রাণের আবাস-স্থান উর্দ্ধনাল ও অধোমুখ মাংস-খণ্ডের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, তাহাতেই এই মনোময়, * অমরধর্ম্মা, হিরণ্ময় জ্যোতিষ্মান পুরুষ † বিরাজমান আছেন। সেই হৃদয়াকাশের উর্দ্ধভাগ হইতে তালুকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে একটি সূক্ষ্ম নাড়ী উদ্গত হইয়াছে, তাহার নাম সুষুম্না ; তন্মধ্যস্থিত স্তনাকার লম্বমান যে এক মাংসখণ্ড আছে, তাহাই ইন্দ্রযোনি, অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মপ্রত্যক্ষের স্থান। সেই খানেই যে কেশাগ্রবৎ সুসূক্ষ্ম একটি স্থান আছে, তাহার নাম মূর্দ্ধ স্থান।

যে ব্যক্তি সেই মূর্দ্ধদেশ ও কপাল ভেদ করিয়া, অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্যে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ 'ভূঃ' এই প্রথম ব্যাহৃতি দ্বারা অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ তদ্রূপে

---

* মনোময়—মন = অন্তঃকরণ—বুদ্ধি, তদভিমানী কিংবা তন্ময় এই অর্থে 'মনোময়' পদটি হইয়াছে, সুতরাং মনোময় আর বিজ্ঞানময়-শব্দের একই অর্থ।

† পুরুষ—যিনি পুরে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে শয়ন (অবস্থিতি) করেন, অথবা "ভূঃ" প্রভৃতি লোকসকল যাঁহা দ্বারা পূর্ণ হয়, তাঁহার নাম পুরুষ।

এই সমস্ত জগৎ অবলোকন করেন এবং দ্বিতীয় ব্যাহৃতি 'ভুবঃ' সাহায্যে ব্রহ্মাঙ্গরূপী বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন, ক্রমে 'সুবঃ' (স্বঃ) এই তৃতীয় ব্যাহৃতির উপাসনায় আদিত্যে, অনন্তর চতুর্থ ব্যাহৃতি মহঃ-ধ্যানে পরমব্রহ্মে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক তাহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ মহঃ-ব্যাহৃতিকে ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া ব্রহ্মাত্মৈক্য প্রাপ্ত হন, তিনি স্বর্গের আধিপত্য ভোগ করেন, এবং ব্রহ্মলাভের ফলে তাঁহার আত্মা সর্ব্বাধিপত্য লাভ করে অর্থাৎ মন, বাক্য, নেত্র, কর্ণ ও বিজ্ঞানের আধিপত্য হয়। এই বিশ্ব সেই ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত ; সুতরাং ব্রহ্মের শরীর আকাশ, ব্রহ্মবিদের মনই সত্যস্বরূপ আত্মা ও প্রাণে নিষ্ঠ হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে, ঐ মনই শান্তিময় অমৃতভাবে অনুপ্রাণিত থাকে। আচার্য্য বলিলেন যে, হে প্রাচীন-যোগ্য ! তুমি এইরূপে ব্রহ্মকেই উপাসনা করিও ॥ ১১—১২ ॥

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ, অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি, আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্॥ অথাধ্যাত্মম্, প্রাণো ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ, চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্ চর্ম্ম মাংসংস্নাযু্স্থিমজ্জা, এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বম্, পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি সর্ব্বমেকঞ্চ ॥ ১৩ ॥

ইতঃপূর্ব্বে 'ভূঃ' প্রভৃতি ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, সম্প্রতি সেই ব্রহ্মের পৃথিব্যাদিরূপে উপাসনা কথিত হইতেছে। সেই আত্মা বা ব্রহ্মই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, সকল দিক্, সকল অবান্তর দিক্ (দিকের মধ্যবর্ত্তী অগ্নিনৈঋর্তাদি কোণ)

এই পঞ্চবিধ লোকস্বরূপ। তিনিই অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র, এই পঞ্চবিধ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং জল, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ ও আত্মা, এই পঞ্চবিধ মহাভূত স্বরূপ। ইহার নাম অধিভূতোপাসনা।

সম্প্রতি অধ্যাত্ম-উপাসনার প্রকার বিবৃত হইতেছে,—প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান, সমান, এই পঞ্চবিধ বায়ু; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য ও ত্বক্, এই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় এবং চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই পঞ্চপ্রকার ধাতু, ঋষি ইহাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, বেশি কি, এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎই উক্ত পঙ্‌ক্তির (ব্রহ্মের) অন্তর্গত। সেই ব্রহ্ম উক্ত পঙ্‌ক্তির দ্বারাই অন্যান্য পাঙক্তেয় বস্তুকে রক্ষা করেন। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বজগন্ময় অথচ এক, অদ্বিতীয়॥ ১৩॥

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বং, ওমিত্যেতদনুকৃতির্হস্ম বা, অপ্যোং শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি, ওমিতি সামানি গায়ন্তি, ওংশোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি, ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি, ওমিতি ব্রহ্মা প্রস্তৌতি, ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি, ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ, ব্রহ্মোপাপ্নুবানীতি, ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি॥ ১৪॥

যত প্রকার উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রণবোপাসনা সকলেরই অঙ্গ, এই নিমিত্ত প্রণবের উপাসনা বিহিত হইতেছে,—'ওম্' এই শব্দটি ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ওঙ্কার দ্বারা ব্রহ্মকেই অবগত হইবে; কারণ, এই সমস্ত জগৎই ওঙ্কারের স্বরূপ, বিশেষতঃ ওঙ্কার যে একটি অনুকরণ শব্দ, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা; সুতরাং সমস্তই ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্ম।

এই নিমিত্তই কিছু শুনাইবার প্রস্তাবে জ্ঞানিগণ অপরাপরকে ওঙ্কার শ্রবণ করান। সমস্ত সামবেদও ওঙ্কারকেই গান করিয়া থাকে। শস্ত্র * সকলও "ওঁ শোঁ" এই বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকে অথবা শস্ত্রসকল শোঁ শব্দে যে গমন করে, তাহা ওঙ্কারেরই ধ্বনি। অধ্বর্য্যুগণ (যজুর্ব্বেদিগণ) প্রতিবাক্যে "ওঁ" এই বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা 'ওঁ' বলিয়া স্তব করেন, অগ্নিহোত্রযোগে 'ওঁ' এই বলিয়া হোতাকে কার্য্যে নিযুক্ত করে। ব্রাহ্মণ কোন কিছু বলিবার উপক্রমে 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। আমি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই বলিয়া উপাসক উপাসনাবলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, সত্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, অগ্নিহোত্রং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজাপতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ, সত্যমিতি সত্যবাচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপো নিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকোমৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ, প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; তাহা হইলে স্বরাজ্যাদিপ্রাপ্তির উপায়রূপে শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মকলাপের স্বভাবতঃ ব্যর্থতা শঙ্কা হইতে পারে; এই ভ্রমকল্পিত আশঙ্কা-নিবৃত্তির

* বেদের অংশবিশেষের নাম শস্ত্র।

জন্য কর্ম্মকলাপের সার্থকতা পরবর্ত্তী শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে,—ঋত (যথার্থ তত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র), স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) এবং প্রবচন (অধ্যাপন বা ব্রহ্মযজ্ঞ), এইগুলির অনুষ্ঠান পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য ; সত্যের অনুষ্ঠান, স্বাধ্যায় ও প্রবচন অবশ্য কর্ত্তব্য ; তপস্যা অর্থাৎ পরাক চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, স্বাধ্যায় ও প্রবচন পুরুষের অবশ্য আচরণীয়। দম অর্থাৎ চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি এবং স্বাধ্যায়-প্রবচন অবশ্য কর্ত্তব্য। শম—অন্তরিন্দ্রিয় সংযম ও স্বাধ্যায়-প্রবচন অবশ্য প্রতিপাল্য ; অগ্নি, অগ্নিহোত্র হোম ও তৎসহকারে স্বাধ্যায়-প্রবচনের আচরণে তৎপর হওয়া উচিত ; অতিথিগণের পূজা ও স্বাধ্যায়-পাঠ একান্ত আচরণীয় ; মানুষ অর্থাৎ সৎপুরুষাচার এবং স্বাধ্যায়-প্রবচন পরিত্যজ্য নহে ; সন্তান ও স্বাধ্যায়-প্রবচন রক্ষণীয়। সন্তানোৎপাদন এবং স্বাধ্যায়-প্রবচন ইহাও পুরুষের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য এবং পৌত্রোৎপাদনার্থ পুত্রকে নিয়োজিত করা ইহাও হেয় নহে। *

সত্যবাদী রথীতর-পুত্র রাথীতর মুনির মতে সত্যেরই প্রতিপালন জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। তপস্বিপ্রবর পুরুশিষ্টি-পুত্র পৌরুশিষ্টি বলেন যে, নিয়তভাবে তপস্যাই ধর্ম্ম, অন্য কিছু নহে। মুদ্গল-পুত্র নাক মুনির উক্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে,

---

* অনুষ্ঠেয় বিষয়োল্লেখের পর প্রত্যেক স্থানে "স্বাধ্যায়" ও "প্রবচন" শব্দ যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে—শিষ্য উক্ত বিশেষ বিশেষ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও প্রযত্নের সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচন পালন করিবে যেন কখনও তাহাতে হতাদর না হয়।

স্বাধ্যায় ও প্রবচন, এই দুইটি সেই সত্যানুষ্ঠানই তপস্যা, তাহাই পুরুষের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম; কেননা, সেই স্বাধ্যায় ও প্রবচনই যথার্থ তপস্যা। সন্ততিবর্গ সত্য প্রজ্ঞা ও স্বাধ্যায়প্রবচনে যত্নবান্ হইবে। অতএব শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মরাশি কখনও ব্যর্থ নহে ॥ ১৫ ॥

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। উর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি, দ্রবিণং সুবর্চ্চসম্, সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্ব্বেদানুবচনম্ ॥ ১৬ ॥

যেহেতু, স্বাধ্যায় হইতে বিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং বিদ্যা হইলেই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অতএব সম্প্রতি স্বাধ্যায়ার্থ মন্ত্র বিহিত হইতেছে।

ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ ত্রিশঙ্কু এইরূপ স্বাধ্যায়-প্রবচন সম্বন্ধে বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমিই সেই বিনশ্বর সংসার-বৃক্ষের প্রেরক অর্থাৎ অন্তর্য্যামী আত্মাস্বরূপ, আমার কীর্ত্তি গিরিপৃষ্ঠের ন্যায় দৃঢ় হইয়া উন্নত হউক; সবিতার অমৃতের ন্যায় আমিও অমৃত হই, অর্থাৎ আমার ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হউক; আমি সেই অমৃত দ্বারা সিক্ত হইয়া প্রকাশময় জ্ঞানরূপ ধন লাভ করি, ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হই এবং আমার সুন্দর বুদ্ধি হউক ॥ ১৬ ॥

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি, সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর, স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্, কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্, ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্, স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে অনায়াসে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। সেজন্য এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত কর্ত্তব্য চিত্তশোধক কর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন।

আচার্য্য মহাশয় শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়া সেই সকল অধীত বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্যবোধার্থ আদেশ করিতেছেন,—তুমি সত্য বলিবে অর্থাৎ তোমার বক্তব্য বিষয়টি প্রমাণাদি দ্বারা যেরূপ অবগত হইয়াছ, ঠিক সেইরূপেই বলিবে; অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকর্ম্ম সকল যথাযথরূপে আচরণ করিবে; স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে প্রমত্ত হইও না, আচার্য্যের অভীষ্ট ধনদান করিয়া সন্তানরূপ গার্হস্থ্য-সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করিও না; * অর্থাৎ সংসারী হইয়া বংশরক্ষার্থ পুত্রস্থাপন করিবে, ইহাই পুরুষের কর্ত্তব্য! অতএব ধর্ম্মকর্ম্মে অবহেলা করিও না, সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না, নিজের মঙ্গলে অযত্ন করিও না, বিভূতিবর্দ্ধক কর্ম্মেতে অমনোযোগী হইও না এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনেও মত্ত হইও না ॥ ১৭ ॥

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্য-দেবো ভব, অতিথিদেবো ভব, যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি,

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই—উপনয়নের পর বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে হয়, পরে অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থ গুরুর অভিপ্রেত অর্থ সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদান করিতে হয়। অনন্তর গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করিলে শিষ্য অভিমত স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুসারে পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে।

তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি ॥ ১৮ ॥

দেবকার্য্য পূজাদি ও পিতৃকার্য্য শ্রাদ্ধতর্পণাদি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে কদাপি অলস হইবে না। মাতাকে দেবতা মনে করিবে, পিতাকে দেবভাবে ধ্যান করিবে, আচার্য্যকে দেববৎ ভক্তি করিবে ও অতিথিগণকে তোমার পূজনীয় দেবতাস্বরূপ মানিবে, অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে কদাচ অসম্মান করিও না। জগতে যে সকল কর্ম্ম অনিন্দ্য—সাধুগণের প্রশংসিত, তুমি সেই সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিও—লোকনিন্দনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। আমাদের যে সকল সুচরিত অর্থাৎ আমরা যে সকল কার্য্যের আচরণ করিয়া থাকি, তুমি সেই সকল আদর্শ করিবে—অন্য কর্ম্মের নহে ॥ ১৮ ॥

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসোব্রাহ্মণাঃ, তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্ শ্রিয়া দেয়ম্, হ্রিয়া দেয়ম্ ভিয়া দেয়ম্ সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সমদর্শিনো যুক্তা আযুক্তা অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ, যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্, তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ ॥ ১৯ ॥

আর যাঁহারা আচার্য্যত্বাদিগুণে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদী আছেন, তুমি তাঁহাদিগের সঙ্গলাভে যত্নবান্ হইবে, ইহাতে বিশ্বস্ত থাকিবে। যাহা কিছু দিবে, তাহাও শ্রদ্ধার সহিত দিবে, কদাপি অশ্রদ্ধায় দিবে না; আর ঐশ্বর্য্য হইলে

দান করিবে, লোকলজ্জায়ও অন্ততঃ দান করা কর্ত্তব্য, এইরূপ পরলোকভয়ে দাতব্য, নশ্বর সংসার বিবেচনা করিয়া প্রদান করিবে। যদি কখনও তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে কিংবা অব্যবহারের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন সে স্থলে যে সকল সমদর্শী অর্থাৎ অপক্ষপাতী, অলোভী, পণ্ডিত, অক্রূরকর্ম্মা ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ থাকিবেন, তাঁহারা যেরূপে সেই সকল বিষয়ে যে যে ভাবে বর্ত্তমান থাকেন, তুমিও ঠিক্ সেই ভাব অবলম্বন করিবে ॥ ১৯ ॥

অথাভ্যাখ্যাতেষু, যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সমদর্শিনো যুক্তা আযুক্তা অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্, তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ, এষ উপদেশঃ, এষা বেদোপনিষৎ, এতদনুশাসনম্, এবমুপাসিতব্যম্, এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ২০ ॥

আর এক কথা, তোমার প্রতি পূর্ব্বে উপদিষ্ট কর্ম্মসমুদায়ে যদি তোমার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে তুমি সেই সময় তত্রত্য সদাচার-পরায়ণ, সমদর্শী, সৎকর্ম্মে নিযুক্ত, বিষয়ে অনাসক্ত, উদারমনা, ধর্ম্মপরায়ণ এবং কামোপভোগে অনাসক্ত ব্রাহ্মণগণ যেরূপ ভাবে অবস্থিত থাকেন, অর্থাৎ সেই সেই বিষয়ের যেরূপে অনুষ্ঠান করেন, তুমিও তদ্রূপে বর্ত্তমান থাকিবে। ইহাই তোমার প্রতি আদেশ বা শাস্ত্রের বিধি এবং তোমার প্রতি সদুপদেশ, ইহাই বেদের সার—উপনিষৎ, ইহাই শাস্ত্রমর্ম্ম ; এইরূপ আচরণ করিও, ইহাই তোমার উপাস্য ॥ ২০ ॥

স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম্ন প্রমদিতব্যম্, তানি ত্বয়োপাস্যানি, বিচিকিৎসা বা স্যাত্তেষু বর্ত্তেরন্ ॥ ২১ ॥

ইতি তৈত্তিরীয়ে শিক্ষোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

পূর্ব্বোক্ত উপদেশবাক্যের গুরুত্ব সূচনার জন্য, আচার্য্য পুনশ্চ শিষ্যকে বলিলেন,—তুমি বেদাধ্যয়ন ও তাহার অধ্যাপনা হইতে অমনোযোগী হইও না, তাহাই তোমার উপাস্য এবং অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহে সন্দেহ হইলে সমদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে যে ভাবে থাকেন অর্থাৎ যাহা করেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে ॥ ২১ ॥

তৈত্তিরীয়-শিক্ষোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়

ব্রহ্মবিদোপনিষৎ

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ

শ্রীগুরুভ্যো নমঃ ॥ শ্রীমৎপরব্রহ্মণে নমঃ ॥ ওঁ হরিঃ ॥ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ, তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ০ ॥

প্রথমতঃ এই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যালাভের অন্তরায় বিদূরণার্থ শান্তিবাক্য পঠিত হইতেছে,—মঙ্গলময় ব্রহ্ম আমাদিগকে (শিষ্য ও আচার্য্যকে) সমভাবে রক্ষা করুন; আমরা যেন একভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্যার্জ্জনের শক্তিলাভ করি; আমরা তেজস্বী হইয়া স্বাধ্যায়ের অর্থজ্ঞানযোগ্যতা প্রাপ্ত হই; আমরা যেন কদাপি প্রমাদকৃত ঈর্ষ্যায় পরস্পর বিদ্বেষী না হই ॥ ০ ॥

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, তদেষাভ্যুক্তা, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥ ১ ॥

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনিরূপণের জন্য এই উপনিষৎ আরব্ধ হইয়াছে।—শান্তিপাঠের উদ্দেশ্য—অবিদ্যা-নিবৃত্তি এবং

অবিদ্যা-নিবৃত্তির দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভই ইহার লক্ষ্য; কারণ তাহা দ্বারাই পরম শ্রেয়লাভ হয়।—এই ব্রহ্মবিদের কর্ত্তব্যসমষ্টি ধরিয়া এই শ্রুতি-সন্দর্ভের ব্রহ্মবিদোপনিষৎ সংজ্ঞা হইয়াছে। শ্রুতি স্বয়ং এই প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়াছেন,—"ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্।" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই ব্রহ্ম বিষয়ে অন্যান্য শ্রুতিও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যিনি ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ, * এবং পরমব্যোম—হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধিরূপিণী গুহাতে † অবস্থিত বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তুর উপভোগে সমর্থ হন এবং সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত ঐক্য বা অভেদ লাভ করিতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছানুসারে সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তুর ভোগ করিবার সামর্থ্য জন্মে ও তিনি অন্তে ব্রহ্মে লীন হন ॥ ১ ॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যোঽন্নং, অন্নাৎ পুরুষঃ, স বা এব পুরুষোঽন্নরসময়ঃ ॥ ২ ॥

---

* 'সত্য'—যাহা চিরকালই একরূপ, কদাপি অন্যথা হয় না, তাহা সত্য, এবং সৎ বলিতে যাহা কিছু তৎসমস্তই ব্রহ্মের স্বরূপ, যেহেতু ব্রহ্ম চিরদিনই একরূপ, অতএব ব্রহ্ম 'সত্য'।

'জ্ঞান'—উপলব্ধি—নিত্য-অনুভূতি। 'অনন্ত'—দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অসীম বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বিধায় দেশ-পরিচ্ছিন্ন নহেন, নিত্য বলিয়া কাল-পরিচ্ছিন্ন নহেন এবং সর্ব্বস্বরূপতা নিবন্ধন বস্তু দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন নহেন।

† জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থ সকল যেখানে গূঢ়ভাবে থাকে, তাহার নাম গুহা—বুদ্ধি।

সেই ব্রহ্ম হইতেই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—সেই সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপী ব্রহ্ম হইতেই সাবয়ব বস্তুসমুদায়ের অবকাশদায়ী এবং শব্দরূপ বিশেষ গুণের আধার আকাশ নির্গত হইয়াছে, সেই আকাশ হইতে শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু, বায়ু হইতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিবিধ গুণ সহ অগ্নি, অগ্নি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণশালী জল, এবং জল হইতে শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধসমন্বিত পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। * অনন্তর পৃথিবী হইতে ওষধি সকল (তৃণাদি), ওষধি হইতে অন্ন (শস্য) এবং অন্ন হইতে রেতঃ-পরম্পরায় হস্ত-মস্তকাদি নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমন্বিত পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই জীব অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম॥ ২॥

তস্যেদমেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ, অয়মাত্মা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৩ ॥

এই দৃশ্যমান অন্নই সেই পুরুষের মস্তক; এই অন্নই তাহার দক্ষিণ বাহু, এই অন্নই তাহার বাম বাহু, এই যে হৃদয়স্থ আত্মা তাহাও সেই অন্নব্যতীত অন্য কিছু নহে। আবার এই যে নাভির অধোভাগরূপ পুচ্ছ, যাহার দ্বারা জীবের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থিতি জন্মে, তাহাও সেই অন্নের কার্য্য। নিম্নলিখিত শ্লোক, অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে॥ ৩॥

---

* এই আকাশাদি পঞ্চভূতের এক একটি ভূত নিজ নিজ কারণাক্রান্ত বলিয়া এক একটি অতিরিক্ত গুণবিশিষ্ট।

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে, যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি, অথৈনদপিযন্ত্যন্ততঃ, অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

যে কোন জীব পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদায়ই অন্ন হইতেই রস-রুধিরাদি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন শরীর ধারণ করে এবং উৎপন্ন হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং অন্তকালে সেই অন্নেই প্রবিষ্ট হয়। অতএব এইপ্রকারে এক অন্নই পঞ্চভূতের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা প্রথম, এইজন্য অন্নকে সর্ব্বৌষধ, অর্থাৎ সমস্ত ঔষধিস্বরূপ বা সর্ব্বপ্রাণীর দেহ-দাহী নিবারক ঔষধ বলা হয় ॥ ৪ ॥

সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি, যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে, অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে।

অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে, জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে,
অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি, তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি ॥ ৫ ॥

যাহারা অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, এক্ষণে তাহাদের সেই উপাসনার ফল বিবৃত হইতেছে,—যাঁহারা অন্নকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অন্নকে উপভোগ্য বস্তুরূপে প্রাপ্ত হন। কারণ অন্নই সর্ব্বভূতাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ আদিম ; এই কারণেই পণ্ডিতগণ অন্নকেই সর্ব্বৌষধস্বরূপ বলেন। জীবসকল এই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয় ও অন্ন দ্বারাই সংবর্দ্ধিত হয়। যেহেতু, ইহা প্রাণিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় এবং স্বয়ংও প্রাণিগণকে ভক্ষণ করে ; সেই জন্যই এই অন্ন অদ্ ধাতুর ব্যুৎপত্তিলভ্য যথার্থ শব্দ ॥ ৫ ॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য প্রাণ এব শিরঃ, ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অপান উত্তরঃ পক্ষঃ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদপ্যেষঃ শ্লোকো ভবতি ॥ ৬ ॥

আর সেই এই অন্নরসের পরিণামীভূত অন্নময় পুরুষ হইতে অন্য একটি অভ্যন্তরস্থিত "প্রাণময়" আত্মা উৎপন্ন হয়; তাহা দ্বারাই সেই অন্নময় পুরুষ পরিপূর্ণ অর্থাৎ পুষ্ট থাকে। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, প্রাণের কোনরূপ অবসাদ হইলে শরীরের হানি সঙ্ঘটিত হয়। এই প্রাণময় আত্মাও উক্ত পুরুষের মত আকৃতিসম্পন্ন, বাস্তবিক ইহার কোন আকৃতি নাই, পরন্তু অন্নময়ের পুরুষবিধত্ব অনুসারেই তাহার পুরুষবিধত্ব বা পুরুষাকৃতি পরিকল্পিত হইয়া থাকে। মুখ-নাসিকা অভ্যন্তরচারী প্রাণবায়ুই তাহার শির, ব্যান তাহার দক্ষিণাংশ, অপান বায়ু তাহার উত্তরাংশ; আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ), পৃথিবী তাহার পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ অবস্থিতির আশ্রয়। এই ভাবানুসারে পরবর্ত্তী শ্লোক কথিত হয় ॥ ৬ ॥

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি, মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে, সর্ব্বমেব ত-আয়ুর্যন্তি যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে, প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি ॥ ৭ ॥

সকল দেবতা, কিংবা জীবের ইন্দ্রিয়সকল এই প্রাণের সাহায্যেই জীবিত আছে, অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া ব্যতিরেকে তাহাদের ক্রিয়া থাকে না এবং মনুষ্য ও পশুগণ এই প্রাণের

অন্নগ্রহেই প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হয়। কারণ এক প্রাণই সকল প্রাণীর আয়ু; এই নিমিত্ত প্রাণ সর্ব্বায়ুষ নামে বিখ্যাত। যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করেন, অর্থাৎ প্রাণই প্রধান বস্তু, প্রাণময় জগৎ এইভাবে উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রাণের সেবায় সম্পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন; কেন না, পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, প্রাণই সকল ভূতের আয়ু, এই নিমিত্ত তাহাকে "সর্ব্বায়ুষ" বলা হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য, তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোঽন্তরাত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋগ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তরঃ পক্ষঃ, আদেশ আত্মা, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৮ ॥

এই প্রাণময় কোষই সেই পুরুষের শরীরাভিমানী আত্মা, যাহা পূর্ব্বোক্ত অন্নময় কোষের আত্মা, এই সেই প্রাণময় কোষ হইতে স্বতন্ত্র, আরও অভ্যন্তরবর্ত্তী অপর এক আত্মা, যাহা 'মনোময়' নামে বিখ্যাত। ইহা দ্বারাই সেই প্রাণময় কোষ পরিপুষ্ট বলিয়া মনোময় কোষ প্রাণময় কোষের পরিপোষক থাকে, অর্থাৎ মনের দ্বারা প্রাণের সামর্থ্য রক্ষিত হয়। এই মনোময় আত্মাও নিজে পুরুষবিধ। পরন্তু সেই জীবের যেরূপ পুরুষাকৃতি তদনুসারেই ইহারও পুরুষবিধত্ব হয়; যথা—যজুঃ (মন্ত্রবিশেষ) তাহার শির, ঋক্ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সাম তাহার উত্তর পক্ষ, বিধি তাহার আত্মা, অথর্ব্বাঙ্গিরস কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক বেদাংশ তাহার

পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা। এই বিষয়ের আনুকূল্যে বক্ষ্যমান শ্লোকটী কথিত হয়॥ ৮॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি॥ ৯॥

বাক্য—শব্দসকল (যাঁহাকে) অপ্রাপ্ত হইয়া—অকৃতার্থ হইয়া অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ বুঝাইতে না পারিয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়। কেবল যে বাক্যমাত্রই নিবৃত্ত হয়, এমন নহে, মনও যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অর্থাৎ অবাঙ্‌মনসগোচর সেই পরম ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ যিনি সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, তিনি কদাপি কোন বিভীষিকায় ভীত হন না, অর্থাৎ তাঁহার পুনর্জন্ম ও তন্নিবন্ধন ক্লেশভোগ-নিবৃত্তি হয়॥ ৯॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্-মনোময়াদন্যোঽন্তরাত্মা বিজ্ঞানময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ, ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ১০॥

এই মনোময় কোষই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময় শরীরে আত্মারূপে বিরাজমান, এই মনোময় কোষ হইতে পৃথক্ এবং মনোময় আত্মার অভ্যন্তরস্থ বিজ্ঞানময় * নামে এক আত্মা আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের

* বেদার্থ বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান, ইহা অধ্যবসায়-স্বরূপ অন্তঃকরণের অবস্থাবিশেষ; তন্ময় অর্থাৎ নিশ্চয়-বিজ্ঞানসিদ্ধ আত্মাই "বিজ্ঞানময়"।

যাহা দেহ, ইহারও তাহাই দেহ; সেই বিজ্ঞানময় আত্মা দ্বারা এই মনোময় আত্মা পরিপূর্ণ এবং মনোময় আত্মার পুরুষবিধত্ব লইয়াই ইহার পুরুষবিধত্ব; এতদতিরিক্ত আর ইহার পৃথক্ বা স্বতন্ত্র পুরুষবিধত্ব নাই। শ্রদ্ধা তাহার শির অর্থাৎ মস্তকবৎ, ঋত তাহার দক্ষিণ বাহু, সত্য তাহার উত্তর বাহু, যুক্তি বা সমাধান তাহার আত্মা; মহ অর্থাৎ মহত্ত্ব তাহার পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কারণ। এ বিষয়েও বক্ষ্যমাণ শ্লোক (মন্ত্র) আরব্ধ হইতেছে॥ ১০॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। না বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ, তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি॥ ১১॥

যেহেতু বিজ্ঞানবান্ পুরুষই শ্রদ্ধাদি বশতঃ সমস্ত যজ্ঞের এবং অন্যান্য কর্ম্মসকলেরও বিস্তার বা প্রচার করিয়া থাকে; অতএব বিজ্ঞানই যজ্ঞাদির কারণ বলিয়া বিজ্ঞানময় আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। আর এই বিজ্ঞানই সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণবৃত্তির কারণ ও প্রথমজাত বলিয়া প্রধান, এই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানরূপী ব্রহ্মেরই ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ উপাসনা করেন। এই বিজ্ঞান-ব্রহ্মকে যদি বিশেষরূপে জানে এবং তাহা হইতে প্রমাদী না হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞান-ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বাহ্য অনাত্মভূত অন্নময়াদি কোষে আত্মভ্রমে ভ্রষ্ট না হয়, তাহা হইলে শরীরে জাত আত্মাভিমান সকল দুঃখ এই স্থূল শরীরেই ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানময় শরীরে ভোগোপযোগী সর্ব্বপ্রকার বিষয় ভোগ করে॥ ১১॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য, তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তরাত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধঃ, তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১২ ॥

এই বিজ্ঞানময় আত্মা মনোময় শরীরে আত্মরূপে বিরাজমান। সেই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতেও অন্য, গূঢ়তম আর এক আত্মা আছে, তাহার নাম 'আনন্দময়'। পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের আত্মা যেমন কাল্পনিক, ইহার পক্ষেও তাহাই সেই আনন্দময় আত্মা, এই বিজ্ঞানময় আত্মা দ্বারাই ইহা পরিপূর্ণ, এবং তাহার পুরুষবিধত্ব অর্থাৎ পুরুষাকার লইয়াই ইহার পুরুষবিধত্ব; কিন্তু স্বতঃ নহে। পুত্রাদি প্রিয়বস্তুদর্শনজনিত প্রীতি তাঁহার শির, অর্থাৎ মুখ্য অঙ্গ, অভীষ্ট বস্তুলাভজ হর্ষ তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ, পরমানন্দ তাঁহার উত্তর পক্ষ; সাধারণ সুখাদিতে অনুস্যূত বলিয়া আনন্দ তাঁহার আত্মা, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহার পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কারণ। পরবর্ত্তী শ্লোকটি ইহারই ইঙ্গিত করিতেছে ॥ ১২ ॥

অসন্নেব স ভবতি, অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ, অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, সন্তমেনং ততো বিদুরিতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ।—

উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চন গচ্ছতি।

আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎ সমশ্নুতে ॥ ১৩ ॥

যদি কোন ব্যক্তি জানে যে, ব্রহ্ম অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন, তাহা হইলে সে নিজেও অসৎ অর্থাৎ অসৎ-পদার্থেরই সমান হইয়া

পড়ে ; কিন্তু যদি কেহ জানে যে, ব্রহ্ম সৎ—অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন (অস্তিত্ববান্) ; তাহা হইলে পণ্ডিতেরা তাঁহাকেও সৎ বলিয়া জানেন। এই আনন্দময় পুরুষ বিজ্ঞানময় শরীরান্তর্গত তাহার আত্মারূপে বিরাজ করেন।

অনন্তর আচার্য্যোক্তির প্রতি সংশয় নিবৃত্ত্যর্থ এই সকল প্রশ্ন করা হইতেছে,—অবিদ্বান্ ব্যক্তিও কি ইহলোক ত্যাগ করার পর 'এই লোক' অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়? অথবা বিদ্বান্ ব্যক্তিই প্রেতভাবের পর এই লোক—পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন? * ॥ ১৩॥

সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তং চানিরুক্তং চ, নিলয়নং চানিলয়নং চ, বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ, সত্যং চানৃতং চ, সত্যমভবৎ, যদিদং কিঞ্চ, তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১৪ ॥

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত, তস্মাত্তৎসুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ্বৈ তৎ সুকৃতং, রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে।

---

* জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই, আকাশাদির প্রতি ব্রহ্ম কারণ ইহা বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলের পক্ষেই সমান, তবে যে ব্রহ্মবিদ্ নহে, তাহারও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে না কেন?

অথ তস্য ভয়ং ভবতি, তত্ত্বেবাভয়ং বিদুষো মন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১৫ ॥

এই প্রশ্নের উত্তরার্থ প্রথমতঃ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে,—যিনি জগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তা—তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ যাঁহার কামনার স্বাধীনতা আছে, তিনিই ব্রহ্ম; কারণ জীবের মত সাধনাপেক্ষা তাঁহার কার্য্যসিদ্ধিতে নাই, তিনি ইচ্ছামাত্রই সকল সম্পন্ন করেন, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।—তিনি সৃষ্টির প্রথম সময়ে কামনা বা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, 'আমি বহু হইব' অর্থাৎ বিশ্বাকার ধারণ করিব এবং উৎপত্তি অর্থাৎ নামরূপে অভিব্যক্তি লাভ করিব। এইরূপ ইচ্ছার পর, তিনি তপস্যা অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সেই তপস্যার (আলোচনা) ফলে এই দেশকালনামরূপবিশিষ্ট যে-কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করিলেন এবং সৃষ্টি করিয়া স্বয়ংই তাহাতে জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বময় হইলেও আনন্দময় কোষে অবস্থিতিনিবন্ধন প্রবিষ্ট বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মের উপলব্ধিস্থান বুদ্ধিরূপ গুহায় সাক্ষিরূপে যিনি উপলব্ধ হন, তাঁহাকে অন্তঃকরণবৃত্তি কহে।

তিনি তৎসমস্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাচ্য ও অনির্ব্বাচ্য স্বরূপ * সৎ (মূর্ত্ত) এবং ত্যৎ (অমূর্ত্ত) রূপ

---

* 'নিরুক্ত'—নিকৃষ্ট, যাহা 'এই সে' ইত্যাকারে নির্দ্দিষ্ট হয়—স্থূলপ্রপঞ্চ। 'অনিরুক্ত' অর্থ নিরুক্তের বিপরীত, যাহাকে 'এই সে' ইত্যাকারে নির্দ্দেশ করা যায় না, অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

ধারণ করিলেন; সেইরূপ, নিয়লন—মূর্ত্তধর্ম্ম—আশ্রিতত্ব এবং অনিলয়ন—অমূর্ত্তধর্ম্ম—অনাশ্রিতত্ব; বিজ্ঞান—চেতন এবং অবিজ্ঞান—অচেতন, ব্যাবহারিক সত্য ও অনৃত (মিথ্যা) এবং প্রাকৃত সত্য অধিক কি, জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সেই সমস্ত পদার্থই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম। যেহেতু, একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, ত্যৎ ও মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-স্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই হেতুই জ্ঞানিগণ ব্রহ্মকে 'সত্য' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে বক্ষ্যমাণ শ্লোকটি প্রদর্শিত হইতেছে।

এই নামরূপে অভিব্যক্ত দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির আদিকালে বর্ত্তমান ছিল না, অর্থাৎ ব্রহ্মের অব্যাকৃত অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। সেই অব্যাকৃতাখ্য ব্রহ্ম হইতে সৎ, অর্থাৎ নামরূপাভিব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্ম নিজেই আপনাকে প্রপঞ্চাকারে বিভক্ত করিলেন। এইজন্য তিনি সুকৃত অর্থাৎ 'স্বয়ংকর্ত্তা' নামে খ্যাত হন। অথবা তিনি আনন্দময়ত্বহেতু সুকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, যেহেতু তিনিই তৃপ্তিহেতু আনন্দময়। দেখা যায়, ব্রহ্মবিদ্গণ বিষয়কে ভোগ ব্যতিরেকে নিশ্চেষ্ট নিষ্কাম হইয়াও বিষয়ানন্দরসে রসিক হন, ব্রহ্মই তাঁহাদিগের আনন্দহেতু। জীব এই রসাংশ লাভ করিয়াই স্বয়ং আনন্দময় হয়; এই ব্রহ্মের আনন্দহেতুতা ব্যতিরেকে অসদ্-বিশ্বের আনন্দকারণতা সম্ভবপর নয়। পরন্তু যদি এই আকাশাখ্য পরমব্যোমে আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে ইহলোকে কোন্ প্রাণীই বা ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া কি প্রাণাপানাদি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়া করিত? অতএব বুঝিতে হইবে যে, পরমাত্মরূপী ব্রহ্মের সম্পর্কেই জীবের প্রাণাদি ক্রিয়া ও তজ্জন্যই তাঁহারা আনন্দিত। এই ব্রহ্মই জীবকে তৎকৃত ধর্ম্মানুসারে সুখী করে, আবার অবিদ্যাচ্ছন্ন হইলে সেই আনন্দময় ব্রহ্মই

মূঢ়ের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। জীব যৎকালে এই নির্ব্বিকার অশরীর, বিশেষ লক্ষণাভাবহেতু অনির্ব্বাচ্য, অনাশ্রয়, সর্ব্বভয়প্রশমনকারী ব্রহ্মকে লাভ করেন, তখন যথার্থই অভয় (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি আর কখনও অজ্ঞানীর ন্যায় সংসারভয়ে অভিভূত হন না। কিন্তু যখন জীব অবিদ্যাবশত এই অভয় ব্রহ্মে অত্যল্পমাত্রায়ও অন্তর (ভেদ) দর্শন করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থজ্ঞান করে, তখন তাহার ভয় হয় ; পরন্তু মননশীল জ্ঞানীর পক্ষে আবার তাহাই অভয়েরও কারণ হইয়া থাকে। এই বিষয়েও পরবর্ত্তী শ্লোক প্রারব্ধ হইতেছে ॥ ১৪—১৫ ॥

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্য্যঃ, ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥ ১৬ ॥

ইঁহার (ব্রহ্মের) ভয়েই বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছেন, সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হইতেছেন, এবং তাঁহার ভয়েই অগ্নি (জ্যোতির্ম্মণ্ডল), ইন্দ্র ও পঞ্চম—মৃত্যু প্রতিনিয়ত ধাবমান হইতেছেন, অর্থাৎ সেই সর্ব্বনিয়ন্তার প্রেরণায়ই ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে অব্যাহতগতিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ১৬ ॥

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।—যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়িকঃ, আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ, তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ, স একো মানুষ আনন্দঃ ॥ ১৭ ॥

এই ব্রহ্মলক্ষণ আনন্দ কি লৌকিক আনন্দের ন্যায় বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সম্পর্কজনিত ? অথবা স্বাভাবিক ? সম্প্রতি এই

সন্দেহ-নিবৃত্তির জন্য শ্রুতি স্বয়ং বিচার করিতেছেন,—প্রসিদ্ধ লৌকিক আনন্দ বাহ্য ও অধ্যাত্মিক সাধনসমষ্টি দ্বারা উৎপন্ন এবং সময়বিশেষে ব্রহ্মানন্দানুভবের সহায় হইয়া থাকে; লৌকিক আনন্দও সেই ব্রহ্মানন্দের অংশমাত্র; কেন না, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণও যখন বিষয়ানন্দ ভোগ করেন, তখন সেই আনন্দ ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হইলেও অবিদ্যাবশত অজ্ঞেয় হয়; পরন্তু তিরোধানের কারণ অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে আর অজ্ঞেয় থাকে না। সাধক তখন পরমব্রহ্মের স্বরূপানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হন। (অধিকারী নিরূপণ)—যাঁহারা সাধু এবং অধীতবেদ যুবা—বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় এই সকল আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন, তাঁহারা যে এই সর্ব্বোপভোগসম্পন্ন পৃথিবীমণ্ডলের উপভোগ দ্বারা রাজপদ লাভ করিয়া বিবিধ বিষয়ানন্দ অনুভব করেন, ইহাই চরম মনুষ্যানন্দ বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৭ ॥

তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকা-নামানন্দাঃ, স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥ ১৮ ॥

তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ, যে কর্ম্মণা দেবানপি যন্তি; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে য শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামানন্দঃ

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ; স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥ ১৯ ॥

তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ, স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ, স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসাবাদিত্যে, স একঃ ॥ ২০ ॥

পরন্তু এই শতগুণিত মানুষ-আনন্দই মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের * একটি আনন্দস্বরূপ; নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের পক্ষেও তাহাই। এইরূপ শ্রোত্রিয় ও মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের একশতগুণ আনন্দ আবার দেব-গন্ধর্ব্বগণের † ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ; তাঁহাদের শত আনন্দও চিরকাল পিতৃলোকস্থায়ী পিতৃগণের ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ; তাহাদের শত আনন্দ আবার আজান-দেবগণের ‡ পক্ষে এক আনন্দ; তাহাদের শত আনন্দ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের ও কর্ম্মদেবগণের § এক আনন্দ; আবার তাহাদের শত আনন্দও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের ও দেবগণের এক আনন্দের সমান;

---

* মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব—যাহারা মনুষ্য থাকিয়া বিদ্যা ও কর্ম্মবলে গন্ধর্ব্ব হইয়াছে।

† 'দেবগন্ধর্ব্ব'—একপ্রকার গন্ধর্ব্ব জাতি।

‡ 'আজান দেব'—যাহারা স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম দ্বারা আজান—স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

§ যাঁহারা বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মমাত্রদ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কর্ম্মদেব।

দেবগণের শত আনন্দ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের ও ইন্দ্রের এক আনন্দের তুল্য। ইন্দ্রের শত আনন্দ আবার বৃহস্পতির ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ; বৃহস্পতির শত আনন্দ অকামহত শ্রোত্রিয়ের ও প্রজাপতি ব্রহ্মার এক আনন্দ; প্রজাপতির শত আনন্দ আবার শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মের এক আনন্দ; সেই আনন্দই এই পুরুষে ও আদিত্যে বর্ত্তমান, সেই উভয়ই সমান॥ ১৮—২০ ॥

স য এবং বিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি, এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি, এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি, এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি, এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২১ ॥

যিনি এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন। ক্রমে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় আত্মা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে আনন্দময় আত্মাকেও প্রাপ্ত হন। এই প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বিষয়প্রকাশের নিমিত্ত নিম্নোক্ত শ্লোক প্রকটিত হইয়াছে॥ ২১ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥ এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং, কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবংবিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে, য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ২২ ॥

ইতি তৈত্তিরীয়-ব্রহ্মবিদোপনিষৎ সমাপ্তিমগমৎ॥

মনের সহিত বাক্যসকল (যাঁহাকে) প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ জানিতে না পারিয়া যাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিলে জীব কিছু হইতেই ভীত হয় না। মৃত্যুকালে তিনি আর এইরূপে অনুতপ্ত হন না,—হায়! কেন আমি সৎকার্য্য করি নাই, কি সুখের পিপাসায় শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি? ব্রহ্মবিদের নরকপতনের ভয় একেবারেই তিরোহিত হয়। যেহেতু তিনি পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মকেই ব্রহ্মভাবে দর্শন করেন, এইজন্য ইঁহারা রিক্তভাবে আত্মাকে প্রীত করেন ॥ ২২ ॥

তৈত্তিরীয় ব্রহ্মবিদোপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

অথ ব্রহ্মবিদোপনিষৎ-সংক্ষেপঃ

ব্রহ্মবিদয়মিদমেকবিংশতিরন্নাদন্নরসময়াদন্নাৎ প্রাণোব্যানোঽপান আকাশঃ পৃথিবী পুচ্ছং ষড়্‌বিংশতিঃ প্রাণং যজুর্ঋক্‌সামাদেশোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং দ্বাবিংশতির্যতশ্রদ্ধর্ত্তং সত্যং যোগো মহোষ্টাদশবিজ্ঞানং প্রিয়ং মোদঃ প্রমোদ-আনন্দো ব্রহ্মপুচ্ছং দ্বাবিংশতিরসন্নেবাথাষ্টাবিংশতিরসৎষোড়শভীষাস্মান্ মানুষো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণাং দেবগন্ধর্ব্বাণাং পিতৄণাং চিরলোকলোকানামাজানজানাং কর্ম্মদেবানাং যে কর্ম্মণা দেবানামিন্দ্রস্য বৃহস্পতেঃ প্রজাপতেব্র্হ্মণঃ স যশ্চ সংক্রামত্যেকপঞ্চাশদ্ যতঃ কুতশ্চ নৈতমেকাদশনব। সহ নাববতু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ব্রহ্মবিদ্ য এবং বেদেত্যুপনিষৎ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ওঁ ॥

নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ।

প্রথমোপদেশঃ

পরিব্রাট্‌ত্রিশিখী সীতাচূড়ানির্ব্বাণমণ্ডলম্।
দক্ষিণা শরভং স্কন্দং মহানারায়ণাদ্বয়ম্॥

নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, ত্রিশিখব্রাহ্মণোপনিষৎ, সীতোপনিষৎ, যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ, নির্ব্বাণোপনিষৎ, মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ, দক্ষিণামূর্ত্ত্যুপনিষৎ, শরভোপনিষৎ, স্কন্দোপনিষৎ, ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ ও অদ্বয়োপনিষৎ, ইঁহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বা ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং এই সকল উপনিষদে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক।

১। অথ কদাচিৎ পরিব্রাজকাভরণো নারদঃ সর্ব্বলোকসঞ্চারং কুর্বন্নপূর্ব্বপুণ্যস্থলানি পুণ্যতীর্থানি তীর্থীকুর্বন্নবলোক্য চিত্তশুদ্ধিং প্রাপ্য নির্বৈরঃ শান্তো দান্তঃ সর্বতো নির্বেদমাসাদ্য স্বরূপানুসন্ধানমনুসন্ধায় নিয়মানন্দবিশেষগণ্যং মুনিজনৈরুপসংকীর্ণং নৈমিষারণ্যং পুণ্যস্থলমবলোক্য সরিগমপধনিসসংজ্ঞৈর্বৈরাগ্যবোধকরৈঃ স্বরবিশেষৈঃ প্রাপঞ্চিকপরাঙ্মুখৈর্হরিকথালাপৈঃ স্থলজঙ্গমনামকৈর্ভগবদ্ভক্তিবিশেষৈর্নরমৃগকিম্পুরুষামরকিন্নরাপ্সরোগণান্ সম্মোহয়ন্ আগতং ব্রহ্মাত্মজং

ভগবদ্ভক্তং নারদমবলোক্য দ্বাদশবর্ষসত্রযাগোপস্থিতাঃ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ সর্বজ্ঞাস্তপোনিষ্ঠাপরাশ্চ জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নাঃ শৌনকাদিমহর্ষয়ঃ প্রত্যুত্থানং কৃত্বা নত্বা যথোচিতাতিথ্যপূর্বকম্ উপবেশয়িত্বা স্বয়ং সর্বেঽপ্যুপবিষ্টা ভো ভগবন্ ব্রহ্মপুত্র কথং মুক্ত্যুপায়োঽস্মাকং ব্যক্তব্যমিত্যুক্তস্তান্ স হোবাচ নারদঃ।

কোন এক সময়ে পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ নারদ স্বর্গাদি লোকত্রয় পরিভ্রমণ করিতে করিতে অপূর্ব্ব পুণ্যস্থল ও পুণ্যতীর্থসকল পদার্পণে পবিত্র করিয়া এবং অবলোকনে নিজের চিত্তশুদ্ধি লাভ করত নির্ব্বের শম-দম-গুণ ও বৈরাগ্য সম্পন্ন হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় অনুসন্ধান করিতে করিতে, বস্তুতঃ যাঁহারা চিদানন্দ অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাও যেস্থান সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করেন—মুনিজনপরিপূর্ণ নৈমিষারণ্য নামক—সেই পুণ্যস্থল অবলোকন করিলেন। এবং যাহাতে এই জগৎপ্রপঞ্চে পরাঙ্মুখতা জন্মে, স-রি-গ-ম-প-ধ-নি-স-সংজ্ঞক বৈরাগ্য-জনক সেই স্বরবিশেষ দ্বারা হরিকথার আলাপ ও স্থাবর-জঙ্গমনামক ভগবদ্ভক্তিবিশেষ দ্বারা নর-মৃগ-কিম্পুরুষ-অমর-কিন্নর ও অপ্সরাদিগকে মোহিত করিতে করিতে ব্রহ্মার পুত্র ভগবদ্ভক্ত নারদ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রযাগের জন্য সমুপস্থিত শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ তপস্যানিরত জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত শৌনকাদি মহর্ষিগণ প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক নমস্কার ও যথোচিত অতিথিসৎকার করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন এবং নিজেরা উপবিষ্ট হইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্ ব্রহ্মপুত্র! মুক্তির উপায়

কি, তাহা আমাদিগকে দয়া করিয়া বলুন। নারদ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

২। সৎকুলভবোপনীতঃ সম্যগুপনয়নপূর্বকং চতুশ্চত্বারিংশৎ-সংস্কারসম্পন্নঃ স্বাভিমতৈকগুরুসমীপে স্বশাখাধ্যয়নপূর্বকং সর্ববিদ্যাভ্যাসং কৃত্বা দ্বাদশবর্ষশুশ্রূষাপূর্বকং ব্রহ্মচর্য্যং পঞ্চবিংশতিবৎসরং গার্হস্থ্যং পঞ্চবিংশতিবৎসরং বানপ্রস্থাশ্রমং তদ্বিধিবৎক্রমান্নির্বত্য চতুর্বিধব্রহ্মচর্য্যং ষড়্বিধং গার্হস্থ্যং চতুর্বিধবানপ্রস্থধর্ম্মং সম্যগভ্যস্য তদুচিতং কর্ম্ম সর্বং নির্বর্ত্ত্য সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ সর্বসংসারোপরি মনোবাক্কায়কর্ম্মভি-র্যথাশানিবৃত্তস্তথা বাসনৈষণোপর্য্যপি নির্বৈরঃ শান্তো দান্তঃ সন্ন্যাসী পরমহংসাশ্রমেণাস্খলিতস্বস্বরূপধ্যানেন দেহত্যাগং করোতি স মুক্তো ভবতি স মুক্তো ভবতীত্যুপনিষৎ।

ইতি প্রথমোপদেশঃ।

সৎকুলোদ্ভব উপনীত বালক অর্থাৎ যিনি যথাকালে জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন আচার্য্য দ্বারা উপনয়নসংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহার ক্রমশঃ অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার হইবে। তাহার ক্রম বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ বিদ্যা-চরিত্রাদি দ্বারা স্বীয় সম্মত একজন আচার্য্যের সন্নিধানে স্বকীয় বেদশাখা অধ্যয়নপূর্ব্বক সকলবিদ্যাভ্যাস করিয়া দ্বাদশবর্ষব্যাপী গুরুশুশ্রূষা সহকারে ব্রহ্মচর্য্য, পঞ্চবিংশতি বৎসর গার্হস্থ্য এবং পঞ্চবিংশতি বৎসর বানপ্রস্থ, সেই সেই বিধি অনুসারে সম্পাদন করিয়া চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মচর্য্য, ষড়্বিধ গার্হস্থ্য ও চতুর্ব্বিধ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অভ্যাসপূর্ব্বক সেই সেই আশ্রমের প্রতিপাল্য কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিয়া সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইবেন।

নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিচার, ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ্য, শম-দমাদির সাধন ও মুক্তির ইচ্ছা—এই চারিটি মুক্তির সাধন। সমগ্র সংসারের উপরে যাহাতে মানসিক, বাচনিক ও কায়িক কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে আশানিবৃত্ত হওয়া যায়, সেইরূপ বাসনা এষণা প্রভৃতির উপরেও যাহাতে আশাপরিশূন্য হওয়া যায়, তদ্রূপ যত্ন করিবেন। এবং নির্ব্বৈর শান্ত দান্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক যিনি পরমহংসাশ্রমে অস্খলিত হইয়া আত্মস্বরূপের চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মুক্ত হন। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা-রহস্য।

প্রথম উপদেশ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োপদেশঃ

অথ হৈনং ভগবন্তং নারদং সর্বে শৌনকাদয়ঃ পপ্রচ্ছুর্ভো ভগবন্ সন্ন্যাসবিধিং নো ব্রূহীতি তানবলোক্য নারদস্তৎস্বরূপং সর্বং পিতামহমুখেনৈব জ্ঞাতুমুচিতমিত্যুক্ত্বা সত্রযাগপূর্ত্যনন্তরং তৈঃ সহ সত্যলোকং গত্বা বিধিবদ্ব্রহ্মনিষ্ঠাপরং পরমেষ্ঠিনং নত্বা স্তুত্বা যথোচিতং তদাজ্ঞয়া তৈঃ সহোপবিশ্য নারদঃ পিতামহমুবাচ গুরুস্ত্বং জনকস্ত্বং সর্ববিদ্যারহস্যজ্ঞঃ সর্বজ্ঞস্ত্বমতো মত্তো মদিষ্টং রহস্যমেকং বক্তব্যং ত্বদ্বিনা মদভিমতরহস্যং বক্তুং কঃ সমর্থঃ।

প্রথম উপদেশপ্রদান পরিসমাপ্ত হইলে সেই ভগবান্ নারদকে শৌনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে ভগবন্! আমাদিগকে সন্ন্যাসবিধি বলুন। তখন নারদ তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বলিলেন—সন্ন্যাস-স্বরূপ অশেষরূপে পিতামহ ব্রহ্মার মুখেই শুনা উচিত। এই কথা বলিয়া সত্র নামক যাগ সমাপনপূর্ব্বক শৌনকাদি ঋষির সহিত সত্যলোকে গমন করিয়া যথাবিধি ব্রহ্মনিষ্ঠাপরায়ণ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে প্রণাম ও যথোচিত স্তব করিয়া তাঁহার আদেশে শৌনকাদির সহিত আসনপরিগ্রহপূর্ব্বক নারদ পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি গুরু, কারণ সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তা; আপনি জনক, কারণ সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ; আপনি সর্ব্ববিদ্যার রহস্যে অভিজ্ঞ, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ; এই নিমিত্ত আমার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া আমার অভিমত একটি রহস্য আপনাকে দয়া করিয়া বলিয়া দিতে হইবে, কারণ আপনি ভিন্ন আমার অভিমত রহস্য বলিতে আর কে সমর্থ?

কিমিতিচেৎ পারিব্রাজ্যস্বরূপক্রমং নো ব্রূহীতি নারদেন প্রার্থিতঃ পরমেষ্ঠী সর্বতঃ সর্বানবলোক্য মুহূর্ত্তমাত্রং সমাধিনিষ্ঠো ভূত্বা সংসারার্ত্তি-নিবৃত্ত্যন্বেষণ ইতি নিশ্চিত্য নারদমবলোক্য তমাহ পিতামহঃ পুরা মৎপুত্র পুরুষসূক্তোপনিষদ্রহস্যপ্রকারং নিরতিশয়াকারাবলম্বিনা বিরাট্‌পুরুষেণোপদিষ্টং রহস্যং তে বিবিচ্যোচ্যতে তৎক্রমমতিরহস্যং বাঢ়মবহিতো ভূত্বা শ্রূয়তাং। ভো নারদ বিধিবদাদাবনুপনীতো-পনয়নানন্তরং তৎসৎকুলপ্রসূতঃ পিতৃমাতৃবিধেয়ঃ পিতৃসমীপাদন্যত্র সৎসম্প্রদায়স্থং শ্রদ্ধাবন্তং সৎকুলভবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবাৎসল্যং

গুণবন্তমকুটিলং সদ্‌গুরুমাসাদ্য নত্বা যথোপযোগশুশ্রূষাপূর্বকং স্বাভিমতং বিজ্ঞাপ্য দ্বাদশবর্ষ-সেবাপুরঃসরং সর্ববিদ্যাভ্যাসং কৃত্বা তদনুজ্ঞয়া স্বকুলানুরূপামভিমতকন্যাং বিবাহ্য পঞ্চবিংশতিবৎসরং গুরু-কুলবাসং কৃত্বাথ গুর্বনুজ্ঞয়া গৃহস্থোচিতকর্ম্ম কুর্বন্‌দৌর্ব্রাহ্মণ্যনিবৃত্তি-মেত্য স্ববংশবৃদ্ধিকামঃ পুত্রমেকমাসাদ্য গার্হস্থ্যোচিতপঞ্চবিংশতি-বৎসরং তীর্ত্বা ততঃ পঞ্চবিংশতিবৎসরপর্য্যন্তং ত্রিসবনমুদকস্পর্শন-পূর্বকং চতুর্থকালমেকবারমাহারমাহরন্নয়মেক এব বনস্থো ভূত্বা পুরগ্রামপ্রাক্তনসঞ্চারং বিহায় নিকিরবিরহিতত্তদাশ্রিতকর্ম্মোচিতকৃত্যং নির্বর্ত্ত্য দৃষ্টশ্রবণবিষয়বৈতৃষ্ণ্যমেত্য চত্বারিংশৎসংস্কারসম্পন্নঃ সর্বতো বিরক্তশ্চিত্ত শুদ্ধিমেত্যাশাসূয়েৰ্ষ্যাহঙ্কারং দগ্ধ্বা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ সন্ন্যস্তমর্হতীত্যুপনিষৎ।

ইতি দ্বিতীয়োপদেশঃ।

তুমি কোন্ রহস্য জানিতে চাও? ইহা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমাদিগকে সন্ন্যাসের স্বরূপ ও ক্রম দয়া করিয়া বলুন। এইরূপে নারদকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ব্রহ্মা চতুর্দ্দিকে শৌনকাদি ঋষিদিগকে অবলোকন করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র সমাধিনিষ্ঠ হইলেন এবং সাংসারিক পীড়া অর্থাৎ শোক-মোহাদি নিবারণের উপায় অন্বেষণই সন্ন্যাসের স্বরূপ, ইহা নিশ্চয় করিয়া নারদাভিমুখী হইলেন এবং নারদকে বলিলেন—হে মৎপুত্র! পূর্ব্বে বিপুলদেহধারী বিরাট্‌পুরুষ যে পুরুষসূক্ত উপনিষৎরহস্যের প্রকারের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার রহস্য আমি বিশেষ বিবেচনা সহকারে তোমাকে বলিতেছি; তুমি অবহিতচিত্তে অতি রহস্যপূর্ণ তাহার ক্রম দৃঢ় মনোযোগের

সহিত শ্রবণ কর। হে নারদ! প্রসিদ্ধ সৎকুলোৎপন্ন, পিতামাতার বাক্য প্রতিপালনে নিরত, অনুপনীত ব্রাহ্মণ বালক যথাশাস্ত্র উপনয়ন সংস্কারের অনন্তর, পিতামাতার নিকট হইতে অন্যস্থানে সৎসম্প্রদায়ভুক্ত, শাস্ত্রে দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন, সৎকুলোৎপন্ন, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রানুরক্ত, সদ্‌গুণ-সম্পন্ন, সরল প্রকৃতি সদ্‌গুরু লাভ করিয়া প্রণামপুরঃসর যথাশক্তি শুশ্রূষাপূর্ব্বক বিনীতভাবে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে; পরে দ্বাদশবর্ষ গুরুসেবা পুরঃসর সমগ্র বিদ্যা অভ্যাস করিয়া তাঁহারই অনুমতিক্রমে স্ববংশানুরূপ স্বীয় অভিমত কন্যা বিবাহ করিবে; এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরব্যাপী গুরুকুলে বাস করিয়া তাঁহারই অনুমতি অনুসারে গৃহস্থোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া নিন্দিত ব্রাহ্মণাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় বংশরক্ষার্থী হইয়া একটি পুত্র উৎপাদন করিবে এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়া পরে পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ত্রিসবন স্নান অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রৈকালিক স্নান ও চতুর্থকালে অর্থাৎ একদিবস আহার না করিয়া অপর দিবস রাত্রিতে একবার মাত্র ভোজন করিবে। এইরূপে একাকী বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় পুরে ও গ্রামে পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রমণ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তবিক্ষেপ পরিহারপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমাশ্রিত যে সকল কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় সেই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। পরে দৃষ্টবিষয়ে চেতন ও অচেতনে বিতৃষ্ণ অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান পদার্থে আকাঙ্ক্ষাবিরহিত এবং শ্রবণ বা আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদগম্য স্বর্গাদিতেও নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া পূর্ব্বোক্ত চত্বারিংশৎ সংস্কারসম্পন্ন ও সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ আশা অসূয়া ঈর্ষ্যা ও অহঙ্কার দগ্ধ করিয়া

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইবে ; অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেকজ্ঞান, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে বিরাগ, শম দম প্রভৃতি সাধনসম্পত্তি লাভ ও মুক্তির ইচ্ছা, এই চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি সন্ন্যাসগ্রহণের যোগ্য।

দ্বিতীয় উপদেশ সমাপ্ত।

তৃতীয়োপদেশঃ

অথ হৈনং নারদঃ পিতামহং পপ্রচ্ছ ভগবন্ কেন সন্ন্যাসঃ সন্ন্যাসাধিকারী বেত্যেবমাদৌ সন্ন্যাসাধিকারিণং নিরূপ্য পশ্চাৎ সন্ন্যাসবিধিরুচ্যতে অবহিতঃ শৃণু। অথ ষণ্ডঃ পতিতোঽঙ্গবিকলঃ স্ত্রৈণো বধিরোঽর্ভকো মূকঃ পাষণ্ডশ্চক্রীলিঙ্গী বৈখানসহরদ্বিজৌ ভৃতকাধ্যাপকঃ শিপিবিষ্টোঽনগ্নিকো বৈরাগ্যবন্তোঽপ্যেতে ন সন্ন্যাসার্হাঃ সন্ন্যস্তা যদ্যপি মহাবাক্যোপদেশে নাধিকারিণঃ পূর্বসন্ন্যাসী পরমহংসাধিকারী।

পরেণৈবাত্মনশ্চাপি পরস্যৈবাত্মনা তথা।
অভয়ং সমবাপ্নোতি স পরিব্রাড়িতি স্মৃতিঃ॥

দ্বিতীয়োপদেশের পরিসমাপ্তি হইলে, নারদ সেই পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কি উপায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয় এবং কে-ই বা সন্ন্যাসে অধিকারী, তাহা

আমাকে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন—আচ্ছা বেশ, আমি প্রথমতঃ সন্ন্যাসের অধিকারী নিরূপণ করিয়া পরে সন্ন্যাসবিধি বলিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। নপুংসক, পতিত, বিকলাঙ্গ, স্ত্রৈণ, বধির, শিশু, মূক, পাষণ্ড অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধাচারী, চক্রী, লিঙ্গী অর্থাৎ যাহারা দুষ্কর্ম্মের নিদর্শনস্বরূপ রাজচিহ্ন ধারণ করিয়াছে, বৈখানস বা শিবদ্বেষী বৈষ্ণব, হরদ্বিজ বা বিষ্ণুদ্বেষী শৈব অর্থাৎ যাহারা পাশুপতমতাবলম্বী, শ্বিত্ররোগবিশিষ্ট এবং নিরগ্নি অর্থাৎ যাহারা বৈদিক অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক যাজ্জীবন প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে হোমের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা বৈরাগ্যযুক্ত হইলেও সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকারী নহে। যদিও কোনরূপে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তথাপি 'তৎত্বমসি' এই মহাবাক্যের উপদেশগ্রহণে অধিকারী হইতে পারে না; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসিগণই প্রকৃত পরমহংসে অধিকারী। কারণ যিনি পর হইতে নিজের ও নিজ হইতে পরের ভয় সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি সতত নিঃসঙ্গ—কাহাকেও দোষগুণে লিপ্ত করেন না বা স্বয়ংও লিপ্ত হন না—তিনিই প্রকৃত পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী।

২। ষণ্ডোঽথ বিকলোঽপ্যন্ধো বালকশ্চাপি পাতকী।
পতিতশ্চ পরদারী বৈখানসহরদ্বিজৌ॥

৩। চক্রী লিঙ্গী চ পাষণ্ডী শিপিবিষ্টোঽপ্যনগ্নিকঃ।
দ্বিত্রিবারেণ সন্ন্যস্তো ভৃতকাধ্যাপকোঽপি চ॥

৪। এতে নার্হন্তি সন্ন্যাসমাতুরেণ বিনা ক্রমম্।
আতুরকালঃ কথমার্য্যসংমতঃ॥

প্রাণস্যোৎক্রমণাসন্নকালস্ত্বাতুরসংজ্ঞিকঃ।
নেতরস্ত্বাতুরঃ কালো মুক্তিমার্গপ্রবর্ত্তকঃ॥

৫। আতুরেঽপি চ সন্ন্যাসে তত্তন্মন্ত্রপুরঃসরম্।
মন্ত্রাবৃত্তিং চ কৃত্বৈবং সন্ন্যসেদ্বিধিবদ্বুধঃ॥

৬। আতুরেঽপি ক্রমে বাপি প্রৈষভেদো ন কুত্রচিৎ।
ন মন্ত্রং কর্ম্মরহিতং কর্ম্ম মন্ত্রমপেক্ষতে॥

৭। অকর্ম্ম মন্ত্ররহিতং নাতো মন্ত্রং পরিত্যজেৎ।
মন্ত্রং বিনা কর্ম্ম কুর্য্যাত্তস্মন্যাহুতিবদ্ভবেৎ॥

৮। বিধ্যুক্তকর্ম্মসংক্ষেপাৎ সন্ন্যাসস্ত্বাতুরঃ স্মৃতঃ।
তস্মাদাতুরসন্ন্যাসে মন্ত্রাবৃত্তির্বিধির্মুনে॥

এতদ্বিষয়ে এই সকল মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়, যথা—ক্লীব, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, বালক, পাপিষ্ঠ, পতিত, পরদারগামী, শিবদ্বেষী বৈষ্ণব ও বিষ্ণুদ্বেষী শৈব, খল, দুষ্কর্ম্ম নিমিত্ত রাজচিহ্নাঙ্কিত বেদাচার-বিবর্জ্জিত, শিপিবিষ্ট অর্থাৎ শ্বিত্ররোগবিশিষ্ট, নিরগ্নি এবং বারদ্বয় অথবা বারত্রয়ের চেষ্টায় যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যদি আতুর না হয় তবে কোনও ক্রমে সন্ন্যাসে অধিকারী হইতে পারে না। কিরূপে আতুরকাল আর্য্যসম্মত তাহা বলা যাইতেছে। প্রাণবায়ু নির্গমনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালই আতুরসংজ্ঞক কাল —অন্য কাল নহে; কারণ ঐ আতুর কালই মুক্তিপথের প্রবর্ত্তক। তাৎপর্য্য এই যে—মৃত্যুর প্রাক্‌কালীন ভাব নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী জীবনগঠন করিয়া থাকে; সুতরাং ঐ কালেই বন্ধন বা মুক্তি নির্ণীত হয়। আতুরসন্ন্যাসেও তৎতৎমন্ত্রপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হয়;

এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যথাশাস্ত্র মন্ত্রাবৃত্তি পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। আতুরসন্ন্যাসে অথবা ক্রমসন্ন্যাসে প্রৈষ মন্ত্রের কোথাও কোনও ভেদ নাই। কর্ম্মরহিত কেবলমাত্র মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে না, কারণ কর্ম্ম মন্ত্রকে অপেক্ষা করে। যদি মন্ত্ররহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তবে উহা কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হয় না—উহা অকর্ম্ম। অতএব কোন রূপেই মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে না। যদি মন্ত্রভিন্ন কেবলমাত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে উহা ভস্মে আহুতির ন্যায় নিষ্ফল হয়। বিধিপ্রতিপাদিত কর্ম্মের সংক্ষেপে অনুষ্ঠান হয় বলিয়াও ইহাকে আতুরসন্ন্যাস বলে। হে নারদ! এই অনুষ্ঠানের অল্পতা নিবন্ধনও আতুরসন্ন্যাসে মন্ত্রের আবৃত্তি অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৯। আহিতাগ্নির্বিরক্তশ্চেদ্দেশান্তরগতো যদি।
প্রাজাপত্যেষ্টিমপ্স্বেব নির্বৃত্ত্যৈবাথ সন্ন্যসেৎ ॥

১০। মনসা বাথ বিধ্যুক্তমন্ত্রাবৃত্ত্যাথবা জলে।
শ্রুত্যনুষ্ঠানমার্গেণ কর্ম্মানুষ্ঠানমেব বা ॥

১১। সমাপ্য সন্ন্যসেদ্ বিদ্বান্ নো চেৎ পাতিত্যমাপ্নুয়াৎ।
যদা মনসি সঞ্জাতং বৈতৃষ্ণ্যং সর্ববস্তুষু ॥

১২। তদা সন্ন্যাসমিচ্ছন্তি পতিতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়ে।
বিরক্তঃ প্রব্রজেদ্ধীমান্ সরক্তস্তু গৃহে বসেৎ ॥

যদি সাগ্নিকের বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তিনি যদি তজ্জন্য দেশান্তরে গমন করেন, তবে তাঁহার অগ্নি রক্ষিত হয় না বলিয়া যে পাপের উৎপত্তি হয়, তাহার ক্ষালনের জন্য জলেই প্রাজাপত্য নামক ইষ্টি সম্পাদন করিয়া পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ

করিবেন। অথবা মনে মনে শাস্ত্র প্রতিপাদিত মন্ত্রের আবৃত্তি কিম্বা জলে শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের রীতি অনুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান সমাপন করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, অন্যথা তাঁহার পাতিত্য জন্মিবে। যদি মনে মনে সমস্ত বস্তুবিষয়ে বৈরাগ্য সমুপস্থিত হয়, তবেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছা করেন; ইহার বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ বৈরাগ্যোদয় না হইলে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনি পতিত হন।

১৩। সরাগো নরকং যাতি প্রব্রজন্ হি দ্বিজাধমঃ।
যস্যৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং করঃ॥

১৪। সন্ন্যসেদকৃতোদ্বাহো ব্রহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যবান্।
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া॥

১৫। প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম॥

১৬। তস্মাজ্‌জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সন্ন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্।

বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং যতদিন বিষয়ানুরাগ বর্ত্তমান থাকে, ততদিন গৃহস্থাশ্রমেই অবস্থান করেন। কারণ যে ব্রাহ্মণাধম বিষয়ানুরাগী হইয়াও সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে নরকগামী হয়। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়ানুরাগী সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে বিষয়াসক্তিনিবন্ধন কপটাচার হয়। তাহার সন্ন্যাসগ্রহণ জন্য ফললাভ দূরে থাকুক, প্রত্যুত গৃহস্থাশ্রমবর্জ্জন জন্য অনাশ্রমিত্ব দোষে নরকলাভ ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাদৃশ লোলুপ সন্ন্যাসবেশধারী দ্বারা কেবল মাত্র আশ্রমপীড়াই সমুপস্থিত

হয়। যাঁহার জিহ্বা, জননেন্দ্রিয়, উদর ও হস্ত সংযত অর্থাৎ যিনি লোভপরতন্ত্র নহেন, এরূপ অবিবাহিত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সংসার অসার দেখিয়া সারদর্শনের অভিলাষে যাঁহার পর-বৈরাগ্যের উদয় হয়, এরূপ অবিবাহিত ব্রাহ্মণই সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকারী ; কারণ কর্ম্ম বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদন করে কিন্তু জ্ঞান বিষয়ে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস উপস্থিত করিয়া দেয়, এইজন্য সংসারে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।

১৭। যদা তু বিদিতং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তদেকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতাং শিখাং ত্যজেৎ॥

১৮। পরমাত্মনি যো রক্তো বিরক্তোঽপরমাত্মনি।
সর্বৈষণাবিনির্মুক্তঃ স ভৈক্ষং ভোক্তুমর্হতি॥

১৯। পূজিতো বন্দিতশ্চৈব সুপ্রসন্নো যথা ভবেৎ।
তথা চেত্তাড্যমানস্তু তদা ভবতি ভৈক্ষভুক্॥

২০। অহমেবাক্ষরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমদ্বয়ম্।
ইতি ভাবো ধ্রুবোযস্য তদা ভবতি ভৈক্ষভুক্॥

যখন সনাতন পরব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তখন একমাত্র ব্রহ্মদণ্ডই অবলম্বন করেন অর্থাৎ বাহ্যদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মকেই দণ্ডস্বরূপে আশ্রয় করতঃ যজ্ঞোপবীত শিখা প্রভৃতি পরিবর্জ্জন করেন। যিনি পরমাত্মা পরব্রহ্মে অনুরক্ত তদ্ব্যতিরিক্ত পদার্থে বিরক্ত এবং পুত্রবিত্তাদির অভিলাষবিহীন তিনিই ভিক্ষালব্ধ ভোজনে বা সন্ন্যাসগ্রহণে সমর্থ। যিনি অন্য কর্ত্তৃক পূজিত ও

নমস্কৃত হইয়া যেরূপ আহ্লাদিত হন, প্রহৃত হইয়াও সেইরূপ আহ্লাদিত হইতে পারেন, তিনিই সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকারী। 'আমিই একমাত্র বাসুদেব নামক অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ' এইভাব যাঁহার স্থির হইয়াছে, তিনিই সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকারী।

২১। যস্মিন্ শান্তিঃ শমঃ শৌচং সত্যং সন্তোষ আর্জবম্।
অকিঞ্চনমদম্ভশ্চ স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥

২২। যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষু পাপকম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদা ভবতি ভৈক্ষভুক্॥

২৩। দশলক্ষণকং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।
বেদান্তান্ বিধিবচ্ছ্রুত্বা সন্ন্যসেদনৃণো দ্বিজঃ॥

২৪। ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

যে সজ্জনে শান্তি, শম, শৌচ, সত্য, সন্তোষ, সরলতা, অকিঞ্চনত্ব ও নিরভিমান বর্ত্তমান আছে, তিনিই একমাত্র সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকারী। যখন ব্যবহারে, মানসিক চিন্তায় বা বাক্যদ্বারা কোনরূপেই সর্ব্বভূতে পাপজনক অভিলাষের উদয় না হয়, তখনই সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার জন্মে। ব্রাহ্মণ সমাহিতচিত্তে বক্ষ্যমাণ দশ প্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিধিবৎ বেদান্তবাক্যের শ্রবণ করিয়া পিত্রাদি ঋণ হইতে মুক্ত হইবেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। [ধর্ম্মের স্বরূপ ও সংখ্যা নির্ণয় করিতেছেন—] (১) ইষ্টের বিনাশ ও অনিষ্টের সংঘটন জন্য চিত্তের অবিকৃত অবস্থার নাম 'ধৃতি', (২) অপরে অপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার না করার নাম 'ক্ষমা', (৩) বিকারের হেতু উপস্থিত

থাকিলেও চিত্তের অবিকারের নাম 'দম', (৪) অন্যায়রূপে পরের ধন গ্রহণের নাম স্তেয়, তভিন্নই 'অস্তেয়', (৫) মৃত্তিকা জল প্রভৃতি দ্বারা যথাশাস্ত্র দেহশোধনের নাম 'শৌচ', (৬) ঘট-পটাদি বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিবারণ 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ', (৭) হিতাহিত-বিবেকে শাস্ত্রার্থজ্ঞানের নাম 'ধী', (৮) আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের নাম 'বিদ্যা', (৯) যথাযথ কথনের নাম 'সত্য' এবং (১০) ক্রোধের কারণ উপস্থিত থাকিলেও ক্রোধের অনুৎপত্তির নাম 'অক্রোধ' ; এই দশ প্রকার ধর্ম্মের স্বরূপ।

২৫। অতীতান্ন স্মরেদ্ভোগান্ন তথানাগতানপি।
প্রাপ্তাংশ্চ নাভিনন্দেদ্ যঃ স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥
২৬। অন্তস্থানীন্দ্রিয়াণ্যন্তর্বহিষ্ঠান বিষয়ান্ বহিঃ।
শক্নোতি যঃ সদা কর্ত্তুং স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥
২৭। প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥
২৮। কৌপীনযুগলং কন্থা দণ্ড একঃ পরিগ্রহঃ।
যতঃ পরমহংসস্য নাধিকং তু বিধীয়তে॥
২৯। যদি বা কুরুতে রাগাদধিকস্য পরিগ্রহম্।
রৌরবং নরকং গত্বা তির্য্যগ্যোনিষু জায়তে॥

যিনি অতীতের ভোগরাশি বিস্মৃত হইতে পারেন অর্থাৎ অতীতের সুখ স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আক্ষেপগ্রস্ত না হন ও ভবিষ্যৎ ভোগের আশা না করেন এবং বর্ত্তমানে ভোগ্যলাভে অত্যধিক আনন্দিত না হন, তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণে অধিকারী।

যিনি অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী এবং বহিঃস্থিত ঘটপটাদি বিষয়সমূহকে বহিস্থরূপে অর্থাৎ অনাত্মীয় করিতে সমর্থ হন, তিনিই কৈবল্যাশ্রমে অধিকারী। প্রাণ বহির্গত হইলে যেরূপ দেহ সুখদুঃখাদি ভোগ করে না, সেইরূপ প্রাণযুক্ত হইয়াও যিনি সুখদুঃখ ভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই কৈবল্যাশ্রমে বাসের যোগ্য। পরমহংস সন্ন্যাসী কৌপীনযুগল (একখণ্ড বস্ত্র অন্তঃকচ্ছ ও অপর খণ্ড বহিরাবরণের জন্য), শীতনিবারক—কন্থা (কাঁথা) ও একমাত্র দণ্ড পরিগ্রহ করিতে পারিবেন, ইহার অধিক ব্যবহার তাঁহার বিধেয় নহে। যদি কেহ অনুরাগবশতঃ অধিকের পরিগ্রহ করেন, তবে তিনি রৌরবনামক নরক ভোগ করিয়া পরে পশুপক্ষিপ্রভৃতি তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

৩০। বিশীর্ণাণ্যমলান্যেব চেলানি গ্রথিতানি তু।
কৃত্বা কন্থাং বহির্বাসো ধারয়েদ্ধাতুরঞ্জিতম্॥

৩১। একবাসা অবাসা বা একদৃষ্টিরলোলুপঃ।
এক এব চরেন্নিত্যং বর্ষাস্বেকত্র সংবসেৎ॥

৩২। কুটুম্বং পুত্রদারাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্বশঃ।
যজ্ঞং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ত্যক্ত্বা গূঢ়শ্চরেদ্‌যতিঃ॥

৩৩। কামঃ ক্রোধস্তথা দর্পো লোভমোহাদয়শ্চ যে।
তাংস্তু দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাণ্‌ নির্ম্মমো ভবেৎ॥

৩৪। রাগদ্বেষবিযুক্তাত্মা সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
প্রাণিহিংসানিবৃত্তশ্চ মুনিঃ স্যাৎ সর্ব নিঃস্পৃহঃ॥

৩৫। দম্ভাহঙ্কারনির্মুক্তো হিংসাপৈশূন্যবর্জিতঃ।
আত্মজ্ঞানগুণোপেতো যতির্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥

বিশীর্ণ পবিত্র বস্ত্রখণ্ড গ্রথিত করিয়া কন্থা এবং গৈরিকাদি ধাতুরঞ্জিত বহিরাবরণ ধারণ করিবে। এইরূপে কেবলমাত্র কৌপীন-ধারণ অথবা বস্ত্রহীন নগ্ন অবস্থায় একমাত্র পরমাত্মাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ ও অন্য বিষয়ে লোভ-সংবরণ করিয়া একাকী সতত বিচরণ করিবে এবং বর্ষার চারিমাস কোনও একস্থানে অবস্থান করিবে। সন্ন্যাসী আত্মীয়বর্গ ও পত্নী-পুত্রাদি পরিজন পরিত্যাগ করিবেন এবং বিদ্যাভিমানের জনক শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, স্বর্গাদির সাধন যজ্ঞ, এমন কি যজ্ঞোপবীতপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া গূঢ়ভাবে অর্থাৎ আত্মগোপন করিয়া বিচরণ করিবেন; এবং কাম, ক্রোধ, দর্প, লোভ মোহাদি দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মম হইবেন। অনুরাগ ও বিদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত, মৃৎপিণ্ড পাষাণ ও সুবর্ণে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাণিহিংসাবিবর্জ্জিত মুনিই সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইতে পারেন। নিজের ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনের নাম দম্ভ, আমিই শ্রেষ্ঠ—এই দুরভিমানের নাম অহঙ্কার, যিনি এবম্ভূত দম্ভ ও অহঙ্কারবিবর্জ্জিত, পরপীড়া ও খলতাবিহীন এবং আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন সেইরূপ যতিই মোক্ষলাভ করিতে পারেন।

৩৬। ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ঃ।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি॥

৩৭। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়েয সম্পর্ক ঘটিলে মানব দোষদুষ্ট হইয়া

থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়ের সংযম আবশ্যক। ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ হয়। কারণ বিষয়ের উপভোগদ্বারা কখনও অভিলাষ পূর্ণ হয় না। প্রচুরতর ঘৃতের দ্বারা অগ্নি প্রশমিত হইলেও যেমন ঘৃত প্রদান করিলে পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ বিষয়োপভোগে শ্রান্ত ইন্দ্রিয়সমূহ পুনর্ব্বার বিষয় পাইলে তাহাতেও অনুরক্ত হইয়া থাকে।

৩৮। শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা চ দৃষ্ট্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

৩৯। যস্য বাঙ্মনসী শুদ্ধে সম্যগ্ গুপ্তে চ সর্বদা।
স বৈ সর্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্॥

যে ব্যক্তি সুমধুর গীতাদি শ্রবণ করিয়া, স্পর্শসুখদ দ্রব্যাদিস্পর্শ করিয়া, রসনাতৃপ্তিদায়ক বস্তু ভক্ষণ করিয়া, প্রিয়দর্শন স্ত্রীমুখ অবলোকন করিয়া, মনোজ্ঞ পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি আঘ্রাণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা না হয়; অথবা তিরস্কার শুনিয়া, কঠোর দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, ভোজনের অযোগ্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া, অদর্শনীয় দর্শন ও অনাঘ্রেয় আঘ্রাণ করিয়া গ্লানি অনুভব না করে, তাহাকেই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জানিবে। যাঁহার বাক্য ও মনঃ বিশুদ্ধ অর্থাৎ বাক্যে সত্যতা ও মনে পবিত্রতা সর্ব্বদা বিদ্যমান এবং বাক্য ও মন সর্ব্বদা সুরক্ষিত, অর্থাৎ যিনি বৃথা বাক্যব্যয় ও অনাত্মবস্তুতে মনের অভিনিবেশ না করেন, তিনিই বেদান্তশাস্ত্রানুশীলনজনিত ফল মোক্ষ পাইতে পারেন।

৪০। সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা॥

৪১। সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখং চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥

৪২। অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ॥

৪৩। ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাং চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ॥

৪৪। অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরাশিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ॥

ব্রাহ্মণ বিষের ন্যায় সম্মানকে সর্ব্বদা উদ্বেগের কারণ বলিয়া মনে করিবেন। কারণ সম্মান বড়ই লোভনীয়; উহাতে আসক্তি জন্মিলে ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনে লৌকিক সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, উহাতে আত্মসাক্ষাৎকার সুদূরপরাহত হয়; সুতরাং উহা বিষের ন্যায় পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে অপমানকে অমৃতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবে; অর্থাৎ অমৃত যেরূপ গ্রাহ্য, অপমানকেও তাদৃশ গ্রাহ্য বলিয়া মনে করিবে। কারণ যিনি অপমানিত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর সম্মান রক্ষার ভয়ে ভীত থাকিতে হয় না; তাঁহার শয়নে সুখ এবং সর্ব্বত্র বিচরণে সুখ। তিনি সম্মানলাভের লোভ অতিক্রম করিয়া নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সর্ব্বত্র সুখ। কিন্তু তাঁহার অপমানকারী বিনষ্ট হয়। অপরের গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া তাহা সহ্য করিবে, কাহাকেও অপমানিত করিবে না। এই বিনশ্বর

শরীর আশ্রয় করিয়া কাহারও [সহিত] শত্রুতা করিবে না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির উপরে প্রতিক্রুদ্ধ হইবে না, বা স্বয়ং অভিশাপগ্রস্ত হইয়া তাহাকে প্রত্যভিশাপ প্রদান করিবে না, বরং তাহাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। নেত্রদ্বয়, নাসিকারন্ধ্রদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও মুখ এই সপ্ত দ্বার দ্বারা অবধ্বস্ত বা প্রতিবদ্ধ অর্থাৎ এই সপ্তদ্বার যাহার প্রমাণ, তেমন বাক্য কখনও মিথ্যা বলিবে না। অথবা চক্ষুঃ, শ্রোত্র-প্রভৃতি পাঁচটি বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি এই দুইটি অন্তর্জ্ঞানেন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ, এই সপ্তদ্বার দ্বারা পরিগৃহীতবিষয়ক বাক্য বলিবে না, কিন্তু কেবল ব্রহ্মমাত্রবিষয়ক বাক্য বলিবে।

৪৫। ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে॥

৪৬। অস্থিস্থূণং স্নায়ুবদ্ধং মাংসশোণিতলেপিতম্।
চর্ম্মাববদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥

৪৭। জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥

৪৮। মাংসাসৃক্‌পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপি সঃ॥

যিনি অধ্যাত্মবিষয়ে একান্ত অভিলাষী, ইতস্ততঃ ভ্রমণ না করিয়া নিয়ত একস্থানে অবস্থিত, স্বতন্ত্র ও নিরাকাঙ্ক্ষ, তিনিই একমাত্র আত্মসহায়ে জগতে সুখে বিচরণ করিতে পারেন। যিনি বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে পারেন এবং অনুরাগ, দ্বেষ ও সর্ব্বপ্রাণিহিংসাবর্জ্জনে সমর্থ, তিনিই একমাত্র মোক্ষ-অধিকারী। দেহ

একটী ভূতের আবাস-গৃহ ; অস্থি ইহার স্তম্ভ, স্নায়ু ইহার বন্ধনরজ্জু, রক্তলিপ্ত মাংস ও রক্ত ইহার দেয়াল, চর্ম্ম ইহার বেষ্টন। এই দেহ সর্ব্বদা মলমূত্রযুক্ত সুতরাং দুর্গন্ধময় ; জরা, শোক ও রোগের একমাত্র আশ্রয়স্থল ; কাযেই ব্যাধিত বা অপটু, রজোদোষদুষ্ট ও বিনাশী, সুতরাং এরূপ দেহ উপেক্ষা করিবে অর্থাৎ মদীয় বুদ্ধিতে ইহার উপরে অত্যন্ত আসক্ত হইবে না। কোনও মূর্খ এই মাংস, রক্ত, পূঁয, বিষ্ঠা, মূত্র, শিরা, মজ্জা ও অস্থির সমষ্টিস্বরূপ দেহে একান্ত প্রীতিমান্ হইলে, সে নরকে উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ নরকে গমন করিবে।

৪৯। সা কালপুত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুরা।
সাসিপত্রবনশ্রেণী যা দেহেঽহমিতি স্থিতিঃ ॥

৫০। সা ত্যাজ্যা সর্বযত্নেন সর্বনাশেঽপ্যুপস্থিতে।
স্পৃষ্টব্যা সা ন ভব্যেন সশ্বমাংসেব পুক্কসী ॥

শরীরে যে অহংবুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধি, তাহারই পদবী কালপুত্র অর্থাৎ ঐ দেহাত্মবুদ্ধিই কালপুত্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ যমসদনে অবস্থান করিতে বাধ্য করে। উহাই সংসারমহাতরঙ্গে আবদ্ধ করার পাশ এবং উহাই অসিপত্রনামক নরকশ্রেণী ; অতএব সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলেও উহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কুক্কুরমাংসহস্তা চাণ্ডালী যেরূপ অস্পৃশ্যা, শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি ইহাকেও তেমনই অস্পৃশ্যা মনে করিবেন।

৫১। প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম্।
বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাপ্যেতি সনাতনম্ ॥

৫২। অনেন বিধিনা সর্বাংস্তক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃশনৈঃ।
সর্বদ্বন্দ্বৈর্বিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে॥

৫৩। এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়কঃ।
সিদ্ধিমেকস্য পশ্যন্ হি ন জহাতি ন হীয়তে॥

নিজের প্রিয় ব্যক্তিতে সুব্যবহার ও অপ্রিয়ে দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সকলের উপরে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ধ্যানযোগে সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবে। এই উপায়ে সর্ব্ববস্তুতে ক্রমশঃ অনাসক্ত এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বনির্ম্মুক্ত হইয়া অসঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিবে। সন্ন্যাসী আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সিদ্ধিলাভের জন্য সর্ব্বদা নিঃসহায়ভাবে একাকী বিচরণ করিবেন। এইরূপ এককবিচরণকারিগণের মধ্যে কোনও একজনের সিদ্ধিলাভ অবলোকন করিয়াও উহা পরিত্যাগ করিবে না। তাহা হইলে সিদ্ধিও স্বয়ং তল্লাভেচ্ছুকে পরিত্যাগ করিবে না।

৫৪। কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলান্যসহায়তা।
সমতা চৈব সর্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥

৫৫। সর্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
একারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমাবিশেৎ॥

যাঁহার পাত্র নরকপাল, বাসস্থান বৃক্ষমূল, পরিধেয় ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড; এবং যিনি নিঃসহায় ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনিই মুক্ত পুরুষ। ইহাই মুক্তের চিহ্ন। তিনি সর্ব্বপ্রাণি-হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিকারবিরহিত হইয়া দণ্ডত্রয় ও কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিবেন।

৫৬। একো ভিক্ষুর্যথোক্তঃ স্যাদ্দ্বাবেব মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়ো গ্রামঃ সমাখ্যাত ঊর্দ্ধং তু নগরায়তে॥

৫৭। নগরং ন হি কর্ত্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা।
এতত্রয়ং প্রকুর্বাণঃ স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতে যতিঃ॥

৫৮। রাজবার্ত্তাদি তেষাং স্যাদ্ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরম্।
স্নেহপৈশূন্যমাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষান্ন সংশয়ঃ॥

৫৯। একাকী নিঃস্পৃহস্তিষ্ঠেন্ন হি কেন সহালপেৎ।
দদ্যান্ নারায়ণেত্যেব প্রতিবাক্যং সদা যতিঃ॥

সন্ন্যাসী যখন একাকী বিচরণ করেন, তখন তাঁহার 'ভিক্ষু' সংজ্ঞা হয়। দুই জন মিলিত হইলে 'মিথুন,' তিন জনে গ্রাম ও তাহার অধিক মিলিত হইলে নগর সংজ্ঞা হইয়া থাকে। নগর, গ্রাম বা মিথুন ইহার কিছুই কর্ত্তব্য নহে; অর্থাৎ বহুসন্ন্যাসীর অথবা তিন জন সন্ন্যাসীর, এমন কি দুইজন সন্ন্যাসীরও একত্র অবস্থান উচিত নহে। যদি সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নগর, গ্রাম বা মিথুনের সৃষ্টি করেন, তবে তাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন। যদি তাঁহারা মিলিত হন, তবে পরস্পর নানা বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত হয়। রাজা কিরূপ চরিত্রের? তাঁহার দানশীলতা আছে কিনা? কোথা ভিক্ষা সুলভ? ইত্যাদি বহুবিষয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। আরও এক কথা, এইরূপে মিলনের ফলে স্নেহ, খলতা ও অপরের শুভে দ্বেষবুদ্ধির উদয় হয়; এইজন্য সন্ন্যাসী বিষয়নিস্পৃহ হইয়া একাকী অবস্থান করিবেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবেন না। কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে 'নারায়ণ দিবেন' এই প্রত্যুত্তর সর্ব্বদা প্রদান করিবেন।

৬০। একাকী চিন্তয়েদ্ ব্রহ্ম মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
মৃত্যুঞ্চ নাভিনন্দেত জীবিতং বা কথঞ্চন ॥

৬১। কালমেব প্রতীক্ষেত যাবদায়ুঃ সমাপ্যতে।
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্ ॥
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা ॥

৬২। অজিহ্বঃ ষণ্ডকঃ পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।
মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড়্‌ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ ॥

৬৩। ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতি।
হিতং সত্যং মিতং ব্যক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে ॥

৬৪। অদ্যজাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্।
শতবর্ষাঞ্চ যো দৃষ্ট্বা নির্ব্বিকারঃ স ষণ্ডকঃ ॥

৬৫। ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্ন পরং যাতি সর্বথা পঙ্গুরেব সঃ ॥

৬৬। তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্।
চতুর্যুগাং ভুবং মুক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে ॥

৬৭। হিতাহিতং মনোরামং বচঃ শোকাবহং তু যৎ।
শ্রুত্বাপি ন শৃণোতীব বধিরঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

৬৮। সান্নিধ্যে বিষয়াণাং যঃ সমর্থো বিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সুপ্তবদ্বর্ত্ততে নিত্যং স ভিক্ষুর্মুগ্ধ উচ্যতে ॥

মনঃ, বাক্য, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বপ্রযত্নে একাকী একমাত্র ব্রহ্মেরই চিন্তা করিবে। মৃত্যুর বা জীবনের কোনই কামনা করিবে না। যে পর্য্যন্ত না আয়ুর পরিসমাপ্তি হয়, তাবৎ কাল

প্রতীক্ষা করিবে, মরণ বা জীবনের চিন্তা করিবে না। ভৃত্য যেরূপ প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ কেবল কালের প্রতীক্ষা করিবে। অজিহ্ব, ষণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মুগ্ধ এই ছয় প্রকার সন্ন্যাসী মুক্ত হইতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই। যিনি ভোজন করিতে করিতেও এই বস্তু প্রিয় বা এই বস্তু অপ্রিয় এইরূপে তত্তৎ দ্রব্যে আসক্ত না হন এবং হিতজনক সত্য ও পরিমিত বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি অজিহ্ব নামে অভিহিত হন। সদ্যোজাতা বালিকা দেখিয়া যেরূপ নির্ব্বিকার থাকা যায়, সেইরূপ যিনি ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী ও শতবর্ষীয়া বৃদ্ধা দেখিয়াও নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন অর্থাৎ বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধা যিনি সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, তিনি 'ষণ্ডক' নামে অভিহিত হন। যিনি শুধু ভিক্ষালাভ ও মলমূত্রত্যাগের জন্য ভ্রমণ করেন এবং কোন কারণেই এক যোজন বা চারি ক্রোশের অধিক দূরে গমন করেন না, তিনিই 'পঙ্গু' নামে কীর্ত্তিত। যিনি অবস্থান বা ভ্রমণকালীন ষোড়শ হস্ত পরিমিত ভূভাগ পরিত্যাগ করিয়া দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেন, সেই পরিব্রাট্ই 'অন্ধ' নামে অভিহিত হন। যিনি হিত, অহিত, মনোরম অথবা শোকাবহ বাক্য শুনিয়াও শুনেন না, তিনি 'বধির' নামে কীর্ত্তিত হন। যিনি সমর্থ হইয়াও ভোগ্য বস্তু সম্মুখে লাভ করিয়া বিকলেন্দ্রিয় বা নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করেন, তিনি 'মুগ্ধ' আখ্যা লাভ করেন।

৬৯। নটাদিপ্রেক্ষণং দ্যূতং প্রমদাসুহৃদং তথা।
ভক্ষ্যং ভোজ্যমুদক্যাং চ ষণ্ন পশ্যেৎ কদাচন॥

৭০। রাগং দ্বেষং মদং মায়াং দ্রোহং মোহং পরাত্মসু।
ষড়েতানি যতির্নিত্যং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥

৭১। মঞ্চকং শুক্লবস্ত্রং চ স্ত্রীকথালৌল্যমেব চ।
দিবা স্বাপং চ যানং চ যতীনাং পাতকানি ষট্॥

৭২। দূরযাত্রাং প্রযত্নেন বর্জয়েদাত্মচিন্তকঃ।
সদোপনিষদং বিদ্যামভ্যসেন্মুক্তিহৈতুকীম্॥

৭৩। ন তীর্থসেবী নিত্যং স্যান্নোপবাসপরো যতিঃ।
ন চাধ্যয়নশীলঃ স্যান্ন ব্যাখ্যানপরো ভবেৎ॥

নৃত্যাদিদর্শন, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রৈণব্যক্তি, ভক্ষ্য—লড্ডুক মণ্ডকাদি, ভোজ্য—অন্ন ব্যঞ্জনাদি এবং রজস্বলা ; এই ছয়টীকে যতিগণ কখনও অবলোকন করিবেন না। পরদেহে অনুরাগ, বিদ্বেষ, গর্ব্ব, মমতা অনিষ্টচিন্তা ও বুদ্ধির মোহ এই ছয়টী যতি কখনও মনে চিন্তা করিবেন না। খট্বারোহণ, শুভ্রবস্ত্র পরিধান, স্ত্রী-প্রসঙ্গে অভিনিবেশ, দিবা নিদ্রা ও যানারোহণ এই ছয়টী যতিগণের পাতক অর্থাৎ পতনের কারণ। আত্মচিন্তক যতি কখনও সুদীর্ঘ যাত্রা করিবেন না, মুক্তিদায়িনী ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস করিবেন। সন্ন্যাসী সর্ব্বদা তীর্থপর্য্যটনে ব্যস্ত বা উপবাসে নিরত থাকিবেন না এবং সর্ব্বদা অধ্যয়ন বা শাস্ত্রব্যাখ্যাপরায়ণ হইবেন না।

৭৪। অপাপমশঠং বৃত্তমজিহ্মং নিত্যমাচরেৎ।
ইন্দ্রিয়াণি সমাহৃত্য কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ॥

৭৫। ক্ষীণেন্দ্রিয়মনোবৃত্তির্নিরাশীর্নিষ্পরিগ্রহঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ॥

৭৬। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো নিরপেক্ষো নিরাশিষঃ।
বিবিক্তদেশসংসক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয় ইতি॥

কূর্ম্ম যেমন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি স্বদেহে প্রবিষ্ট করে, সেইরূপ যতি তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে সমাহৃত বা অন্তর্ম্মুখী করিয়া সর্ব্বদা যাহাতে তাঁহার চরিত্র নিষ্পাপ, অবঞ্চক ও অকুটীল থাকিতে পারে, তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন। ইন্দ্রিয় মনঃপ্রভৃতির স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী বৃত্তিগুলি যাঁহার ক্ষীণ হইয়াছে, যিনি নিরাকাঙ্ক্ষ ও সর্ববিধ পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি শীত উষ্ণপ্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু; কাহাকেও নমস্কার করেন না এবং কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, যিনি বিষয়নিস্পৃহ এবং সর্ব্বদা জনহীন স্থানে থাকিতে ভালবাসেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন, ইহাতে কোনই সংশয় নাই।

অপ্রমত্তঃ কর্ম্মভক্তিজ্ঞানসম্পন্নঃ স্বতন্ত্রো বৈরাগ্যমেত্য ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো বা মুখ্যবৃত্তিকাঃ চেদ্ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্ গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেদ্ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বাথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বা স্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেত্তদ্ধেকে প্রাজাপত্যামেবেষ্টিং কুর্বন্ত্যথবা ন কুর্য্যাদগ্নির্হি প্রাণঃ প্রাণমেবৈতয়া করোতি তস্মাত্রৈধাতবীয়ামেব কুর্য্যাদেতয়ৈব ত্রয়ো ধাতবো যদুত সত্ত্বং রজস্তম ইতি।

শান্ত নিষ্কাম কর্ম্মভক্তিজ্ঞানসম্পন্ন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বৈরাগ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মচারী গৃহী ও বানপ্রস্থরূপে অবস্থান করিবেন; অথবা যদি মুখ্যবৃত্তি বা ক্রমসন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তবে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবেন, গৃহাশ্রম হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। যদি ইহার অন্যথা হয় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াই বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে সেই আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন, অথবা গার্হস্থ্যাশ্রম বা বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ যে আশ্রমে থাকিয়াই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইবে, সেই আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তিনি ব্রহ্মচারী হন অথবা না হন, সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া থাকেন বা না করিয়া থাকেন, যদি অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন অথবা নিরগ্নি হন, তাহা হইলেও যেদিন বিরাজানামক হোমের অনুষ্ঠান, করিবেন অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বৈরাগ্যবান্ হইবেন, সেই দিনেই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন। কেহ কেহ প্রাজাপত্যনামক ইষ্টির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা না করিলে আগ্নেয়ীনামক ইষ্টির অনুষ্ঠান করিবেন, কারণ অগ্নিই প্রাণ, আর এই ইষ্টিদ্বারা প্রাণেরই পুষ্টিসাধন হয়, সুতরাং ত্রিধাতুসম্বন্ধিনী এই ইষ্টি সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। ইহা দ্বারা ধাতু-ত্রয়ের পরিপোষ হয়, সেই ধাতুত্রয় এই, যথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

অয়ং তে যোনির্ঋত্বিজো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আরোহাথানো বর্দ্ধয়া রয়িমিত্যনেন মন্ত্রেণাগ্নিমাজিঘ্রেদেষ বা অগ্নের্য্যোনির্যঃ প্রাণঃ প্রাণং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহেত্যেব-মেবৈতদাহাহবনীয়াদগ্নিমাহৃত্য পূর্ব্ববদগ্নিমাজিঘ্রেদ্‌যদগ্নিং ন বিন্দেদপ্সু জুহুয়াদাপো বৈ সর্বা দেবতাঃ সর্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমি স্বাহেতি হুত্বোদ্ধৃত্য তদুদকং প্রাশ্নীয়াৎ সাজ্যং হবিরনাময়ং মোক্ষদমিতি শিখাং যজ্ঞোপবীতং পিতরং পুত্রং কলত্রং কর্ম্ম চাধ্যয়নং মন্ত্রান্তরং বিসৃজ্যৈব পরিব্রজত্যাত্মবিন্মোক্ষমন্ত্রৈস্ত্রৈধাতবীয়ৈর্বিধেস্তদ্ব্রহ্ম

তদুপাসিতব্যমেবৈতদিতি। পিতামহং পুনঃ পপ্রচ্ছ নারদঃ কথমযজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণ ইতি ॥ তমাহ পিতামহঃ ॥

"অয়ং তে যোনির্ঋত্বিজো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আরোহাথানো বর্দ্ধয়া রয়িম্।" এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নির আঘ্রাণ করিবে। প্রাণই অগ্নির উৎপত্তিস্থান, সুতরাং "প্রাণং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা" এইরূপে প্রাণেই অগ্নিস্থাপনের কথা বলা আছে। অথবা আহবনীয় অগ্নি হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় "অয়ং তে যোনিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নির আঘ্রাণ করিবে। যদি অগ্নিলাভ না হয়, তবে জলেই হোম করিবে, কারণ জলই সর্ব্বদেবতাস্বরূপ; "সর্ব্বাভ্যঃ দেবতাভ্যঃ জুহোমি স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা জলে হোম করিয়া সেই হোমীয় ঘৃতের সহিত জল পান করিবে; কেন না, ঘৃত সর্ব্বরোগাপহ ও মুক্তিদায়ক। এইরূপে হোম করিয়া শিখা, যজ্ঞোপবীত, পিতা, পুত্র, পত্নী, কাম্য ও নিষিদ্ধাদি কর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন এমন কি, উপাসনার সাধক অন্যান্য মন্ত্রসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই আত্মবিৎ বা ব্রহ্মজ্ঞ। তিনিই সন্ন্যাসবিধি হইতে সংগৃহীত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ধাতুত্রয়ের বিশোধক মোক্ষমন্ত্রদ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং সেই ব্রহ্মই জীবের অভিন্নরূপে উপাসনীয়।

৭৭। সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ ॥

৭৮। সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্।
তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥

৭৯। যেন সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।
তৎ সূত্রং ধারয়েদ্ যোগী যোগবিত্তত্ত্বদর্শনঃ॥

৮০। বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবমিদং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ।
ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ॥

নারদ পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে যজ্ঞোপবীত ত্যাগের কথা বলিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীতহীন কিরূপে হইবেন? ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শিখার সহিত মুণ্ডন করিয়া বাহ্য যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবেন বটে, কিন্তু নিত্য নির্ব্বিকার পরব্রহ্মস্বরূপ সূত্র ধারণ করিবেন। মোক্ষের সূচনা করিয়া দেয় বলিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে সূত্র বলেন, বস্তুতঃ পরব্রহ্মই সেই সূত্র; যে ব্রাহ্মণ সেই সূত্র বিদিত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বেদপারগ। যেরূপ মণিসকল (মণির মালা) সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ যে পরমার্থ সদ্রূপ ব্রহ্মদ্বারা এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, তত্ত্বদর্শী যোগতত্ত্বজ্ঞ যোগী সেই সূত্র ধারণ করিবেন এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ উত্তম যোগ অবলম্বন করিয়া বহিঃসূত্র—যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপে যিনি ব্রহ্ম-ভাব-সূত্র ধারণ করেন, তিনি চৈতন্যময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। সেই সূত্র ধারণের ফলে তিনি উচ্ছিষ্টের ন্যায় অগ্রাহ্য ও অপবিত্র হন না।

৮১। সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্।
তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ॥

৮২। জ্ঞানশিখিনো জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনঃ।
জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিত্রং জ্ঞানমুচ্যতে॥

৮৩। অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।
স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বান্নেতরে কেশধারিণঃ॥

৮৪। কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তেভির্দ্ধার্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধি বৈ স্মৃতম্॥

৮৫। শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুরিতি॥

যাঁহারা জ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্র যাঁহাদের হৃদয়স্থ, তাঁহারাই জগতে প্রকৃত সূত্রতত্ত্বজ্ঞ এবং তাঁহারাই প্রকৃত যজ্ঞোপবীতধারী। যাঁহারা জ্ঞানস্বরূপ শিখা ধারণ করিয়াছেন, জ্ঞানে একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন এবং জ্ঞান-যজ্ঞোপবীতধারী, তাঁহারা জ্ঞানকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন। যাঁহার জ্ঞানময়ী শিখা আছে, তাঁহার শিখা অগ্নির শিখার ন্যায়, বস্তুতঃ কেশরূপ নহে। সেই জ্ঞানশিখাধারী বিদ্বানই প্রকৃত শিখাধারী বলিয়া কথিত হন; অপর সকলে কেবলমাত্র কেশধারী। যে সকল ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বৈদিক কর্ম্মে অধিকার আছে অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মত্যাগে অধিকারী হইতে পারেন নাই, তাঁহাদেরই এই উপবীত-ধারণ আবশ্যক; কারণ যজ্ঞোপবীত ক্রিয়ার অঙ্গ, অর্থাৎ সর্ব্বদা উপবীতী হইয়া ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়, কখন কখন প্রাচীনাবীতী হওয়ারও বিধান আছে; কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার বিধান কোথাও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং কর্ম্মার্থী ব্যক্তির সর্ব্বদা

উপবীতধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু যিনি কর্ম্মের অতীত, যাঁহার জ্ঞানময়ী শিখা ও জ্ঞানময় উপবীত আছে, তাঁহাতেই সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য অধিষ্ঠিত, ইহা ব্রহ্মবিদ্‌গণ অবগত আছেন।

৮৬। তদেতদ্বিজ্ঞায় ব্রাহ্মণঃ পরিব্রজ্য পরিব্রাড়েকশাটী মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শরীরক্লেশাসহিষ্ণুশ্চেদথবা যথাবিধিশ্চেজ্জাতরূপধরো ভূত্বা স্বপুত্রমিত্রকলত্রাপ্তবন্ধ্বাদীনি স্বাধ্যায়ং সর্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডং চ সর্বং কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনং চ ত্যক্ত্বা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুর্ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন নিদ্রা ন মানাবমানে চ ষড়ূর্মিবর্জিতো নিন্দাহঙ্কারমৎসরগর্বদম্ভের্ষ্যাসূয়েচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখকামক্রোধলোভমোহাদীন্‌বিসৃজ্য স্ববপুঃ শবাকারমিব স্মৃত্বা স্বব্যতিরিক্তং সর্বমন্তর্বহিরমন্যমানঃ কস্যাপি বন্দনমকৃত্বা ন নমস্কারো ন স্বাহাকারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তুতির্য্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ।

এই সকল অবগত হইয়া ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন এবং শারীরিক ক্লেশ সহনে অসমর্থ হইলেও সেই সন্ন্যাসী একবস্ত্র, মুণ্ডিতমুণ্ড ও পরিগ্রহপরিত্যাগী হইবেন। অথবা সন্ন্যাসবিধি অনুসারে গূঢ়রূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ আত্মগোপন করিয়া স্বীয় পুত্র মিত্র ভার্য্যা আত্মীয় বন্ধুবর্গ, বেদাধ্যয়ন ও কাম্য-নিষিদ্ধাদি কর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক সেই সন্ন্যাসী কৌপীন, দণ্ড, গাত্রাবরণ, এমন কি, সমগ্র জগৎ উপেক্ষা করিয়া শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইবেন। তাঁহার শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ, নিদ্রা, মান ও অপমান কিছুই থাকিবে না। তিনি প্রাণের ক্ষুধা ও পিপাসা, মনের শোক ও মোহ এবং দেহের জরা ও মৃত্যু—এই ষট্‌ ঊর্ম্মিবর্জ্জিত হইবেন। নিন্দা, অহঙ্কার, পরশুভে বিদ্বেষ, গর্ব্ব, দম্ভ ঈর্ষ্যা, অসূয়া,

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় শরীর শবের মত মনে করিয়া নিজে ভিন্ন বাহিরে বা অভ্যন্তরে অন্য কোন পদার্থই নাই অর্থাৎ সর্ব্বত্র একমাত্র আত্মস্বরূপই দেদীপ্যমান, এইরূপ মনে করিয়া কাহারও পূজা, কোনরূপ হোম বা কাহারও শ্রাদ্ধ না করিয়া নিন্দা ও স্তুতির অতীত হইয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবেন।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ সুবর্ণাদীন্ ন পরিগ্রহেন্ নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রং নামন্ত্রং ন ধ্যানং নোপাসনং ন লক্ষ্যং নালক্ষ্যং ন পৃথক্ নাপৃথক্ ন ত্বন্যত্র সর্বত্রানিকেতঃ স্থিরমতিঃ শূন্যাগারবৃক্ষমূলদেবগৃহতৃণকূটকুলালশালাগ্নিহোত্রশালাগ্নিদিগন্তরনদীতটপুলিনভূগৃহকন্দরনির্ঝরস্থণ্ডিলেষু বনে বা শ্বেতকেতুঋভুনিদাঘঋষভদুর্বাসঃসংবর্ত্তকদত্তাত্রেয়রৈবতকবদব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তাচারো বালোন্মত্তপিশাচবদনুন্মত্তোন্মত্তবদাচরংস্ত্রিদণ্ডং শিক্যং পাত্রং কমণ্ডলুং কটিসূত্রং কৌপীনং চ তৎসর্বং ভূঃস্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্য কটিসূত্রং কৌপীনং চ দণ্ডং বস্ত্রং কমণ্ডলুং সর্বমপ্সু বিসৃজ্যাথ জাতরূপধরশ্চরেদাত্মানমন্বিচ্ছেৎ।

অযাচিতভাবে যাহা লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। সুবর্ণাদি পরিগ্রহ করিবেন না। আবাহন-প্রার্থনা করিবেন না বা বিসর্জ্জনেও বিরক্ত হইবেন না। কোনরূপ মন্ত্রজপ করিবেন না অথবা নিয়ত মন্ত্রহীন থাকিবেন না। ধ্যান, উপাসনা, লক্ষ্য বা অলক্ষ্য কিছুই করিবেন না, পৃথক্‌ভাবে অথবা অত্যন্ত অপৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিবেন না। কেবল অন্যত্র নহে, সর্ব্বত্রই আবাসবিহীন ও স্থিরবুদ্ধি থাকিবেন। শূন্যগৃহ, বৃক্ষমূল, দেবগৃহ, তৃণপুঞ্জ, কুম্ভকারশালা, অগ্নিহোত্র

যজ্ঞশালা, অগ্নি কোণ, নদীতট, নদীসৈকত, ভূগৃহ, পর্ব্বত, গহ্বর, নির্জ্জর, স্থণ্ডিল অথবা বনভূমিতে শ্বেতকেতু ঋভু, নিদাঘ, ঋষভ, দুর্ব্বাসাঃ, সম্বর্ত্তক, দত্তাত্রেয় এবং রৈবতকের ন্যায় বাহিরে আত্মস্বরূপ ও আচার প্রকাশ না করিয়া বালক উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় অথবা কখনও প্রকৃতিস্থ কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিয়া ত্রিদণ্ড, শিকা, ভোজনপাত্র, কমণ্ডলু, কটিসূত্র ও কৌপীন এই সকল 'ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে জলে পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ কটিসূত্র, কৌপীন, দণ্ড, বস্ত্র, কমণ্ডলু এই সকল জলে বিসর্জ্জন করিয়া তৎপরে আত্মস্বরূপ গোপনে বিচরণ করিবেন এবং আত্মসাক্ষাৎকারে অভিলাষী হইবেন।

যথা জাতরূপধরো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহস্তত্ত্ব ব্রহ্মমার্গে সম্যক্‌সম্পন্ন শুদ্ধমানসঃ প্রাণসংধারণার্থং যথোক্তকালে করপাত্রেণান্যেন বা যাচিতাহারমাহরন্ লাভালাভৌ সমৌ ভূত্বা নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যানপরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠঃ শুভাশুভকর্ম্মনির্মূলনপরঃ সন্ন্যস্য পূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্‌ ব্রহ্মাহমস্মীতি ব্রহ্ম প্রণবমনুস্মরন্ ভ্রমরকীটন্যায়েন শরীরত্রয়মুৎসৃজ্য সন্ন্যাসেনৈব দেহত্যাগং করোতি স কৃতকৃত্যো ভবতীত্যুপনিষৎ ॥

যাহাতে নিজের স্বরূপ প্রকাশ না হয়, সেইরূপে শীতোষ্ণাদি ক্লেশসহিষ্ণু ও পরিগ্রহপরিত্যাগী হইয়া রজঃ ও তমঃ ভাগের অভিভবপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মনে ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করিবেন এবং প্রাণধারণের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিতকালে হস্তরূপ পাত্রে অথবা যে কোন পাত্রে অযাচিতলব্ধ আহারগ্রহণ এবং লাভ ও অলাভ সমান মনে করিয়া মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বগুণ-চিন্তাপরায়ণ ও জীবস্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে শুভ ও অশুভ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক

সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবেন। অর্থাৎ 'তদ্ ব্রহ্মাহমস্মি' আমিই সেই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম প্রণব ধ্যান করিতে করিতে গুটীপোকার ন্যায় কোষত্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বনে দেহত্যাগ করিবেন, তবেই তিনি কৃতকৃত্য বা মুক্ত হইতে পারিবেন। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যারহস্য।

তৃতীয়োপদেশ সমাপ্ত।

চতুর্থোপদেশঃ

১। ওঁ ত্যক্ত্বা লোকাংশ্চ বেদাংশ্চ বিষয়ানিন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মন্যেব স্থিতো যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্॥

২। নামগোত্রাদিবরণং দেশং কালং শ্রুতং কুলম্।
বয়ো বৃত্তং ব্রতং শীলং খ্যাপয়েন্নৈব সদ্‌যতিঃ॥

৩। ন সম্ভাষেৎ স্ত্রিয়ং কাঞ্চিৎ পূর্বদৃষ্টাং চ ন স্মরেৎ।
কথাং চ বর্জয়েত্তাসাং ন পশ্যেল্লিখিতামপি।

৪। এতচ্চতুষ্টয়ং মোহাৎ স্ত্রীণামাচরতো যতেঃ।
চিত্তং বিক্রীয়তেঽবশ্যং তদ্বিকারাৎ প্রণশ্যতি॥

লোক, বেদ, ঘট-পটাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাসী আত্মাতে নিরত অর্থাৎ আত্মতত্ত্বানুশীলনে নিযুক্ত, তিনিই পরমা গতি অর্থাৎ মোক্ষলাভে সমর্থ। প্রকৃত সন্ন্যাসী কখনও নিজের

নাম, গোত্র, বর্ণ, দেশ, কাল, শাস্ত্রজ্ঞান, বংশ, বয়স, চরিত্র, ক্রিয়া ও স্বভাবের কীর্ত্তন করিবেন না। কোন স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করিবেন না। পূর্ব্বদৃষ্ট কোন স্ত্রীর স্মরণ করিবেন না। তাহাদের কথা পরিবর্জ্জন করিবেন এবং তাহাদের পত্রাদিও অবলোকন করিবেন না। যে সন্ন্যাসী মোহবশতঃ স্ত্রীসম্বন্ধীয় এই চতুষ্টয় অর্থাৎ তাহাদের সম্ভাষণ, স্মরণ, কথন ও লিপিদর্শনের আচরণ করেন, তাঁহার চিত্তের অবশ্যই বিকার উপস্থিত হয়, তাহার ফলে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হন।

৫। তৃষ্ণা ক্রোধোঽনৃতং মায়া লোভমোহৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
শিল্পং ব্যাখ্যানযোগশ্চ কামো রাগপরিগ্রহঃ॥

৬। অহঙ্কারো মমত্বং চ চিকিৎসা ধর্ম্মসাহসম্।
প্রায়শ্চিত্তং প্রবাসশ্চ মন্ত্রৌষধগরাশিষঃ॥

৭। প্রতিষিদ্ধানি চৈতানি সেবমানো ব্রজেদধঃ।
আগচ্ছ গচ্ছ তিষ্ঠেতি স্বাগতং সুহৃদোঽপি বা॥

৮। সম্মাননং চ ন ব্রূয়ান্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
প্রতিগ্রহং ন গৃহ্ণীয়ান্নৈব চান্যং প্রদাপয়েৎ॥

৯। প্রেরয়েদ্বা তথা ভিক্ষুঃ স্বপ্নেঽপি ন কদাচন।
জায়াভ্রাতৃসুতাদীনাং বন্ধূনাঞ্চ শুভাশুভম্॥

১০। শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা ন কম্পেত শোকহর্ষৌ ত্যজেদ্ যতিঃ।
অহিংসাসত্যমস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ॥

১১। অনৌদ্ধত্যমদীনত্বং প্রসাদঃ স্থৈর্য্যমার্জবম্।
অস্নেহো গুরুশুশ্রূষা শ্রদ্ধা ক্ষান্তির্দমঃ শমঃ॥

১২। উপেক্ষা ধৈর্য্যমাধুর্য্যে তিতিক্ষা করুণা তথা।
হ্রীস্তথা জ্ঞানবিজ্ঞানে যোগো লঘ্বশনং ধৃতিঃ ॥

১৩। এষঃ স্বধর্ম্মো বিখ্যাতো যতীনাং নিয়তাত্মনাম্।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থং সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

বিষয়াকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, মিথ্যাভাষণ, মায়া, লোভ, মোহ, প্রিয়, অপ্রিয়, কারুকার্য্য, ব্যাখ্যানের প্রয়োগ (বক্তৃতা), অভিলাষ, অনুরাগ, প্রতিগ্রহ, অহঙ্কার, মমতা, চিকিৎসা, ধর্ম্ম বিষয়েও সাহসিক কার্য্য অর্থাৎ সজ্জনের নিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাস, মন্ত্র-ঔষধ-বিষ ও আশীর্ব্বাদ প্রদানপ্রভৃতি সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। কোন সন্ন্যাসী ইহার অনুষ্ঠান করিলে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত হন। মননশীল মোক্ষার্থী সন্ন্যাসী আত্মীয়দিগকেও এস, যাও বা থাক,—এইরূপে আবাহন অথবা সম্মাননা প্রদর্শন করিবেন না। স্বয়ং প্রতিগ্রহ করিবেন না, বা অপর ব্যক্তিকেও প্রতিগ্রহ দেওয়াইবেন না ; এবং ভিক্ষু কখনও স্বপ্নেও অপরকে প্রতিগ্রহের জন্য প্রেরণ করিবেন না। পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়গণের শুভ বা অশুভ শুনিয়া অথবা দেখিয়া কম্পিত হইবেন না, কারণ যতির শোক ও হর্ষ ত্যাগ করিতে হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ বা বিষয়ের অগ্রহণ, অনৌদ্ধত্য, অদীনতা, প্রসন্নতা, স্থিরতা, সরলতা, স্নেহহীনতা, গুরুশুশ্রূষা, শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস, ক্ষমা, দম—বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, শম—অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, উপেক্ষা, ধীরতা, মধুরতা, তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, দয়া, লজ্জা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও তাহার অনুরূপ বিজ্ঞান, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ

যোগ, লঘুভোজন এবং বিপদে চিত্তের অনবসাদরূপ ধৃতি এইগুলি সংযতমনাঃ যোগীর স্বধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যাত।

১৪। তুরীয়ঃ পরমো হংসঃ সাক্ষান্নারায়ণো যতিঃ।
একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্॥

১৫। বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ।
দ্বিরাত্রং ন বসেদ্ গ্রামে ভিক্ষুর্যদি বসেত্তদা॥

১৬। রাগাদয়ঃ প্রসজ্যেরংস্তেনাসৌ নারকী ভবেৎ।
গ্রামান্তে নির্জ্জনে দেশে নিয়তাত্মাঽনিকেতনঃ॥

শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বরহিত সদা সত্ত্বগুণাশ্রিত সর্ব্বত্র সমদর্শী পরমহংস সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ তুরীয় ব্রহ্ম নারায়ণস্বরূপ। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্যকালে যতি একরাত্রি গ্রামে ও নগরে পাঁচরাত্রি বাস করিতে পারেন; কিন্তু বর্ষার আষাঢ়াদি চারি মাস (চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কালে) কোনও একস্থানে অবস্থান করিবেন। ভিক্ষু কখনও গ্রামে দ্বিরাত্রি বাস করিবেন না; যদি করেন তবে তাঁহার তাহাতে অনুরাগ স্নেহ-প্রভৃতির উদয় হয়; তাহার ফলে তিনি নরকগামী হন। সেইজন্য গ্রামপ্রান্তে নির্জ্জন দেশে নির্দ্দিষ্ট আবাসবিহীন হইয়া নিয়ন্ত্রিত অন্তঃকরণে কীটের ন্যায় একাকী ভূমিতে বিচরণ করিবেন। তাহাতে তাঁহার আসক্তির ভীতি থাকিবে না। কিন্তু বর্ষার চারি মাস কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিবেন।

১৭। পর্য্যটেৎ কীটবদ্ভূমৌ বর্ষাস্বেকত্র সংবসেৎ।
একবাসা অবাসা বা একদৃষ্টিরলোলুপঃ॥

১৮। অদূষয়ন্ সতাং মার্গং ধ্যানযুক্তো মহীং চরেৎ।
শুচৌ দেশে সদা ভিক্ষুঃ স্বধর্মমনুপালয়ন্॥

১৯। পর্য্যটেত সদা যোগী বীক্ষয়ন্ বসুধাতলম্।
ন রাত্রৌ ন চ মধ্যাহ্নে সন্ধ্যয়োর্নৈব পর্য্যটন্॥

২০। ন শূন্যে ন চ দুর্গে বা প্রাণিবাধাকরে ন চ।
একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে পত্তনে তু দিনত্রয়ম্॥

২১। পুরে দিনদ্বয়ং ভিক্ষুর্নগরে পঞ্চরাত্রকম্।
বর্ষাস্বেকত্র তিষ্ঠেত স্থানে পুণ্যজলাবৃতে॥

২২। আত্মবৎ সর্বভূতানি পশ্যন্ ভিক্ষুশ্চরেন্মহীম্।
অন্ধবৎ কুব্জবচ্চৈব বধিরোন্মত্তমূকবৎ॥

যোগী একবস্ত্র অথবা বস্ত্রহীন অবস্থায় একমাত্র ব্রহ্মে দৃষ্টিসম্পন্ন অন্যত্র লোভহীন হইয়া সাধুদিগের পথ দূষিত না করিয়া অর্থাৎ সাধুর বেশে অসাধু কার্য্য সম্পাদনে অপরের মনে সাধু বিদ্বেষ না জন্মাইয়া ধ্যানযুক্ত হইয়া পৃথিবীতলে বিচরণ করিবেন। ভিক্ষু সর্ব্বদা স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, তিনি অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বদা বসুধাতলে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বিশুদ্ধ স্থানে পর্য্যটন করিবেন। রাত্রিতে, মধ্যাহ্নে, উভয় সন্ধ্যায়, শূন্যে, দুর্গম স্থানে বা প্রাণিপীড়াকর স্থানে বিচরণ করিবেন না। ভিক্ষু গ্রামে এক রাত্রি, পুরে দুই রাত্রি, পত্তনে তিন রাত্রি এবং নগরে পঞ্চ রাত্রি অবস্থান করিতে পারেন; কিন্তু বর্ষার চারিমাস পবিত্র জলাশয়যুক্ত কোন এক স্থানে বাস করিবেন। ভিক্ষু প্রাণিসমূহকে নিজের মত অথবা ব্রহ্মসদৃশ অবলোকন করিয়া

অন্ধের ন্যায়, কুব্জের ন্যায়, বধিরের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় অথবা মূকের ন্যায় মহীমণ্ডলে বিচরণ করিবেন। অর্থাৎ কাহারও দোষগুণে লিপ্ত হইবেন না।

২৩। স্নানং ত্রিষবণং প্রোক্তং বহূদকবনস্থয়োঃ।
হংসে তু সকৃদেব স্যাৎ পরহংসে ন বিদ্যতে॥

২৪। মৌনং যোগাসনং যোগস্তিতিক্ষৈকান্তশীলতা।
নিস্পৃহত্বং সমত্বঞ্চ সপ্তৈতান্যেকদণ্ডিনাম্॥

২৫। পরহংসাশ্রমস্থো হি স্নানাদেরবিধানতঃ।
অশেষচিত্তবৃত্তীনাং ত্যাগং কেবলমাচরেৎ॥

বহূদক ও বনস্থ নামক সন্ন্যাসিদ্বয়ের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রৈকালিক স্নান নির্দ্দিষ্ট আছে। হংস সন্ন্যাসীর একবারমাত্র স্নান বিধেয়। পরমহংসগণের স্নানের কোন নিয়ম নাই। একদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ মৌনাবলম্বন করিবেন। স্বস্তিকাদি যোগাসনপরিগ্রহ ও যোগানুশীলনতৎপর হইবেন। তাঁহারা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু নির্জ্জন বাসানুরক্ত, নিস্পৃহ ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবেন। পরমহংসাশ্রমাবলম্বি-সন্ন্যাসিগণের স্নানাদির কোন নিয়ম নাই বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল মাত্র চিত্তবৃত্তি নিরোধের অনুশীলন করিবেন।

২৬। ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমজ্জামেদোঽস্থিসংহতৌ।
বিণ্‌মূত্রপূয়ে রমতাং ক্রিমীণাং কিয়দন্তরম্॥

২৭। ক্ব শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক্ব চাঙ্গশোভা সৌভাগ্যকমনীয়াদয়ো গুণাঃ॥

২৮। মাংসাসৃক্‌পূয়বিণ্‌মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপি সঃ॥

২৯। স্ত্রীণামবাচ্যদেশস্য ক্লিন্ননাড়ীব্রণস্য চ।
অভেদেঽপি মনোভেদাজ্জনঃ প্রায়েণ বঞ্চ্যতে॥

৩০। চর্ম্মখণ্ডং দ্বিধাভিন্নমপানোদ্গারধূপিতম্।
যে রমন্তি নমস্তেভ্যঃ সাহসং কিমতঃ পরম্॥

ত্বক্, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, মজ্জা, মেদ ও অস্থির সম্মিলনে সমুৎপন্ন বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ অপবিত্র দেহে যাহাদের ঐকান্তিক প্রীতি, ক্রিমিকীটের সহিত তাহাদের পার্থক্য কি? অর্থাৎ উভয়েই সমান। নানারূপ শ্লেষ্মাদির সম্মিলনে সমুৎপন্ন শরীরই বা কোথা? আর সৌভাগ্য, কমনীয়াদি গুণ ও অঙ্গশোভাই বা কোথা? ইহাদের পরস্পর অত্যন্ত ব্যবধান। অর্থাৎ শ্লেষ্মাদি অপবিত্র দ্রব্যের মিলনে উৎপন্ন শরীরে কমনীয়াদি গুণ অসম্ভব। সুতরাং এরূপ মাংস, রক্ত, পূঁয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থিমিলিত দেহে যদি কোন মূঢ় প্রীতিমান্ হয়, তবে তাহার নরকে বাস হয়। নারীগণের যাহা অবাচ্য স্থান, যাহাতে সর্ব্বদা নাড়ীস্থ ব্রণের ক্লেদ যুক্ত হইয়া আছে, উহা ক্লেদযুক্ত নহে বলিয়া মনে যে ভেদ বা অক্লিন্নবুদ্ধি অর্থাৎ সুখসাধন বুদ্ধির উদয় হয়, তাহাতেই মানুষ প্রায়শঃ বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ দ্বিধা বিভক্ত চর্ম্মখণ্ড, যাহা সর্ব্বদা অপান বায়ুর উদ্গীরণে দুর্গন্ধযুক্ত, যে মূঢ় তাহাতেই একান্ত রত হয়, তাহাকে নমস্কার।

৩১। ন তস্য বিদ্যতে কার্য্যং ন লিঙ্গং বা বিপশ্চিতঃ।
নির্ম্মমো নির্ভয়ঃ শান্তো নির্দ্বন্দ্বো বর্ণভোজনঃ॥
৩২। মুনিঃ কৌপীনবাসাঃ স্যান্নগ্নো বা ধ্যানতৎপরঃ।
এবং জ্ঞানপরো যোগী ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
৩৩। লিঙ্গে সত্যপি খল্বস্মিন্ জ্ঞানমেব হি কারণম্।
নির্ম্মোক্ষায়েহ ভূতানাং লিঙ্গগ্রামো নিরর্থকঃ॥

ইহার পরে তাহার আর কি সাহসের বিষয় হইতে পারে? বস্তুতঃ যিনি আত্মজ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বান্ তাঁহার করণীয় কিছুই নাই বা তাঁহার আশ্রমোচিত কোন চিহ্নের প্রয়োজন নাই। কারণ তিনি মমতাবুদ্ধিবিরহিত অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বের বিজ্ঞানে দ্বৈতজ্ঞান-বিরহিত হওয়ায় ভয়শূন্য, নির্ব্বিকার, শীত-উষ্ণপ্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অতীত মননশীল, কৌপীনমাত্রপরিহিত অথবা নগ্ন কেবল ধ্যানপরায়ণ। এইরূপে যে যোগী জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

৩৪। যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্।
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ॥
৩৫। তস্মাদলিঙ্গো ধর্ম্মজ্ঞো ব্রহ্মবৃত্তমনুব্রতম্।
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বানজ্ঞাতচরিতং চরেৎ॥
৩৬। সন্দিগ্ধং সর্বভূতানাং বর্ণাশ্রমবিবর্জিতঃ।
অন্ধবজ্জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীং চরেৎ॥
৩৭। তৎ দৃষ্টা শান্তমনসং স্পৃহয়ন্তি দিবৌকসঃ।
লিঙ্গাভাবাত্তু কৈবল্যমিতি ব্রহ্মানুশাসনমিতি॥

যে কোন আশ্রমচিহ্ন থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে প্রাণিসমূহের মুক্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান ; সুতরাং চিহ্নসমূহ নিরর্থক। যিনি সজ্জন বা অসজ্জন, শাস্ত্রজ্ঞানহীন বা বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সচ্চরিত্র বা দুর্বৃত্ত, ইহার কিছুই না জানেন অর্থাৎ ইহার তারতম্যানুসারে কাহাকেও গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য মনে না করেন—তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ; সেইজন্য কেবল আশ্রমবেশে সজ্জিত না হইয়া ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন গূঢ়ভাবে ধর্ম্মাশ্রিত আত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় চরিত্র প্রচার না করিয়া বিচরণ করিবেন। যোগী সকল মানবের সন্দেহবিষয়ীভূত হইবেন, অর্থাৎ কেহই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তিনি বর্ণাশ্রমের নিয়ম অতিক্রম করিয়া অন্ধের ন্যায়, জড়ের ন্যায় ও মূকের ন্যায় বিচরণ করিবেন। অর্থাৎ অপরের ভালমন্দ বিচার করিবেন না। এইরূপ নির্ব্বিকার-অন্তঃকরণ যোগী দেখিলে দেবতাগণও তাঁহার তুল্যতার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। কারণ আশ্রমোচিত অনুরাগের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে পারিলে মোক্ষলাভ করা যায়, ইহা ব্রহ্মার অনুশাসন।

অথ নারদঃ পিতামহং সন্ন্যাসবিধিং নো ব্রূহীতি পপ্রচ্ছ। পিতামহস্তথেত্যঙ্গীকৃত্যাতুরে বা ক্রমে বাপি তুরীয়াশ্রমস্বীকারার্থং কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বকমষ্টশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দেবর্ষিদিব্যমনুষ্যভূতপিতৃমাত্রাত্মে-ত্যষ্টশ্রাদ্ধানি কুর্য্যাৎ।

পূর্ব্বোক্ত উপদেশ শুনিয়া নারদ পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদিগকে সন্ন্যাসবিধি বলুন। আচ্ছা বলিতেছি বলিয়া ব্রহ্মা অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, আতুর-সন্ন্যাস [যে কোন আশ্রম

হইতে বৈরাগ্যোদয়ে যে সন্ন্যাস হয়, তাহাকে আতুরসন্ন্যাস বলে] ও ক্রমসন্ন্যাস [ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থের অনন্তর যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় তাহাকে ক্রমসন্ন্যাস বলে] এই উভয়বিধ সন্ন্যাসেই চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের জন্য প্রাজাপত্যাদি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া অষ্টশ্রাদ্ধ করিতে হয়; তাহা এই—দেবশ্রাদ্ধ, ঋষিশ্রাদ্ধ, দিব্যশ্রাদ্ধ, মনুষ্যশ্রাদ্ধ, ভূতশ্রাদ্ধ, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ ও আত্মশ্রাদ্ধ, এই আট প্রকার শ্রাদ্ধ করিবে।

প্রথমং সত্যবসুসংজ্ঞকান্ বিশ্বান্ দেবান্ দেবশ্রাদ্ধে ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বরান্ ঋষিশ্রাদ্ধে দেবর্ষিক্ষত্রিয়র্ষিমনুষ্যর্ষীন্ দিব্যশ্রাদ্ধে বসুরুদ্রাদি-ত্যরূপান মনুষ্যশ্রাদ্ধে সনকসনন্দনসনৎকুমারসনৎসুজাতান্ ভূতশ্রাদ্ধে পৃথিব্যাদিপঞ্চমহাভূতানি চক্ষুরাদিকরণানি চতুর্বিধভূতগ্রামান্ পিতৃশ্রাদ্ধে পিতৃপিতামহপ্রপিতামহান্ মাতৃশ্রাদ্ধে মাতৃপিতামহী-প্রপিতামহীরাত্মশ্রাদ্ধে আত্মপিতৃপিতামহান্ জীবৎপিতৃকশ্চেৎ পিতরং ত্যক্তা আত্মপিতামহপ্রপিতামহানিতি সর্বত্র যুগ্মকৢপ্ত্যা ব্রাহ্মণানর্চ্চয়েৎ।

প্রথমতঃ দেবশ্রাদ্ধে বসু ও সত্য নামক বিশ্বদেব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। ঋষিশ্রাদ্ধে দেবঋষি, ক্ষত্রিয়ঋষি ও মনুষ্যঋষিগণের অর্চ্চনা করিবে। দিব্যশ্রাদ্ধে বসু, রুদ্র ও আদিত্যরূপ দেবগণের; মনুষ্যশ্রাদ্ধে সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনৎসুজাতের; ভূতশ্রাদ্ধে পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের; পিতৃশ্রাদ্ধে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের;

মাতৃশ্রাদ্ধে মাতা পিতামহী ও প্রপিতামহীর ; আত্মশ্রাদ্ধে নিজের পিতা ও পিতামহগণের ; যদি পিতা জীবিত থাকেন, তবে পিতাকে ত্যাগ করিয়া নিজের পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। সর্ব্বত্র যুগ্ম ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিতে হইবে।

একাধ্বরপক্ষেঽষ্টাধ্বরপক্ষে বা স্বশাখানুগতমন্ত্রৈরষ্টশ্রাদ্ধান্যষ্টদিনেষু বা একদিনে বা পিতৃযাগোক্তবিধানেন ব্রাহ্মণানভ্যর্চ্চ্য ভুক্ত্যন্তং যথাবিধি নির্বর্ত্ত্য পিণ্ডপ্রদানানি নির্বর্ত্ত্য দক্ষিণাতাম্বূলৈস্তোষয়িত্বা ব্রাহ্মণান্ প্রেষয়িত্বা শেষকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং সপ্তকেশান্ বিসৃজ্য শেষকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং কেশান্ সপ্তাষ্ট বা দ্বিজঃ সংক্ষিপ্য বাপয়েৎ কেশশ্মশ্রুনখানি চেতি সপ্ত কেশান্ সংরক্ষ্য কক্ষোপস্থবর্জং ক্ষৌরপূর্ব্বকং স্নাত্বা সায়ং সন্ধ্যাবন্দনং নির্বর্ত্ত্য সহস্রগায়ত্রীং জপ্ত্বা ব্রহ্মযজ্ঞং নির্বর্ত্ত্য স্বাধীনাগ্নিমুপস্থাপ্যস্বশাখোপসংহরণং কৃত্বা তদুক্তপ্রকারেণাজ্যাহুতিমাজ্যভাগান্তং হুত্বাহুতিবিধিং সমাপ্যাত্মাদিভিস্ত্রিবারং সক্তুপ্রাশনং কৃত্বাচমনপূর্ব্বকমগ্নিং সংরক্ষ্য স্বয়মগ্নেরুত্তরতঃ কৃষ্ণাজিনোপরি স্থিত্বা পুরাণশ্রবণপূর্ব্বকং জাগরণং কৃত্বা চতুর্থযামান্তে স্নাত্বা তদগ্নৌ চরুং শ্রপয়িত্বা পুরুষসূক্তেনান্নং ষোড়শাহুতীর্হুত্বা বিরজাহোমং কৃত্বা অথাচম্য সদক্ষিণং বস্ত্রং সুবর্ণপাত্রং ধেনুং দত্ত্বা সমাপ্যব্রহ্মোদ্বাসনং কৃত্বা সংমাসিঞ্চন্তু মরুতঃ সমিন্দ্রঃ সংবৃহস্পতিঃ। সংমায়মগ্নিঃ সিঞ্চত্বায়ুষা চ ধনেন চ বলেন চায়ুষ্মন্তঃ করোতু মেতি। যাতে অগ্নে যজ্ঞিয়া তনুস্তয়েহ্যারোহাত্মাত্মানম্। অচ্ছা বসূনি কৃণ্বন্নস্মে নর্য্যা পুরূণি। যজ্ঞো ভূত্বা যজ্ঞমাসীদ স্বাং যোনিজাতবেদো ভুব আজায়মানঃ স ক্ষয় এহীত্যনেনাগ্নিমাত্মন্যারোপ্য ধ্যাত্বাগ্নিং প্রদক্ষিণনমস্কারপূর্ব্বকমুদ্বাস্য

প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্য সহস্রগায়ত্রীপূর্ব্বকং স্বর্যোপাস্থানং কৃত্বা নাভিদঘ্নোদকমুপবিশ্যাষ্টদিক্‌পালকার্ঘ্যপূর্ব্বকং গায়ত্র্যুদ্বাসনং কৃত্বা সাবিত্রীং ব্যাহৃতিষু প্রবেশয়িত্বা। অহং বৃক্ষস্য রেরিব। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীবস্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং মে সবর্চ্চসং সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্।

একযজ্ঞ বা অষ্টযজ্ঞ এই উভয় পক্ষেই স্বীয় শাখানুযায়ী মন্ত্রদ্বারা দেবশ্রাদ্ধাদি আটটী শ্রাদ্ধ আট দিনে অথবা একদিনে কিংবা পিতৃযজ্ঞোক্ত নিয়মে ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত যথানিয়মে সম্পাদনপূর্ব্বক পিণ্ডপ্রদানাদি সমাপনান্তে দক্ষিণা ও তাম্বুলদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে তোষণ ও প্রেরণ করিয়া সন্ন্যাসসিদ্ধির নিমিত্ত সপ্তস্থানের অথবা অষ্টস্থানের কেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সংক্ষেপতঃ কেশ, শ্মশ্রু ও নখচ্ছেদন করিবেন। সপ্তস্থানের কেশ সংরক্ষণপূর্ব্বক কক্ষ ও উপস্থ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষৌরকর্ম্মান্তে স্নান ও সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি সম্পাদন করিয়া সহস্রসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিবেন, পরে ব্রহ্মযজ্ঞ সমাপন ও স্বাধীন অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় বেদশাখার সমাপন করিয়া সেই শাখোক্ত নিয়মে ঘৃতাহুতি ও আঘারাজ্যভাগপর্য্যন্ত হোম করিয়া পরে আহুতির বিধি সমাপনান্তে "আত্মাদিভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বারত্রয় শক্তু (ছাতু) প্রদান করিয়া আচমনপূর্ব্বক যাহাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, এইরূপে অগ্নি রক্ষা করিয়া স্বয়ং অগ্নির উত্তর দিকে কৃষ্ণাজিনের উপরে উপবেশন করিবেন এবং পুরাণ শ্রবণপূর্ব্বক জাগরণ করিয়া চতুর্দ্দশ প্রহরান্তে স্নান ও সেই পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নিতে চরু পাক করিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্রে ষোড়শবার

আহুতিপ্রদানবিরাজনামক হোমের অনুষ্ঠান ও আচমন করিবেন এবং দক্ষিণার সহিত বস্ত্র, সুবর্ণপাত্র ও ধেনু দান করিয়া সেই যজ্ঞ সমাপনান্তে [স্বহৃদয়ে] ব্রহ্মের উদ্বাসন বা বিসর্জ্জন করিবেন ; তাহার মন্ত্র এই— "সংমাসিঞ্চন্তুমরুতঃ সমিন্দ্রঃ সংবৃহস্পতিঃ। সংমায়মগ্নিঃ সিঞ্চত্বাঞ্চয়ুষা চ ধনেন চ বলেন চায়ুষ্মন্তঃ করোতু মেতি।" পরে "যাতে অগ্নে যজ্ঞিয়া তনুস্তয়েহ্যারোহাত্মাত্মানম্। অচ্ছাবসুনি কৃণ্বন্নস্মে নর্য্য পুরূণি। যজ্ঞো ভূত্বা যজ্ঞমাসীদ স্বাং যোনিজাতবেদো ভুব অজায়মানঃ স ক্ষয় এহি" এই মন্ত্রে অগ্নির আত্মাতে আরোপণ, ধ্যান, প্রদক্ষিণ ও নমস্কারপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা, সহস্র গায়ত্রী জপ ও সূর্য্যোপস্থানান্তে নাভি পর্য্যন্ত জলে উপবেশনকরতঃ অষ্টদিকপালের অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক গায়ত্রীর বিসর্জ্জন করিয়া সাবিত্রীকে ব্যাহৃতিতে প্রবিষ্ট করাইবে। এবং "অহং বৃক্ষস্য রেরিব। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। উর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং মে সবর্চ্চসং সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ।" ত্রিশঙ্কুর এই বেদানুবচন স্মরণ করিবেন।

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। সমেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেবধারণো ভূয়াসং। শরীরং মে বিচর্ষণং জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরিবিশ্রুবং। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়াপিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়। দারেষণায়াশ্চ ধনেষণায়াশ্চ লোকেষণায়াশ্চ ব্যুত্থিতোঽহং ওঁ ভূঃ সংন্যস্তং ময়া ওঁ ভুবঃ সংন্যস্তং ময়া সুবঃ সংন্যস্তং ময়া ওঁ ভূর্ভুবঃ সুবঃ সংন্যস্তং ময়েতি মন্দ্রমধ্যমতালজ-ধ্বনিভির্মনসা বাচোচ্চার্য্যাভয়ং সর্বভূতেভ্যো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে স্বাহেত্যনেন জলং প্রাশ্য প্রাচ্যাং দিশি পূর্ণাঞ্জলিং প্রক্ষিপ্যোংস্বাহেতি

শিখামুৎপাট্য যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ। যজ্ঞোপবীতং বহির্নিবসেৎ ত্বমন্তঃ প্রবিশ্য মধ্যে হ্যজস্রং পরমং পবিত্রং যশো বলং জ্ঞানবৈরাগ্যং মেধাং প্রযচ্ছেতি যজ্ঞোপবীতং ছিত্ত্বা উদকাঞ্জলিনা সহ ওঁ ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহেত্যপ্সু জুহুয়াদোং ভূঃ সন্ন্যস্তং ময়া ওঁ ভুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া ওঁ সুবঃ সন্ন্যস্তং ময়েতি ত্রিরুক্ত্বা ত্রিবারমভিমন্ত্র্য তজ্জলং প্রাশ্যাচম্য ওঁ ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু বস্ত্রং কটিসূত্রমপি বিসৃজ্য সর্ব্বকর্ম্মনির্বর্ত্তকোঽহমিতি স্মৃত্বা জাতরূপধরো ভূত্বা স্বরূপানুসন্ধানপূর্ব্বকমূর্দ্ধবাহুরুদীচীং গচ্ছেৎ পূর্ব্ববদ্বিদ্বৎবিদ্বৎসন্ন্যাসী চেদ্‌গুরোঃ সকাশাৎ প্রণবমহাবাক্যোপদেশং প্রাপ্য যথাসুখং বিরহন্মত্তঃ কিঞ্চিন্নাস্ত্যো ব্যতিরিক্ত ইতি ফলপত্রোদকাহারঃ পর্বতবনদেবতালয়েষু সঞ্চরেৎসন্ন্যস্যাথ দিগম্বরঃ সকলসঞ্চারকঃ সর্ব্বদানন্দস্বানুভবৈকপূর্ণহৃদয়ঃ কর্ম্মাতিদূরলাভং প্রাণধারণপরায়ণঃ ফলরসত্বক্‌পত্রমূলোদকৈর্মোক্ষার্থী গিরিকন্দরেষু বিসৃজেৎ দেহং স্মরংস্তারকম্।

যিনি বেদের শ্রেষ্ঠসার, যিনি বিশ্বরূপ, যিনি অমৃতস্বরূপ, বেদের উপরে অধিষ্ঠিত সেই সর্ব্বান্তর্যামী আমার ধারণাবতী বুদ্ধির পরিপালন করুন। আমি যেন অমরণশীলগণের মধ্যে দেবতার ন্যায় ধারণাশক্তিসম্পন্ন হই। আমার শরীর সর্ব্বত্র বিচরণক্ষম হউক। জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক। আমি যেন কর্ণদ্বয়ে যথেষ্টরূপে বিস্পষ্ট শুনিতে পাই। হে সর্ব্বান্তর্যামিন্। তুমিই ব্রহ্মের কোণ, তুমি আমার বেদার্থজ্ঞানকে রক্ষা কর। আমি পত্নীর আকাঙ্ক্ষা, ধনের আকাঙ্ক্ষা, লোক-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা হইতে

ব্যুত্থিত হইয়াছি অর্থাৎ সর্ব্বাকাঙ্ক্ষাবিনির্ম্মুক্ত হইয়াছি। এইরূপ চিন্তা করিয়া ওঁ ভূঃ সন্ন্যস্তং ময়া, ওঁ ভুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া, ওঁ সুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া, এই মন্ত্রত্রয় মানসিক চিন্তা ও গম্ভীর মধ্যম তালজাত ধ্বনিদ্বারা বাক্যে উচ্চারণ করিতে করিতে "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে স্বাহা" এই মন্ত্রে জলপানপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে জলপূর্ণাঞ্জলির প্রক্ষেপ করিবে। পরে 'ওঁ স্বাহা' এই মন্ত্রে শিখাচ্ছেদন এবং "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।" "যজ্ঞোপবীতং বহির্নিবেসৎ ত্বম্ অন্তঃ প্রবিশ্য মধ্যে হ্যজস্রং পরমং পবিত্রং যশোবলং জ্ঞানবৈরাগ্যং মেধ্যং প্রযচ্ছ" এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ছেদন করিয়া উদকাঞ্জলির সহিত "ওঁ ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্রে জলে প্রক্ষেপ করিবে। "ওঁ ভূঃ সন্ন্যস্তং ময়া, ওঁ ভুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া, ওঁ সুবঃ সন্ন্যস্তং ময়া" এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণপূর্ব্বক জল মন্ত্রসংস্কৃত করিয়া পান ও আচমনপূর্ব্বক 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে জলে বস্ত্র ও কটিসূত্রপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া আমি সর্ব্বকর্ম্মনিবর্ত্তক হইয়াছি—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গূঢ়রূপ ধারণ করিয়া আত্মানুসন্ধানের নিমিত্ত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উত্তর দিকে গমন করিবে।

যাঁহারা বিদ্বৎসন্ন্যাসী হন, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় গুরুর নিকটে প্রণব ও তত্ত্বমসি এই মহাবাক্যের উপদেশ লাভ করিয়া যথাসুখে পরিভ্রমণ করেন। এবং আমার নিকটে পৃথক্ কোন পদার্থই নাই—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ফল-পত্র ও উদকাহারী হইয়া পর্ব্বত-বন ও দেবালয়ে বিচরণ করেন। তাহার পরে প্রকৃত

সন্ন্যাস উপস্থিত হইলে দিগম্বর হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং সর্ব্বদা আত্মানুভবজনিত আনন্দপূর্ণহৃদয়ে কর্ম্মদ্বারা আত্মলাভ অতি দূরবর্ত্তী, সুতরাং জ্ঞানই একমাত্র শরণ—এইরূপ মনে করিয়া ফল, রস, ত্বক্, পত্র, মূল ও উদক দ্বারা প্রাণধারণে যত্নপরায়ণ হন এবং মুক্তির অভিলাষী হইয়া তারকব্রহ্ম স্মরণ করিতে করিতে গিরিগহ্বরে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

বিবিদিষাসন্ন্যাসী চেচ্ছতপথং গত্বাচার্য্যাদিভির্বিপ্রৈস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাভাগ দণ্ডং বস্ত্রং কমণ্ডলুং গৃহাণ প্রণবমহাবাক্যগ্রহণার্থং গুরুনিকটমাগচ্ছেত্যাচার্য্যৈর্দ্দণ্ডকটিসূত্রকৌপীনং শাটীমেকাং কমণ্ডলুং পাদাদিমস্তকপ্রমাণমব্রণং সমং সৌম্যমকাকপৃষ্ঠং সলক্ষণং বৈণবং দণ্ডমেকমাচমনপূর্ব্বকং সখামাগোপায়োজঃ সখায়োঽসীন্দ্রস্য বজ্রোঽসি বার্ত্রঘ্নঃ শর্ম্ম মে ভব মৎপাপং তন্নিবারয়েতি দণ্ডং পরিগ্রহেজ্জগজ্জীবনং জীবনাধারভূতং মা তে মা মন্ত্রয়স্ব সর্ব্বদা সর্ব্বসৌম্যেতি প্রণবপূর্ব্বকং কমণ্ডলুং পরিগৃহ্য কৌপীনাধারং কটিসূত্রমোমিতি গুহ্যাচ্ছাদকং কৌপীনমোমিতি শীতবাতোষ্ণত্রাণকরণং দেহৈকরক্ষণমোমিতি কটিসূত্রকৌপীনবস্ত্রমাচমনপূর্ব্বকং যোগপট্টাভিষিক্তো ভূত্বা কৃতার্থোঽহমিতি মত্বা স্বাশ্রমাচারপরো ভবেদিত্যুপনিষৎ ॥

ইতি চতুর্থোপদেশঃ।

বিবিদিষা সন্ন্যাসী হইলে শতপথব্রাহ্মণ অধ্যয়নপূর্ব্বক আচার্য্যাদি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক "হে মহাভাগ! তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, এবং দণ্ড, বস্ত্র ও কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া প্রণব ও তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য-জ্ঞানের জন্য গুরুর নিকটে আগমন কর, এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া দণ্ড,

কটিসূত্র, কৌপীন, একমাত্র কমণ্ডলু স্বীয় দেহ-পরিমিত, কীটকর্ত্তৃক অদষ্ট, সরল, মনোরম, অনুৎপাটিতত্বক্ ও শুভলক্ষণযুক্ত একটি বংশ-দণ্ড লইয়া অনন্তর আচমনপূর্ব্বক "তুমি আমার সখা আমার বল গোপন করিও না। তুমি যে ইন্দ্রের সখা বৃত্রবিনাশক বজ্র—তুমি আমার সুখের কারণ হও, আমার সমস্ত পাপতাপ নিবারণ কর।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দণ্ডাদি পরিগ্রহ করিবে। "জগজ্জীবনং জীবনাধারভূতং মাতে মা মন্ত্রয়স্ব সর্ব্বদা সর্ব্ব সৌম্য!" প্রণবপূর্ব্বক এই মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে করিতে কমণ্ডলু পরিগ্রহ করিবে। কৌপীন বন্ধের উপায়স্বরূপ কটিসূত্র, গুহ্যদেশের আচ্ছাদক কৌপীন শীত, বাত ও উষ্ণের ত্রাণকারক শরীরের একমাত্র রক্ষক বস্ত্র প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া যোগপট্টে অভিষিক্ত হইবে এবং আমি কৃতার্থ হইয়াছি—এইরূপ মনে চিন্তা করিতে করিতে সন্ন্যাসাশ্রমাচারপরায়ণ হইবে।

চতুর্থ উপদেশ সমাপ্ত।

পঞ্চমোপদেশঃ

অথ হৈনং পিতামহং নারদঃ প্রপচ্ছ ভগবন্ সর্ব্বকর্ম্মনিবর্ত্তকঃ সন্ন্যাস ইতি ত্বয়ৈবোক্তঃ পুনঃ স্বাশ্রমাচারপরো ভবেদিত্যুচ্যতে। ততঃ পিতামহ উবাচ। শরীরস্থ দেহিনো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিতুরীয়াবস্থাঃ

সন্তি তদধানাঃ কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যপ্রবর্ত্তকাঃ পুরুষা জন্তবস্তদনুকুলাচারাঃ সন্তি তথৈব চেদ্ভগবন্‌সন্ন্যাসাঃ কতিভেদাস্তদনুষ্ঠানভেদাঃ কীদৃশাস্তত্ত্বতোঽস্মাকং বক্তুমর্হসীতি।

ইহার পরে সেই উপদেষ্টা ব্রহ্মাকে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌! পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন সন্ন্যাসী সর্ব্ব-কর্ম্মের নিবর্ত্তক কিন্তু এখন আবার বলিলেন সন্ন্যাসী তাঁহার আশ্রমাচারপরায়ণ হইবেন; ইহার সামঞ্জস্য কি? কর্ম্ম ভিন্ন আশ্রমাচার প্রতিপালন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পিতামহ বলিলেন শরীরধারী জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারিটী অবস্থা আছে, এই অবস্থাচতুষ্টয়ের অধীনে জীব কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রবর্ত্তক হইয়া তদনুকূল আচরণ করিয়া থাকে। নারদ বলিলেন,—আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে অবশ্যই সন্ন্যাসের ভেদ থাকিবে, সেই সন্ন্যাস কত প্রকার এবং তাহার অনুষ্ঠানের প্রকারই বা কিরূপ? হে ভগবন্‌! তাহার তত্ত্ব আমাদিগকে দয়া করিয়া বলুন।

তথেত্যঙ্গীকৃত্য তু পিতামহেন সন্ন্যাসভেদৈরাচারভেদঃ কথমিতি চেৎ তত্ত্বতস্ত্বেক এব সন্ন্যাসঃ অজ্ঞানেনাশক্তিবশাৎকর্ম্মলোপশ্চ ত্রৈবিধ্যমেত্য বৈরাগ্যসন্ন্যাসো জ্ঞানসন্ন্যাসো জ্ঞানবৈরাগ্যসন্ন্যাসঃ কর্ম্মসন্ন্যাসশ্চেতি চাতুর্বিধ্যমুপাগতস্তদ্‌যথেতি দুষ্টমদনাভাবাচ্চেতি বিষয়বৈতৃষ্ণ্যমেত্য প্রাক্‌পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সন্ন্যস্তঃ স বৈরাগ্যসন্ন্যাসী। শাস্ত্রজ্ঞানাৎ পাপপুণ্যলোকানুভবশ্রবণাৎপ্রপঞ্চোপরতঃ ক্রোধের্ষ্যাসূয়াহঙ্কারাভিমানাত্মকসর্ব্বসংসারং নির্বৃত্য দারৈষণাধনৈষণালোকৈষণাত্মকদেহবাসনাং শাস্ত্রবাসনাং লোকবাসনাং ত্যক্ত্বা বমনান্নমিব

প্রকৃতীয়ং সর্ব্বমিদং হেয়ং মত্বা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো যঃ সন্ন্যস্যতি স এব জ্ঞানসন্ন্যাসী।

আচ্ছা বেশ, তাহাই হউক বলিয়া পিতামহ অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন—সন্ন্যাসভেদদ্বারা কিরূপে আচারভেদ হয়, ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস এক প্রকারই; কিন্তু স্বরূপের অজ্ঞান, শক্তির অভাব ও কর্ম্মের লোপ এই ত্রিবিধ কারণে সন্ন্যাস চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—বৈরাগ্যসন্ন্যাস, জ্ঞানসন্ন্যাস, জ্ঞানবৈরাগ্যসন্ন্যাস ও কর্ম্মসন্ন্যাস। কিরূপে এই ভেদ সম্ভব হয়, তাহা বলিতেছি। দুষ্ট কামবিকারের তিরোধান হইলে মনে মনে বিষয়ে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহার ফলে জন্মান্তরীয় পুণ্যকর্ম্মের বলে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাকে বৈরাগ্যসন্ন্যাসী বলে। শাস্ত্রানুশীলনজনিত জ্ঞান হইতে পাপ, পুণ্য ও স্বর্গাদি লোকের অনুভব হয় এবং শাস্ত্রে ইহাদের শ্রবণহেতু পার্থিব বিষয়ে ক্রমশঃ নিস্পৃহা উপস্থিত হয়; তাহার ফলে ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অহঙ্কার ও অভিমানের হেতুভূত সংসারের নিবৃত্তি হইয়া যায়; তখন পত্নীর অভিলাষ, ধনাকাঙ্ক্ষা, লোকে প্রতিষ্ঠার অভিলাষ, এমন কি দেহ-বাসনাপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া থাকে; এই শুভ মুহূর্ত্তে যিনি শাস্ত্রজ্ঞানাভিলাষী হইয়া লোকে যশের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই প্রকৃতি ও পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ বমনান্নের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিয়া নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্যবোধ, ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে নিস্পৃহা, শম-দমাদি সম্পৎলাভ ও মুক্তির অভিলাষ এই চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পন্ন হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানসন্ন্যাসী।

ক্রমেণ সর্ব্বমভ্যস্য সর্ব্বমনুভূয় জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাং স্বরূপানুসন্ধানেন দেহমাত্রাবশিষ্টঃ সন্ন্যস্য জাতরূপধরো ভবতি স জ্ঞানবৈরাগ্যসন্ন্যাসী। ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভূত্বা বানপ্রস্থাশ্রমমেত্য বৈরাগ্যভাবেঽপ্যাশ্রমক্রমানুসারেণ যঃ সন্ন্যস্যতি স কর্ম্মসন্ন্যাসী। ব্রহ্মচর্য্যেণ সন্ন্যস্য সন্ন্যাসাজ্জাতরূপধরো বৈরাগ্যসন্ন্যাসী।

যিনি ক্রমশঃ সর্ব্ববিধ অভ্যাসপূর্ব্বক সম্যক্ আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্যবলে আত্মানুসন্ধান করিতে করিতে ভোগের অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দেহমাত্রে জীবিত থাকিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে গূঢ়রূপে বিচরণ করেন, তিনিই জ্ঞানবৈরাগ্য-সন্ন্যাসী। ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে বৈরাগ্যভিন্নও আশ্রমের নিয়ম অনুসারে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি কর্ম্মসন্ন্যাসী। বৈরাগ্য-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচর্য্যের পরই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন এবং তাহা হইতেই জাতরূপধর হইবেন।

বিদ্বৎসন্ন্যাসী জ্ঞানসন্ন্যাসী বিবিদিষাসন্ন্যাসী কর্ম্মসন্ন্যাসী। কর্ম্মসন্ন্যাসোঽপি দ্বিবিধঃ নিমিত্তসন্ন্যাসোঽনিমিত্তসন্ন্যাসশ্চেতি। নিমিত্তস্ত্বাতুরঃ। অনিমিত্তঃ ক্রমসন্ন্যাসঃ। আতুরঃ সর্ব্বকর্ম্মলোপঃ প্রাণস্যোৎক্রমণকালসন্ন্যাসঃ স নিমিত্তসন্ন্যাসঃ। দৃঢ়াঙ্গো ভূত্বা সর্ব্বং কৃতকং নশ্বরমিতি দেহাদিকং সর্ব্বং হেয়ং প্রাপ্য। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। ব্রহ্মব্যতিরিক্তং সর্বং নশ্বরমিতি নিশ্চিত্যাথো ক্রমেণ যঃ সন্ন্যস্যতি স সন্ন্যাসোঽনিমিত্তসন্ন্যাসঃ।

বিদ্বৎসন্ন্যাসী, জ্ঞানসন্ন্যাসী, বিবিদিষাসন্ন্যাসী ও কর্ম্মসন্ন্যাসী—এই চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসী। তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস আবার দুই প্রকার; নিমিত্তসন্ন্যাস

ও অনিমিত্তসন্ন্যাস। আতুর-সন্ন্যাসেরই অপর নাম নিমিত্ত-সন্ন্যাস, ক্রমসন্ন্যাসই অনিমিত্তসন্ন্যাস আতুরে সর্ব্বকর্ম্মের লোপ হয়, প্রাণের উৎক্রমণকালে যে সন্ন্যাস হয়, তাহার নাম নিমিত্তসন্ন্যাস। তখন যোগের অঙ্গগুলি দৃঢ়ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং কার্য্যমাত্রই বিনাশী এইরূপে দেহে হেয় বুদ্ধির উদয় হয় এবং আত্মাই সর্ব্বদেহে অবস্থিত ও অবিনাশী এই জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকে। তাই বলিতেছেন, আত্মা সর্ব্বব্যাপী, তিনিই স্বর্গে সূর্য্যরূপে অবস্থিত। সর্ব্বলোকের স্থিতিসাধক বলিয়া 'বসু'; অন্তরীক্ষে বায়ুরূপে বিচরণ করেন বলিয়া 'অন্তরীক্ষসৎ'; অগ্নিস্বরূপ বলিয়া 'হোতা'; পৃথিবীরূপ বেদীতে বাস করেন বলিয়া 'বেদিষৎ'; ইনি অতিথি অর্থাৎ সোমরসরূপে দুরোণে (কলসে) বাস করেন বলিয়া 'অতিথি' ও 'দুরোণসৎ', নৃ অর্থাৎ মনুষ্যে বাস করেন বলিয়া 'নৃষৎ'; ব্রহ্মাদি বর বা শ্রেষ্ঠ দেবে বাস করেন বলিয়া 'বরসৎ'; ঋতে—যজ্ঞে সত্যস্বরূপ বেদে অবস্থান করায় 'ঋতসৎ'; ব্যোম বা আকাশে অবস্থান করায় 'ব্যোমসৎ'; শঙ্খ মৎস্যাদিরূপে জলে বিরাজ করেন বলিয়া 'অব্জা'; গোরূপা পৃথিবীতে ব্রীহি ও যবাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া গোজা; ঋত অর্থাৎ সত্যফলক যজ্ঞাদিরূপে আবির্ভূত হন বলিয়া 'ঋতজা'; অদ্রি পর্ব্বত, নদী প্রভৃতিরূপে প্রকাশিত হন বলিয়া 'অদ্রিজা' শব্দে অভিহিত হন। তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও স্বয়ং সত্যস্বরূপ ও মহৎ। এইরূপে ব্রহ্মব্যতীত সকল পদার্থই বিনাশী ইহা নিশ্চয় হইলে ক্রমশঃ যিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তাঁহার সেই সন্ন্যাসের নাম অনিমিত্তসন্ন্যাস।

সন্ন্যাসঃ ষড় বিধো ভবতি। কুটীচকো বহূদকো হংসঃ পরমহংসঃ তুরীয়াতীতোঽবধূতশ্চেতি॥ কুটীচকঃ শিখাযজ্ঞোপবীতী দণ্ডকমণ্ডলুধরঃ

কৌপীনকন্থাধরঃ পিতৃমাতৃগুর্বারাধনপরঃ পিঠরখনিত্রশিক্যাদিমন্ত্রসাধনপর একত্রান্নাদনপরঃ শ্বেতোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারী ত্রিদণ্ডঃ।

সন্ন্যাস ছয় প্রকার যথা কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধূত। কুটীচক সন্ন্যাসী শিখা ও যজ্ঞোপবীতধারী হইবেন। তাঁহাকে দণ্ড ও কমণ্ডলুধারণ করিতে হইবে। তাঁহার কৌপীন ও কন্থা থাকিবে। তিনি পিতা, মাতা ও গুরুর আরাধনায় তৎপর হইবেন। তাঁহার পাকপাত্র, খন্তা ও শিকাপ্রভৃতি ভোজ্য প্রস্তুতের উপকরণ ও মন্ত্রসাধনে তৎপরত্য থাকিবে। তিনি বহুদিন একস্থানে থাকিয়া অন্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ একস্থানে অনেক দিন বাস অন্যান্য সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি শ্বেতবর্ণের একটী তিলক ও ত্রিদণ্ড ধারণ করিবেন।

বহূদকঃ শিখাদিকন্থাধরস্ত্রিপুণ্ড্রধারী কুটীচকবৎ সর্ব্বসমো মধুকরবৃত্ত্যাষ্টকবলাশী। হংসো জটাধারী ত্রিপুণ্ড্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারী অসংকৢপ্তমাধুকরান্নাশী কৌপীনখণ্ডতুণ্ডধারী। পরমহংসঃ শিখাযজ্ঞো-পবীতরহিতঃ পঞ্চগৃহেষ্বেকরাত্রান্নাদনপরঃ করপাত্রী এককৌপীনধারী শাটীমেকামেকং বৈণবং দণ্ডমেকশাটীধরো বা ভস্মোদ্ধূলনপরঃ সর্ব্বত্যাগী। তুরীয়াতীতো গোমুখঃ ফলাহারী। অন্নাহারী চেদ্ গৃহত্রয়ে দেহমাত্রাবশিষ্টো দিগম্বরঃ কুণপবচ্ছরীরবৃত্তিকঃ।

বহূদক সন্ন্যাসী শিখা, কন্থা ও ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিবেন। অন্যান্য সকল বিষয়েই তিনি কুটীচকেরই সমান। কিন্তু বিশেষ এই যে, মধুকর যেরূপ একটী পুষ্প হইতে অল্প মাত্রায় মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে, বহূদক সন্ন্যাসীও সেইরূপ এক গৃহস্থের নিকট হইতে কেবলমাত্র অষ্ট

গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিবেন। হংস-সন্ন্যাসী জটা ও ত্রিপুণ্ড্রের সহিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। কখন কখন মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গৃহস্থের নিকটে অন্ন গ্রহণ করিয়া তিনি কৌপীনখণ্ডসমূহ ধারণ করিতে পারেন। পরমহংসসন্ন্যাসী শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবেন। তিনি পাঁচটী গৃহস্থের ঘর হইতে অন্নসংগ্রহ করিয়া রাত্রিতে একবার ভোজন করিতে পারেন; কিন্তু হস্তই তাঁহার ভিক্ষাপাত্র হইবে। তিনি একমাত্র কৌপীন, একখানা গাত্রবস্ত্র একটী বংশদণ্ড অথবা কেবলমাত্র বস্ত্রধারী হইবেন এবং ভস্মাবৃত গাত্র ও সর্ব্বত্যাগী হইবেন। তুরীয়াতীত সন্ন্যাসী গাভীর ন্যায় একমাত্র মুখদ্বারা গ্রহণ করিয়া ফলাহার করিবেন। যদি অন্নাহারী হন, তবে তিন গৃহে মাত্র ভিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি দিগম্বর হইবেন, তাঁহার দেহ-মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তিনি শরীরটাকে শবের ন্যায় হেয় বুদ্ধিতে ব্যবহার করিবেন।

অবধূতস্ত্বনিয়মোঽভিশস্তপতিতবর্জনপূর্বকং সর্ব্ববর্ণেষ্বজগরবৃত্ত্যাহার-পরঃ স্বরূপানুসন্ধানপরঃ। আতুরো জীবতি চেৎ ক্রমসন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। কুটীচকবহূদকহংসানাং ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদিতুরীয়াশ্রমবৎ। কুটীচকাদীনাং সংন্যাসবিধিঃ। পরমহংসাদিত্রয়াণাং ন কটিসূত্রং ন কৌপীনং ন বস্ত্রং ন কমণ্ডলুর্ন দণ্ডঃ সার্ব্ববর্ণৈকভৈক্ষাটনপরত্বং জাতরূপধরত্বং বিধিঃ। সন্ন্যাসকালেঽপ্যলংবুদ্ধিপর্য্যন্তমধীত্য তদনন্তরং কটিসূত্রং কৌপীনং দণ্ডং বস্ত্রং কমণ্ডলুং সর্ব্বমপ্সু বিসৃজ্যাথ জাতরূপধরশ্চরেন্ন কন্থাবেশো নাধ্যেতব্যো ন শ্রোতব্যমন্যৎকিঞ্চিৎ প্রণবাদন্যং ন তর্কং পঠেন্ন শব্দমপি বৃহচ্ছব্দান্নাধ্যায়েন্ন মহদ্বাচোবিগ্লাপনং গিরা পাপ্যাদিনা সম্ভাষণং

নান্যভাবাবিশেষেণ ন শূদ্রস্ত্রীপতিতোদক্যাসম্ভাষণং ন যতের্দেবপূজা নোৎসবদর্শনং তীর্থযাত্রাবৃত্তিঃ।

অবধূত সন্ন্যাসী পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসিগণের নিয়ম প্রতিপালন করিবেন না। তিনি পরীবাদগ্রস্ত ও পতিত ভিন্ন সকল বর্ণেরই দত্ত দ্রব্য অজগরবৃত্তি দ্বারা গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ অজগর সর্প যেরূপ সর্ব্বদা এক স্থানেই অবস্থান করে, যদি দৈববশে কোন হরিণাদি তাহার নিকটে উপস্থিত হয়; তবে তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করে; সেইরূপ অবধূত সন্ন্যাসী অযাচিতভাবে উপস্থিত চতুর্ব্বর্ণের দ্রব্যই গ্রহণ করিবেন এবং সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধানপরায়ণ হইবেন। কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসিগণের যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবধি সন্ন্যাসাশ্রম পর্য্যন্ত সকলই অনুষ্ঠেয়, সেইরূপ আতুরসন্ন্যাসী জীবিত থাকিলে ক্রমসন্ন্যাসও করিতে পারেন। কুটীচকাদির সন্ন্যাসবিধি বলা হইল। পরমহংস তুরীয়াতীত ও অবধূত এই তিন প্রকার সন্ন্যাসীর কটীসূত্র, কৌপীন বস্ত্র, কমণ্ডলু ও দণ্ডপ্রভৃতি পরিণামে কিছুই থাকিবে না। তাঁহারা সকল বর্ণের নিকটেই ভিক্ষাগ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং জাতরূপধর হইবেন, ইহাই তাঁহাদের বিধি। সন্ন্যাসকালেও যে পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থে নিষ্প্রয়োজন-বুদ্ধির উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবেন; তৎপরে যখন সেই বুদ্ধির উদয় হইবে, তখন কটিসূত্র, কৌপীনদণ্ড, বস্ত্র ও কমণ্ডলু জলে বিসর্জ্জন করিয়া জাতরূপধর হইয়া বিচরণ করিবেন। তখন আর কন্থালেশও থাকিবে না। অধ্যয়নে তাঁহার প্রয়োজন নাই! প্রণব ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার শ্রোতব্য থাকিবে না; তিনি তর্কশাস্ত্র

পড়িবেন না, এমন কি শব্দশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিবেন না। বহুশব্দ অধ্যয়ন করিতে নাই; কারণ উহা বাক্যের গ্লানি উপস্থিত করে; অর্থাৎ বহুভাষী প্রায়ই মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। তাঁহারা বাক্যদ্বারা—এমন কি হাতে ইঙ্গিত করিয়াও অথবা অন্য কোন ভাষাবিশেষ দ্বারা কাহাকেও সম্ভাষণ করিবেন না। শূদ্র, স্ত্রী, পতিত ও রজস্বলাসম্ভাষণ তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সন্ন্যাসীর দেবপূজা, উৎসবদর্শন ও তীর্থযাত্রার আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তীর্থগমন নিষিদ্ধ।

পুনর্যতিবিশেষঃ। কুটীচকস্যৈকত্র ভিক্ষা বহূদকস্যাসংক৯প্তং মাধুকরং হংসস্যাষ্টগৃহেষ্বষ্টকবলং পরমহংসস্য পঞ্চগৃহেষু করপাত্রং ফলাহারো গোমুখং তুরীয়াতীতস্যাবধূতস্যাজগরবৃত্তিঃ সার্ব্ববর্ণিকেষু যতির্নৈকরাত্রং বসেন্ন কস্যাপি নমেত্তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্ন জ্যেষ্ঠো যো ন স্বরূপজ্ঞঃ স জ্যেষ্ঠোঽপি কনিষ্ঠো হস্তাভ্যাং নদ্যুত্তরণং ন কুর্য্যান্ন বৃক্ষমারোহেন্ন যানাদিরূঢ়ো ন ক্রয়বিক্রয়পরো ন কিঞ্চিদ্বিনিময়পরো ন দাম্ভিকো নানৃতবাদী ন যতেঃ কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি অস্তি চেৎ সাঙ্কর্য্যম্। তস্মান্মননাদৌ সন্ন্যাসিনামধিকারঃ।

যতিগণের সম্বন্ধে যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহা বলা যাইতেছে। কুটীচক সন্ন্যাসী একস্থানে ভিক্ষা করিতে পারেন। বহূদক সন্ন্যাসী কখন কখন মধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্নসংগ্রহ করিবেন। হংস-সন্ন্যাসী অষ্টগৃহ হইতে অষ্টগ্রাস ভোজ্য সংগ্রহ করিবেন। পরমহংস পঞ্চগৃহে করপাত্রে ভোজন করিবেন। তুরীয়াতীত গাভীর মত কেবল মুখে ফলাহার করিবেন। অবধূত অজগরবৃত্তি অবলম্বনে সকল বর্ণেরই

অযাচিত দ্রব্য গ্রহণ করিবেন। যতি কোথাও একরাত্রির অধিক-কাল বাস করিবেন না। কাহাকেও নমস্কার করিবেন না। তুরীয়া-তীত ও অবধূতের কেহই জ্যেষ্ঠ নহেন। যিনি আত্মজ্ঞ হইতে পারেন নাই, তিনি বয়সে জ্যেষ্ঠ হইলেও কনিষ্ঠ। যতি কখনও সন্তরণে নদী পার হইবে না। বৃক্ষারোহণ, যানারোহণ, ক্রয়বিক্রয়, বিনিময় প্রভৃতি কার্য্য যতির একান্ত নিষিদ্ধ। যতি দাম্ভিক ও মিথ্যাবাদী হইবেন না, কারণ তাঁহার কোনই কর্ত্তব্য নাই। যদি সন্ন্যাসী হইয়াও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে, তবে গৃহীর সহিত সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়; সুতরাং সন্ন্যাসীর কেবল মননাদিতেই অধিকার।

আতুরকুটীচকয়োর্ভূর্লোকভুবর্লোকৌ বহূদকস্য স্বর্গলোকো হংসস্য তপোলোকঃ পরমহংসস্য সত্যলোকস্তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ স্বাত্মন্যেব কৈবল্যং স্বরূপানুসন্ধানেন ভ্রমরকীটন্যায়বৎ। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেব সমাপ্নোতি নান্যথা শ্রুতিশাসনম্। তদেবং জ্ঞাত্বা স্বরূপানুসন্ধানং বিনা অন্যথাচারপরো ন ভবেত্তদাচারবশাত্তত্তল্লোপ্রাপ্তির্জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নস্য স্বস্মিন্নেব মুক্তিরিতি ন সর্ব্বত্রাচারপ্রসক্তিস্তদাচারঃ।

দেহপাতের অনন্তর আতুর ও কুটীচকের প্রাপ্য ভূর্লোক ও ভুবর্লোক, বহূদকের স্বর্গলোক, হংসের তপঃলোক, পরমহংসের সত্যলোক এবং তুরীয়াতীত ও অবধূতের আত্মস্বরূপানুসন্ধানের ফলে ভ্রমরকীটগৃহীত অপর কীটের যেরূপ ভয়ে ভয়ে তাহার চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমরকীটের সারূপ্যলাভ হয়, তদ্রূপ আত্মস্বরূপলাভ ঘটিয়া থাকে। কারণ, অন্তিম সময়ে যে যে-রূপ

ভাবের চিন্তা করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করে, সে সেইরূপ ভাব প্রাপ্ত হয় ; ইহা বেদের অনুশাসন, অন্যথা হইবার নহে। এইরূপ অবগত হইয়া আত্মানুসন্ধান ভিন্ন অন্যবিধ আচারপরায়ণ হইবে না। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসিগণের সেই সেই আচারের ফলে সেই সেই লোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান ও বৈরাগ্যসম্পন্ন সন্ন্যাসীর আত্মস্বরূপলাভরূপ মুক্তি হয় ; সুতরাং সর্ব্ববিধ সন্ন্যাসে আচার একবিধ নহে। এইজন্য সন্ন্যাসিগণ স্বীয় বিভাগানুরূপ আচারানুপালন করিবেন।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষ্বেকশরীরস্য জাগ্রৎকালে বিশ্বঃ স্বপ্নকালে তৈজসঃ সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞঃ অবস্থাভেদাদবস্থেশ্বরভেদঃ কার্য্যভেদাৎ কারণভেদস্তাসু চতুর্দ্দশকরণানাং বাহ্যবৃত্তয়োঽন্তর্ব্বৃত্তয়স্তেষামুপাদানকারণম্। বৃত্তয়শ্চত্বারঃ মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি। তত্তদ্বৃত্তিব্যাপারভেদেন পৃথগাচারভেদঃ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই একমাত্র শরীরধারী জীব জাগ্রৎকালে বিশ্ব, স্বপ্নকালে তৈজস ও সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ এই অবস্থাভেদে ত্রিবিধ অবস্থেশ্বররূপে পৃথক্‌ভাবে প্রতীত হন। জাগ্রদাদি কার্য্যভেদে কারণের এইরূপ ভেদ হইয়া থাকে। এই সকল অবস্থাতেই চতুর্দ্দশ করণের বাহ্যবৃত্তি ও আন্তরবৃত্তির উদয় হয়। এই বৃত্তিই অনুভূত পদার্থের উপাদান কারণ ; তাই এই বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াই পদার্থ-বোধোদয় হইয়া থাকে। সেই বৃত্তি চারি প্রকারে প্রকাশ পায়, যথা মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। সেই সেই বৃত্তির ব্যাপারভেদে আকারভেদ হইয়া থাকে।

নেত্রস্থং জাগরিতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং সমাবিশৎ। সুষুপ্তং হৃদয়স্থং তু তুরীয়ং মূর্দ্ধি সংস্থিতম্। তুরীয়মক্ষরমিতি জ্ঞাত্বা জাগরিতে সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন ইব যদ্যচ্ছ্রুতং যদ্যদ্দৃষ্টং তত্তৎসর্ব্বমবিজ্ঞাতমিব যো বসেত্তস্য স্বপ্নাবস্থায়ামপি তাদৃগবস্থা ভবতি। স জীবন্মুক্ত ইতি বদন্তি। সর্ব্বশ্রুত্যর্থপ্রতিপাদনমপি তস্যৈব মুক্তিরিতি।

নেত্রস্থরূপে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইলে তাহাকে জাগরিত বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় নেত্রস্থরূপে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। স্বপ্নাবস্থায় কণ্ঠস্থ, সুষুপ্তাবস্থায় হৃদয়স্থ এবং তুরীয়াবস্থায় মস্তকস্থরূপে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। তুরীয়ই অক্ষর অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ, ইহা জানিয়া জাগরিতেও সুষুপ্ত্যবস্থাপন্নের ন্যায় যিনি যাহা শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, সকলই অশ্রুত বা অদৃষ্টের ন্যায় মনে করিতে পারেন, তাঁহার স্বপ্নাবস্থায়ও ঐ অশ্রুতাদি অবস্থার উদয় হয়। বেদবিদ্‌গণ তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলেন। বস্তুত শ্রুত্যর্থের তাৎপর্য্যজ্ঞান তাঁহারই হইয়াছে। ইহারই নাম মুক্তি।

ভিক্ষুর্নৈহিকামুষ্মিকাপেক্ষঃ। যদ্যপেক্ষাস্তি তদনুরূপো ভবতি। স্বরূপানুসন্ধানব্যতিরিক্তান্যশাস্ত্রাভ্যাসৈরুষ্ট্রকুঙ্কুমভারবদ্ব্যর্থো ন যোগ-শাস্ত্র প্রবৃত্তির্ন সাংখ্যশাস্ত্রাভ্যাসো ন মন্ত্রতন্ত্রব্যাপারঃ।

সন্ন্যাসী ইহলৌকিক ও পারলৌকিকের অপেক্ষা রাখিবেন না। যাঁহার সেই অপেক্ষা থাকে, তাঁহার ফল সেইরূপই হইয়া থাকে। আত্মস্বরূপানুসন্ধান ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের অভ্যাস করিলে ঐ প্রয়াস উষ্ট্রের কুঙ্কুমভার বহনের ন্যায় ব্যর্থ হয়। ঐরূপ

যোগশাস্ত্রের প্রবৃত্তি বস্তুতঃ সাধীয়সী নহে, সাংখ্য শাস্ত্রের অভ্যাস সপ্রয়োজন নহে এবং মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাপার প্রকৃত ফলপ্রদ হয় না।

ইতরশাস্ত্রপ্রবৃত্তির্যতেরস্তি চেচ্ছবালঙ্কারবচ্চর্ম্মকারবদতিবিদূরকর্ম্মাচারবিদ্যাদূরো ন প্রণবকীর্ত্তনপরো যদ্যৎ কর্ম্মকরোতি তত্তৎ ফলমনুভবতি এরণ্ডতৈলফেনবদতঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য তৎপ্রসক্তং করপাত্রং দিগম্বরং দৃষ্টা পরিব্রজেদ্ভিক্ষুঃ। বালোন্মত্তপিশাচবন্মরণং জীবিতং বা ন কাঙ্ক্ষেত কালমেবপ্রতীক্ষেত নির্দেশভৃতকন্যায়েন পরিব্রাড়িতি।

যদি সন্ন্যাসীরও মোক্ষ শাস্ত্র ভিন্ন অপর শাস্ত্রে অভিলাষ জন্মে তবে তাঁহার সে অভিলাষ শবের অলঙ্কারের ন্যায় বৃথা হয়। সে সন্ন্যাসী চর্ম্মকারের ন্যায় অতি কুৎসিতকর্ম্মা, সে আচার ও জ্ঞান হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। সে প্রণবকীর্ত্তনপর হইতে পারে না; যে যে কর্ম্ম করে তাহা এরণ্ড-তৈলের ফেনার ন্যায় বিফল হয়। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রানুশীলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি মন-রূপ দণ্ড পরিগ্রহ করিয়াছেন, করই যাঁহার ভোজন পাত্র, যিনি দিগম্বর—এইরূপ প্রকৃত সন্ন্যাসী দেখিয়া ভিক্ষু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তিনি বালক, উন্মত্ত ও পিশাচের মত জীবন বা মরণের কোন আকাঙ্ক্ষাই করিবেন না, কেবল ভৃত্য যেরূপ আদেশের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ মোক্ষকালের প্রতীক্ষা করিবেন।

১। তিতিক্ষা-জ্ঞান-বৈরাগ্য-শমাদি-গুণবর্জিতঃ।
ভিক্ষামাত্রেণ জীবী স্যাৎ স যতির্যতিবৃত্তিহা॥

ন দণ্ডধারণেন ন মুণ্ডনেন ন বেদেন ন দম্ভাচারেণ মুক্তিঃ।

২। জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবৰ্জ্জিতঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞিতান্॥

যে সন্ন্যাসীর শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা নাই, যিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য ও শমাদি গুণবিবর্জ্জিত, কেবল মাত্র ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণ করেন, তিনি বস্তুত সন্ন্যাসীর বৃত্তিবিঘাতক। কেবলমাত্র দণ্ডধারণ করিলেই মুক্তিলাভ হয় না; অথবা মুণ্ডন বা কৌপীনপরিগ্রহ রূপ বেশবিন্যাস কিম্বা আমি সন্ন্যাসী এই অভিমান প্রকাশ করিলেই মুক্তি হয় না। যিনি জ্ঞান-রূপ দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তিনিই একদণ্ডী নামে আখ্যাত; কিন্তু যিনি কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিয়াছেন, অথচ সর্ব্ববিধ আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ও আত্মজ্ঞানবিহীন, তিনি মহারৌরব নামক ঘোরতর নরকে নিপতিত হন।

৩। প্রতিষ্ঠা স্বকরীবিষ্ঠাসমা গীতা মহর্ষিভিঃ।
তস্মাদেনাং পরিত্যজ্য কীটবৎ পর্য্যটেদ্যতিঃ॥

৪। অযাচিতং যথালাভং ভোজনাচ্ছাদনং ভবেৎ।
পরেচ্ছয়া চ দিগ্বাসাঃ স্নানং কুর্য্যাৎ পরেচ্ছয়া॥

৫। স্বপ্নেঽপি যো হি যুক্তঃ স্যাজ্জাগ্রতীব বিশেষতঃ।
ঈদৃক্ চেষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম্॥

মহর্ষিগণ প্রতিষ্ঠাকে শূকরীবিষ্ঠাতুল্য অত্যন্ত হেয় বলিয়াছেন; এইজন্য সেই প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী কীটের ন্যায় বিচরণ করিবেন। যতি নগ্ন অবস্থায় থাকিবেন; তাঁহার অযাচিত অর্থাৎ পরের ইচ্ছানুসারে ভোজন-আচ্ছাদনাদিলাভ ঘটিবে; পরেচ্ছায়

তিনি স্নান করিবেন। জাগ্রৎকালে যেরূপ বিশেষভাবে আত্মানুরক্ত থাকিবেন, স্বপ্নেও যিনি সেইরূপ থাকিতে পারেন; এবং যাঁহার ঐরূপে অবস্থানের একান্ত চেষ্টা আছে, তিনিই ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ বলিয়া কথিত হন।

৬। অলাভে ন বিষাদী স্যাল্লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ॥

৭। অভিপূজিতলাভাংশ্চ জুগুপ্সেতৈব সর্ব্বশঃ।
অভিপূজিতলাভৈস্তু যতির্মুক্তোঽপি বধ্যতে॥

অভিলষিত বস্তুর লাভ না হইলে দুঃখিত হইবে না এবং লাভ হইলেও হর্ষানুভব করিবে না। ঘট-পটাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সম্পর্কপরিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র প্রাণযাত্রার নির্ব্বাহক হইবে। অন্যকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া দ্রব্য লাভ করাকে সর্ব্বপ্রকারে নিন্দাজনক বলিয়া মনে করিবে; কারণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও পূর্ব্ব প্রকারে পূজার সহিত গৃহীত লাভ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকেন।

৮। প্রাণযাত্রানিমিত্তং চ ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
কালে প্রশস্তে বর্ণানাং ভিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্‌গৃহান্॥

৯। পাণিপাত্রশ্চরন্ যোগী নাসকৃদ্ভৈক্ষমাচরেৎ।
তিষ্ঠন্ ভুঞ্জ্যাচ্চরন্ ভুঞ্জ্যান্মধ্যেনাচমনং তথা॥

১০। অব্ধিবদ্ধৃতমর্য্যাদা ভবন্তি বিশদাশয়াঃ।
নিয়তিং ন বিমুঞ্চন্তি মহান্তো ভাস্করা ইব॥

১১। আস্যেন তু যদাহারং গোবন্মৃগয়তে মুনিঃ।
তদা সমঃ স্যাৎ সর্ব্বেষু সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

গৃহস্থের যখন অঙ্গার পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হয় এবং সকলের ভোজন পরিসমাপ্ত হয়, তখনই সন্ন্যাসীর ভিক্ষাচর্য্যার প্রশস্ত কাল। সেই কালে সন্ন্যাসী প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদির গৃহে গমন করিবেন। তিনি কেবলমাত্র করপাত্রে ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন; কিন্তু তাই বলিয়া বারম্বার ভিক্ষা করিতে পারিবেন না। ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া হয় সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই ভোজন করিবেন অথবা যাইতে যাইতে ভোজন করিবেন; কিন্তু মধ্যে আচমন করিবেন না। কারণ ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন বিহিত হইয়াছে। সমুদ্র যেরূপ সীমালঙ্ঘন করে না, তিনিও সেইরূপ তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবেন না, অতএব তিনি সদভিলাষী হইবেন। মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভাস্কর যেমন তাঁহার রাহুগ্রস্ততারূপ নিয়তিকে অতিক্রম করেন না, তিনিও সেইরূপ তাঁহার দুঃখদায়ক নিয়তিকে অতিক্রম করিবেন না। যখন তিনি হস্তেও আহার্য্য সংগ্রহ না করিয়া গাভীর ন্যায় মুখে আহার অন্বেষণ করেন, তখন তিনি সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, এবং অমরত্ব বা মোক্ষলাভের যোগ্য হন।

১২। অনিন্দ্যং বৈ ব্রজন্ গেহং নিন্দ্যং গেহং তু বর্জয়েৎ।
অনাবৃতে বিশেদ্বারিঃ গেহে নৈবাবৃতে ব্রজেৎ॥

১৩। পাংসুনা চ প্রতিচ্ছন্নশূন্যাগারপ্রতিশ্রয়ঃ।
বৃক্ষমূলনিকেতো বা ত্যক্তসর্ব্বপ্রিয়াপ্রিয়ঃ॥

১৪। যত্রাস্তমিতশায়ী স্যান্নিরগ্নিরনিকেতনঃ।
যথালব্ধোপজীবী স্যান্মুনির্দ্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

অনিন্দনীয় গৃহে গমন করিবেন, নিন্দনীয় গৃহে গমন করিবেন

না। যে গৃহের দ্বার অনাবৃত, সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন; কিন্তু আবৃত গৃহে যাইবেন না। যতি ধূলিসমাচ্ছন্ন শূন্যগৃহ আশ্রয় করিবেন অথবা বৃক্ষমূল অবলম্বন করিবেন; এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সকল বিষয় ত্যাগ করিবেন। যে স্থানে সূর্য্য অস্তমিত হইবে, সেই স্থানেই শয়ন বা রাত্রিযাপন করিবেন। তিনি অগ্নি ও নির্দ্দিষ্ট আবাসবিহীন হইবেন এবং যাহা লাভ হইবে তাহা দ্বারাই জীবন-নির্ব্বাহ করিবেন; মুনি দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন।

১৫। নিষ্ক্রম্য বনমাস্থায় জ্ঞানযজ্ঞো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কালকাঙ্ক্ষী চরন্নেব ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

১৬। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা চরতি যো মুনিঃ।
ন তস্য সর্ব্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ॥

১৭। নির্মানশ্চানহঙ্কারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
নৈব ক্রুদ্ধ্যতি ন দ্বেষ্টি নানৃতং ভাষতে গিরা॥

১৮। পুণ্যায়তনচারী চ ভূতানামবিহিংসকঃ।
কালে প্রাপ্তেঽভবদ্বৈক্ষ্যং কল্প্যতে ব্রহ্মভূয়সে॥

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বন আশ্রয় পূর্ব্বক জ্ঞানরূপ যজ্ঞাবলম্বী ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন; এবং মুক্তিকালের অপেক্ষায় বিচরণ করিতে করিতে ব্রহ্মত্বলাভের যোগ্য হইবেন। যে মুনি সর্ব্বভূতে অভয় দান করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহার কোনও ভূত হইতে কখনও ভয় উপস্থিত হয় না। যিনি মান ও অহঙ্কারবিহীন, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু ও সর্ব্ববিধ সংশয়পরিশূন্য এবং যিনি ক্রোধ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, বাক্যে কখনও মিথ্যা প্রয়োগ করেন না, পুণ্য ক্ষেত্রে বিচরণশীল,

প্রাণিসমূহের অহিংসক ; যথাকালে যাঁহার ভিক্ষালব্ধ অন্ন সম্পন্ন হয়, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মত্বলাভের যোগ্য।

১৯। বানপ্রস্থগৃহস্থাভ্যাং ন সংসৃজ্যেত কর্হিচিৎ।
অজ্ঞাতচর্য্যাং লিপ্সেত ন চৈনং হর্ষ আবিশেৎ ॥

২০। অধ্বা সূর্য্যেণ নির্দ্দিষ্টঃ কীটবদ্বিচরেন্মহীম্।
আশীর্যুক্তানি কর্ম্মাণি হিংসাযুক্তানি যানি চ ॥

২১। লোকসংগ্রহযুক্তানি নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ।
নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্।
অতিবাদাংস্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কঞ্চন নাশ্রয়েৎ ॥

সন্ন্যাসী কখনও বানপ্রস্থ ও গৃহস্থের সহিত সংসর্গ করিবেন না; এবং অজ্ঞাতকুলশীল কোন ব্যক্তির পরিচর্য্যার লিপ্সাও করিবেন না। সন্ন্যাসী সর্ব্বদা হর্ষমুক্ত থাকিবেন ; সূর্য্যই উহাঁদের পথনির্দ্দেশ করিবেন অর্থাৎ সূর্য্যালোকে অধ্বভ্রমণ করিবেন এবং কীটের ন্যায় নিরাভিমান হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। যে সকল কর্ম্ম আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, যাহা হিংসাযুক্ত এবং যাহা লোকসংগ্রাহক—তেমন কর্ম্ম কখনও করিবেন না বা করাইবেন না। মোক্ষশাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রে অনুরক্ত হইবেন না। কোনরূপ জীবিকা-উপজীবী হইবেন না এবং বাক্যের অগোচর বিষয়ে তর্ক পরিত্যাগ করিবেন, কখনও কোন পক্ষ আশ্রয় করিবেন না।

২২। ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥

২৩। অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তার্থো মুনিরুন্মত্তবালবৎ।
কবির্মূকবদাত্মানং তদ্দৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নৃণাম্॥

২৪। ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ॥

২৫। একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরতিরাত্মবান্ সমদর্শনঃ॥

শিষ্যদিগকে পাঠবিষয়ে নিতান্ত আবদ্ধ করিবেন না এবং স্বয়ংও বহু গ্রন্থ অভ্যাস করিবেন না। নিজে শাস্ত্রব্যাখ্যান ও কোন কার্য্যারম্ভের উপক্রম করিবেন না। নিজের স্বরূপ ও প্রয়োজন প্রকাশ না করিয়া মননশীল জ্ঞানী হইয়াও উন্মত্ত, বালক ও মূকের ন্যায় সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে নিজকে প্রদর্শিত করিবেন। যতি কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন না, কিছু বলিবেন না, সাধু বা অসাধু চিন্তা করিবেন না। এইরূপে আত্মারাম হইয়া জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন এবং সংযতেন্দ্রিয় ও সঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া এই মহীমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিবেন। তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, আত্মাতেই ক্রীড়া ও রমণশীল এবং আত্মস্বরূপাভিজ্ঞ হইবেন।

২৬। বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥

২৭। ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলুব্ধোঽসূয়িতোঽপি বা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ॥

২৮। বিষ্ঠিতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ॥

পণ্ডিত হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিবেন। কার্য্যকুশল হইয়াও জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন। বিদ্বান্ হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় বাক্য বলিবেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও গোপরিচর্য্যায় নিরত থাকিবেন। অসৎলোক দ্বারা ক্ষিপ্ত অপমানিত প্রলুব্ধ হিংসিত অথবা তাড়িত আবদ্ধ কিম্বা স্বীয় বৃত্তিপরিত্যাজিত মলমূত্রবিলিপ্ত প্রভৃতি বিবিধ-প্রকারে মূর্খ কর্ত্তৃক উদ্বেজিত হইয়া বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেও, শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি নিজদ্বারাই নিজকে উদ্ধার করিবেন অর্থাৎ আত্মস্বরূপ উপলব্ধির ফলে জীবাত্মার আভিমানিক বদ্ধভাব বিদূরিত করিবেন।

২৯। সম্মাননং পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো যোগী যাগসিদ্ধিং চ বিন্দতি॥

৩০। তথা চরেত বৈ যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতম্॥

যিনি যোগজ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে; ঐ সম্মান তাঁহার যোগের অত্যন্ত বিঘ্ন উপস্থিত করে। অতএব যোগী যদি অপমানিত হন, তবে তাঁহার সত্বর যোগসিদ্ধি লাভ হয়। কারণ সম্মানলাভের লিপ্সা না থাকায় তিনি জনসঙ্গ করেন না। যোগী সজ্জনের আচরিত ধর্ম্মে কোনরূপ দোষোৎপাদন না করিয়া এরূপভাবে চলিবেন, যেন সাধারণ লোক তাঁহাকে অবজ্ঞা করে এবং তাঁহার সংসর্গ না করে।

৩১। জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
যুক্তঃ কুর্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসঙ্গাংশ্চ বর্জয়েৎ॥

৩২। কামক্রোধৌ তথা দর্পলোভমোহাদয়শ্চ যে।
তাংস্তু দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাড্ ভয়বর্জিতঃ॥

৩৩। ভৈক্ষাশনং চ মৌনিত্বং তপো ধ্যানং বিশেষতঃ।
সম্যগ্ জ্ঞানং চ বৈরাগ্যং ধর্ম্মোঽয়ং ভিক্ষুকে মতঃ॥

৩৪। কাষায়বাসাঃ সততং ধ্যানযোগপরায়ণঃ।
গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বসেদ্দেবালয়েঽপি বা॥

৩৫। ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাশী ভবেৎ ক্বচিৎ।
চিত্তশুদ্ধির্ভবেদ্যাবত্তাবন্নিত্যং চরেৎ সুধীঃ॥

৩৬। ততঃ প্রব্রজ্য শুদ্ধাত্মা সঞ্চরেদ্যত্র কুত্রচিৎ।
বহিরন্তশ্চ সর্ব্বত্র সম্পশ্যন্ হি জনার্দ্দনম্॥

৩৭। সর্ব্বত্র বিচরন্মৌনী বায়ুবদ্বীতকল্মষঃ।
সমদুঃখসুখঃ ক্ষান্তো হস্তপ্রাপ্তং চ ভক্ষয়েৎ॥

সমাহিতচিত্ত যোগী বাক্য, মন, শরীর ও কর্ম্ম দ্বারা কখনও জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতির হিংসা করিবেন না। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। এবং দর্প, লোভ ও মোহাদিদোষ পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক পরিব্রাজক ভয়নির্ম্মুক্ত হইবেন। ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন, মৌনাবলম্বন, তপস্যা, ধ্যান, সম্যক্ জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ইহাই ভিক্ষুকের ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। ভিক্ষুক কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া গ্রামপ্রান্তে, বৃক্ষমূলে অথবা দেবালয়ে বাস করিবেন। প্রত্যহ ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। কোন একস্থানে থাকিয়া অন্নভক্ষণ করিবেন না। যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত বুদ্ধিমানের ন্যায় বিচরণ করিবেন।

তারপর সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক বিশুদ্ধাত্মা হইলে ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র জনার্দ্দনের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন। তখন মৌনাবলম্বী নিষ্পাপ সন্ন্যাসী বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন এবং সুখে দুঃখে সমান, জ্ঞানসম্পন্ন ও ক্ষমাশীল সেই যোগী হস্তপ্রাপ্ত অর্থাৎ যাহা অযাচিতভাবে স্বয়ং করতলগত হইয়াছে তাহাই ভক্ষণ করিবেন।

৩৮। নির্বৈরেণ সমং পশ্যন্ দ্বিজগোঽশ্বমৃগাদিষু।
ভাবয়ন্মনসা বিষ্ণুং পরমাত্মানমীশ্বরম্॥

৩৯। চিন্ময়ঃ পরমানন্দং ব্রহ্মৈবাহমিতি স্মরন্। জ্ঞাত্বৈবং মনোদণ্ডং ধৃত্বা আশানিবৃত্তো ভূত্বা আশাম্বরধরো ভূত্বা সর্বদা মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ সর্বসংসারমুৎসৃজ্য প্রপঞ্চাবাঙ্মুখঃ স্বরূপানুসন্ধানেন ভ্রমরকীটন্যায়েন মুক্তো ভবতীত্যুপনিষৎ।

পঞ্চমোপদেশঃ॥

গো-ব্রাহ্মণে, এবং কুকুর ও মৃগপ্রভৃতিতে বৈরভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইহাদিগকে সমানভাবে অবলোকন করিয়া মনে মনে পরমাত্মা ঈশ্বর বিষ্ণুকে ভাবনা করিতে করিতে 'আমিই চিন্ময় পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম' এইরূপে চিন্তা করিবে। এবং ঐরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া দৃঢ় মনোদণ্ড ধারণপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবে; এবং দিগম্বরধারী হইয়া সর্ব্বদা মন, বাক্য, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বসংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক জগৎপ্রপঞ্চের বহির্ম্মুখ হইয়া ভ্রমরকীটের ন্যায় আত্মানুসন্ধানের ফলে মুক্তিলাভ করিবে। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা রহস্য।

পঞ্চম উপদেশ সমাপ্ত।

———

ষষ্ঠোপদেশঃ

অথ নারদঃ পিতামহমুবাচ ॥ ভগবন্ তদভ্যাসবশাৎ ভ্রমরকীট-ন্যায়বত্তদভ্যাসঃ কথমিতি। তমাহ পিতামহঃ। সত্যবাক্ জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাং বিশিষ্টদেহাবশিষ্টো বসেৎ। জ্ঞানং শরীরং বৈরাগ্যং জীবনং বিদ্ধি শান্তিদান্তী নেত্রে মনো মুখং বুদ্ধিঃ কলা পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বান্যবয়বা অবস্থা পঞ্চমহাভূতানি কর্ম্ম ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যং শাখা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিতুরীয়াশ্চচতুর্দ্দশকরণানি পঙ্কস্তম্ভাকারাণীতি।

নারদ পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি বলিলেন সেই অভ্যাসের ভ্রমরকীটের ন্যায় আত্মানুসন্ধানের ফলে মুক্তিলাভ করিবে। ভ্রমরকীটের যুক্তিতে সেই অভ্যাসটি কিরূপ? তাহা আমাকে দয়া করিয়া বলুন। পিতামহ তাঁহাকে বলিলেন—সত্যবাদী জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা বিশিষ্ট দেহাবশিষ্ট হইয়া বাস করিবেন। বিশিষ্ট দেহ কিরূপ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—জ্ঞানই ঐ দেহের শরীর, বৈরাগ্যকে জীবন বলিয়া জানিবে। শম ও দম নেত্রদ্বয়; মন, মুখ, বুদ্ধি কলা; পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অবয়ব; পঞ্চ মহাভূত অবস্থা; ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য কর্ম্ম; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় শাখা; চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ই পঙ্ক ও স্তম্ভাকারে পরিণত হইয়াছে।

এবমপি নাবমতিপঙ্কং কর্ণধার ইব যন্তেব গজং স্ববুদ্ধ্যা বশীকৃত্য স্বব্যতিরিক্তং সর্বং কৃতকং নশ্বরমিতি মত্বা বিরক্তঃ পুরুষঃ সর্বদা ব্রহ্মাহমিতি ব্যবহরেন্নান্যৎ কিঞ্চিদ্বেদিতব্যং স্বব্যতিরেকেণ। জীবন্মুক্তো বসেৎ কৃতকৃত্যো ভবতি।

নাবিক যেরূপ স্বীয় বুদ্ধিবলে নৌকাকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করে, হস্তিচালক যেরূপ হস্তীকে বুদ্ধিবলে নিজের বশীভূত করে, সেইরূপ এই বিশিষ্ট দেহকে বশীভূত করিয়া আত্মা ভিন্ন উৎপন্ন বস্তু মাত্রই বিনাশী ইহা বিবেচনা করিয়া বিষয়ে অনাসক্ত পুরুষ সর্ব্বদা 'আমিই ব্রহ্ম', 'আত্মা ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই' এইরূপ ভাবনা করিবেন এবং তাহার ফলে জীবন্মুক্ত ও কৃতকৃত্য হইবেন।

ন নাহং ব্রহ্মেতি ব্যবহরেৎ কিন্তু ব্রহ্মাহমস্মীত্যজস্রং জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্তিষু তুরীয়াবস্থাং প্রাপ্য তুরীয়াতীতত্বং ব্রজেদ্দিবা জাগ্রন্নক্তং স্বপ্নং সুষুপ্তমর্দ্ধরাত্রং গতমিত্যেকাবস্থায়াং চতস্রোঽবস্থাস্তেকৈক-করণাধীনানাং চতুর্দ্দশকরণানাং ব্যাপারাশ্চক্ষুরাদীনাং। চক্ষুষো রূপগ্রহণং শ্রোত্রয়োঃ শব্দগ্রহণং জিহ্বায়া রসাস্বাদনং ঘ্রাণস্য গন্ধগ্রহণং বচসো বাগ্ব্যাপারঃ পাণেরাদানং পাদয়োঃ সঞ্চারঃ পায়োরুৎসর্গ উপস্থস্যানন্দগ্রহণং ত্বচঃ স্পর্শগ্রহণম্। তদধীনা চ বিষয়গ্রহণবুদ্ধিঃ বুদ্ধ্যা বুধ্যতি চিত্তেন চেতয়ত্যহঙ্কারেণাহঙ্করোতি। বিসৃজ্য জীব এতান দেহাভিমানেন জীবো ভবতি। গৃহাভিমানেন গৃহস্থ ইব শরীরে জীবঃ সঞ্চরতি।

আমি ব্রহ্ম নহি এইরূপ ভাবনা করিবে না; কিন্তু আমিই ব্রহ্ম এইরূপে সর্ব্বদা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এমন কি তুরীয়াবস্থায় পর্য্যন্ত ভাবনা করিবে; তাহা হইলে তুরীয়াতীততত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে। দিবসে জাগ্রদাবস্থা, রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থা, অর্দ্ধরাত্রে সুষুপ্ত্যবস্থা এবং তৎপরে তুরীয়াবস্থা; সর্ব্বদা একাবস্থাপন্ন আত্মার এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা কেবল এক-এক ইন্দ্রিয়ের অধীন চক্ষুরাদি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের

ব্যাপারভেদে সংঘটিত হয়। ক্রমশঃ সেই ব্যাপার প্রদর্শিত হইতেছে ; চক্ষুর রূপগ্রহণ, শ্রোত্রদ্বয়ের শব্দশ্রবণ, জিহ্বার রসাস্বাদন, নাসিকার গন্ধগ্রহণ ; বাগিন্দ্রিয়ের বাক্যপ্রয়োগ, হস্তের গ্রহণ, পাদদ্বয়ের ভ্রমণ, পায়ুর (গুহ্যদেশের) মলোৎসর্গ, উপস্থের আনন্দ ও ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ। এই সকল ইন্দ্রিয়ের অধীনেই বিষয়গ্রহণে বুদ্ধির উদয় হয়। সেই বুদ্ধি নিজদ্বারা অর্থাৎ নিজে নিজে নিশ্চয় করে। জীব এই সকল বুদ্ধির ভোগ পরিত্যাগ করিয়া নিজকেই দেহের ভোক্তারূপে অভিমান করিয়া বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। গৃহস্থ যেরূপ স্বকীয় অভিমানে গৃহে বিচরণ করে ; জীবও তদ্রূপ স্বকীয়াভিমানে শরীরে বিচরণ করিয়া থাকেন।

প্রাগ্দলে পুণ্যাবৃত্তিরাগ্নেয্যাং নিদ্রালস্যৌ দক্ষিণায়াং ক্রৌর্য্যবুদ্ধি-র্নৈর্ঋত্যাং পাপবুদ্ধিঃ পশ্চিমে ক্রীড়ারতির্বায়ব্যাং গমনে বুদ্ধিরুত্তরে শান্তিরীশান্যে জ্ঞানং কর্ণিকায়াং বৈরাগ্যং কেসরেষ্বাত্মচিন্তা ইত্যেবং বক্ত্রং জ্ঞাত্বা জীবদবস্থাং প্রথমং জাগ্রদ্দ্বিতীয়ং স্বপ্নং তৃতীয়ং সুষুপ্তং তুরীয়ং চতুর্ভির্বিরহিতং তুরীয়াতীতম্। বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞতটস্থ তদৈরেকএব একো দেবঃ সাক্ষী নির্গুণশ্চ তদ্ব্রহ্মাহমিতি ব্যাহরেৎ। নোচেজ্জাগ্রদবস্থায়াং জাগ্রদাদিচতস্রোঽবস্থাঃ স্বপ্নে স্বপ্নাদিচতস্রোঽবস্থাঃ সুষুপ্তে সুষুপ্তাদিচতস্রোঽবস্থাঃ তুরীয়ে তুরীয়াদিচতস্রোঽবস্থাঃ নত্বেবং তুরীয়াতীতস্য নির্গুণস্য। স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপৈর্বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞেশ্বরৈঃ সর্ব্বাবস্থাসু সাক্ষী ত্বেক এবাবতিষ্ঠতে। উত তটস্থো দ্রষ্টা তটস্থো ন দ্রষ্টা দ্রষ্টৃত্বান্ন দ্রষ্টৈব কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাহঙ্কারাদিভিঃ স্পৃষ্টো জীবঃ জীবেতরো ন স্পৃষ্টঃ। জীবোঽপি ন স্পৃষ্ট ইতিচেন্ন। জীবাভিমানেন

ক্ষেত্রাভিমানঃ। শরীরাভিমানেন জীবত্বম্। জীবত্বং ঘটাকাশমহাকাশবদ্ব্যবধানেঽস্তি। ব্যবধানবশাদেব হংসঃ সোঽহমিতি মন্ত্রেণোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসব্যপদেশেনানুসন্ধানং করোতি। এবং বিজ্ঞায় শরীরাভিমানং ত্যজেন্ন শরীরাভিমানী ভবতি। স এব ব্রহ্মেত্যুচ্যতে।

এই অভিমান পরিত্যাগের উপায় বলা যাইতেছে। 'মুখ একটী পদ্ম' এইরূপে ভাবনা করিবে। তাহার স্থানবিশেষে চিন্তার ফল ক্রমশঃ বলা হইতেছে ; পূর্ব্বদলে মন স্থির করিতে পারিলে পুণ্যের আবৃত্তি হয়, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পুণ্যজনক কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। সেইরূপ আগ্নেয় দলে নিদ্রা ও আলস্য, দক্ষিণে ক্রূরবুদ্ধি, নৈঋতে পাপবুদ্ধি, পশ্চিমে ক্রীড়ায় রতি, বায়ুকোণে গমনে বুদ্ধি, উত্তরে শান্তি, ঈশানে কোণে জ্ঞান, কর্ণিকায় বৈরাগ্য এবং কেশরে মন স্থির করিলে আত্মচিন্তার উদয় হয়। এইরূপে মুখের প্রকৃতস্বরূপ অনুভব করিয়া জীবৎ অবস্থাকে প্রথম, জাগ্রৎ অবস্থা দ্বিতীয়, স্বপ্নাবস্থা তৃতীয়, সুষুপ্তাবস্থা চতুর্থ বা তুরীয় এবং এই চতুরবস্থার অতীত অবস্থাকে তুরীয়াতীতাবস্থারূপে অনুভব করিবে। একই ব্রহ্ম বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ ও তটস্থ ভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন, বস্তুতঃ তিনি একক, সাক্ষী ও নিগুর্ণ। আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ ব্যবহার করিবে। তাহা না হইলে জাগ্রদবস্থায় জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারিটি অবস্থা, স্বপ্নে স্বপ্নাদি চারিটি অবস্থা, সুষুপ্তিতে সুষুপ্ত্যাদি চারিটি অবস্থা এবং তুরীয়ে তুরীয়াদি চারিটী অবস্থার যেরূপ প্রতীতি হয়, তুরীয়াতীত নির্গুণের সেরূপ হয়না কেন? বস্তুতঃ তিনি এক। স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণস্বরূপ বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বররূপে সাক্ষী সর্ব্বদা একরূপেই

অবস্থান করেন। তবে কি তটস্থ ব্রহ্ম দ্রষ্টা নহেন? না—তিনি দ্রষ্টা নহেন; বস্তুতঃ তাঁহাতে দ্রষ্টৃত্ব থাকিলেও তিনি দ্রষ্টা নহেন; কারণ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অহঙ্কারাদি দ্বারা জীবই স্পৃষ্ট; জীব ভিন্ন অন্যে স্পৃষ্ট নহেন। জীব স্পৃষ্ট নহেন ইহা বলা যায় না; কারণ এই জীবাভিমান লইয়াই ক্ষেত্রাভিমান এবং এই শরীরাভিমান দ্বারাই জীবের জীবত্ব। জীবত্ব বস্তুতঃ ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় ব্যবধানে অবস্থিত। এইরূপ সামান্য ব্যবধানে আছে বলিয়াই নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ব্যপদেশে "হংস ও সোঽহম্" এই মন্ত্রদ্বারা সর্ব্বদা তাঁহার অনুসন্ধান হয়। এইরূপ অনুভব করিয়া শরীরাভিমান পরিত্যাগ করিবে। যিনি শরীরাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন।

১। ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি মনো ধ্যানে নিবেশয়েৎ॥
২। শূন্যেষ্বেবাবকাশেষু গুহাসু চ বনেষু চ।
নিত্যযুক্তঃ সদা যোগী ধ্যানং সম্যগুপক্রমেৎ॥

যিনি আসক্তি ও ক্রোধ বর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি স্বল্পভোজী ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই বুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বারসকল আচ্ছাদন পূর্ব্বক মনকে ধ্যানে নিবিষ্ট করিতে পারেন। যোগী শূন্যে অর্থাৎ অবকাশস্থানে, পর্ব্বতগহ্বরে ও বনভূমিতে সর্ব্বদা সংযত হইয়া সম্যক্ ধ্যানের উপক্রম করিবেন।

৩। আতিথ্যশ্রাদ্ধযজ্ঞেষু দেবযাত্রোৎসবেষু চ।
মহাজনেষু সিদ্ধার্থী ন গচ্ছেদ্ যোগবিৎ ক্বচিৎ॥

৪। যথৈনমবমন্যন্তে জনাঃ পরিভবন্তি চ।
তথা যুক্তশ্চরেদ্ যোগী সতাং বর্ত্ম ন দূষয়েৎ ॥

সিদ্ধিকামী যোগতত্ত্ববিৎ কখনও আতিথ্যগ্রহণ, শ্রাদ্ধভোজন, যজ্ঞদর্শন, দেবযাত্রা, উৎসবদর্শন ও মহাজনের নিকট গমন করিবেন না। যাহাতে সেই যোগীকে সাধারণ লোকে অবমাননা ও পরিভব করে, যোগী সংযত হইয়া সেইরূপ আচরণ করিবেন, কিন্তু কখনও সাধুগণের পন্থা দূষিত করিবেন না। নিঃসঙ্গ থাকার জন্যই এরূপ আচরণ; সুতরাং তজ্জন্য ব্যথিত হইয়া বিবাদ করিবেন না।

৫। বাগ্দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ ॥
৬। বিধূমে চ প্রশান্তাগ্নৌ যস্তু মাধুকরীং চরেৎ।
গৃহে চ বিপ্রমুখ্যানাং যতিঃ সর্ব্বোত্তমঃ স্মৃতঃ ॥

যিনি বাগ্‌দণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি বাচংযম কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগরূপ দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ দণ্ডত্রয় যাঁহার নিয়ত, তিনিই ত্রিদণ্ডী নামে অভিহিত, তিনিই পরম সন্ন্যাসী। অগ্নি প্রশান্ত ও ধূমবিরহিত হইলে অর্থাৎ হোমক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক যিনি সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে ভক্ষ্য সংগ্রহ করেন, তিনিই সর্ব্বোত্তম যতি বলিয়া খ্যাত।

৭। দণ্ডভিক্ষাং চ যঃ কুর্য্যাৎ স্বধর্ম্মে ব্যসনং বিনা।
যস্তিষ্ঠতি ন বৈরাগ্যং যাতি নীচযতির্হি সঃ ॥
৮। যস্মিন্ গৃহে বিশেষেণ লভেদ্ভিক্ষাং চ বাসনাৎ।
তত্র নো যাতি যো ভূয়ঃ স যতির্নেতরঃ স্মৃতঃ ॥

যিনি কোন বাসনা বা কামজ দোষ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মেই অবস্থিত এবং দণ্ডধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা গ্রহণ করেন অথচ বৈরাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তিনিই সন্ন্যাসীর মধ্যে অধম। যে গৃহে আশাতিরিক্ত ভিক্ষালাভ হয়, যিনি সে গৃহে পুনর্ব্বার গমন না করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, অপরে নহেন।

৯। যঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিহীনং সর্ব্বসাক্ষিণম্।
পারমার্থিকাবজ্ঞানং সুখাত্মানং স্বয়ংপ্রভম্॥

১০। পরতত্ত্বং বিজানাতি সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ।
বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ॥

যিনি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিবিহীন, সকলের সাক্ষিস্বরূপ অর্থাৎ কাহাতেও লিপ্ত নহেন এবং পারমার্থিক বিজ্ঞান ও সুখস্বরূপ স্বয়ং-প্রকাশমান পরতত্ত্ব ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি বর্ণাশ্রম অতিক্রম করেন। কারণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম মায়া দ্বারা পরিকল্পিত হইয়া দেহে অবস্থান করে।

১১। নাত্মনো বোধরূপস্য মম তে সন্তি সর্ব্বদা।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥

১২। যস্য বর্ণাশ্রমাচারো গলিতঃ স্বাত্মদর্শনাৎ।
স বর্ণানাশ্রমান্ সর্ব্বানতীত্য স্বাত্মনি স্থিতঃ॥

আমি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা, আমার বর্ণাশ্রমাদি কিছুই নাই। যিনি বেদান্তজ্ঞানবলে ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তিনি বর্ণাশ্রম অতিক্রম করিয়াছেন। আত্মদর্শন হেতু যাঁহার বর্ণাশ্রমাচার বিলুপ্ত

হইয়াছে। তিনি সমগ্র বর্ণ ও আশ্রম অতিক্রম করিয়া পরমাত্মাতে স্থিত হইয়াছেন।

১৩। যোঽভীত্য স্বাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
সোঽতিবর্ণাশ্রমী প্রোক্তঃ সর্ব্ববেদার্থবেদিভিঃ॥

১৪। তস্মাদন্যগতা বর্ণা আশ্রমা অপি নারদ।
আত্মন্যারোপিতঃ সর্ব্বে ভ্রান্ত্যা তেনাত্মবেদিনা॥

১৫। ন বিধির্ন নিষেধশ্চ ন বর্জ্যাবর্জ্যকল্পনা।
ব্রহ্মবিজ্ঞানিনামস্তি তথা নান্যচ্চ নারদঃ॥

যিনি নিজের আশ্রম ও বর্ণবিহিত কর্ম্ম অতিক্রম করিয়া পরমাত্মাতে স্থিত হইয়াছেন, সমগ্র বেদের সারার্থদর্শিগণ তাঁহাকে বর্ণাশ্রমের অতীত বলিয়া থাকেন। সেইজন্য হে নারদ, যাঁহারা আত্ম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাতে অন্যগত বর্ণ ও আশ্রমের আরোপ করিয়া থাকেন। হে নারদ! প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞগণের বিধি-নিষেধ ও বর্জ্জনীয় বা অবর্জ্জনীয় কল্পনা এবং অন্য কিছুই নাই।

১৬। বিরজ্য সর্ব্বভূতেভ্য আবিরিঞ্চিপদাদপি।
ঘৃণাং বিপাঠ্য সর্ব্বস্মিন্ পুত্রমিত্রাদিকেষ্বপি॥

১৭। শ্রদ্ধালুর্মুক্তিমার্গেষু বেদান্তজ্ঞানলিপ্সয়া।
উপায়নকরো ভূত্বা গুরুং ব্রহ্মবিদং ব্রজেৎ॥

১৮। সেবাভিঃ পরিতোষ্যৈনং চিরকালং সমাহিতঃ।
সদা বেদান্তবাক্যার্থং শৃণুয়াৎ সুসমাহিতঃ॥

সমস্ত ভূতপদে, এমন কি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পদে পর্য্যন্ত বিরাগ উৎপাদন করিয়া এবং পুত্রমিত্রাদির উপরেও ঘৃণা অভ্যাস করিয়া

মুক্তিমার্গে শ্রদ্ধালু হইবে; এবং বেদান্তজ্ঞানলাভের নিমিত্ত উপঢৌকন করে লইয়া বেদান্তবিৎ গুরুর সমীপে সমুপস্থিত হইবে। সংযতচিত্তে দীর্ঘকাল পরিচর্য্যা দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া সুসমাহিত হইয়া সর্ব্বদা বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিবে।

১৯। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
সদা শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্নাত্মন্যাত্মানমীক্ষতে ॥

২০। সংসারদোষদৃষ্ট্যৈব বিরক্তির্জায়তে সদা।
বিরক্তস্য তু সংসারাৎ সন্ন্যাসঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥

যিনি মমতা অহঙ্কার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিধ আসক্তি বর্জ্জনপূর্ব্বক শান্তি দান্ত প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনি নিজেতেই আত্মসাক্ষাৎকার করিতে পারেন। জন্মমরণপরম্পরা ও বিনশ্বরত্বাদি সংসারের দোষদর্শনদ্বারাই সংসারে সর্ব্বদা বৈরাগ্যের উদয় হয়; এইরূপে সংসারে অনাসক্ত ব্যক্তিরই সন্ন্যাস জন্মিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই।

২১। মুমুক্ষুঃ পরমহংসাখ্যঃ সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনম্।
অভ্যসেদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানং বেদান্তশ্রবণাদিনা ॥

২২। ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভায় পরহংসসমাহ্বয়ঃ।
শান্তদান্ত্যাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সাধনৈঃ সহিতো ভবেৎ ॥

পরমহংস নামক মুমুক্ষু বেদান্তশ্রবণাদি দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়স্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান অভ্যাস করিবেন। তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের জন্য শান্তি দান্তি প্রভৃতি উপায়সকল অবলম্বন করিবেন।

২৩। বেদান্তাভ্যাসনিরতঃ শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ভয়ো নির্ম্মমো নিত্যো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥

২৪। জীর্ণকৌপীনবাসাঃ স্যান্মুণ্ডী নগ্নোঽথবা ভবেৎ।
প্রাজ্ঞো বেদান্তবিদ্ যোগী নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতিঃ ॥

যিনি বেদান্তাভ্যাসে নিরত, তিনি শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্ভয়, নির্ম্মম, নিত্য, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও ত্যক্তপরিগ্রহ হইবেন; এবং জীর্ণ কৌপীন-বস্ত্রধারী বা নগ্ন ও মুণ্ডিতমুণ্ড হইবেন। বস্তুতঃ যিনি বেদান্তবিৎ প্রাজ্ঞ যোগী, তিনি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া থাকেন।

২৫। মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু।
একো জ্ঞানী প্রশান্তাত্মা স সন্তরতি নেতরঃ ॥

মিত্রাদিতে যেরূপ মিত্রতা, সমগ্র প্রাণীতেও সেইরূপ মিত্রতা; এইরূপ সমজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্তহৃদয় জ্ঞানীই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন। অপরে তাহা পারে না।

২৬। গুরূণাং চ হিতে যুক্তস্তত্র সংবৎসরং বসেৎ।
নিয়মেষ্বপ্রমত্তস্তু যমেষু চ সদা ভবেৎ ॥

২৭। প্রাপ্য চান্তে ততশ্চৈব জ্ঞানযোগমনুত্তমম্।
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য সঞ্চরেৎ পৃথিবীমিমাম্ ॥

২৮। ততঃ সম্বৎসরস্যান্তে জ্ঞানযোগমনুত্তমম্।
আশ্রমত্রয়মুৎসৃজ্য প্রাপ্তশ্চ পরমাশ্রমম্ ॥

২৯। অনুজ্ঞাপ্য গুরূংশ্চৈব চরেদ্ধি পৃথিবীমিমাম্।
ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

প্রথমতঃ গুরুসেবায় নিযুক্ত হইয়া সম্বৎসর কাল গুরুগৃহে বাস এবং স্থিরচিত্তে শৌচ সন্তোষ তপঃ বেদাধ্যয়ন ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ নিয়ম এবং অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহরূপ যমের অনুশীলন করিবেন। পরে সেই গুরুর নিকট হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগ লাভ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম লঙ্ঘন না করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। পরে সংবৎসরের অন্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগ লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই আশ্রমত্রয় অতিক্রমপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন এবং আসক্তি ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিমিতাহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে এই পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবেন।

৩০। দ্বাবিমৌ ন বিরজ্যেতে বিপরীতেন কর্ম্মণা।
নিরারম্ভো গৃহস্থশ্চ কার্য্যবাংশ্চৈব ভিক্ষুকঃ॥

কার্য্যে আরম্ভবিহীন গৃহস্থ ও নানাকার্য্যকুশল সন্ন্যাসী এই উভয়েই বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে পারেন না। অর্থাৎ গৃহস্থ গৃহকর্ম্মে হতোৎসাহ হইলে তাঁহার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, আর সন্ন্যাসী নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে পারেন না। এই উভয় অবস্থাই উভয়ের পক্ষে বিপরীত।

৩১। মাদ্যতি প্রমদাং দৃষ্ট্বা সুরাং পীত্বা চ মাদ্যতি।
তস্মাদ্দৃষ্টিবিষাং নারীং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ॥
৩২। সম্ভাষণং সহ স্ত্রীভিরালাপঃ প্রেক্ষণং তথা।
নৃত্যং গানং সহাসং চ পরিবাদাংশ্চ বর্জয়েৎ॥

স্ত্রী দর্শন ও মদ্য পান করিয়া মানুষ বিহ্বল হয়; সেই জন্য দর্শনমাত্রে বিষের ন্যায় কার্য্যকারিণী স্ত্রীজাতিকে দূর হইতেই বর্জ্জন করিবে। স্ত্রীজাতির সহিত গোপনে আলাপ, প্রকাশ্যে পরস্পর কথোপকথন, এমন কি তাহার দর্শন, নৃত্য গীত, পরিহাস ও নিন্দা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।

৩৩। ন স্নানং ন জপঃ পূজা ন হোমো নৈব সাধনম্।
নাগ্নিকার্য্যাদিকার্য্যং চ নৈতস্যাস্তীহ নারদঃ॥

৩৪। নার্চ্চনং পিতৃকার্য্যং চ তীর্থযাত্রা ব্রতানি চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকং নাস্তি ন বিধির্লৌকিকী ক্রিয়া॥

৩৫। সন্ত্যজেৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি লোকাচারং চ সর্ব্বশঃ।
কৃমিকীটপতঙ্গাংশ্চ তথা যোগী বনস্পতীন্॥

৩৬। ন নাশয়েদ্বুধো জীবন্ পরমার্থমতির্যতিঃ।
নিত্যমন্তর্মুখঃ স্বচ্ছঃ প্রশান্তাত্মা স্বপূর্ণধীঃ॥

হে নারদ! সন্ন্যাসীর স্নান, জপ, পূজা, হোম, সাধন এবং অগ্নিকার্য্য প্রভৃতির কোনই নিয়ম নাই। উহার দেবতার্চ্চন, পিতৃকার্য্য, তীর্থযাত্রা, ব্রত, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিধি ও লৌকিক ক্রিয়া কিছুই নাই। সন্ন্যাসী সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ও লোকাচার সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। মোক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী সন্ন্যাসী বাঁচিয়া থাকিতে কখনও কৃমি কীট পতঙ্গ বনস্পতি প্রভৃতির বিনাশ করিবেন না। তিনি সর্ব্বদা অন্তর্ম্মুখ পবিত্র প্রশান্তস্বভাব ও আত্মপূর্ণ-বুদ্ধি বা আত্মারাম হইবেন।

৩৭। অন্তঃ সঙ্গপরিত্যাগী লোকে বিহর নারদ।
নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো মুনিঃ ॥

৩৮। নিঃস্তুতির্নিন মস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেদিত্যুপনিষৎ ॥

ষষ্ঠোপদেশঃ।

হে নারদ! সন্ন্যাসী মনে মনে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকালয়ে বিচরণ করিবেন। মুনি একাকী বিচরণ করিবেন বটে, কিন্তু অরাজক জনপদে বিচরণ করিবেন না। তিনি কাহারও স্তুতি, নমস্কার ও শ্রদ্ধা করিবেন না। তাঁহার আবাসস্থানের স্থিরতা থাকিবে না অর্থাৎ তিনি সর্ব্বতোভাবে যথেচ্ছকর্ম্মা হইবেন; ইহাই উপনিষৎ রহস্য।

ষষ্ঠোপদেশ সমাপ্ত।

সপ্তমোপদেশঃ

অথ যতের্নিয়মঃ কথমিতি পৃষ্টং নারদং পিতামহঃ পুরস্কৃত্য বিরক্তঃ সন যো বর্ষাসু ধ্রুবশীলোহষ্টৌ মাস্যেকাকী চরন্নেকত্র নিবসেদ্ভিক্ষুর্ভয়াৎ সারঙ্গবদেকত্র ন তিষ্ঠেৎ স্বগমননিরোধগ্রহণং ন কুর্য্যাদ্ধস্তাভ্যাং নদ্যুত্তরণং ন কুর্য্যান্ন বৃক্ষারোহণমপি ন দেবোৎসব-দর্শনং কুর্য্যান্নৈকত্রাশী ন বাহ্যদেবার্চ্চনং কুর্য্যাৎ স্বব্যতিরিক্তং সর্ব্বং

ত্যক্ত্বা মধুকরবৃত্ত্যাহারমাহরন্ কৃশো ভূত্বা মেদোবৃদ্ধিমকুর্বন্নাজ্যং রুধিরমিব ত্যজেদেকত্রান্নং পললমিব গন্ধলেপনমশুদ্ধিলেপনমিব ক্ষারমন্ত্যজমিব বস্ত্রমুচ্ছিষ্টপাত্রমিবাভ্যঙ্গং স্ত্রীসঙ্গমিব মিত্রাহ্লাদকং মূত্রমিব স্পৃহাং গোমাংসমিব জ্ঞাতচরদেশং চণ্ডালবাটিকামিব স্ত্রিয়মহিমিব সুবর্ণং কালকূটমিব সভাস্থলং শ্মশানস্থলমিব রাজধানীং কুম্ভীপাকমিব শবপিণ্ডবদেকত্রান্নং ন দেহান্তরদর্শনং প্রপঞ্চবৃত্তিং পরিত্যজ্য স্বদেশমুৎসৃজ্য জ্ঞাতচরদেশং বিহায় বিস্মৃতপদার্থংপুনঃ-প্রাপ্তিহর্ষইব স্বমানন্দমনুস্মরন্ স্বশরীরাভিমানদেশবিস্মরণং মত্বা স্বশরীরং শবমিব হেয়মুপগম্য কারাগৃহবিনির্মুক্তচোরবৎপুত্রাপ্তবন্ধু-ভবস্থলং বিহায় দূরতো বসেৎ।

ষষ্ঠ উপদেশ পরিসমাপ্ত হইলে নারদ পুনর্ব্বার পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যতির নিয়ম কি তাহা আমাকে বলুন। পিতামহ নারদের সম্মুখে বলিলেন—যিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া আট মাস বিভিন্ন স্থানে একাকী বিচরণ করেন এবং বর্ষার চারিমাস কোন একস্থানে অবস্থান করেন, বস্তুতঃ ভিক্ষু হরিণের ন্যায় ভয়ে কোনও একস্থানে অবস্থান করিবেন না এবং তাঁহার যথেচ্ছ গমনের কেহ নিরোধ করিলে, তাহাও স্বীকার করিবেন না। হস্তদ্বারা সন্তরণে নদী উত্তরণ, বৃক্ষারোহণ, দেবোৎসবদর্শন প্রভৃতি করিবেন না। কোন একস্থানে ভোজন, দেবতার বাহ্য অর্চ্চন তাঁহার নিষিদ্ধ। আত্ম-ব্যতিরিক্ত সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধুকর বৃত্তিতে আহার সংগ্রহ করিয়া যাহাতে মেদ বৃদ্ধি না হয়, সেই উপায়ে শরীর কৃশ করিবেন। ঘৃত রুধিরের ন্যায়, একস্থানের অন্ন মাংসের ন্যায়, গন্ধলেপন অশুদ্ধি-

লেপনের ন্যায়, ক্ষার দ্রব্য অন্ত্যজের ন্যায়, বস্ত্র উচ্ছিষ্ট পাত্রের ন্যায়, তৈলাভ্যঙ্গ স্ত্রীসঙ্গের ন্যায়, মিত্রের আহ্লাদ মূত্রের ন্যায়, স্পৃহা গোমাংসের ন্যায়, পরিচিত দেশ চণ্ডাল-বাটীর ন্যায়, স্ত্রী সর্পের ন্যায়, সুবর্ণ কালকূট বিষের ন্যায়, সভাস্থল শ্মশানস্থলের ন্যায়, রাজধানী কুম্ভীপাক নরকের ন্যায় এবং এক স্থানের অন্ন সপিণ্ডের ন্যায় বোধে পরিত্যাগ করিবেন। দেহান্তর দর্শন করিবেন না। এই জগৎ-প্রপঞ্চের ব্যাপার, স্বদেশ ও স্বীয় পরিচিত দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হারাণ দ্রব্য লাভে হর্ষের ন্যায় স্বীয় আনন্দ অনুভব করিতে করিতে স্বীয় শরীর ও স্বদেশ বিস্মৃত হইবেন। নিজের শরীরকে শবের ন্যায় হেয় বুদ্ধিতে অবলোকন করিবেন এবং চোর যেরূপ কারাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুত্র ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের বাসস্থান হইতে লজ্জায় দূরে সরিয়া যায়, সেইরূপ দূরে অবস্থান করিবেন।

অযত্নেন প্রাপ্তমাহরন্ ব্রহ্ম প্রণবধ্যানানুসন্ধানপরো ভূত্বা সর্ব্বকর্ম্মনির্মুক্তঃ কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাদিকং দগ্ধ্বা ত্রিগুণাতীতঃ ষড়ূর্মিরহিতঃ ষড়্ভাববিকারশূন্যঃ সত্যবাক্ছুচিরদ্রোহী গ্রাম একরাত্রং পত্তনে পঞ্চরাত্রং ক্ষেত্রে পঞ্চরাত্রং তীর্থে পঞ্চরাত্রম-নিকেতঃ স্থিরমতির্নানৃতবাদী গিরিকন্দরেষু বসেদেক এব দ্বৌ বা চরেৎ গ্রামং ত্রিভির্নগরং চতুর্ভির্গ্রামমিত্যেকশ্চরেৎ।

যাহা অযত্নে লাভ হয়, কেবল মাত্র তাহাই আহরণ করিতে করিতে ব্রহ্মপ্রণবের ধ্যান-অনুসন্ধানপর হইয়া সর্ব্বকর্ম্মবিনির্ম্মুক্ত কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদি দাহকারী, ত্রিগুণাতীত; ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ জরা ও মৃত্যু এই ষট্ ঊর্ম্মি রহিত, উৎপত্তি

স্থিতি বৃদ্ধি বিপরিণতি অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষট্‌ভাব বিকারশূন্য সত্যবাদী শুচি ও অদ্রোহী হইবেন। এবং গ্রামে একরাত্র, পত্তনে পঞ্চরাত্র, ক্ষেত্রে পঞ্চরাত্র, তীর্থে পঞ্চরাত্র এইরূপে নির্দ্দিষ্টাবাসশূন্য স্থিরমতি ও সত্যবাদী হইয়া গিরিগহ্বরে বাস করিবেন। একাকী অথবা দুই জনে গ্রামে ; তিন জন অথবা চারি জন মিলিয়া নগরে বিচরণ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামে এককেরই বিচরণ বিধেয়।

ভিক্ষুশ্চতুর্দ্দশকরণানাং ন তত্রাবকাশং দদ্যাদবিচ্ছিন্নজ্ঞানাদ্‌বৈরাগ্য-সম্পত্তিমনুভূয় মত্তো ন কশ্চিন্নান্যো ব্যতিরিক্ত ইত্যাত্মন্যালোচ্য সর্ব্বতঃ স্বরূপমেব পশ্যঞ্জীবন্মুক্তিমবাপ্য প্রারব্ধপ্রতিভাসনাশপর্য্যন্তং চতুর্বিধং স্বরূপং জ্ঞাত্বা দেহপতনপর্য্যন্তং স্বরূপানুসন্ধানেন বসেৎ।

সন্ন্যাসী চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয়ে অবকাশ প্রদান না করিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে জ্ঞানের অনুশীলনে বৈরাগ্য অনুভব করিবেন, কিন্তু তাহাতে মত্ত হইবেন না। বরং কেহই আমা হইতে ভিন্ন নহে, ইহা আত্মাতে আলোচনা করিতে করিতে সর্ব্বত্র আত্মস্বরূপই অবলোকন করিবেন। এইরূপে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিস্বরূপ অবগত হইয়া দেহের পতন পর্য্যন্ত আত্মানুসন্ধান করিতে অবস্থান করিবেন।

ত্রিষবণস্নানং কুটীচকস্য বহূদকস্য দ্বিবারং হংসস্যৈকবারং পরমহংসস্য মানসস্নানং তুরীয়াতীতস্য ভস্মস্নানমবধূতস্য বায়ব্যস্নানম্ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং কুটীচকস্য ত্রিপুণ্ড্রং বহূদকস্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ত্রিপুণ্ড্রং হংসস্য

ভস্মোদ্ধূলনং পরমহংসস্য তুরীয়াতীতস্য তিলকপুণ্ড্রমবধূতস্য ন কিঞ্চিৎ।

কুটীচক সন্ন্যাসীর তিন বেলা স্নান, বহূদকের দুইবেলা, হংসের একবার, পরমহংসের মানসস্নান, তুরীয়াতীতের ভস্মস্নান ও অবধূতের বায়ব্য (গোরজঃকৃত) স্নান বিধেয়। কুটীচক সন্ন্যাসী ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন, বহূদক ত্রিপুণ্ড্র, হংস ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র পরমহংস ভস্ম লেপন, তুরীয়াতীত তিলক ও পুণ্ড্র ধারণ করিবেন। অবধূতের কোনই নিয়ম নাই।

তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ ঋতুক্ষৌরং কুটীচকস্য ঋতুদ্বয়ক্ষৌরং বহূদকস্য ন ক্ষৌরং হংসস্য পরমহংসস্য চ ন ক্ষৌরম্। অস্তিচেদয়নক্ষৌরম্। তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ ন ক্ষৌরম্। কুটীচকস্যৈকান্নং মাধুকরং বহূদকস্য হংসপরমহংসয়োঃ করপাত্রং তুরীয়াতীতস্য গোমুখং অবধূতস্যাজগরবৃত্তিঃ। শাটীদ্বয়ং কুটীচকস্য বহূদকস্যৈকশাটী হংসস্য খণ্ডং দিগম্বরং পরমহংসস্য এককৌপীনং বা তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্জাতরূপ-ধরত্বং হংসপরমহংসয়োরজিনং ন ত্বন্যেষাম্।

প্রত্যেক ঋতুতে তুরীয়াতীত ও অবধূতের ক্ষৌর কর্ম্ম হইবে। কুটীচকের ঋতু দ্বয়ে, বহূদকের ক্ষৌর কর্ম্ম নিষিদ্ধ। হংস, পরম-হংসেরও ক্ষৌরকর্ম্ম নাই, যদি থাকে তবে অয়নে করিবেন। তুরীয়াতীত অবধূতও ক্ষৌরী না হইতে পারেন, হইলে ঋতুতে ঋতুতে হইবেন। কুটীচক একবার অন্নগ্রহণ করিবেন। বহূদকের মাধুকরী বৃত্তিতে অন্নগ্রহণ করিতে হইবে। হংস ও পরমহংসের করপাত্র, তুরীয়াতীতের গোমুখ, অবধূতের অজগরবৃত্তিতে অন্নগ্রহণ করিতে

হয়। কুটীচকের বস্ত্রদ্বয়, বহূদকের একবস্ত্র, হংসের বস্ত্রখণ্ড, পরমহংসের দিকই বস্ত্র অথবা একমাত্র কৌপীন পরিধেয়। তুরীয়াতীত ও অবধূতের জাতরূপধরত্ব, হংস ও পরমহংসের অজিন, অপর কাহারও নহে।

কুটীচকবহূদকয়োর্মন্ত্রজপাধিকারো হংসপরমহংসয়োরজিনং ন ত্বন্যেষাম্। কুটীচকবহূদকয়োর্দ্দেবার্চ্চনং হংসপরমহংসয়োর্মানসার্চ্চনং তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ সোঽহংভাবনা। কুটীচকবহূদকয়োর্মন্ত্রজপাধিকারো হংসপরমহংসয়োর্দ্ধ্যানাধিকার-স্তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্নত্বন্যাধিকার-স্তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্মহাবাক্যোপদেশাধিকারঃ পরমহংসস্যাপি। কুটীচকবহূদকহংসানাং নান্যস্যোপদেশাধিকারঃ।

কুটীচক ও বহূদকের মন্ত্রজপে অধিকার আছে। হংস ও পরমহংস অজিন ধারণ করিবেন, অপরের তাহাতে অধিকার নাই। কুটীচক ও বহূদক দেবতার্চ্চন করিবেন। হংস ও পরমহংসের মানস অর্চ্চনা তুরীয়াতীত ও অবধূতের মানস ভাবনা করিতে হইবে। কুটীচক ও বহূদকের মন্ত্রজপের অধিকার। হংস ও পরমহংসের ধ্যানে অধিকার। তুরীয়াতীত ও অবধূতের অন্য কিছুতেই অধিকার নাই, কেবল তাঁহাদের মহাবাক্যোপদেশে অধিকার আছে, পরমহংসেরও তাহাই। কুটীচক, বহূদক ও হংসের অন্যের উপদেশে অধিকার নাই।

কুটীচকবহূদকয়োর্মানুষপ্রণবঃ হংসপরমহংসয়োরান্তরপ্রণবঃ তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্ব্রহ্মপ্রণবঃ। কুটীচকবহূদকয়োঃ শ্রবণং হংস-পরমহংসয়োর্মননং তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্নিদিধ্যাসঃ। সর্ব্বেষামাত্মানু-

সন্ধানং বিধিরিত্যেব মুমুক্ষুঃ সর্ব্বদা সংসারতারকং তারকমনুস্মরন্ জীবন্মুক্তো বসেদধিকারবিশেষেণ কৈবল্যপ্রাপ্ত্যুপায়মন্বিষ্যেদ্যতিরিত্যুপনিষৎ ॥

সপ্তমোপদেশঃ ॥

কুটীচক ও বহূদকের মানুষপ্রণব, হংস ও পরমহংসের অন্তর প্রণব, তুরীয়াতীত ও অবধূতের ব্রহ্মপ্রণব। কুটীচক ও বহূদকের শ্রবণ, হংস ও পরমহংসের মনন, তুরীয়াতীত ও অবধূতের নিদিধ্যাসন বা নিশ্চয়রূপে ধ্যান। সকলের পক্ষেই আত্মানুসন্ধানই বিধি; মুমুক্ষু ব্যক্তি এইরূপে সর্ব্বদা সংসারের তারক 'তারক ব্রহ্ম' অনুধ্যান করিতে করিতে জীবন্মুক্ত হইবেন এবং যতি অধিকারবিশেষ লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় অনুসন্ধান করিবেন। ইহাই উপনিষদের রহস্য।

সপ্তম উপদেশ সমাপ্ত।

অষ্টমোপদেশঃ

অথ হৈনং ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনং নারদঃ পপ্রচ্ছ সংসারতারকং প্রসন্নো ব্রূহীতি। তথেতি পরমেষ্ঠী বক্তুমুপচক্রে (প) ওমিতি ব্রহ্মেতি ব্যষ্টিসমষ্টিপ্রকারেণ। কা ব্যষ্টিঃ কা সমষ্টিঃ সংহারপ্রণবঃ সৃষ্টিপ্রণবশ্চান্তর্বহিশ্চোভয়াত্মকত্বাৎ ত্রিবিধো ব্রহ্মপ্রণবঃ। অন্তঃপ্রণবো

ব্যবহারিকপ্রণবঃ। বাহ্যপ্রণব আর্ষপ্রণবঃ। উভয়াত্মকো বিরাট্-প্রণবঃ। সংহারপ্রণবো ব্রহ্মপ্রণব অর্দ্ধমাত্রাপ্রণবঃ। ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিত্যেকাক্ষরমন্তঃপ্রণবং বিদ্ধি। স চাষ্টধা ভিদ্যতে অকারো-কারমকারার্দ্ধমাত্রানাদবিন্দুকলাশক্তিশ্চেতে। তত্র চত্বার অকার-শ্চাযুতাবয়বান্বিত উকারঃ সহস্রাবয়বান্বিতো মকারঃ শতাবয়বো-পেতোঽর্দ্ধমাত্রাপ্রণবোঽনন্তাবয়বাকারঃ। সগুণো বিরাট্প্রণবঃ সংহারো নির্গুণপ্রণব উভয়াত্মকোৎপত্তিপ্রণবো যথাপ্লুতো বিরাট্প্লুতঃ প্লুতসংহারো বিরাট্প্রণবঃ ষোড়শমাত্রাত্মকঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাতীতঃ। ষোড়শমাত্রাত্মকত্বং কথমিত্যুচ্যতে। অকারঃ প্রথমোকারো দ্বিতীয়া মকারস্তৃতীয়ার্দ্ধমাত্রা চতুর্থী নাদঃ পঞ্চমী বিন্দুঃ ষষ্ঠী কলা সপ্তমী কলাতীতাষ্টমী শান্তির্নবমী শান্ত্যতীতা দশমী উন্মন্যেকাদশী মনোন্মনী দ্বাদশী পুরী ত্রয়োদশী মধ্যমা চতুর্দ্দশী পশ্যন্তী পঞ্চদশী পরা ষোড়শী।

সপ্তম উপদেশ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার নারদ ভগবান্ পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তারকব্রহ্ম কি তাহা আমাকে প্রসন্নচিত্তে বলুন। আচ্ছা বেশ, বলিয়া পরমেষ্ঠী বলিতে আরম্ভ করিলেন—ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে ওঁকারই ব্রহ্ম। ব্যষ্টি কি, সমষ্টিই বা কি? সংহারপ্রণব ও সৃষ্টিপ্রণব এই দ্বিবিধ প্রণব আবার অন্তর ও বাহ্য এই উভয়াত্মক বলিয়া মোট তিন প্রকার, ইহার নাম ব্রহ্মপ্রণব। ব্যবহারিক প্রণবের নামই অন্তঃপ্রণব, আর্ষপ্রণব—বাহ্যপ্রণব এবং বিরাটপ্রণব উভয়াত্মক। সংহারপ্রণবই ব্রহ্মপ্রণব, উহারই নাম অর্দ্ধমাত্রাপ্রণব। ওঁকারই ব্রহ্ম। 'ওঁ' এই একাক্ষরকে অন্তঃপ্রণব বলিয়া জানিবে। ইহা অষ্টভাগে বিভক্ত, যথা—অকার উকার মকার অর্দ্ধমাত্রা নাদ বিন্দু

কলা ও শক্তি। তন্মধ্যে প্রথমতঃ চারিটি অর্থাৎ অকার অযুত অবয়বযুক্ত,উকার সহস্র অবয়বান্বিত, মকার শত অবয়বযুক্ত এবং অর্দ্ধমাত্রাপ্রণব অনন্ত অবয়বের আকর। বিরাটপ্রণব সগুণ, সংহার-প্রণব নির্গুণ এবং উৎপত্তিপ্রণব উভয়াত্মক। সৃষ্টিপ্রণব, বিরাটপ্রণব ও সংহারপ্রণব সকলেই প্লুতস্বরবিশিষ্ট। বিরাটপ্রণব ষোড়শ-মাত্রাযুক্ত এবং ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের অতীত। কিরূপে ষোড়শমাত্রাত্মক তাহা বলা যাইতেছে। অকার প্রথম মাত্রা, উকার দ্বিতীয়া, মকার তৃতীয়া, অর্দ্ধমাত্রা চতুর্থী, নাদ পঞ্চমী, বিন্দু ষষ্ঠী, কলা সপ্তমী, কলাতীতা অষ্টমী, শান্তি নবমী, শন্ত্যতীতা দশমী, উন্মনী একাদশী, মনোন্মনী দ্বাদশী, পুরী ত্রয়োদশী, মধ্যমা চতুর্দ্দশী, পশ্যন্তী পঞ্চদশী, পরা ষোড়শী।

পুনশ্চতুঃষষ্টিমাত্রা প্রকৃতিপুরুষদ্বৈবিধ্যমাসাদ্যাষ্টাবিংশত্যুত্তরভেদ-মাত্রাস্বরূপমাসাদ্য সগুণনির্গুণত্বমুপেত্যৈকোঽপি ব্রহ্মপ্রণবঃ সর্ব্বাধারঃ পরংজ্যোতিরেষ সর্ব্বেশ্বরো বিভুঃ। সর্ব্বদেবময়ঃ সর্ব্বপ্রপঞ্চাধার-গর্ভিতঃ।

অষ্টাবিংশতিরও অধিক মাত্রায় ভেদস্বরূপ লাভ করিয়া সেই ষোড়শ মাত্রাত্মক ব্রহ্মপ্রণব প্রকৃতিপুরুষভেদে দ্বিপ্রকার এবং সগুণ ও নির্গুণভেদে দুই প্রকার, এই চারি প্রকারে একুনে চতুঃষষ্টিমাত্রা লাভ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্মপ্রণব এক হইলেও সমগ্র জগতের আধাররূপে নিখিল প্রপঞ্চ স্বীয় কুক্ষিতে রাখিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বদেবময় সর্ব্বেশ্বর বিভূ ও পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত।

২। সর্ব্বাক্ষরময়ঃ কালঃ সর্ব্বাগমময়ঃ শিবঃ।
সর্ব্বশ্রুত্যুত্তমো মৃগ্যঃ সকলোপনিষন্ময়ঃ॥

৩। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যদ্ যৎ ত্রিকালোদিতমব্যয়ম্।
তদপ্যোঙ্কারমেবার্য্য বিদ্ধি মোক্ষপ্রদায়কম্॥

এই ব্রহ্মপ্রণবই সমগ্র মাতৃকাবর্ণস্বরূপ সুতরাং সকলশাস্ত্রময়, সকল উপনিষদের সারভূত বা সকল উপনিষৎময়। ইনিই কলন অর্থাৎ লয় করেন বলিয়া কাল এবং শুভঙ্কর বলিয়া মুমুক্ষুগণের অন্বেষণীয়। হে আর্য্য! (নারদ) ওঁকারকেই অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালে উদিত সুতরাং অব্যয় এবং মোক্ষপ্রদায়ক বলিয়া জানিবে।

৪। তদেবাত্মানমিত্যেতদ্ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতম্।
তদেকমমৃতমজরমনুভূয় তথোমিতি॥

৫। সশরীরং সমারোপ্য তন্ময়ত্বং তথোমিতি।
ত্রিশরীরং তমাত্মানং পরং ব্রহ্ম বিনিশ্চিনু॥

এই ওঁকারই আত্মা এবং ইনিই ব্রহ্ম শব্দে বর্ণিত হইয়াছেন। এই ব্রহ্ম এক, অবিনাশী এবং নিত্য একরূপ, এই ভাবে অনুভব করিয়া শরীরের সহিত সকলই ব্রহ্মময় ভাবনা করিতে করিতে অকার, উকার ও মকার এই ত্রিশরীর ওঁকারকে আত্মা বা পরব্রহ্মরূপে নিশ্চয় কর।

৬। পরং ব্রহ্মানুসন্দধ্যাদ্বিশ্বাদীনাং ক্রমঃ ক্রমাৎ।
স্থূলত্বাৎ স্থূলভুক্ত্বাচ্চ সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মভুক্ পরম্॥

৭। ঐক্যত্বানন্দভোগাচ্চ সোঽয়মাত্মা চতুর্বিধঃ।
চতুষ্পাজ্জাগরিতঃ স্থূলঃ স্থূলপ্রজ্ঞো হি বিশ্বভুক্॥

৮। একোনবিংশতিমুখঃ সাষ্টাঙ্গঃ সর্ব্বগঃ প্রভুঃ।
স্থূলভুক্ চতুরাত্মাথ বিশ্বো বৈশ্বানরঃ পুমান্॥

৯। বিশ্বজিৎ প্রথমঃ পাদঃ স্বপ্নস্থানগতঃ প্রভুঃ।
সূক্ষ্মপ্রজ্ঞঃ স্বতোঽষ্টাঙ্গ একো নান্যঃ পরন্তপ॥

১০। সূক্ষ্মভুক্ চতুরাত্মাথ তৈজসো ভূতরাড়য়ম্।
হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলোঽন্তর্দ্বিতীয়ঃ পাদ উচ্যতে॥

বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞাদিক্রমে পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিবে; তাহার ক্রম এই। তিনি স্বয়ং বিশ্বরূপে স্থূল বলিয়া স্থূলভুক্ এবং তিনিই আবার তৈজসরূপে সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্মভুক্। একত্ব ও আনন্দভোক্তৃস্বরূপে এই আত্মাই চতুর্ব্বিধরূপে প্রতীত হন। যিনি বিশ্বভুক্ বা যাঁহার কুক্ষিতে এই জগত্রয় বর্ত্তমান, তিনিই চতুষ্পাৎ জাগরিত স্থূল ও স্থূলভুক্ নামে অভিহিত। তিনি একোনবিংশতি মুখ ও অষ্ট অঙ্গবিশিষ্ট এবং সর্ব্বব্যাপী নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ প্রভু। তিনিই আবার স্থূলভুক্, চতুরাবয়বসম্পন্ন, বিশ্ব, বৈশ্বানর ও পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত।

হে নারদ! তুমি কামক্রোধাদি ষড়রিপু জয় করিয়াছ, সুতরাং ইহার রহস্য বুঝিতে পারিবে; অতএব সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সেই চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের প্রথম পাদ বিশ্বজিৎ। তিনি স্বপ্নস্থানগত, প্রভু, সূক্ষ্মপ্রজ্ঞ এবং স্বভাবতঃ অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট; তিনি এক, তাঁহার দ্বিতীয় কেহই নাই। আর দ্বিতীয় পাদ হিরণ্যগর্ভ; তিনি সূক্ষ্মভুক্, চতুরাবয়ববিশিষ্ট তৈজস; ইনিই ভূতরাট্, স্থূল ও অন্তর্যামী।

১১। কামং কাময়তে যাবদ্যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন।
স্বপ্নং পশ্যতি নৈবাত্র তৎসুষুপ্তমপি স্ফুটম্॥

১২। একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনবান্ সুখী।
নিত্যানন্দময়োঽপ্যাত্মা সর্ব্বজীবান্তরস্থিতঃ॥

১৩। তথাপ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ।
চতুরাত্মেশ্বরঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদসংজ্ঞিতঃ॥

১৪। এষঃ সর্ব্বেশ্বরশ্চৈষ সর্ব্বজ্ঞঃ সূক্ষ্মভাবনঃ।
এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ॥

১৫। ভূতানাং ত্রয়মপ্যেতৎ সর্ব্বোপরমবাধকম্।
তৎসুষুপ্তং হি যৎস্বপ্নং মায়ামাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥

১৬। চতুর্থশ্চতুরাত্মাপি সচ্চিদেকরসো হ্যয়ম্।
তুরীয়াবসিতত্বাচ্চ একৈকত্বানুসারতঃ॥

১৭। জ্ঞাতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাতৃবিকল্পজ্ঞানসাধনম্।
বিকল্পত্রয়মত্রাপি সুষুপ্তং স্বপ্নমান্তরম্॥

১৮। মায়ামাত্রং বিদিত্বৈবং সচ্চিদেকরসো হ্যয়ম্।
বিভক্তো হ্যয়মাদেশো ন স্থূলপ্রজ্ঞমন্বহম্॥

১৯। ন সূক্ষ্মপ্রজ্ঞমত্যন্তং ন প্রজ্ঞং ন ক্বচিন্মুনে।
নৈবাপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞমান্তরম্॥

২০। নাপ্রজ্ঞমপি ন প্রজ্ঞাঘনং চাদৃষ্টমেব চ।

যে অবস্থায় জীব সুপ্ত থাকিয়া কোনও অভিলাষের কামনা করেন না এবং কোনরূপ স্বপ্ন অবলোকন করেন না, সেই অবস্থাই সুষুপ্তের স্ফুটাবস্থা; তখন সুষুপ্তস্থ জীবের ব্রহ্মের সহিত একীভাব

হয় ; সুতরাং জীব প্রজ্ঞানঘন ও সুখী হন। কারণ ব্রহ্ম নিত্য আনন্দস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বজীবের অন্তরস্থ আত্মা। তিনি আনন্দময় হইয়াও আবার আনন্দের অনুভবিতা অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে চৈতন্যের প্রকাশ দ্বারা স্বনিষ্ঠ আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, নিত্য একরূপ, চতুষ্পাদ ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ ; ইহাই তৃতীয় পাদ নামে অভিহিত।

ইনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ; অতি সূক্ষ্মরূপে ইহার ভাবনা করিতে হয় ; ইনি অন্তর্যামী ও সকলের কারণ এবং উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। ইনিই সর্ব্বোপরমের বাধক পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়। ইনিই সুষুপ্ত ; যাহা স্বপ্ন তাহা একমাত্র মায়া বলিয়া কীর্ত্তিত। ইনি তুরীয় চতুষ্পাদ, সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। একমাত্র তুরীয়রূপে অবশিষ্ট বলিয়া জাগ্রদাদি এক-একটি অবস্থার অনুসারে ইনিই জ্ঞাতা, অনুজ্ঞাতা, অননুজ্ঞাতা ও বিকল্প জ্ঞানের সাধন। ইঁহাতেই বিকল্পত্রয়, সুষুপ্ত ও আভ্যন্তরীন স্বপ্ন অবস্থিত, এই রূপে মায়ামাত্র অবগত হইয়া ইনিই পৃথক্‌ভাবে সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, এই আদেশ অবগত হইবে। হে মুনি নারদ! ইনি নিয়ত স্থূলপ্রজ্ঞ নহেন, সূক্ষ্মপ্রজ্ঞ নহেন, অত্যন্ত প্রজ্ঞ নহেন ; অপ্রজ্ঞ, উভয়প্রজ্ঞ, আন্তরপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞাঘনও নহেন। ইনি অ-দৃষ্ট, কেবল অনুভবগম্য।

তদলক্ষণমগ্রাহ্যং যদ্ব্যবহার্য্যমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শিবং শান্তমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স ব্রহ্ম প্রণবঃ স বিজ্ঞেয়ো নাপরস্তুরীয়ঃ সর্ব্বত্র ভানুবন্মুমুক্ষুণামাধারঃ স্বয়ংজ্যোতির্ব্রহ্মাকাশঃ সর্ব্বদা বিরাজতে পরমব্রহ্মত্বাদিত্যুপনিষৎ ॥

অষ্টমোপনিষৎ ॥

ইঁহার কোন লক্ষণ নাই। ইঁহাকে ব্যবহার্য্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। ইনি অচিন্ত্য অব্যপদেশ্য, একমাত্র আত্ম-প্রত্যয়সার। এই জগৎপ্রপঞ্চ ইঁহাতেই বিলীন হয়; ইঁহাকে শিব শান্ত অদ্বৈত ও তুরীয় বলিয়া জানিবে। ইঁহারই নাম ব্রহ্মপ্রণব, ইনিই একমাত্র বিজ্ঞেয়; অপর কোন তুরীয় নাই। সর্ব্বত্র সূর্য্যের ন্যায় মুমুক্ষুগণের ইনিই একমাত্র আশ্রয়স্থল। ইনি স্বয়ংজ্যোতিঃ, ব্রহ্মাকাশ, পরব্রহ্ম বলিয়া সর্ব্বদা একরূপে বিরাজমান।

অষ্টম উপদেশ সমাপ্ত।

নবমোপদেশঃ

অথ ব্রহ্মস্বরূপং কথমিতি নারদঃ পপ্রচ্ছ। তং হোবাচ পিতামহঃ কিং ব্রহ্মস্বরূপমিতি। অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি যে বিদুস্তে পশবো ন স্বভাবপশবস্তমেবং জ্ঞাত্বা বিদ্বান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

অষ্টম উপদেশ শ্রবণ করিয়া নারদ পুনর্ব্বার পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্। ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার, তাহা আমাকে বলুন। পিতামহ তাঁহাকে ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্ম অন্য এবং আমিও অন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম আমা হইতে পৃথক্, এইরূপ যিনি অনুভব করেন, তিনি পশু; বস্তুতঃ পশু না হইলেও স্বভাবপশু।

স্বীয় অভিন্নরূপে ব্রহ্মকে জানিয়া জ্ঞানিগণ মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন, মোক্ষের আর অন্য পন্থা নাই।

১। কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনি পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং নত্বাত্মভাবাদাত্মা হ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ।

ব্রহ্মকারণবাদের বিরুদ্ধ বলিয়া কালাদি কারণ হইতে পারে না। কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, আকাশাদি ভূতসমূহ এবং মন কারণ কি না বিবেচনার বিষয় অর্থাৎ ইহারা কারণ হইতে পারে না। কালাদির সংযোগও কারণ নহে; যেহেতু চেতন আত্মা বিদ্যমান আছেন। সুখদুঃখের কারণীভূত পুণ্য ও পাপের অধীন জীব স্বতন্ত্র নহেন; সুতরাং স্বতন্ত্র ব্রহ্মই জগতের কারণ।

২। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

ব্রহ্মবিদ্গণ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া সত্ত্বঃ রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা আবৃত পরমেশ্বরের আত্মভূত শক্তিকে অবলোকন করিয়াছিলেন, যে শক্তি একমাত্র চৈতন্যস্বরূপে কালাদিযুক্ত সমগ্র কারণের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বর্ত্তমান আছেন।

৩। তমেকস্মিংস্ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্॥

ব্রহ্মবাদিগণ ইহাকে চক্ররূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। যাহার অবিদ্যাই নেমি, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় দ্বারা আবৃত পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শবিকার

যাহার নাভিচ্ছিদ্রের বেষ্টন, পাঁচটী বিপর্য্যয়, অষ্টাবিংশতি অশক্তি, নয়টী তুষ্টি ও আটটী সিদ্ধি—এই পঞ্চাশটী যাহার অর। দশটী ইন্দ্রিয়বৃত্ত ও তাহার বিষয় দশটী—মোট বিংশতিটী যাহার প্রত্যর বা ক্ষুদ্র অর; ভূম্যাদি প্রকৃত্যষ্টক, ত্বঙ্‌মাংসাদি ধাত্বষ্টক, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যাষ্টক, ধর্ম্মাদি ভাবাষ্টক, ব্রহ্মাদি দেবতাষ্টক ও দয়াদি গুণাষ্টক—এই ছয়টী অষ্টক [ইহাদের বিশেষ বিবরণ আমাদের এই উপনিষদাবলীর শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দ্রষ্টব্য।] এবং নানা প্রকার কামই ইহার একমাত্র পাশ বা বন্ধনরজ্জু; ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও জ্ঞান, এই ত্রিবিধ মার্গ এবং সুখ ও দুঃখের নিমিত্ত যাহার মোহ, ব্রহ্মবাদিগণ পরমেশ্বরকে এবম্বিধ চক্ররূপে অবলোকন করিয়াছেন।

৪। পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্ত্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ॥

তাঁহারই আবার নদীরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। চক্ষুরাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় যাঁহার জলস্থানীয়, যাহা পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতদ্বারা উগ্র এবং বক্র, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহার তরঙ্গ, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের মূল মন যাহার মূল, শব্দাদি পাঁচটী বিষয় যাহার আবর্ত্ত, পাঁচটী দুঃখ যাহার বেগ, পঞ্চাশৎ ধ্বনিস্বরূপ বর্ণ যাহার ভেদ, অবিদ্যাদি পাঁচটী ক্লেশ যাহার পর্ব্ব, এইরূপ ব্রহ্মনদীকে আমরা স্মরণ করি।

৫। সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥

সেই ব্রহ্মচক্রে জীব কিরূপে সংসারভ্রমণ করেন এবং কি উপায়েই বা মুক্তিলাভ করেন, তাহার পন্থা প্রদর্শন করিতেছেন। যে চক্র সকলের জীবনস্বরূপ, যাহাতেই সকলের অবস্থিতি, যাহা অতীব বৃহৎ, জীব সর্ব্বদা সেই ব্রহ্মচক্রে নর-পশু-তির্য্যগাদিরূপে পরিভ্রমণ করিতেছেন। জীব বিবেচনা করেন—ঈশ্বর আমার প্রেরক, আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন। এইরূপ জানিয়া সংসারে নানারূপে বিচরণ করিতেছেন। যখন তাঁহার তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়—ঈশ্বরের কৃপায় তিনি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বুঝিতে পারেন—তখন তাঁহার নিত্য-চৈতন্যস্বরূপলাভ বা মুক্তি ঘটে।

৬। উদ্গীতমেতৎ পরমং তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং স্বপ্রতিষ্ঠাক্ষরং চ।
অত্রান্তরং বেদবিদো বিদিত্বা লীনাঃ পরে ব্রহ্মণি তৎপরায়ণাঃ॥

এই পরব্রহ্ম সকল বেদে প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যাদশায় তাঁহাতে বেদত্রয় ও প্রণব প্রতিষ্ঠিত থাকে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ প্রপঞ্চ হইতে ভিন্নরূপে ব্রহ্মকে অবগত হইয়া তাঁহাতেই লীন হন এবং সমাধিপরায়ণ হইয়া পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

৭। সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরং চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

ঈশ্বর এই বিনাশী কার্য্যসমূহ ও অবিনাশী কারণ এবং পরস্পর মিলিত কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্বকে ধারণ করেন। অনীশ্বর জীব

সুখ-দুঃখাদির ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন বদ্ধ হন; এবং ঈশ্বরকে জানিয়া সর্ব্ববন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন।

৮। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকাভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥

ঈশ্বর ও জীব ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন না হইলেও উপাধিভেদে ভিন্নরূপে প্রতীত হন; ইঁহারা কারণশূন্য, তন্মধ্যে একজন ঈশ্বর বা নিয়ন্তা, অপর জীব অনীশ বা নিয়ম্য। ভোক্তার ভোগ্য-সুখাদি সাধনের নিমিত্ত ঈশ্বরে পরিকল্পিত এক মায়াশক্তি বিদ্যমান আছে। আত্মা অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বরূপ এবং কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মপরিশূন্য। মানব যখন ঈশ্বর জীব ও মায়াকে অভিন্নরূপে অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপে সাক্ষাৎ লাভ করেন, তখন তিনি মুক্ত হন।

৯। ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেবঃ একঃ।
তদভিধ্যানাদ্ যোজনাত্তত্ত্বভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥

মায়া বিনাশশীল, পরমেশ্বর অবিনাশী। একমাত্র পরমেশ্বরই মায়া ও জীবের প্রভু। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যানদ্বারা 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের উদয় এবং দেহনাশের পরেও সেই আত্মস্বরূপের বিলয় হয় না; কেবলমাত্র প্রারব্ধভোগের জন্য পুনর্ব্বার শরীর-পরিগ্রহ করিতে হয়; কিন্তু সেই প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে সমগ্র মায়ার বিশেষভাবে নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

১০। জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আত্মকামঃ॥

স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিয়া লোক অবিদ্যাদি পাশ হইতে বিমুক্ত হয় এবং অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশের ক্ষয় হইলে জন্ম-মৃত্যুর উচ্ছেদ সংসাধিত হয়। পরমেশ্বরের অভিধ্যানে দেহপাত হইলে কেবল পূর্ণকাম হইয়া বিরাট্ অপেক্ষায় তৃতীয় সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়।

১১। এতজ্ জ্ঞেয় নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

এই অবিনাশী প্রত্যগাত্মতত্ত্ব স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে। কারণ ইহার পরে আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। ভোক্তা জীব, ভোগ্য বিষয় এবং ইহাদের প্রেরক পরব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক কথিত ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই তিনটিকে ব্রহ্মস্বরূপেই জানিবে।

১২। আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্।
য এবং বিদিত্বা স্বরূপমেবানুচিন্তয়ং
স্তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

স্বকীয় বিদ্যা ও তপস্যা একমাত্র পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়, ইহাই উপনিষদের রহস্য। যে বিদ্বান্ এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যান করেন এবং তাঁহাতে একত্ব অবলোকন করেন, তাঁহার শোকই বা কি, মোহই বা কি? অর্থাৎ শোক-মোহের সম্ভাবনা কোথা?

তস্মাদ্বিরাড়্‌ভূতং ভব্যং ভবিষ্যদ্‌ভবত্যনশ্বরস্বরূপম্।

১৩। অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥

সেই হেতু এই বিরাট্‌পুরুষ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই নিত্য একরূপে অবস্থিত। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর আত্মা; ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণিসমূহের হৃদয়গুহায় অবস্থিত। যিনি বিধাতার অনুগ্রহে অথবা চিত্তের নির্ম্মলতাহেতু সঙ্কল্পাদিরহিত অনন্তমহিমান্বিত জগন্নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে অবলোকন করে; তিনি শোকবিনির্ম্মুক্ত হন।

১৪। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।

তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করিতে পারেন; পদ না থাকিলেও বেগে গমন করিতে পারেন, নেত্ররহিত হইয়াও দর্শন করেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং সমস্ত জ্ঞাতব্যবিষয় অবগত আছেন; তাঁহার অন্য কোন দ্রষ্টা নাই; ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইঁহাকেই প্রথম পূর্ণ এবং মহান্ বলিয়া থাকেন।

১৫। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

তিনি বিনাশশীল শরীরে অবস্থিত অথচ স্বয়ং শরীরবিহীন মহান্ ও ব্যাপক; এইরূপে আত্মস্বরূপ যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই ব্যক্তি কখনও অবিদ্যাপরিকল্পিত শোক অনুভব করেন না।

১৬। সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যশক্তিং সর্ব্বাগমান্তর্থাবিশেষবেদ্যম্।
পরাৎ পরং পরমং বেদিতব্যং সর্ব্বাবসানে সকৃদ্বেদিতব্যম্॥

যিনি সমগ্র কর্ম্মফলের বিধানকর্ত্তা, অপরিমিত মহিমানিবন্ধন যাঁহার শক্তি চিন্তাও করিতে পারা যায় না, যিনি সমগ্র শাস্ত্রের চরমার্থের বিশেষ বেদ্য অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রই যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরই একমাত্র জ্ঞাতব্য। কারণ সকল পদার্থ বিলীন হইয়া গেলেও একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট থাকেন, সুতরাং তাঁহাকেই জানিতে হইবে।

১৭। কবিং পুরাণং পুরুষোত্তমোত্তমং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বদেবৈরুপাস্যম্।
অনাদিমধ্যান্তমনন্তমব্যয়ং শিবাচ্যুতাম্ভোরুহগর্ভভূধরম্॥

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সনাতন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সমগ্রজগতের নিয়ন্তা এবং সকল দেবতার আরাধ্য; তিনি উৎপত্তিস্থিতি ও লয়রহিত; তিনি অনন্ত, নিত্য একরূপে বিরাজমান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকেই জানিতে হইবে।

১৮। স্বেনাবৃতং সর্ব্বমিদং প্রপঞ্চং পঞ্চাত্মকং পঞ্চসু বর্ত্তমানম্। পঞ্চীকৃতানন্তভবপ্রপঞ্চং পঞ্চীকৃতস্বাবয়বৈরসংবৃতম্। পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তং স্বরূপতেজোময়শাশ্বতং শিবম্॥

অনন্ত প্রপঞ্চোৎপত্তির কারণস্বরূপ পঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত সর্ব্বদা এই ক্ষিত্যাদি পঞ্চকে বর্ত্তমান থাকিয়া পঞ্চীকৃত স্বীয় স্বীয় অবয়ব দ্বারা আবৃত থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান

জগৎ স্বীয় কারণস্বরূপ ব্রহ্মদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। যে ব্রহ্ম পরাৎপর, মহৎ অপেক্ষাও মহত্তম, আত্মস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়, নিত্য ও কল্যাণময়, তিনিই একমাত্র জ্ঞেয়।

১৯। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে লোক দুশ্চরিত বা শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত নহে, শ্রবণ, মনন, ধ্যানপ্রভৃতিদ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সম্পাদন করে নাই, সমাহিতচিত্ত ও ভোগাকাঙ্ক্ষারহিত নহে, সে এই আত্মাকে জানিতে পারে না। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই আত্মাকে জানিতে পারা যায়।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং ন স্থূলং নাস্থূলং ন জ্ঞানং নাজ্ঞানং নোভয়তঃপ্রজ্ঞমগ্রাহ্যমব্যবহার্য্যং স্বান্তঃস্থিতঃ স্বয়মেবেতি য এবং বেদ স মুক্তো ভবতি স মুক্তো ভবতীত্যাহ ভগবান্ পিতামহঃ।

তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন (অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস অর্থাৎ অন্তঃস্থ সূক্ষ্মবিষয়ভোজী), তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন (বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব, তিনিই বাহ্যবিষয়সমূহ ভোগ করেন), তিনি স্থূল নহেন, অস্থূলও নহেন; তিনি বাহ্যজ্ঞানস্বরূপ নহেন, আবার অজ্ঞানও তাঁহার স্বরূপ নয়। তিনি উভয়তঃপ্রজ্ঞ নহেন, অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা তাঁহাতে নাই। তাঁহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি ব্যবহারের অযোগ্য, তিনি নিজেই নিজেতে অবস্থিত, এইরূপে যে বিদ্বান্ তাঁহাকে জানিতে পারেন, তিনি মুক্ত হন। [ইহাতে কোন সংশয় নাই, ইহা সূচনার জন্যই মুক্ত হন, এই কথা দুইবার বলা হইয়াছে] পিতামহ-ব্রহ্মা নারদকে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

স্বস্বরূপজ্ঞঃ পরিব্রাট্ পরিব্রাড়েকাকী চরতি ভয়ত্রস্তসারঙ্গবত্তিষ্ঠতি। গমনবিরোধং ন করোতি। স্বশরীরব্যতিরিক্তং সর্ব্বং ত্যক্ত্বা ষট্পদবৃত্ত্যা স্থিত্বা স্বরূপানুসন্ধানং কুর্ব্বন্ সর্ব্বমনন্যবুদ্ধ্যা স্বস্মিন্নেব মুক্তো ভবতি। স পরিব্রাট্ সর্ব্বক্রিয়াকারকনিবর্ত্তকো গুরুশিষ্য-শাস্ত্রাদিবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বসংসারং বিসৃজ্য চামোহিতঃ পরিব্রাট্ কথং নির্ধনিকঃ সুখী ধনবাঞ্জ্ঞানাজ্ঞানোভয়াতীতঃ সুখদুঃখাতীতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃপ্রকাশঃ সর্ব্ববেদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সোঽহমিতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ। সূর্য্যো ন তত্র ভাতি ন শশাঙ্কোঽপি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে তৎকৈবল্যমিত্যুপনিষৎ ॥

নবমোপদেশঃ।

ইতি নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ সমাপ্তা।

পরিব্রাজক আত্ম-স্বরূপজ্ঞ হইবেন, তিনি ভয়ত্রস্ত হরিণের ন্যায় একাকী বিচরণ ও অবস্থান করিবেন। কেহই তাঁহার গমনে বিরোধ ঘটাইবে না। একমাত্র শরীর ভিন্ন আর কিছুই ব্যবহার না করিয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে অবস্থানপূর্ব্বক কেবলমাত্র আত্মানুসন্ধান করিতে করিতে "কোন পদার্থই ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত নহে" এই বুদ্ধিদ্বারা নিজেতেই আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধিরূপ মুক্তি অনুভব করিবেন। তিনিই প্রকৃত পরিব্রাজক—যিনি সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকার-কাদিব্যবহারবিনির্ম্মুক্ত, গুরু, শিষ্য, সম্বন্ধ ও শাস্ত্র পর্য্যালোচনায় বিরত হইয়া সর্ব্বসংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক কিছুতেই মুগ্ধ না হন।

বস্তুতঃ পরিব্রাজক কেন নির্ধন হইবেন? তিনিই প্রকৃত সুখী ও ধনবান্; কারণ তিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়ের অতীত, সুখ ও দুঃখের অতীত, স্বয়ংপ্রকাশ, সকলের একমাত্র জ্ঞাতব্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সর্ব্বেশ্বরস্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। কারণ, বিষ্ণুর সেই পরম পদ—যে স্থানে গেলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না, যোগী জানেন, তিনিই সেই বিষ্ণুস্বরূপ। সেই স্থানে সূর্য্যের প্রকাশ প্রতিহত, চন্দ্র প্রকাশ পায় না অর্থাৎ সূর্য্য-চন্দ্রও সেই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া জ্যোতিষ্মান্ হন, সেই স্থানে যাইতে পারিলে আর তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন হয় না, ইহারই নাম কৈবল্য মুক্তি। ইহাই উপনিষদের রহস্য।

নারদপরিব্রাজক উপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত।

পৈঙ্গলোপনিষৎ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ওঁ পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ ॥

অথ হ পৈঙ্গলো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্য দ্বাদশবর্ষশুশ্রূষাপূর্ব্বকং পরমরহস্যকৈবল্যমনুব্রূহীতি পপ্রচ্ছ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ। তন্নিত্যমুক্তমবিক্রিয়ং সত্যজ্ঞানানন্দং পরিপূর্ণং সনাতন মেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। তস্মিন্মরুশুক্তিকাস্থাণু-স্ফটিকাদৌ জলরৌপ্যপুরুষরেখাদিবল্লোহিতশুক্লকৃষ্ণগুণময়ী গুণসাম্য-নির্ব্বাচ্যা মূলপ্রকৃতিরাসীৎ। তৎপ্রতিবিম্বিতং যত্তৎসাক্ষিচৈতন্যমাসীৎ। সা পুনর্বিকৃতিং প্রাপ্য সত্ত্বোদ্রিক্তাঽব্যক্তাখ্যাবরণশক্তিরাসীৎ। তৎপ্রতিবিম্বিতং যত্তদীশ্বরচৈতন্যমাসীৎ। স স্বাধীনমায়ঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়ানামাদিকর্ত্তা জগদঙ্কুররূপো ভবতি। স্বস্মিন্‌বিলীনং সকলং জগদাবির্ভাবয়তি। প্রাণিকর্ম্মবশাদেষ পটো যদ্বৎ প্রসারিতঃ প্রাণিকর্ম্মক্ষয়াৎ পুনস্তিরোভাবয়তি। তস্মিন্নেবাখিলং বিশ্বং সঙ্কোচিত-পটবদ্বর্ত্ততে। ঈশাধিষ্ঠিতাবরণশক্তিতো রজোদ্রিক্তা মহদাখ্যা বিক্ষেপশক্তিরাসীৎ। তৎপ্রতিবিম্বিতং যত্তদ্ধিরণ্যগর্ভচৈতন্যমাসীৎ। স মহত্তত্ত্বাভিমানীস্পষ্টাস্পষ্টবপুর্ভবতি। হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠিতবিক্ষেপশক্তিত-স্তমোদ্রিক্তাহঙ্কারাভিধা স্থূলশক্তিরাসীৎ। তৎপ্রতিবিম্বিতং যত্ত-দ্বিরাটচৈতন্যমাসীৎ স তদভিমানী স্পষ্টবপুঃ সর্ব্বস্থূলপালকো বিষ্ণুঃ

প্রধানপুরুষো ভবতি। তস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। তানি পঞ্চ তন্মাত্রাণি ত্রিগুণানি ভবন্তি। স্রষ্টুকামো জগদ্‌যোনিস্তমোগুণমধিষ্ঠায় সূক্ষ্ম-তন্মাত্রাণি ভূতানি স্থূলীকর্ত্তুং সোঽকাময়ত। সৃষ্টেঃ পরিমিতানি ভূতান্যেকমেকং দ্বিধা বিধায় পুনশ্চতুর্দ্ধা কৃত্বা স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ পঞ্চধা সংযোজ্য পঞ্চীকৃতভূতৈরনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি তত্তদণ্ডোচিত-চতুর্দ্দশভুবনানি তত্তদ্ভুবনোচিতগোলোকস্থূলশরীরাণ্যসৃজৎ। স পঞ্চভূতানাং রজোঽংশাংশ্চতুর্দ্ধা কৃত্বা ভাগত্রয়াৎ পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকং প্রাণমসৃজৎ। স তেষাং তুর্য্যভাগেন কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যসৃজৎ। স তেষাং সত্ত্বাংশং চতুর্দ্ধা কৃত্বা ভাগত্রয়সমষ্টিতঃ পঞ্চক্রিয়াবৃত্ত্যাত্মকমন্তঃকরণ-মসৃজৎ। স তেষাং সত্ত্বতুরীয়ভাগেন জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যসৃজৎ। সত্ত্বসমষ্টিত ইন্দ্রিয়পালকানসৃজৎ। তানি সৃষ্টান্যণ্ডে প্রাচিক্ষিপৎ। তদাজ্ঞয়া সমষ্ট্যণ্ডং ব্যাপ্য তান্যতিষ্ঠন্। তদাজ্ঞয়াহঙ্কারসমন্বিতো বিরাট্ স্থূলান্যরক্ষৎ। হিরণ্যগর্ভস্তদাজ্ঞয়া সূক্ষ্মাণ্যপালয়ৎ। অণ্ডস্থানি তানি তেন বিনা স্পন্দিতুং চেষ্টিতুং বা ন শেকুঃ। তানি চেতনীকর্ত্তুং সোঽকাময়ত ব্রহ্মাণ্ডব্রহ্মরন্ধ্রাণি সমস্তব্যষ্টিমস্তকান্‌বিদার্য্য তদেবানু-প্রাবিশৎ। তদা জড়ান্যপি তানি চেতনবৎস্বস্বকর্ম্মাণি চক্রিরে। সর্ব্বজ্ঞেশো মায়ালেশসমন্বিতো ব্যষ্টিদেহং প্রবিশ্য তয়ামোহিতো জীব-ত্বমগমৎ। শরীরত্রয়তাদাত্ম্যাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বামগমৎ। জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্তিমূর্চ্ছামরণধর্ম্মযুক্তো ঘটীযন্ত্রবদুদ্বিগ্নো জাতো মৃত ইব কুলালচক্র-ন্যায়েন পরিভ্রমতীতি ॥

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মহর্ষি পৈঙ্গল দ্বাদশ বৎসর গুরুশুশ্রূষাপূর্ব্বক মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলেন—"পরমগূঢ় কৈবল্যস্বরূপ কি, আমাকে বলুন"। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বলিলেন,—হে বৎস সৌম্য, এই পরিদৃশ্যমান নামরূপ বিচিত্র জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সদ্রূপ চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মই ছিল। এই যে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদিমণ্ডিত অনন্ত প্রপঞ্চ দেখিতেছ, উহা নামরূপসংস্কারাত্মিকা মায়ার বিকারমাত্র, ফলতঃ এই নামরূপের যথার্থ সত্তা কিছুই নাই। সৃষ্টিকালে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিরই বিকাশ এই নামরূপ, যখন অসদ্‌ভূতা এই মায়াশক্তি অনভিব্যক্ত-নামরূপাবস্থায় ছিল, তখন সদ্ব্যতিরেকে ইহার পৃথক্ সত্তার অভিব্যক্তি ঘটে নাই। সেই সদ্বস্তু নিত্যমুক্ত, তাহার কোনও রূপ বিকার নাই, তিনি সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, সত্তাপ্রভৃতির অর্থ অসত্তা প্রভৃতির ব্যাবৃত্তিমাত্র। তিনি পরিপূর্ণস্বরূপ ব্যাপক ও সর্ব্বদা বিদ্যমান। তাহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত ভেদ নাই। যেমন বৃক্ষ স্বজাতীয় বৃক্ষান্তর হইতে পৃথক্ বলিয়া তাহাতে সজাতীয় ভেদ আছে, সেইরূপ সদ্রূপ পরমাত্মার স্বজাতীয় অন্য পদার্থ না থাকায় তাহাতে স্বজাতীয় ভেদ নাই, বৃক্ষাদিতে বিজাতীয় মনুষ্য, পশু-পক্ষ্যাদির ভেদ থাকায় উহা বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট, কিন্তু সৎপরমাত্মার বিজাতীয় পদার্থের সত্তা না থাকায় উহা তাদৃশ ভেদশূন্য। সাবয়ব বস্তুর অবয়বগত ভেদ আছে, এইজন্য উহা স্বগতভেদযুক্ত, পরমাত্মার অবয়ব না থাকায় তাহাতে স্বজাতীয় ভেদও নাই। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই পদত্রয়দ্বারা ঈদৃশ ত্রিবিধ ভেদশূন্যত্ব কথিত হইয়াছে। তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ

নিরতিশয় বৃহৎ। যেমন শুক্তিকাতে পূর্ব্বরজতানুভবজন্য সংস্কার-বশতঃ আমি শুক্তিকা বিদিত নহি, এইরূপ শুক্তিকাবিষয়ক অজ্ঞান হইতে রজতের উৎপত্তি হয়, যেমন পূর্ব্বোক্তরূপে মরুভূমিতে জলের প্রত্যক্ষ প্রতীতি জন্মে, যেরূপ শাখাপল্লবাদিরহিত বৃক্ষে (স্থাণুতে) পুরুষভ্রম হয়, যথা শুক্লস্ফটিকাদিভে জবাকুসুমাদি প্রতিবিম্বরূপ লোহিতরেখাদির ভাণ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রলয়কালে সদ্রূপ ব্রহ্মে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নামরূপসংস্কারাত্মক মিথ্যাজ্ঞানরূপা, সূক্ষ্ম লোহিত গুণযুক্ত তেজের সংস্কারাত্মক রাজো গুণ, শুক্ল জলীয় সংস্কাররূপ সত্ত্বগুণ ও কৃষ্ণপৃথিবীসংস্কারতমোগুণরূপা প্রকৃতি বা মায়া বিদ্যমান ছিল। প্রলয়াবস্থায় প্রকৃতির এই গুণত্রয় তুল্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাহার কোনও রূপ পরিণতি হয় না, এইজন্য গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির লক্ষণ। যদিও সৃষ্টিকালে পরিণাম দ্বারা গুণের বৈষম্য ঘটে, তথাপি উক্ত সাম্যাবস্থা উপলক্ষণরূপে প্রকৃতির পরিচায়ক। যেমন দেবদত্তের বাড়ী জানে না এইরূপ কোনও ব্যক্তিকে "যে বাড়ীতে ঐ কাকটী বসিয়া আছে—উহাই দেবদত্তের বাড়ী" এইরূপ উপদেশ করিলে কালান্তরে কাক না থাকিলেও ঐ ব্যক্তি দেবদত্তের বাড়ী চিনিতে পারে, এই প্রকার যাহার কদাচিৎ গুণসাম্য ঘটে, উহাই প্রকৃতি, এই কথা প্রকৃতির লক্ষণ হইল। এই প্রকৃতি সত্য বা মিথ্যা এইরূপ একতরের অবধারণ করিয়া বলা যায় না, কারণ আকাশকুসুমাদির ন্যায় একান্ত মিথ্যা হইলে উহার বিশ্বপ্রপঞ্চরূপ কার্য্য হইতে পারিত না। একান্ত সত্য হইলে জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইত না, ব্রহ্মের ন্যায় কূটস্থ নিত্য হইত, এইজন্য প্রকৃতি অনির্ব্বাচ্য। ইহার কোনও কারণ নাই, এইজন্য ইহা

মূল প্রকৃতি। এই মায়ারূপ প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত যে ব্রহ্মচৈতন্য, তাহাই ঈশ্বরসাক্ষিচৈতন্য বলিয়া কথিত হয়। যিনি কোনও পক্ষ বা কার্য্যে লিপ্ত নহেন, কেবল উদাসীনভাবে দেখেন, তিনি সাক্ষি-শব্দবাচ্য। এই ঈশ্বর সাক্ষিচৈতন্য ও সৃষ্ট্যাদি ব্যাপৃত নহেন, কেবল সকল পদার্থের অবভাসক। সেই মায়াখ্যা প্রকৃতি প্রাণিকর্ম্ম-বশতঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহাতে সত্ত্বগুণ প্রাধান্য বা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। উহাই মায়ায় আবরণশক্তি বলিয়া কথিত হয়। সেই আবরণশক্তিপ্রধান মায়াতে প্রতিবিম্বিভ অর্থাৎ তাদৃশ মায়া-শক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য, তাহা ঈশ্বর—ঈশ্বরচৈতন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। মায়া ঈশ্বরের অধীন, তিনি মায়ার অধীন নহেন। যেমন লৌকিক কোনও ঐন্দ্রজালিক দর্শকদিগকে স্বীয় মায়াবলে বিবিধ বিচিত্র কার্য্যাবলি দেখাইয়া বিস্মিত করিয়া থাকে, মায়া ঐন্দ্রজালিকের অধীন বলিয়া সে তাহাতে বিস্মিত, হৃষ্ট বা দুঃখিত হয় না। দর্শকগণ তাহার আবার অধীন, তাহারা ঐ মায়ারস্বরূপ বিদিত নহে বলিয়া পদে পদে বিস্মিত, হৃষ্ট ও শোকাকুল হইয়া থাকে। এইরূপ এই সৃষ্টিতে পরমেশ্বরে বিস্ময়, হর্ষ বা দুঃখাদি নাই, জীবগণই মায়ার তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া বিস্ময়, হর্ষ, শোকাদি অনুভব করিয়া থাকে। প্রকাশাত্মক সত্ত্ব গুণোপাধি প্রযুক্ত মায়ার সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং চৈতন্যের স্বপ্রকাশত্ব ও ব্যাপকত্বহেতু ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ে আদিকর্ত্তা জগদ্রূপ বৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ। তিনি প্রলয়কালে স্বীয় স্বরূপে লীন অখিল জগৎ সৃষ্টিকালে নামরূপাদি দ্বারা প্রকাশিত করেন। যখন পরিধান, আচ্ছাদনাদি কোনও কার্য্য না থাকে, সেই সময়ে মানবগণ স্বীয় বস্ত্রাদি সঙ্কুচিত করিয়া

রাখে এবং পরিধানাদি ভোগজনক কার্য্য উপস্থিত হইলে উহা প্রসারিত করিয়া থাকে। সেইরূপ প্রলয়কালে প্রাণিগণের ভোগজনক কর্ম্মের অভাববশতঃ বিবিধ নামরূপ-বিচিত্র প্রপঞ্চ সঙ্কুচিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, প্রলয়কালের অবসান হইলে প্রাণিগণের ভোগপ্রদ পূর্ব্বভবীয় সমষ্টি কর্ম্মরাশির অভিব্যক্তিবশতঃ বিচিত্র জগতের বিকাশ হয় এবং ভোগদ্বারা সেই কর্ম্মের ক্ষয় হইলে পুনরায় উহার তিরোভাব হয়। সেই পরমাত্মাতেই বিশ্ব সংকোচিত বস্ত্রের ন্যায় বিদ্যমান থাকে। পরমেশ্বরের বশীভূত আবরণশক্তিযুক্ত মায়া হইতে রজোগুণপ্রধানা মহৎ নামে খ্যাতা বিক্ষেপশক্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই বিক্ষেপশক্তিপ্রধানা মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তাহা হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। তিনি মহত্তত্ত্বাভিমানী অর্থাৎ অধ্যবসায়বৃত্তিমতী সমষ্টিবুদ্ধি তাহার উপাধি বা শরীর। প্রকৃতির প্রথম পরিণামরূপিণী বুদ্ধি কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত সূক্ষ্মরূপা বলিয়া তাঁহার শরীর স্পষ্ট ও অস্পষ্টরূপ। ইনিই সূক্ষ্মশরীরী আদি জীব বলিয়া বিখ্যাত। সেই হিরণ্যগর্ভের বশীভূত বিক্ষেপ-শক্তিপ্রধানা পূর্ব্বোক্তা মায়া হইতে তমোগুণপ্রধানা অহঙ্কারনামে প্রসিদ্ধা স্থূলশক্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই স্থূলশক্তি মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তাহা বিরাট্‌চৈতন্য নামে খ্যাত হইয়াছিল। তাহার অহমভিমান বৃত্তিযুক্ত অহঙ্কার উপাধি বা শরীর। অহঙ্কার বা সমষ্টি স্থূলশরীরের স্পষ্টতাবশতঃ ইঁহার শরীর স্পষ্ট অর্থাৎ স্থূল। তিনি সর্ব্বস্থূল জগতের পালক বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক প্রধান পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। সেই আত্মা হইতে সূক্ষ্ম আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। সূক্ষ্ম আকাশ হইতে সূক্ষ্ম বায়ু, তাহা হইতে সূক্ষ্ম অগ্নি,

তাহা হইতে সূক্ষ্ম জল ও সেই জল হইতে সূক্ষ্ম পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই আকাশাদি সূক্ষ্মভূতে অভিব্যক্ত শব্দাদিগুণ নাই বলিয়া ইহাদিগকে তন্মাত্র বলে। ইহারা ত্রিগুণাত্মক জগতের কারণ পরমেশ্বর তমোগুণপ্রধান মায়া আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্ম ভূতসমূহকে স্থূলরূপে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রাণিকর্ম্মবশতঃ পরমেশ্বরের বশীভূত মায়ায় কার্য্যোন্মুখীভাবই পরমেশ্বরের সঙ্কল্প। সৃষ্টির নিমিত্ত যেই পরিমিত ভূতের প্রয়োজন, তাবৎপরিমিত ভূত গ্রহণ করিয়া আকাশাদি প্রত্যেক ভূতকে প্রথম সমান দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। দ্বিখণ্ডিত ভূতসমূহের এক এক অর্দ্ধ অংশকে পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তৎপর প্রত্যেক ভূতের অর্দ্ধাংশ লইয়া তাহার সহিত অন্য ভূত চতুষ্টয়ের পূর্ব্বোক্ত অংশের চতুর্থ ভাগ সংযুক্ত করিয়া প্রত্যেক ভূতকে পঞ্চভূতাত্মক করিলেন। এইরূপ প্রত্যেক ভূতে স্বীয় ভাগ অর্দ্ধেক এবং অপর অর্দ্ধেক অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ লইয়া ঘটিত হইল। সকল ভূতে সকলের অংশ থাকিলেও প্রধান অংশের নাম অনুসারে তাহাদের আকাশাদি নাম হইল। সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ ভূঃপ্রভৃতি ঊর্দ্ধ সপ্তলোক, পাতালপ্রভৃতি অধঃস্থিত সপ্তলোক এই চতুর্দ্দশ ভুবন এবং সেই সেই ভুবনে ভোগযোগ্য গোলোক এবং স্থূল শরীর সৃষ্টি করিলেন। তৎপর তিনি পঞ্চভূতের রজোগুণবিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া তাহা চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই চারি অংশ হইতে তিন অংশ লইয়া প্রাণন্ অপাণন্ ব্যানন্ উদানন্ ও সমানন্-রূপ বৃত্তিপঞ্চকবিশিষ্ট প্রাণবায়ুর সৃষ্টি করিলেন। অবশিষ্ট চতুর্থাংশ লইয়া বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামে

কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিলেন। পুনরায় ঐ পঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ভাগত্রয়ের সমষ্টি হইতে অধ্যবসায়, অভিমান, সঙ্কল্প, গর্ব্ব ও স্মরণরূপ বৃত্তিপঞ্চকবিশিষ্ট অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিলেন এবং সত্ত্বাংশের অবশিষ্ট চতুর্থ অংশ লইয়া চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের সৃষ্টি করিলেন। সত্ত্বগুণের সমষ্টিদ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের সৃষ্টি করিলেন। সেই সকলের সৃষ্টি করিয়া তাহা ব্রহ্মাণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন॥ তাহারা তদীয় আজ্ঞানুসারে সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাঁহার আদেশ অনুসারে অহঙ্কারযুক্ত স্থূলশরীরী বিরাট্ স্থূলব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা করিতে লাগিলেন। তদাদেশে হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্ম জগৎ পালন করিতে লাগিলেন। অণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সেই সকল বস্তু তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে চেষ্টা করিতে বা স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয় নাই। তাহাদিগকে চেতন করিবার নিমিত্ত তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মরন্ধ্র ও সমষ্টি ব্যষ্টি দেহের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া তিনি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সেই জড়বস্তু সমূহও চেতনের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছিল। পরমেশ্বর মায়াংশযুক্ত হইয়া ব্যষ্টিদেহে প্রবেশ করিয়া সেই মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরে তাদাত্ম্যাধ্যাস প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর জীবরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মরণ ধর্ম্মযুক্ত হইয়া কূপের জলোত্তলনার্থ ঘটীযন্ত্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনবশতঃ উদ্বিগ্ন হইয়া জাতের ন্যায় মৃতের ন্যায় কুম্ভকারের চক্রের মত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অথ পৈঙ্গলো যাজ্ঞবল্ক্যমুবাচ সর্ব্বলোকানাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃদ্বিভুরীশঃ কথং জীবত্বমগমদিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহোদ্ভবপূর্ব্বকং জীবেশ্বরস্বরূপং বিবিচ্য কথয়ামীতি সাবধানেনৈকাগ্রতয়া শ্রূয়তাম্। ঈশঃ পঞ্চীকৃতমহাভুতলেশানাদায় ব্যষ্টিসমষ্ট্যাত্মকস্থূলশরীরাণি যথাক্রমমকরোৎ। কপালচর্ম্মান্ত্রাস্থিমাংসনখানি পৃথিব্যংশাঃ। রক্তমূত্রলালাস্বেদাদিকমবংশাঃ। ক্ষুত্তৃষ্ণোষ্ণমোহমৈথুনাদ্যা অগ্ন্যংশাঃ। প্রচারণোত্তারণশ্বাসাদিকা বায়ংশাঃ। কামক্রোধাদয়ো ব্যোমাংশাঃ। এতৎসঙ্ঘাতং কর্ম্মণি সঞ্চিতং ত্বগাদিযুক্তং বাল্যাদ্যবস্থাভিমানাস্পদং বহুদোষাশ্রয়ং স্থূলশরীরং ভবতি॥ অথাপঞ্চীকৃতমহাভূতরজোংশভাগত্রয়সমষ্টিতঃ প্রাণমসৃজৎ। প্রাণাপানব্যানোদানসমানঃ প্রাণবৃত্তয়ঃ। নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়া উপপ্রাণাঃ। হৃদাসননাভিকণ্ঠসর্ব্বাঙ্গানি স্থানানি। আকাশাদিরজোগুণতুরীয়ভাগেন কর্ম্মেন্দ্রিয়মসৃজৎ। বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ। বচনাদানগমনবিসর্গানন্দাস্তদ্বিষয়াঃ॥ এবং ভূতসত্ত্বাংশভাগত্রয়সমষ্টিতোঽন্তঃকরণমসৃজৎ। অন্তঃকরণমনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারাস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ। সঙ্কল্পনিশ্চয়স্মরণাভিমানানুসন্ধানাস্তদ্বিষয়াঃ। গলবদননাভিহৃদয়ভ্রূমধ্যং স্থানম্। ভূতসত্ত্বতুরীয়ভাগেন জ্ঞানেন্দ্রিয়মসৃজৎ। শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাস্তদ্বিষয়াঃ। দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমৃত্যুকাঃ। চন্দ্রো বিষ্ণুশ্চতুর্ব্বক্ত্রঃ শম্ভুশ্চ কারণাধিপাঃ॥ অথান্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ পঞ্চ কোশাঃ। অন্নরসেনৈব ভূত্বান্নরসেনাভিবৃদ্ধিং

প্রাপ্যান্নরসময়পৃথিব্যাং যদ্বিলীয়তে সোঽন্নময়কোশঃ। তদেব স্থূলশরীরম্। কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রাণাদিপঞ্চকং প্রাণময়কোশঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ মনো মনোময়কোশঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ বুদ্ধির্বিজ্ঞানময়কোশঃ। এতৎকোশত্রয়ং লিঙ্গশরীরম্। স্বরূপাজ্ঞানমানন্দময়কোশঃ। তৎ কারণশরীরম্। অথ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং প্রাণাদিপঞ্চকং বিষয়াদিপঞ্চকমন্তঃকরণচতুষ্টয়ং কামকর্ম্মতমাংস্যষ্টপুরম্। ঈশাজ্ঞয়া বিরাজো ব্যষ্টিদেহং প্রবিশ্য বুদ্ধিমধিষ্ঠায় বিশ্বত্বমগমৎ। বিজ্ঞানাত্মা চিদাভাসো বিশ্বো ব্যবহারিকো জাগ্রৎস্থূলদেহাভিমানী কর্ম্মভূরিতি চ বিশ্বস্য নাম ভবতি। ঈশাজ্ঞয়া সূত্রাত্মা ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরং প্রবিশ্য মন অধিষ্ঠায় তৈজসত্বমগমৎ। তৈজসঃ প্রাতিভাসিকঃ স্বপ্নকল্পিত ইতি তৈজসস্য নাম ভবতি। ঈশাজ্ঞয়া মায়োপাধিরব্যক্তসমন্বিতো ব্যষ্টিকারণশরীরং প্রবিশ্য প্রাজ্ঞত্বমগমৎ। প্রাজ্ঞোঽবিচ্ছিন্নঃ পারমার্থিকঃ সুষুপ্ত্যভিমানীতি প্রাজ্ঞস্য নাম ভবতি। অব্যক্তলেশাজ্ঞানাচ্ছাদিতপারমার্থিকজীবস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানি ব্রহ্মণৈকতাং জগুঃ নেতরয়োর্ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিকয়োঃ। অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যং যত্তদেবাবস্থাত্রয়ভাগ্‌ভবতি। স জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাঃ প্রাপ্য ঘটীযন্ত্রবদুদ্বিগ্নো জাতো মৃত ইব স্থিতো ভবতি। অথ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিমূর্চ্ছামরণাদ্যবস্থাঃ পঞ্চ ভবন্তি। তত্তদ্দেবতাগ্রহান্বিতৈঃ শ্রোত্রাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদ্যর্থবিষয়গ্রহণজ্ঞানং জাগ্রদবস্থা ভবতি। তত্র ভ্রূমধ্যং গতো জীব আপাদমস্তকং ব্যাপ্য কৃষিশ্রবণাদ্যখিলক্রিয়াকর্ত্তা ভবতি। তত্তৎফলভুক্ চ ভবতি। লোকান্তরগতঃ কর্ম্মার্জিতফলং স এব ভুঙ্‌ক্তে। স সার্ব্বভৌমবদ্ব্যবহারাচ্ছ্রান্ত অন্তর্ভবনং প্রবেষ্টুং মার্গমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। করণোপরমে

জাগ্রৎসংস্কারোত্থ প্রবোধবদ্ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপস্ফুরণং স্বপ্নাবস্থা ভবতি। তত্র বিশ্ব এব জাগ্রদ্ব্যবহারলোপান্নাড়ীমধ্যং চরংস্তৈজসত্বমবাপ্য বাসনারূপকং জগদ্বৈচিত্র্যং স্বভাসা ভাসয়ন্যথেপ্সিতং স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে॥ চিত্তৈককরণা সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি। ভ্রমবিশ্রান্তশকুনিঃ পক্ষৌ সংহৃত্য নীড়াভিমুখং যথা গচ্ছতি তথা জীবোঽপি জাগ্রৎস্বপ্নপ্রপঞ্চে ব্যবহৃত্য শ্রান্তোঽজ্ঞানং প্রবিশ্য স্বানন্দং ভুঙ্‌ক্তে॥ অকস্মান্মুদ্গর-দণ্ডাদ্যৈস্তাড়িতবদ্ভয়াজ্ঞানাভ্যামিন্দ্রিয়সঙ্ঘাতৈঃ কম্পন্নিব মৃততুল্যা মূর্চ্ছা ভবতি। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিমূর্চ্ছাবস্থানামন্যা ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বজীবভয়প্রদা স্থূলদেহবিসর্জ্জনী মরণাবস্থা ভবতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি তত্তদ্বিষয়ান্ প্রাণান্‌সংহৃত্য কামকর্ম্মান্বিত অবিদ্যাভূত-বেষ্টিতো জীবো দেহান্তরং প্রাপ্যং লোকান্তরং গচ্ছতি। প্রাক্ কর্ম্মফলপাকেনাবর্ত্তান্তরকীটবদ্বিশ্রান্তিং নৈব গচ্ছতি। সৎকর্ম্ম-পরিপাকতো বহূনাং জন্মনামন্তে নৃণাং মোক্ষেচ্ছা জায়তে। তদা সদ্‌গুরুমাশ্রিত্য চিরকালসেবয়া বন্ধং কশ্চিৎ প্রয়াতি। অবিচার-কৃতো বন্ধো বিচারান্মোক্ষো ভবতি। তস্মাৎ সদা বিচারয়েৎ। অধ্যারোপাপবাদতঃ স্বরূপং নিশ্চয়ীকর্ত্তুং শক্যতে তস্মাৎ সদা বিচারয়েজ্জীবপরমাত্মনো জীবভাবজগদ্ভাববাধে প্রত্যগভিন্নং ব্রহ্মৈবাবশিষ্যত ইতি॥

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ইহার পর পুনরায় মহর্ষি পৈঙ্গল মহামুনি এই যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্! সকল লোকের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী বিভু পরমেশ্বর কিরূপে জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন?

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের উৎপত্তি বলিয়া জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ, বিভাগপূর্ব্বক বলিতেছি, সাবধান হইয়া একাগ্রতার সহিত শ্রবণ কর। পরমেশ্বর পঞ্চীকৃত মহাভূতের অংশ গ্রহণ করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্থূলশরীরসমূহ যথাক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কপাল, চর্ম্ম, অন্ত্র, অস্থি, মাংস ও নখ পৃথিবীর অংশ। রক্ত, মূত্র, লালা, স্বেদপ্রভৃতি জলের অংশে নির্ম্মিত; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মোহ, মৈথুন প্রভৃতি অগ্নির অংশ হইতে উৎপন্ন। প্রচারণ, উত্তারণ এবং শ্বাসাদি বায়ুর অংশ। কাম-ক্রোধাদি আকাশের অংশ। চর্ম্মাদিযুক্ত এই সকলের সংঘাতই স্থূল শরীর, ইহা প্রাণিগণের পূর্ব্বকর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত। এই শরীর বাল্যাদি বিবিধ অবস্থার ভাজন, ইহা রাগদ্বেষ-পাপ-পুণ্যাদি নানাবিধ দোষের আশ্রয়। অপঞ্চীকৃত মহাভূতের রজোগুণের সমষ্টির অংশত্রয় হইতে প্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই প্রাণের বৃত্তি। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পাঁচটী উপপ্রাণ। হৃদয়, আস্য, নাভি, কণ্ঠ ও সর্ব্বশরীর যথাক্রমে ইহাদের স্থান। আকাশাদির রজোগুণের চতুর্থভাগদ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি হইয়াছে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ তাহাদের বৃত্তি। বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ তাহাদের বিষয়। এইরূপ ভূতগণের সত্ত্বাংশের ভাগত্রয়ের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ সৃষ্ট হইয়াছে। অন্তঃকরণ, মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার তাহাদের বৃত্তি। সংকল্প, নিশ্চয়, স্মরণ, অভিমান ও অনুসন্ধান তাহাদের বিষয়। গলদেশ, বদন, নাভি, হৃদয় ও ভ্রূমধ্যভাগ তাহাদের স্থান। ভূতগণের সত্ত্বাংশের চতুর্থভাগদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ জিহ্বা ও ঘ্রাণ তাহাদের বৃত্তি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ তাহাদের বিষয়। দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু ও প্রজাপতি বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এবং চন্দ্র, বিষ্ণু, চতুর্ব্বক্ত্র, ব্রহ্মা ও শম্ভু অন্তঃকরণের অধিপতি। ইহার পর পরমেশ্বরকর্ত্তৃক অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পঞ্চকোশ সৃষ্ট হইয়াছে। যাহা পিতৃমাতৃভুক্ত-অন্নরস হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নরসের দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অন্নরসময় পৃথিবীতে লীন হয়, তাহা অন্নময় কোশ বলিয়া কথিত হয়। উহাই স্থূল শরীর। কর্ম্মেন্দ্রিয় বাগাদির সহিত প্রাণপঞ্চক প্রাণময় কোশ। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ মনোময় কোশ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোশ। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিনটী কোশ লিঙ্গশরীর; স্বস্বরূপের অজ্ঞান আনন্দময় কোশ। উহা কারণশরীর। পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, আকাশাদি পঞ্চভূত, অন্তঃকরণচতুষ্টয়, কাম, কর্ম্ম, তমঃ (অজ্ঞান) ইহাদিগকে অষ্টপুর বা পুর্য্যষ্টক বলে। পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে বিরাট্ ব্যষ্টিদেহে প্রবেশপূর্ব্বক বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানাত্মা, চিদাভাস, বিশ্ব, ব্যবহারিক, জাগ্রৎস্থূলদেহাভিমানী ও কর্ম্মভূ এই সকল বিশ্বের নাম। পরমেশ্বরের আদেশ অনুসারে সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ ব্যষ্টিসূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করিয়া মনঃ আশ্রয়পূর্ব্বকক তৈজসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তৈজস, প্রাতিভাসিক ও স্বপ্নকল্পিত, এই সকল তৈজসের নাম। পরমেশ্বর-আজ্ঞায় মায়োপাধিক চৈতন্য অব্যক্তের সহিত ব্যষ্টি-কারণ-শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রাজ্ঞত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছে। প্রাজ্ঞ, অবিচ্ছিন্ন, পারমার্থিক ও সুষুপ্ত্যভিমানী এই সকল প্রাজ্ঞের নাম। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য, অব্যক্তের অংশ অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছাদিত পারমার্থিক জীবের ব্রহ্মের সহিত একত্ব কীর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিকের নহে। অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য (জীব), তাহাই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত লয়। সেই জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া ঘটীযন্ত্রের ন্যায় বার বার আবর্ত্তনবশতঃ উদ্বিগ্ন হইয়া জাত ও মৃতের ন্যায় অবস্থান করে। অথচ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মরণরূপ পাঁচটী অবস্থা আছে। স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসহকৃত শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা যে অবস্থায় শব্দাদি অর্থগ্রহণরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলে। সেই সময়ে জীব ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে অবস্থিত হইয়া পদতল হইতে মস্তকপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া কৃষ্যাদিরূপ ভোগসাধন ও শ্রবণাদিরূপ মোক্ষসাধন নিখিল ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়া থাকে, এবং সেই সেই ক্রিয়ার ফল ভোগ করে। তিনিই লোকান্তরে গমন করিয়া স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ করেন। তিনি শারীরিক, বাচিক ও মানস বিবিধ ব্যাপারের অনুষ্ঠানরূপ ব্যবহার দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া সার্ব্বভৌম নৃপতির ন্যায় ভবনে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত মার্গের আশ্রয় করেন। যে অবস্থায় জাগ্রদ্‌ভোগপ্রয়োজক কর্ম্মক্ষয়হেতু স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহের লয়বশতঃ জাগ্রৎকালীন জ্ঞান জন্য সংস্কার হইতে জাত গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবের স্ফুরণ হয়, তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। সেই অবস্থায় বিশ্বই-জাগ্রদ্ব্যবহারের লোপবশতঃ নাড়ীমধ্যে বিচরণ করিয়া তৈজসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জাগ্রৎকালীন জ্ঞানজন্য সংস্কার-জগতের বৈচিত্র্য স্বপ্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং অভিলষিত বিষয়

ভোগ করে। একমাত্র চিত্তরূপ করণ দ্বারাই সুষুপ্তির (স্বপ্নের) বিষয় ভোগ হয়। ভ্রমণহেতু বিশেষরূপে পরিশ্রান্ত পক্ষী যেমন পক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া নিজের বাসার অভিমুখে গমন করে, সেইরূপ জীবও জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন ব্যবহার দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় আনন্দ অনুভব করে। ইহাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে। অকস্মাৎ মুদ্গর ও দণ্ডাদির দ্বারা তাড়িতের ন্যায় তম ও অজ্ঞানবশতঃ ইন্দ্রিয়সংঘাতহেতু কম্পিতের ন্যায় মৃত্যুতুল্যা অবস্থা ঘটে, উহাকে মূর্চ্ছা বলে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা হইতে ভিন্ন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত সকলের ভয়প্রদা স্থূলদেহের পরিত্যাগের হেতুভূতা অবস্থাকে মরণ বলে। কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তত্তৎ বিষয়বিশিষ্ট প্রাণের উপসংহার করিয়া কাম কর্ম্মযুক্ত, অবিদ্যা ও সূক্ষ্মভূতপরিবেষ্টিত জীব দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া লোকান্তরে গমন করে। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মফলের পরিপাকবশতঃ নদীর স্রোতাবর্ত্তের মধ্যবর্ত্তী কীটের ন্যায় জীব কদাপি বিশ্রাম প্রাপ্ত হয় না। সৎকর্ম্মের পরিপাকবশতঃ বহুজন্মের অবসানে মনুষ্যগণের মোক্ষলাভের ইচ্ছা হয়। সেই সময়ে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিরকাল তাঁহার শুশ্রূষাদ্বারা কোনও ব্যক্তি বন্ধ হইতে মোক্ষলাভ করে। আত্মার যথার্থ স্বরূপের বিচারের অভাব হইতে বন্ধ হয়, আত্মবিচার দ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা বিচার করিবে। অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা আত্মস্বরূপ নিশ্চয় করা যায়। রজ্জুর অজ্ঞানবশতঃ তাহাতে সর্পের আরোপের ন্যায় পরমার্থ বস্তু ব্রহ্মে অবস্তু জগতের আরোপের নাম অধ্যারোপ। এবং 'ইহা রজ্জু সর্প নহে' এইরূপ বাধ জ্ঞানের ন্যায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মে কল্পিত জগতের সত্তা নাই, এই জগৎ মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞানের নাম

অপবাদ। অতএব সর্ব্বদা বিচার করিবে। জগৎ, জীব ও পরমাত্মার জগৎ ও জীবরূপভাবের বাধ অর্থাৎ ত্রৈকালিক নিষেধরূপ মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন ব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

১। অথ হৈনং পৈঙ্গলঃ প্রপচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং মহাবাক্যবিবরণমনুব্রূহীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তত্ত্বমসি ত্বং বদতি ত্বং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মাস্মীত্যনুসন্ধানং কুর্য্যাৎ। তত্র পারোক্ষ্যশবলঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণো মায়োপাধিঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণো জগদ্‌যোনিস্তৎপদবাচ্যো ভবতি। স এবান্তঃকরণসংভিন্নবোধোঽস্মৎপ্রত্যয়াবলম্বনস্ত্বংপদবাচ্যো ভবতি। পরজীবোপাধিমায়াবিদ্যে বিহায় তত্ত্বং পদলক্ষ্যং প্রত্যগভিন্নং ব্রহ্ম। তত্ত্বমসীত্যহং ব্রহ্মাস্মীতি বাক্যার্থবিচারঃ শ্রবণং ভবতি। একান্তেন শ্রবণার্থানুসন্ধানং মননং ভবতি। শ্রবণমনননির্বিচিকিৎসেঽর্থে বস্তুন্যেকতানবত্তয়া চেতঃস্থাপনং নিদিধ্যাসনং ভবতি। ধ্যাতৃধ্যানে বিহায় নিবাতস্থিতদীপবদ্ধ্যেয়ৈকগোচরং চিত্তং সমাধির্ভবতি। তদানীমাত্মগোচরা বৃত্তয়ঃ সমুত্থিতা অজ্ঞাতা ভবন্তি। তাঃ স্মরণাদনুমীয়ন্তে। ইহানাদিসংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়োঽনেনৈব বিলয়ং যান্তি। ততোঽভ্যাসপাটবাৎ সহস্রশঃ সদামৃতধারা বর্ষতি। ততো যোগবিত্তমাঃ সমাধিং ধর্ম্মমেঘং প্রাহুঃ। বাসনাজালে নিঃশেষমমুনা

প্রবিলাপিতে কর্ম্মসঞ্চয়ে পুণ্যপাপে সমূলোন্মুলিতে প্রাক্ পরোক্ষমপি করতলামলকবদ্ বাক্যমপ্রতিবদ্ধাপরোক্ষসাক্ষাৎকারং প্রসূয়তে। তদা জীবন্মুক্তো ভবতি। ঈশঃ পঞ্চীকৃতভূতানামপঞ্চীকরণং কর্ত্তুং সোঽকাময়ত। ব্রহ্মাণ্ডতদ্গতলোকান্ কার্য্যরূপাংশ্চ কারণত্বং প্রাপয়িত্বা ততঃ সূক্ষ্মাঙ্গং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণাংশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যন্তঃ-করণচতুষ্টয়ং চৈকীকৃত্য সর্ব্বাণি ভৌতিকানি কারণে ভূতপঞ্চকে সংযোজ্য ভূমি জলে জলং বহ্নৌ বহ্নিং বায়ৌ বায়ুমাকাশে চাকাশমহঙ্কারে চাহঙ্কারং মহতি মহদব্যক্তেঽব্যক্তং পুরুষে ক্রমেণ বিলীয়তে। বিরাড়্ হিরণ্যগর্ভেশ্বরা উপাধিবিলয়াৎ পরমাত্মনি লীয়ন্তে। পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবকর্ম্মসঞ্চিতস্থূলদেহঃ কর্ম্মক্ষয়াৎ সৎকর্ম্মপরিপাকতোঽপঞ্চীকরণং প্রাপ্য সূক্ষ্মেণৈকীভূত্বা কারণরূপত্ব-মাসাদ্য তৎকারণং কূটস্থে প্রত্যাগাত্মনি বিলীয়তে। বিশ্বতৈজস-প্রাজ্ঞাঃ স্বস্বোপাধিলয়াৎ প্রত্যগাত্মনি লীয়ন্তে। অণ্ডং জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধং কারণৈঃ সহ পরমাত্মনি লীনং ভবতি। ততো ব্রাহ্মণঃ সমাহিতো ভূত্বা তত্ত্বংপদৈক্যমেব সদা কুর্য্যাৎ। ততো মেঘাপায়েঽংশুং মানিবাত্মাবির্ভবতি। ধ্যাত্বা মধ্যস্থমাত্মানং কলশান্তর-দীপবৎ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রমাত্মানমধূমজ্যোতিরূপকম্॥

২। প্রকাশয়ন্তমন্তঃস্থং ধ্যায়েৎ কূটস্থমব্যয়ম্।
ধ্যায়ন্নাস্তে মুনিশ্চৈব চাসুপ্তেবামৃতেস্তু যঃ॥

৩। জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স ধন্যঃ কৃতকৃত্যবান্।
জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোঽস্পন্দতামিব॥

৪। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং তদেব শিষ্যত্যমলং নিরাময়ম্॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ইহার পর মহর্ষি পৈঙ্গল মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তত্ত্বমসিপ্রভৃতি মহাবাক্য ব্যাখ্যার উপদেশ করুন। সেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"তৎত্বমসি," (তুমি সেই ব্রহ্ম) "অয়মাত্মাব্রহ্ম" (এই উপলভ্যমান জীবাত্মাই ব্রহ্ম), "ত্বং ব্রহ্মাসি" (তুমি ব্রহ্ম), অহং ব্রহ্মাস্মি (আমি ব্রহ্ম), এইরূপ মহাবাক্যার্থের অনুসন্ধান করিবে। উক্ত মহাবাক্যচতুষ্টয়ের মধ্যে "তৎত্বমসি" বাক্যের অন্তর্গত তৎশব্দের বাচ্য অর্থ জগৎকারণ পরমেশ্বর। ইনি পরোক্ষত্বধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ ইঁহাকে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব, জগৎসৃষ্টিকর্তৃত্বপ্রভৃতি ইঁহার তটস্থ লক্ষণ, ইঁহার স্বাভাবিক স্রষ্টৃত্বপ্রভৃতি না থাকিলেও মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া ইনি সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ববিশিষ্ট হইয়া থাকেন। সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ ইঁহার স্বরূপ লক্ষণ। সর্ব্বব্যাপক সেই ঈশ্বরই অন্তঃকরণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ হইয়া অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় অর্থাৎ "আমি" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জীবই "ত্বং" শব্দের বাচ্য, অর্থাৎ মুখ্যশক্তিদ্বারা ত্বং শব্দ এই জীবকেই বুঝাইয়া থাকে। উক্ত পরমেশ্বর ও জীবের উপাধি মায়া ও অবিদ্যা পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিশেষশূন্য শুদ্ধ চৈতন্যরূপ জীবাভিন্ন ব্রহ্মই "তৎ" ও "ত্বং" পদের লক্ষ্য অর্থ। তৎ ও ত্বং পদের বাচ্য অর্থাৎ মুখ্য শক্তিপ্রতিপাদ্য

অর্থ বিভিন্ন হইলেও, লক্ষণাবৃত্তিপ্রতিপাদ্য শুদ্ধ চৈতন্যের একত্বই তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ। যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" (সেই এই দেবদত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, ইনি সেই দেবদত্ত) এই বাক্যে "সঃ" শব্দের বাচ্য অর্থ "তৎকালত্ববিশিষ্ট দেবদত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বকালে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, সেই দেবদত্ত। "অয়ং" শব্দের বাচ্য অর্থ এতৎকালবিশিষ্ট দেবদত্ত অর্থাৎ এখন এই যে দেবদত্তকে দেখিতেছি, সেই দেবদত্ত। এই তৎকালবিশিষ্ট ও এতৎকালবিশিষ্ট পদার্থ ভিন্ন হইলেও তৎকালত্ব ও এতৎকালত্বরূপ বিশেষণ পরিত্যাগ করিলে দেবদত্তস্বরূপ লক্ষ্যার্থ অভিন্ন হইয়া থাকে, তত্ত্বমসিপ্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। "তৎত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই সকল বাক্যের উপক্রম-উপসংহারপ্রভৃতি ছয় প্রকার হেতু দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্যাবধারণের নাম শ্রবণ। গুরু ও বেদান্তবাক্য হইতে শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত অর্থের বিরুদ্ধ তর্কের পরিহারপূর্ব্বক শ্রুত্যনুকূল যুক্তির দ্বারা ব্যভিচারাদি দোষ নিরাকরণ-পূর্ব্বক অদ্বিতীয়ার্থের দৃঢ়ীকরণের নাম মনন। শ্রবণ ও মনন দ্বারা সংশয় ও বিপর্য্যয় শূন্য অদ্বিতীয় যথার্থ ব্রহ্মবস্তুতে তৈলধারার ন্যায় সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহরূপে চিত্তের স্থাপনের নাম নিদিধ্যাসন। বিষয়জ্ঞানে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় বিষয়ের প্রকাশ পায়, এই ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে ধ্যাতৃ ও ধ্যানের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চল বায়ুতে স্থিত প্রদীপশিখার ন্যায় কেবলমাত্র ধ্যেয় আকারে চিত্তের প্রকাশ হইলে সমাধি হয়। সেই অবস্থায় আমি ধ্যান করিতেছি, এইরূপ জ্ঞান থাকে না, কেবল ধ্যেয় আকারে পরিণত চিত্ত ধ্যেয়াকারে প্রকাশ পায়। সেই সময়ে আত্মাকার অন্তঃকরণের

বৃত্তি হইলেও, তাহার জ্ঞান থাকে না। সমাধির পরবর্ত্তী ব্যুত্থানকালীন স্মরণ হইতে সেই বৃত্তির অনুমান হয়। কারণ, সংস্কার না থাকিলে স্মরণ হয় না, সেই সংস্কার আবার বৃত্তি বিনা হইতে পারে না, সুতরাং স্মরণ হইতে বৃত্তিরূপ জ্ঞানের সত্তার অনুমান হয়। এই সমাধি দ্বারা লয়াদি জন্মপরম্পরায় অর্জ্জিত অসংখ্য কর্ম্ম লয় প্রাপ্ত হয়। তৎপর দীর্ঘকাল আদর, নিরন্তর অনুষ্ঠান ও সৎকার দ্বারা পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানের অভ্যাস-জনিত পটুতাবশতঃ ঐ সমাধি ধর্ম্মমেঘরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরিণত হইয়া সর্ব্বদা অমৃতধারা বর্ষণ করে। যোগিশ্রেষ্ঠগণ এই সমাধিকে ধর্ম্মমেঘ সমাধি বলেন। এই ধর্ম্মমেঘ সমাধি দ্বারা ক্রমে ব্যুত্থানজন্য সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনন্ত জন্মার্জ্জিত পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্মসমূহ অবিদ্যাদি ক্লেশ মূলের সহিত উন্মূলিত হয়। তৎত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণকালে অপ্রত্যক্ষাত্মক জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান উৎপাদন করিলেও উক্ত সমাধি দ্বারা বাক্যার্থ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কর্ম্মাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, হস্তে গৃহীত আমলক ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপাদন করে। তৎত্বমসিপ্রভৃতি বাক্যের শ্রবণ দ্বারা "দশমস্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপাদনের সামর্থ্য থাকিলেও তৎকালে কর্ম্মাদি দ্বারা ঐ শক্তি প্রতিবদ্ধ থাকে বলিয়া প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয় না, সমাধি দ্বারা প্রতিবন্ধক কর্ম্মাদির নাশ হইলে "তুমিই দশম" এই বাক্য শ্রবণের পর যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তির আমি দশম এই প্রকার জ্ঞান হইয়াছিল, সেইরূপ তৎত্বমসি ইত্যাদি বাক্য হইতেও প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান

হইয়া থাকে। বিষয়ের ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ থাকিলে বাক্য হইতেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইস্থলে ইন্দ্রিয় প্রত্যেক্ষর কারণ নহে, কারণ অজ্ঞ দশম ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ থাকিলেও বাক্য শ্রবণের পূর্ব্বে দশমত্বরূপ জ্ঞান না হওয়ায় এবং বাক্য শ্রবণের পর দশমত্বপ্রকার জ্ঞান হওয়ায় তাদৃশ স্থলে বাক্যই প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ, ইন্দ্রিয় নহে। তাদৃশ সাক্ষাৎকার হইলে জীবিত থাকিতেই মোক্ষ হয়। তখন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ঐ জীবন্মুক্ত পুরুষ পঞ্চীকৃত মহাভূতসমূহকে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত রূপে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করেন। তদীয় সঙ্কল্প অনুসারে তদীয় ভোগ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তদ্গতলোকাদিসমূহ কারণরূপ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূতে পরিণত হইয়া কারণ রূপে অবস্থান করে। তৎপর সূক্ষ্মশরীর, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণ ইহাদিগকে একীভূত করিয়া সকল ভৌতিক কার্য্যসমূহ স্বকারণভূতে সংযুক্ত করেন। পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, বহ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তাখ্য মায়ায়, এবং অব্যক্ত পুরুষে ক্রমে লীন হয়। বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর উপাষ মায়ায় লয়বশতঃ পরমাত্মাতে লীন হয়। পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে সঞ্জাত কর্ম্মার্জ্জিত স্থূল দেহ কর্ম্মক্ষয়বশতঃ কর্ম্মের পরিপাকহেতু অপঞ্চীকৃত ভূতকে প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম শরীরের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া কারণাত্মকতা প্রাপ্ত হয়, তৎপর উহা তাহার কারণ কূটস্থ চৈতন্যরূপ প্রত্যগাত্মাতে লীন হয়। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ স্বীয় স্বীয় উপাধির লয়বশতঃ প্রত্যগাত্মাতে লীন হয়। ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া কারণের সহিত পরমাত্মাতে লীন হয়।

তৎপর ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মাণ্ড) সমাধিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা তৎ ও ত্বং পদের ঐক্য ভাবনা করিবে। তৎপর মেঘের অভাবে সূর্য্যের ন্যায় আত্মস্বরূপের আবির্ভাব হয়। কলশের মধ্যবর্ত্তী প্রদীপের ন্যায় হৃদয়কমলস্থ বুদ্ধ্যুপাধিক আত্মার ধ্যান করিয়া অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বুদ্ধিস্থানোপলক্ষিত ধূমশূন্য জ্যোতিস্বরূপ আত্মার ধ্যান করিবে। সর্ব্বদা অপরিণামী, কূটস্থ, বিনাশরহিত, প্রকাশময় আত্মাকে অন্তঃকরণস্বরূপে ধ্যান করিবে। যে মুনি সুপ্তি ও মরণ পর্য্যন্ত এইরূপ ধ্যান করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত জানিবে। তিনি ধন্য ও কৃতার্থ। প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে স্বীয় দেহ পতিত হয়, তখন পবনের স্পন্দনশূন্যতার ন্যায় জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জীবন্মুক্তস্বরূপতা পরিত্যাগ করিয়া বিদেহকৈবল্য লাভ করেন। তখন আদ্যন্তশূন্য, মহত্তত্ত্ব হয় হিরণ্যগর্ভের কারণ বলিয়া তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদিগুণশূন্য, অবিনাশী হইয়া নিশ্চল ও শারীর মানসাদি দুঃখশব্দশূন্য সেই নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম মন্ত্রই অবশিষ্ট থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

১। অথ হৈনং পৈঙ্গলঃ প্রপচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং জ্ঞানিনঃ. কিং কর্ম্ম কা চ স্থিতিরিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। অমানিত্বাদিসম্পন্নো মুমুক্ষুরেকবিংশতিকুলং কারয়তি। ব্রহ্মবিন্মাত্রেণ কুলমেকোত্তরশতং

তারয়তি। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

২। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
জঙ্গমানি বিমানানি হৃদয়ানি মনীষিণঃ ॥

৩। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মহর্ষয়ঃ।
ততো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ধৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥

৪। প্রারব্ধকর্ম্মপর্য্যন্তমহিনির্মোকবদ্ব্যবহরতি।
চন্দ্রবচ্চরতে দেহী স মুক্তশ্চানিকেতনঃ ॥

৫। তীর্থে শ্বপচগৃহে বা তনুং বিহায় যাতি কৈবল্যম্।
প্রাণানবকীর্য্য যাতি কৈবল্যম্ ॥
তং পশ্চাদ্ দিগ্বলিং কুর্য্যাদথবা খননং চরেৎ।
পুংসঃ প্রব্রজনং প্রোক্তং নেতরায় কদাচন ॥

৬। নাশৌচং নাগ্নিকার্য্যং চ ন পিণ্ডং নোদকক্রিয়া।
ন কুর্য্যাৎ পার্ব্বণাদীনি ব্রহ্মভূতায় ভিক্ষবে ॥

৭। দগ্ধস্য দহনং নাস্তি পক্কস্য পচনং যথা।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধদেহস্য ন চ শ্রাদ্ধং ন চ ক্রিয়া ॥

৮। যাবচ্চোপাধিপর্য্যন্তং তাবচ্ছুশ্রূষয়েদ্ গুরুম্।
গুরুবদ্ গুরুভার্য্যায়াং তৎপুত্রেষু চ বর্ত্তনম্।

৯। শুদ্ধমানসঃ শুদ্ধচিদ্রূপঃ সহিষ্ণুঃ সোঽহমস্মি সহিষ্ণুঃ সোঽহমস্মীতি প্রাপ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে পরমাত্মনি হৃদি সংস্থিতে দেহে লব্ধশান্তিপদং গতে তদা প্রভামনোবুদ্ধিশূন্যং ভবতি। অমৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনমেবং স্বাত্মানং জ্ঞাত্বা বেদৈঃ প্রয়োজনং কিং ভবতি। জ্ঞানামৃততৃপ্তযোগিনো ন

কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি তদস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিত্তবতি। দূরস্থোঽপি ন দূরস্থঃ পিণ্ডবর্জিতঃ পিণ্ডস্থোঽপি প্রত্যগাত্মা সর্ব্বব্যাপী ভবতি। হৃদয়ং নির্ম্মলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বাপ্যনাময়ম্ অহমেব পরং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখম্॥

১০। যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্।
অবিশেষো ভবেত্তদ্বজ্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥

১১। দেহে জ্ঞানেন দীপিতে বুদ্ধিরখণ্ডাকাররূপা যদা ভবতি তদা বিদ্বান্ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনা কর্ম্মবন্ধং নির্দ্দহেৎ। ততঃ পবিত্রং পরমেশ্বরাখ্যমদ্বৈতরূপং বিমলাম্বরাভম্। যথোদকে তোয়মনুপ্রবিষ্টং তথাত্মরূপো নিরুপাধিসংস্থিতঃ॥

১২। আকাশবৎসূক্ষ্মশরীর আত্মা ন দৃশ্যতে বায়ুবদন্তরাত্মা।
স বাহ্যমভ্যন্তরনিশ্চলাত্মা জ্ঞানোল্কয়া পশ্যতি চান্তরাত্মা॥

১৩। যত্র যত্র মৃতো জ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা।
যথা সর্ব্বগতং ব্যোম তত্র তত্র লয়ং গতঃ॥

১৪। ঘটাকাশমিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ॥

১৫। তপেদ্বর্ষসহস্রাণি একপাদস্থিতো নরঃ।
এতস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্॥

১৬। ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং তৎ সর্ব্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি।
অপি বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছতি॥

১৭। বিজ্ঞেয়োঽক্ষরতন্মাত্রো জীবিতং বাপি চঞ্চলম্।
বিহায় শাস্ত্রজালানি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্॥

১৮। অনন্তকর্ম্মশৌচং চ জপো যজ্ঞস্তথৈব চ।
তীর্থযাত্রাভিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥

১৯। অহং ব্রহ্মেতি নিয়তং মোক্ষহেতুর্মহাত্মনাম্।
দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় ন মমেতি মমেতি চ ॥

২০। মমেতি বিধ্যতে জন্তুর্নির্মমেতি বিমুচ্যতে।
মনসো হ্যুন্মনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥

২১। যদা যাত্যুন্মনীভাবস্তদা তৎ পরমং পদম্।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম্ ॥

২২। তত্র তত্র পরংব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্।
হন্যান্মুষ্টিভিরাকাশং ক্ষুধার্ত্তঃ খণ্ডয়েত্তুষম্ ॥

২৩। নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তির্ন জায়তে। য এতদুপনিষৎ নিত্যমধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি। স বায়ুপূতো ভবতি। স আদিত্যপূতো ভবতি। স ব্রহ্মপূতো ভবতি। স বিষ্ণুপূতো ভবতি। স রুদ্রপূতো ভবতি। স সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি। স সর্ব্বেষু বেদেষধীতো ভবতি। স সর্ব্ববেদব্রতচর্য্যাসু চরিতো ভবতি। তেনেতিহাসপুরাণানাং রুদ্রাণাং শতসহস্রাণি জপ্তানি ফলানি ভবন্তি। প্রণবানামযুতং জপ্তং ভবতি। দশ পূর্ব্বান-দশোত্তরান্ পুনাতি। স পঙ্‌ক্তিপাবনো ভবতি। স মহান্ ভবতি। ব্রহ্মহত্যা-সুরাপান-স্বর্ণস্তেয়-গুরুতল্পগমন-তৎসংযোগিপাতকেভ্যঃ পূতো ভবতি। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥

ইতি পৈঙ্গলোপনিষৎ সমাপ্তা।

ইহার পর পৈঙ্গলঋষি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! জ্ঞানিগণের কর্ম্ম ও আচরণ কিরূপ? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অভিমান, দম্ভপ্রভৃতি দোষশূন্য মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি স্বীয় একবিংশতিকুল ত্রাণ করেন। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা একশত আট কুল পরিত্রাণ করেন। আত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মনঃ অশ্বের প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়সকল অশ্ব; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসপ্রভৃতি বিষয় সেই ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের বিচরণ স্থান, চঞ্চলহৃদয় বিমানস্বরূপ জানিবে। যেমন কোনও রথী সুশিক্ষিত সারথিকর্ত্তৃক পরিচালিত বশীভূত অশ্বসমূহের দ্বারা বাহিত রথে অভিপ্রেত গন্তব্য স্থানে অনায়াসে পহুঁছিতে পারে, সেইরূপ শমদমপ্রভৃতি ষট্ সম্পত্তিদ্বারা সুবিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ-সারথিপরিচালিত সুসংযত ইন্দ্রিয়-অশ্বে বাহিত শরীররূপ রথে আরোহণ করিয়া জীব পরম পুরুষার্থ বিষ্ণুর পরমপদরূপ মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাই কর্ম্মফল সুখদুঃখাদির ভোক্তা, ইহা মহর্ষিগণ বলিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানাত্মক পরমাত্মা নারায়ণ হৃদয়ে ধ্যেয় ও জ্ঞেয়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। জ্ঞানিগণ যে কর্ম্ম দ্বারা দেহ আরব্ধ হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ দ্বারা ক্ষয় হওয়া পর্য্যন্ত সর্পের চর্ম্মের ন্যায় পরিত্যক্ত অর্থাৎ আত্মাভিমানশূন্য দেহদ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অচঞ্চল চন্দ্র যেমন চঞ্চল জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া চঞ্চলের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তেমন নিষ্ক্রিয় আত্মা চঞ্চল বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ক্রিয়াশীলের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে; বস্তুতঃ দেহী আত্মা নিত্য মুক্তস্বরূপ ও আধারশূন্য হইলেও বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া শরীররূপ আধারে অবস্থিত ও বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান

হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি পবিত্র তীর্থাদিতে অথবা অপবিত্র চণ্ডালাদি গৃহে যে স্থানেই দেহ পরিত্যাগ করুন না কেন, জ্ঞানের ফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কৈবল্য লাভ করেন। তিনি স্বীয় ইন্দ্রিয়াদি-প্রাণসমূহ স্ব স্ব কারণে লীন করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানী সন্ন্যাসী প্রারব্ধ সমাপ্তির পর কৈবল্য লাভ করিলে সেই দেহ দিগ্বলি অর্থাৎ কোনও দিকে নিক্ষেপ করিবে অথবা ভূমিতে নিখাত করিবে। পুরুষেরই সন্ন্যাস কথিত হইয়াছে, অন্যের কখনও নহে। কৈবল্য প্রাপ্ত জ্ঞানী সন্ন্যাসী দেহপাতের পর তাহার মৃত্যুজন্য পুত্রাদির অশৌচ হইবে না, তাহার অগ্নিকার্য্য, পিণ্ডদান বা তর্পণাদি উদকক্রিয়া করিবে না। তাদৃশ ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ নাই। দগ্ধ পদার্থের যেমন দাহ হয় না, পক্ক পদার্থের পাক হয় না, সেইরূপ জ্ঞানরূপ-অগ্নি-দগ্ধ ব্যক্তির দাহ বা শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া নাই। যতকাল উপাধিসত্তা থাকিবে, ততকাল সেবা শুশ্রূষা করিবে। গুরুর ন্যায় গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রের প্রতি ব্যবহার করিবে। শমাদিদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ সন্ন্যাসী দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া "আমি সেই পরমাত্মা" "আমি পরমাত্মা" এইরূপ জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ে উপলভ্যমান জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয় পরমাত্মার সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান লাভ করিলে এবং দেহ শান্তি লাভ করিলে প্রজ্ঞা, মনঃ ও বুদ্ধি হীনতা প্রাপ্ত হয়। অমৃতদ্বারা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির যেমন জলের প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ যিনি স্বীয় আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তাঁহার আর বেদাদি অধ্যয়নের প্রয়োজন নাই। জ্ঞানরূপ অমৃতদ্বারা পরিতৃপ্ত যোগীর আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। যাঁহার কর্ত্তব্য আছে, তিনি আত্মবিৎ নহেন। দেহপিণ্ডবিরহিত আত্মা দূরস্থ

হইলেও দূরবর্ত্তী নহেন। পরমাত্মা দেহে উপলভ্যমান হইলেও সর্ব্বব্যাপী। হৃদয় নির্ম্মল করিয়া নিরাময় পরমাত্মার চিন্তাপূর্ব্বক, আমি পরব্রহ্ম স্বরূপ, আমি সর্ব্বাত্মক, এইরূপে পরমসুখস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎ করিবে। যেমন বিশুদ্ধজলে বিশুদ্ধ জল, দুগ্ধে দুগ্ধ, ঘৃতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে কোনও বিশেষ থাকে না, এইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মার বিশেষ নাই। কেহ জ্ঞানদ্বারা প্রদীপ্ত হইলে বুদ্ধি যখন সকল প্রকার ভেদশূন্য অখণ্ড পরমাত্মাকারে আকারিত হয়, তখন জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা কর্ম্মবন্ধ দাহ করিয়া থাকে। তাহা হইতে নির্ম্মল আকাশের ন্যায় পবিত্র পরমেশ্বর-নামক অদ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ পায়। যেমন জলে প্রবিষ্ট জলের ভেদ থাকে না, সেইরূপ উপাধিবিরহিত আত্মার ভেদ নাই। আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। বায়ুর ন্যায় অন্তরাত্মাও দৃশ্য নহেন। সেই বাহ্য ও আত্মার ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তর্মুখে লীন করিয়া জীব জ্ঞানরূপ উল্কাদ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোনও রূপ মৃত্যুদ্বারা যেখানে সেখানে দেহত্যাগ করুন, সর্ব্বগত আকাশের ন্যায় তথায় তথায় উপাধি পরিত্যাগ করিয়া লয় প্রাপ্ত হন। জ্ঞানী ঘটাকাশের ন্যায় উপাধিপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে যথার্থত বিলীন বলিয়া জানেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী নিরাধার জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়েন। মানব একপদে অবস্থিত হইয়া সহস্রবৎসর তপস্যা করিলেও এই ধ্যানযোগের ষোড়শ কলার এক কলাও লাভ করিতে পারে না। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া "ইহা জ্ঞান" "ইহা জ্ঞেয়" এইরূপে যিনি সকল জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সহস্রবৎসর

আয়ুঃলাভ করিলেও শাস্ত্রের অন্তলাভ করিতে পারেন না। দুর্জ্ঞেয় অক্ষর তন্মাত্র জ্ঞাতব্য, কিন্তু জীবন অতি চঞ্চল, অতএব শাস্ত্রজাল পরিত্যাগ করিয়া যে সত্য ব্রহ্ম, তাহারই উপাসনা কর। অনন্ত-প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান, জপ, এবং সেইরূপ যজ্ঞ তীর্থগমনপ্রভৃতিক্রিয়া যতকাল আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, ততকাল কর্ত্তব্য। আমি ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানই মহাত্মগণের নিয়ত মোক্ষ কারণ। "নমম" ও "দশম" এই দুইটী পদই মোক্ষ ও বন্ধের কারণ। "মম" এই জ্ঞানের দ্বারা প্রাণিগণ বদ্ধ হয় এবং এই জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ করে। উন্মনীভাব প্রাপ্ত হইলে আর দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না। যে সময় উন্মনীভাব উপস্থিত হয়, তখনই পরমপদের অভিব্যক্তি হইয়া যে অবস্থায় মন থাকে, যথায় যথায় গমন করে, তথায় তথায়ই পরমাত্মস্বরূপকে বিষয় করিয়া থাকে, যেহেতু সেই সেই সকল স্থানেই পরব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, যদি মুষ্টিদ্বারা আকাশকে হনন করা যাইতে পারে, যদি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তুষ ভক্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলেও আমি ব্রহ্ম, এরূপ জ্ঞান না হইলে মুক্তি লাভ হইতে পারে না। যিনি এই উপনিষদ্ প্রতিদিন অধ্যয়ন করেন, তিনি অগ্নির ন্যায়, বায়ুর তুল্য ও আদিত্যসদৃশ পবিত্রতা লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মপূত, বিষ্ণুপূত ও রুদ্রপূত হইয়া থাকেন। তিনি সকল তীর্থে স্নানের' ফলসদৃশ ফল লাভ করেন। তাঁহার সকল বেদ অধ্যয়নের ফল হয়। তাঁহার সকল বেদব্রত আচরণের সদৃশ ফল হয়। তাঁহার ইতিহাস, পুরাণ ও রুদ্রাধ্যায়পদ শতসহস্ররূপের যে ফল, তৎসদৃশ ফল লাভ হয়। অযুত প্রণবজপের ফল হয়। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী দশ পুরুষ ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষ পবিত্র

করেন। তিনি পঙ্‌ক্তিপাবন ও মহান্ হন। তিনি ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণস্তেয়, গুরুতল্পগমন ও তৎসংসর্গজন্য পাপ—এই পঞ্চবিধ মহাপাতক হইতে পবিত্র হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ সেই বিষ্ণুর পদ অর্থাৎ ব্যাপক পরমাত্মার স্বরূপ আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় (অথবা সূর্য্যরূপ) অবলোকন করেন। সংসার ব্যবহারশূন্য, নিষ্কাম ও সদা জাগরণশীল ব্রাহ্মণগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদের উপাসনা করিয়া থাকেন।

পৈঙ্গলোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

তুরীয়াতীতোপনিষৎ

হরিঃ ওঁ পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ।

অথ তুরীয়াতীতাবধূতানাং কোঽয়ং মার্গস্তেষাং কা স্থিতিরিতি পিতামহো ভগবন্তং পিতরমাদিনারায়ণং পরিসমেত্যোবাচ। তমাহ ভগবান্নারায়ণো যোঽয়মবধূতমার্গস্থো লোকে দুর্লভতরো ন তু বাহুল্যো যদ্যেকো ভবতি স এব নিত্যপূতঃ স এব বৈরাগ্যমূর্ত্তিঃ স এব জ্ঞানাকারঃ স এব বেদপুরুষ ইতি জ্ঞানিনো মন্যন্তে। মহাপুরুষো যস্তচ্চিত্তং ময্যেবাবতিষ্ঠতে। অহং চ তস্মিন্নেবাবস্থিতঃ সোঽয়মাদৌ তাবৎক্রমেণ কুটীচকো বহূদকত্বং প্রাপ্য বহূদকো হংসত্বমবলম্ব্য হংসঃ পরমহংসো ভূত্বা স্বরূপানুসন্ধানেন সর্ব্বপ্রপঞ্চং বিদিত্বা দণ্ডকমণ্ডলুকটিসূত্রকৌপীনাচ্ছাদনং স্ববিধ্যুক্তক্রিয়াদিকং সর্ব্বমপ্সু সন্ন্যস্য দিগম্বরো ভূত্বা বিবর্ণজীর্ণং বল্কলাজিনপরিগ্রহমপি সংত্যজ্য তদূর্দ্ধ্বমমন্ত্রবদাচরন্ ক্ষৌরাভ্যঙ্গস্নানোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিকং বিহায় লৌকিকবৈদিকমপ্যুপসংহৃত্য সর্ব্বত্র পুণ্যাপুণ্যবর্জিতো জ্ঞানাজ্ঞানমপি বিহায় শীতোষ্ণসুখদুঃখমানাবমানং নির্জিত্য বাসনাত্রয়পূর্ব্বকং নিন্দানিন্দগর্বমৎসরদম্ভদর্পদ্বেষকামক্রোধলোভমোহহর্ষামর্ষাসূয়াত্মসংরক্ষণাদিকং দগ্ধ্বা স্ববপুঃ কুণপাকারমিব পশ্যন্নযত্নেনানিয়মেন লাভালাভৌ সমৌ কৃত্বা গোবৃত্ত্যা প্রাণসন্ধারণং কুর্ব্বন্ যৎপ্রাপ্তং তেনৈব নির্লোলুপঃ সর্ব্ববিদ্যাপাণ্ডিত্যপ্রপঞ্চং

ভস্মীকৃত্য স্বরূপং গোপয়িত্বা জ্যেষ্ঠাজ্যেষ্ঠত্বানপলাপকঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বসর্ব্বাত্মকত্বাদ্বৈতং কল্পয়িত্বা মত্তো ব্যতিরিক্তঃ কশ্চিন্নান্যোহস্তীতি দেবগুহ্যাদিধনমাত্মন্যুপসংহৃত্য দুঃখেন নোদ্বিগ্নঃ সুখেন নানুমোদকো রাগে নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োরনভিস্নেহঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপরমঃ স্বপূর্ব্বাপরাশ্রমাচারবিদ্যাধর্ম্মপ্রাভবমননুস্মরন্ত্যক্তবর্ণাশ্রমাচারঃ সর্ব্বদা দিবানক্তসমত্বেন স্বপ্নঃ সর্ব্বদা সঞ্চারশীলো দেহমাত্রাবশিষ্টো জলস্থলকমণ্ডলুঃ সর্ব্বদানুন্মত্তো বালোন্মত্তপিশাচবদেকাকী সঞ্চরন্নসম্ভাষণপরঃ স্বরূপধ্যানেন নিরালম্বমবলম্ব্য স্বাত্মানিষ্ঠানুকূলেন সর্ব্বং বিস্মৃত্য তুরীয়াতীতাবধূতবেষেণাদ্বৈতনিষ্ঠাপরঃ প্রণবাত্মকত্বেন দেহত্যাগং করোতি যঃ সোঽবধূতঃ স কৃতকৃত্যো ভবতীত্যুপনিষৎ ॥

ইতি তুরীয়াতীতোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

পিতামহ ব্রহ্মা স্বজনয়িতা ভগবান্ আদি নারায়ণের সমীপে শিষ্যভাবে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! তুরীয়তীত অবধূতগণের আচার কিরূপ? তাঁহাদের অবস্থিতিপ্রকার কেমন? ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, সংসারে অবধূতমার্গাবলম্বী যোগী অতিশয় দুর্লভ, ইহা বেশী দেখা যায় না। যদি কখনও একজন অবধূত-মার্গাবলম্বী হয়, সে নিত্য পবিত্র হইয়া থাকে, সে সাক্ষাৎ বৈরাগ্যের মূর্ত্তিস্বরূপ। সে চৈতন্যাত্মক, তিনিই বেদপ্রতিপাদ্য পুরুষ বা পরমাত্মা, জ্ঞানিগণ এইরূপ মনে করেন। তিনিই মহাপুরুষ,—যাঁহার চিত্ত আমার প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া অবস্থিত হয়। আমিও তাঁহাতেই অবস্থিত থাকি। সেই যোগী

প্রথমতঃ ক্রম অনুসারে কুটীচক হইবেন, তৎপর বহূদকত্ব প্রাপ্ত হইয়া হংসত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক হংস ও পরমহংস হইবেন। তৎপর আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান দ্বারা সকল প্রপঞ্চ জানিয়া দণ্ড, কমণ্ডলু, কটীসূত্র, কৌপীন, আচ্ছাদন, স্ববিধ্যুক্ত সকল ক্রিয়াদি জলে সন্ন্যাস অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া দিগম্বর হইবেন। তৎপর বিবর্ণ, জীর্ণ বল্কল ও অজিন পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিবেন। তৎপরে মন্ত্রবিহীন আবরণপরায়ণ হইয়া ক্ষৌর, অভ্যাস, স্নান ও উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি পরিত্যাগ করিবেন। লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকল অবস্থায় পুণ্য ও অপুণ্যশূন্য হইয়া জ্ঞান ও অজ্ঞান ভেদ পরিত্যাগ করিয়া শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমানপ্রভৃতি দ্বন্দ্বজয় করিবে। তৎপর লোক বা বিত্ত ও পুত্র এষণারূপ ত্রিবিধ বাসনার সহিত নিন্দা, অনিন্দা, গর্ব্ব, মৎসর, দম্ভ, দর্প, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হর্ষ, অমর্ষ, অসূয়া ও আত্ম-সংরক্ষণেচ্ছা প্রভৃতি দগ্ধ করিয়া নিজের দেহ মৃত শরীরের ন্যায় অবলোকন করিবেন। অযত্ন ও অনিয়মে লাভ ও অলাভ তুল্য করিয়া গোপ্রভৃতি পশুর ন্যায় জীবিকা দ্বারা প্রাণ সংরক্ষণ করিবেন। যাহা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়া নির্লোভ হইবেন। সকলপ্রকার পাণ্ডিত্য-প্রপঞ্চ ভস্মীভূত করিয়া আত্মস্বরূপ গোপনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ও অজ্যেষ্ঠ কাহারও অপলাপ না করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ববিশিষ্ট অদ্বৈত কল্পনা করিবেন। আমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই, এইরূপ জ্ঞান দ্বারা দেবগুহ্য প্রভৃতি আত্মাতে উপসংহৃতি করিবেন। তিনি দুঃখ দ্বারা উদ্বিগ্ন হইবেন না এবং সুখবিষয়ে অনুমোদন করিবেন না। তিনি রাগে নিস্পৃহ

ও সর্ব্বত্র শুভ ও অশুভবিষয়ে স্নেহবর্জ্জিত হইবেন। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় উপরত হইবে। স্বীয় পূর্ব্ব আশ্রমে গৃহীত আচার, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও প্রভুত্ব স্মরণ না করিয়া বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা দিবস ও রাত্রি তুল্য বিবেচনা করিয়া নিদ্রারহিত হইবেন। সর্ব্বদা বিচরণশীল হইয়া দেহমাত্রাবশিষ্ট হইবেন। জল ও স্থল তাঁহার কমণ্ডলু হইবে। সর্ব্বদা অনুন্মত্ত হইয়াও বালক, উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবেন। কাহারও সহিত আলাপ করিবেন না। আত্মস্বরূপ ধ্যান দ্বারা নিরালম্বভাব অবলম্বন করিয়া আত্মনিষ্ঠানুকূলতা দ্বারা অন্য সকল বিস্মৃত হইয়া তুরীয়াতীতবেশে অদ্বৈতনিষ্ঠাপরায়ণ হইবেন, যিনি প্রণবাত্মক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন, তিনি অবধূতপদবাচ্য, তিনি কৃত্যকৃত্য হইয়া থাকেন। ইহাই রহস্য বিদ্যা।

তুরীয়াতীত উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

বাসুদেবোপনিষৎ

ওঁ আপ্যায়ন্ত্বিতি শান্তিঃ ॥

ওঁ নমস্কৃত্য ভগবান্নারদঃ সর্ব্বেশ্বরং বাসুদেবং পপ্রচ্ছ অধীহি ভগবন্নূর্দ্ধপুণ্ড্রবিধিং দ্রব্যমন্ত্রস্থানাদিসহিতং মে ব্রূহীতি। তং হোবাচ ভগবান্ বাসুদেবো বৈকুণ্ঠস্থানাদুৎপন্নং মম প্রীতিকরং মদ্‌ভক্তৈর্ব্রহ্মাদিভির্ধারিতং বিষ্ণুচন্দনং মমাঙ্গে প্রতিদিনমালিপ্তং গোপীভিঃ প্রক্ষালনাদ্গোপীচন্দনমাখ্যাতং মদঙ্গলেপনং পুণ্যং চক্রতীর্থান্তস্থিতং চক্রসমাযুক্তং পীতবর্ণং মুক্তিসাধনং ভবতি। অথ গোপীচন্দনং নমস্কৃত্বোদ্ধৃত্য। গোপীচন্দন পাপঘ্ন বিষ্ণুদেহসমুদ্ভব। চক্রাঙ্কিত নমস্তভ্যং ধারণান্মুক্তিদো ভব। ইমং মে গঙ্গে ইতি জলমাদায় বিষ্ণোর্নুকমিতি মর্দ্দয়েৎ। অতো দেবা অবন্তু ন ইত্যেতন্মন্ত্রৈর্ব্বিষ্ণুগায়ত্র্যা কেশবাদিনামভির্ব্বা ধারয়েৎ। ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থো বা ললাটহৃদয়কণ্ঠবাহুমূলেষু বৈষ্ণবগায়ত্র্যা কৃষ্ণাদিনামভির্ব্বা ধারয়েৎ। ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্র্য শঙ্খচক্রগদাপাণে দ্বারকানিলয়াচ্যুত। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ মাং শরণাগতম্। ইতি ধ্যাত্বা গৃহস্থো ললাটাদিদ্বাদশ স্থলেষনামিকাঙ্গুল্যা বৈষ্ণবগায়ত্র্যা কেশবাদিনামভির্বা ধারয়েৎ। ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা ললাটহৃদয়কণ্ঠবাহুমূলেষু বৈষ্ণবগায়ত্র্যা কৃষ্ণাদিনামভির্বা ধারয়েৎ। যতিস্তর্জন্যা শিরোললাটহৃদয়েষু প্রণবেনৈব ধারয়েৎ। ব্রহ্মাদয়স্ত্রয়ো মূর্ত্তয়স্তিস্রো ব্যাহৃতয়স্ত্রীণি ছন্দাংসি ত্রয়োঽগ্নয় ইতি জ্যোতিষ্মন্তস্ত্রয়ঃ

কালাগ্নিত্রিস্রোহংবস্থাস্তয় আত্মানঃ পুণ্ড্রাস্ত্রয় ঊর্দ্ধা অকার উকারো মকার এতে প্রণবময়োর্দ্ধপুণ্ড্রাস্তদাত্মা সদেতদোমিতি। তানেকধা সমভবৎ। ঊর্দ্ধমুন্নময়ত ইত্যোঙ্কারাধিকারী। তস্মাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং ধারয়েৎ। পরমহংসো ললাটে প্রণবেনৈকমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ধারয়েৎ। তত্ত্বপ্রদীপপ্রকাশং স্বাত্মানং পশ্যন্ যোগী মৎসাযুজ্যমবাপ্নোতি। অথ বা ন্যস্তহৃদয়পুণ্ড্রমধ্যে বা হৃদয়কমলমধ্যে বা। তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োর্দ্ধা ব্যবস্থিতা। নীলতোয়দমধ্যস্থাদ্বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা। নীবারশূকবত্তন্বী পরমাত্মা ব্যবস্থিত ইতি। অতঃ পুণ্ড্রস্থং হৃদয়পুণ্ডরীকেষু তমভ্যসেৎ। ক্রমাদেবং স্বাত্মানং ভাবয়েন্মাং পরং হরিম্। একাগ্রমনসা যো মাং ধ্যায়তে হরিমব্যয়ম্। হৃৎপঙ্কজে চ স্বাত্মানং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ। মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম আদিমধ্যান্ত-বর্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্। একো বিষ্ণুরনেকেষু জঙ্গমস্থাবরেষু চ। অনুস্যূতো বসত্যাত্মা ভূতেষ্বহম-বস্থিতঃ। তৈলং তিলেষু কাষ্ঠেষু বহ্নিঃ ক্ষীরে ঘৃতং যথা। গন্ধঃ পুষ্পেষু ভূতেষু তথাত্মাবস্থিতো হ্যহম্। ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুবোর্মধ্যে হৃদয়ে চিদ্রবিং হরিম্। গোপীচন্দনমালিপ্য তত্র ধ্যাত্বাপ্নুয়াৎ পরম্। ঊর্দ্ধদণ্ডোর্দ্ধরেতাশ্চ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রোর্দ্ধযোগবান্ ঊর্দ্ধং পদমবাপ্নোতি যতিরূর্দ্ধচতুষ্কবান। ইত্যেতন্নিশ্চিতং জ্ঞানং মদ্ভক্ত্যা সিধ্যতি স্বয়ম্। নিত্যমেকাগ্রভক্তিং স্যাদ্গোপীচন্দনধারণাৎ। ব্রাহ্মণানাং তু সর্ব্বেষাং বৈদিকানামনুত্তমম্। গোপীচন্দনবারিভ্যামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে। যো গোপীচন্দনাভাবে তুলসীমূলমৃত্তিকান্। মুমুক্ষুর্ধা-রয়েন্নিত্যমপরোক্ষাত্মসিদ্ধয়ে। অতিরাত্রাগ্নিহোত্রভস্মনাগ্নের্ভসিতমিদং বিষ্ণুস্ত্রীণি পদেতি মন্ত্রৈর্বৈষ্ণবগায়ত্র্যা প্রণবেনোদ্ধূলনং কুর্য্যাৎ। এবং

বিধিনা গোপীচন্দনং চ ধারয়েৎ। যস্ত্বধীতে বা স সর্ব্বপাতকেভ্যঃ পূতো ভবতি। পাপবুদ্ধিস্তস্য ন জায়তে। স সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি। স সর্ব্বৈর্যজ্ঞৈর্যাজিতো ভবতি। স সর্ব্বৈর্দেবৈঃ পূজ্যো ভবতি। শ্রীমন্নারায়ণে মযচঞ্চলা ভক্তিশ্চ ভবতি। স সম্যগ্‌ জ্ঞানং চ লব্ধ্বা বিষ্ণুসাযুজ্যমবাপ্নোতি। ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। ইত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ। যস্ত্বেতদধীতে সোঽপ্যেবমেব ভবতীত্যোং সত্যমিত্যুপনিষৎ॥

ইতি বাসুদেবোপনিষৎ সমাপ্তা॥

ভগবান্ নারদ সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্। আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন, দ্রব্য, মন্ত্র ও স্থানাদির সহিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বিধি আমাকে বলুন। ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে বলিলেন, বিষ্ণুচন্দননামক দ্রব্য বৈকুণ্ঠস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমার অতিশয় প্রিয়, ব্রহ্মা প্রভৃতি আমার ভক্তগণ ইহা ধারণ করেন, গোপরমণীগণ ইহা আমার শরীরে লেপন করিয়া প্রক্ষালন করিতেন, এইজন্য ইহা গোপীচন্দন নামে বিখ্যাত। ইহা আমার পবিত্র অঙ্গলেপন। ইহা চক্রতীর্থে অবস্থিত চক্রচিহ্নযুক্ত ও পীতবর্ণ, ইহা মুক্তির সাধন। অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা ধারণ করিলে চিত্তশুদ্ধি ও একান্ত ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া সাধক মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এমন গোপীচন্দনধারণাদির বিধি কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ গোপীচন্দন নমস্কার করিয়া "গোপীচন্দন" ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তোলন করিবে। মন্ত্রের অর্থ যথা—হে গোপীচন্দন, হে পাপঘ্ন, হে

বিষ্ণুদেহ-সমুদ্ভব, হে চক্রচিহ্নিত, ধারণদ্বারা আমার মুক্তিপ্রদ হও। "ইমং মে গঙ্গে" ইত্যাদি-মন্ত্রে জল গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণোর্ণুকম্" ইত্যাদিমন্ত্রে মর্দ্দন করিবে। তৎপর "দেবা অবন্তু নঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুগায়ত্রীদ্বারা অথবা কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ধারণ করিবে। ব্রহ্মচারী অথবা বাণপ্রস্থগণ বৈষ্ণব গায়ত্রীদ্বারা অথবা কৃষ্ণাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ললাট, হৃদয়, কণ্ঠ ও বাহুমূলে ধারণ করিবে। গৃহস্থ এইরূপ তিনবার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "শঙ্খচক্র" ইত্যাদিমন্ত্রে ধ্যান করিয়া ললাটপ্রভৃতি দ্বাদশ স্থানে অনামিকা-অঙ্গুলিদ্বারা বৈষ্ণব-গায়ত্রী বা কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ধারণ করিবে। যতিগণ তর্জ্জনীঅঙ্গুলিদ্বারা মস্তক ও ললাটের মূলদেশে প্রণবদ্বারাই তিলক ধারণ করিবে। এখন বিধৃত তিলকে ভাবনা-প্রকার কথিত হইতেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই দেবতামূর্ত্তিত্রয় ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়, ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়, গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামক অগ্নিত্রয়, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ জ্যোতিস্মান্ পদার্থত্রয়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানরূপ কালত্রয়, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যরূপ অবস্থাত্রয়, গৌণআত্মা, মিথ্যাআত্মা ও পরমাত্মস্বরূপ অথবা আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মরূপ আত্মত্রয়, ঊর্দ্ধ ইক্ষুদণ্ডস্বরূপ দণ্ডত্রয়, অকার উকার ও মকারত্রয়াত্মক প্রণবরূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও তাদৃশ প্রণববাচ্য সদ্রূপ পরমাত্মার চিন্তা করিবে। ওঁকার আকারাদি অবয়বধারণ করিয়াও একরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সাধক জীবাত্মাকে হৃদয়পদ্ম হইতে সুষুম্নামার্গে ঊর্দ্ধে লইতে সমর্থ, তিনি ওঁকারাত্মক প্রণবরূপে অধিকারী। এইজন্যই জীবাত্মাকে ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে উপস্থিত করিবার জন্যই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে।

পরমহংস সন্ন্যাসিগণ প্রণব উচ্চরণ করিয়াই একটী তিলক বা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। প্রদীপের ন্যায় স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জীবাত্মার যথার্থ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারী সাধক যোগী আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। অথবা ন্যাস দ্বারা বিশুদ্ধ হৃদয়ে কিংবা হৃদয়কমলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলে সাযুজ্য মুক্তি হইয়া থাকে। ঐ হৃদয়পুণ্ডরীকের মধ্যে সূক্ষ্ম ও ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট বহ্নিশিখার ন্যায় জীবাত্মস্বরূপ ব্যবস্থিত আছে। উহা নীল মেঘের মধ্যবর্ত্তী বিদ্যুল্লেখার ন্যায় ভাস্বর, উহা নীবার ধান্যের সূক্ষ্ম শিখার ন্যায় সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান আছে। অতএব হৃদয়পুণ্ডরীকে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় বুদ্ধিস্থানে সেই আত্মতত্ত্বের অভ্যাস করিবে। এই ক্রমে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মা হরিরূপী আমাকে ভাবনা করিবে। হৃৎপঙ্কজে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মা অবিনাশী হরিকে যিনি একাগ্রচিত্তে ধ্যান করেন, তিনি মুক্ত সংশয় নাই। অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই আমার স্বরূপ, আমার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই, আমি স্বয়ংপ্রকাশ, আমার কোনও রূপ পরিণাম নাই, আমি সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এইরূপ আমাকে যিনি জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। এক বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক পরমাত্মা অনেক স্থাবর জঙ্গমে ব্যবস্থিত আছেন। সেই আমি প্রাণিগণে অনুস্যূতভাবে অবস্থান করিতেছি। যেমন তিলে তৈল, কাষ্ঠে বহ্নি, দুগ্ধে ঘৃত, পুষ্পে গন্ধ, অব্যতিরিক্তরূপে অবস্থিত, সেইরূপে আমি সকল প্রাণীতে অবস্থান করিতেছি। ব্রহ্মরন্ধ্রে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে, হৃদয়ে, চৈতন্যসূর্য্যস্বরূপ হরিকে গোপীচন্দনদ্বারা আলেপন ও ধ্যান করিয়া পরমাত্মাকে লাভ করে। যাহারা

ঊর্দ্ধদণ্ড, ঊর্দ্ধরেতাঃ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ও ঊর্দ্ধযোগবান, এইরূপ ঊর্দ্ধচতুষ্টয়বিশিষ্ট যতিগণ ঊর্দ্ধপদ প্রাপ্ত হন। সংশয় ও ভ্রমাদিশূন্য এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আমার ভক্তির দ্বারা আপনিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের গোপীচন্দনধারণ হেতু অত্যুত্তম নিত্য একাগ্র ভক্তি হয়। গোপীচন্দন ও জলের দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিহিত হইয়াছে। যে মুমুক্ষু ব্যক্তি গোপীচন্দনের, অভাবে তুলসী মূলের মৃত্তিকা নিত্য ধারণ করেন, তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকারসিদ্ধি হয়। অতিরাত্র ও অগ্নিহোত্র যাগের ভস্মদ্বারা "অগ্নে র্ভসিতং" "ইদং বিষ্ণুঃ" "ত্রীণিপদ" ইত্যাদি মন্ত্র, বৈষ্ণব গায়ত্রী ও প্রণবের দ্বারা লেপন করিবে। এই নিয়মে গোপীচন্দনও ধারণ করিবে। যিনি ইহা অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাতক হইতে পবিত্র হন। তাঁহার পাপবুদ্ধি হয় না। তিনি সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ করেন। তিনি সকল যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তিনি দেবগণের পূজ্য হন এবং শ্রীমন্নারায়ণরূপ আমাতে স্থির-ভক্তি হন। তিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুনরায় সংসারে আবৃত্তি হয় না। ভগবান্ বাসুদেব ইহা বলিয়াছেন। ওঁকারবাচ্য সত্যাত্মক ব্রহ্ম, ইহাই রহস্যবিদ্যা।

বাসুদেব উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শাণ্ডিল্যোপনিষৎ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ ॥

(ক) শাণ্ডিল্যো হ বা অথর্ব্বাণং পপ্রচ্ছাত্মলাভোপায়ভূতমষ্টাঙ্গ-যোগমনুব্রূহীতি। স হোবাচাথর্বা যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার-ধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি। তত্র দশ যমাঃ। তথা নিয়মাঃ। আসনান্যষ্টৌ। ত্রিঃ প্রাণায়ামঃ। পঞ্চ প্রত্যাহারাঃ। তথা ধারণা। দ্বিপ্রকারং ধ্যানম্। সমাধিস্ত্বেকরূপঃ ॥

শাণ্ডিল্যনামক ঋষি অথর্ব্বান্ ঋষির নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন অষ্টাঙ্গযোগ কীর্ত্তন করুন। অথর্ব্বন ঋষি বলিলেন, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ। তন্মধ্যে যম দশবিধ, দশবিধ নিয়ম, অষ্টবিধ আসন, ত্রিবিধ প্রাণায়াম, পঞ্চবিধ প্রত্যাহার, পঞ্চবিধ ধারণা, দ্বিবিধ ধ্যান এবং সমাধিগত বিশেষ ভেদ নিরূপিত হয় নাই বলিয়া সমাধিকে একরূপ বলা হইয়াছে ॥ ক ॥

১। তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যদয়াজপক্ষমাধৃতিমিতাহারশৌচানি চেতি যমা দশ। তত্রাহিংসা নাম মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা ক্লেশাজননম্। সত্যং নাম মনোবাক্কায়কর্ম্মভির্ভূতহিতযথার্থাভি-ভাষণম্। অস্তেয়ং নাম মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ পরদ্রব্যেষু নিঃস্পৃহা।

ব্রহ্মচর্য্যং নাম সর্ব্বাবস্থাসু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগঃ। দয়া নাম সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বত্রানুগ্রহঃ। আর্জবং নাম মনোবাক্কায়কর্ম্মণাং বিহিতাবিহিতেষু জনেষু প্রবৃত্তৌ নিবৃত্তৌ বা একরূপত্বম্। ক্ষমা নাম প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্ব্বেষু তাড়নপূজনেষু সহনম্। ধৃতির্নামার্থহানৌ স্বেষ্টবন্ধুবিয়োগে তৎপ্রাপ্তৌ সর্ব্বত্র চেতঃস্থাপনম্। মিতাহারো নাম চতুর্থাংশাবশেষকসুস্নিগ্ধমধুরাহারঃ। শৌচং নাম দ্বিবিধং বাহ্যমান্তরং চেতি। তত্র মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্যম্। মনঃশুদ্ধিরান্তরম্। তদধ্যাত্মবিদ্যয়া লভ্যম্॥

উক্ত যমাদির মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার এবং শৌচ এই দশ যম; তন্মধ্যে কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্লেশ সহ্য করাকেই অহিংসা বলে; এইরূপ জীবগণের হিতসাধনের জন্য কায়মনোবাক্যে যথার্থ কথা বলাই সত্য; পরদ্রব্যে স্পৃহা না থাকাই অস্তেয় ও সমস্ত অবস্থায় কায়মনোবাক্যে মৈথুনত্যাগ করাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলে; সকল অবস্থায় সর্ব্বভূতে অনুগ্রহ করাকেই দয়া বলে; সাধু এবং অসাধু-লোকের সৎ অথবা অসৎ ক্রিয়ার প্রবৃত্তি কিংবা নিবৃত্তি সম্ভাবিত হইলে, কায়মনোবাক্যে একরূপতাই আর্জ্জব (সরলতা); প্রিয় এবং অপ্রিয় ব্যক্তির ভৎর্সনা অথবা অর্চ্চনায় তুষ্ট বা রুষ্ট না হইয়া সহ্য করাকেই ক্ষমা বলে; স্বীয় অর্থনাশে, আত্মীয় ও বন্ধুলোকের বিচ্ছেদে, কিংবা মিলনে, এমন কি সমস্ত ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি এবং পরিহারবিষয়ে অন্তঃকরণকে স্বভাবে সংস্থাপন করাকেই ধৃতি বলে; মধুর ও সুস্নিগ্ধ ভজনায় দ্রব্যগুলিকে চারিভাগে

বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে একভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর তিনভাগ ভোজনকেই মিতাহার বলা যায়; শৌচ দ্বিবিধ, বাহ্য এবং আন্তর; দ্বিবিধ শৌচের মধ্যে মৃত্তিকা এবং জলাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ সম্পাদিত হয়; চিত্তশুদ্ধিকে আন্তর শৌচ বলে; সেই আন্তর শৌচ অধ্যাত্ম বিদ্যা দ্বারা লাভ করা যায়, অন্য উপায়ে লাভ করা যায় না।

২। তপঃসন্তোষাস্তিক্যদানেশ্বরপূজনসিদ্ধান্তশ্রবণহ্রীমতিজপো-ব্রতানি দশ নিয়মাঃ। তত্র তপো নাম বিধ্যুক্তকৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ শরীরশোষণম্। সন্তোষো নাম যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টিঃ। আস্তিক্যং নাম বেদোক্তধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসঃ। দানং নাম ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনধান্যাদেঃ শ্রদ্ধয়ার্থিভ্যঃ প্রদানম্। ঈশ্বরপূজনং নাম প্রসন্নস্বভাবেন যথাশক্তি বিষ্ণুরুদ্রাদিপূজনম্। সিদ্ধান্তশ্রবণং নাম বেদান্তার্থবিচারঃ। হ্রীর্নাম বেদলৌকিকমার্গকুৎসিতকর্ম্মণি লজ্জা। মতির্নাম বেদবিহিত কর্ম্মমার্গেষু শ্রদ্ধা। জপো নাম বিধিবদ্গুরূপদিষ্টবেদাবিরুদ্ধমন্ত্রাভ্যাসঃ। তদ্দ্বিবিধং বাচিকং মানসং চেতি। মানসং তু মনসা ধ্যানযুক্তম্। বাচিকং দ্বিবিধমুচ্চৈরুপাংশুভেদেন। উচ্চৈরুচ্চারণং যথোক্তফলম্। উপাংশু সহস্রগুণম্। মানসং কোটিগুণম্। ব্রতং নাম বেদোক্তবিধি-নিষেধানুষ্ঠাননৈয়ত্যম॥

তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর পূজন, সিদ্ধান্তশ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ এবং ব্রত এই দশবিধ নিয়ম। তন্মধ্যে বিহিত কষ্ট সাধ্য চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শরীর শোষণ করাকে তপঃ বলে; অনায়াসে যাহা লাভ করা যায়, তদ্দ্বারা আত্মতুষ্টিকেই সন্তোষ

বলে ; বেদোক্ত ধর্ম্মাদিতে যে বিশ্বাস, তাহাকেই আস্তিক্য বলে ; সদুপায়ে উপার্জ্জিত ধনধান্যাদি শ্রদ্ধার সহিত প্রার্থীদিগকে প্রদান করাকেই দান বলে ; প্রসন্নচিত্তে বিষ্ণুরুদ্রাদির পূজা করাকেই ঈশ্বর পূজন বলে, বেদান্তার্থের বিচার করাকেই সিদ্ধান্ত শ্রবণ বলে ; বৈদিক এবং লৌকিকভাবে যাহা কুৎসিত কর্ম্ম, তাহা করায় সঞ্জাত লজ্জাকেই হ্রী বলে ; বেদবিহিত কর্ম্মমার্গে যে শ্রদ্ধা, তাহাকেই মতি বলে ; গুরু, বিধান অনুসারে বেদের যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, সেই অবিরুদ্ধ মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করাকেই জপ বলে ; এই জপ দ্বিবিধ, বাচিক এবং মানসিক, উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে চিন্তা করাকেই মানস জপ বলে ; উচ্চৈঃ এবং উপাংশু ভেদে বাচিক জপ দ্বিবিধ, উচ্চৈঃস্বরে এবং অন্যের অশ্রুতভাবে যে যে জপ বিহিত আছে, ইহার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যে জপ, তাঁহার ফল পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ; উপাংশুজপে পূর্ব্বোক্ত বাচিক জপ অপেক্ষা সহস্রগুণ ফল, আর মানসজপে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল ; বেদোক্ত বিধি ও নিষেধ অনুসারে সতত অনুষ্ঠান করাকেই ব্রত বলে।

খ। স্বস্তিকগোমুখপদ্মবীরসিংহভদ্রমুক্তময়ূরাখ্যাখ্যাসনাষ্টষ্টৌ। স্বস্তিকং নাম জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে। ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষতে॥ সব্যে দক্ষিণগুল্ফং তু পৃষ্ঠপার্শ্বে নিয়োজয়েৎ। দক্ষিণেঽপি তথা সব্যং গোমুখং যথা॥

গ। অঙ্গুষ্ঠেন নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমেণ চ। উর্ব্বোরুপরি শাণ্ডিল্য কৃত্বা পাদতলে উভে। পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বেষামপি পূজিতম্।

ঘ। একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরুণি সংস্থিতঃ। ইতরস্মিংস্তথা চোরুং বীরাসনমুদীরিতম্ ॥

ঙ। দক্ষিণং সব্যগুল্ফেন দক্ষিণেন তথেতরম্। হস্তৌ চ জান্বোঃ সংস্থাপ্য স্বাঙ্গুলীশ্চ প্রসার্য্য চ ॥

জ। ব্যক্তবক্ত্রো নিরীক্ষেত নাসাগ্রং সুসমাহিতঃ। সিংহাসনং ভবেদেতৎ পূজিতং যোগিভিঃ সদা ॥ যোনিং বামেন সম্পীড্য মেঢ্রাদুপরি দক্ষিণম্। ভ্রূমধ্যে চ মনোলক্ষ্যং সিদ্ধাসনমিদং ভবেৎ ॥ গুল্ফৌ তু বৃষণস্যাধঃ সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োঃ ক্ষিপেৎ। পাদপার্শ্বে তু পাণিভ্যাং দৃঢ়ং বধ্বা সুনিশ্চলম্। ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিষাপহম্ ॥

ট। সম্পীড্য সীবিনীং সূক্ষ্মাং গুল্ফেনৈব তু সব্যতঃ। সব্যং দক্ষিণগুল্ফেন মুক্তাসনমুদীরিতম্ ॥ অবষ্টভ্য ধরাং সম্যক্তলাভ্যাং তু করদ্বয়োঃ। হস্তয়োঃ কূর্পরৌ চাপি স্থাপয়েন্নাভিপার্শ্বয়োঃ ॥ সমুন্নতশিরঃপাদো দণ্ডবৎ ব্যোম্নি সংস্থিতঃ। ময়ূরাসনমেতত্তু সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥

৩। শরীরান্তর্গতাঃ সর্ব্বে রোগা বিনশ্যন্তি। বিষাণি জীর্য্যন্তে। যেন কেনাসনেন সুখধারণং ভবত্যশক্তস্তৎসমাচরেৎ। যেনাসনং বিজিতং জগত্রয়ং তেন বিজিতং ভবতি। যমনিয়মাভ্যাং সংযুক্তঃ পুরুষঃ প্রাণায়ামং চরেৎ। তেন নাড্যঃ শুদ্ধা ভবন্তি ॥

স্বস্তিক, গোমুখ, পদ্ম, বীর, সিংহ, ভদ্র, মুক্ত এবং ময়ূর এই অষ্টবিধ আসন। দক্ষিণ এবং বাম পাদের জানু ও উরুর মধ্যে উভয় পাদতল সম্যক্‌রূপে বিন্যাস করিয়া অবক্রভাবে অর্থাৎ

সোজাভাবে দেহ সংস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করাকেই স্বস্তিকাসন বলে। বামে দক্ষিণ পাদগুল্‌ফ এবং দক্ষিণে বামপাদগুল্‌ফ সংস্থাপন করিয়া পৃষ্ঠপার্শ্বে পার্শ্বদ্বয়ে রাখিবে ; ইহাতে গরুর মুখাকৃতি হয় বলিয়া ইহাকে গোমুখাসন বলে। হে শাণ্ডিল্য! উভয় উরুর উপর উভয় পাদতল রাখিয়া হস্তদ্বয়ের দ্বারা বিপরীতক্রমে পাদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, অর্থাৎ বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ পাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম পাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, ইহাকে কেহ পদ্মাসন বলে, ইহা সকলের নিকটেই সমাদৃত। এক উরুর উপর একচরণ রাখিয়া অপর পাদের উপর অপর উরু সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করাকেই বীরাসন বলে। বামগুল্‌ফ দ্বারা দক্ষিণ-গুল্‌ফ এবং দক্ষিণগুল্‌ফ দ্বারা বামগুল্‌ফ সংযুক্ত করিয়া জানুদ্বয়ের উপর হস্তদ্বয় সংস্থাপনপূর্ব্বক্ষ অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করিয়া মুখ হাঁ করিয়া সমাহিতচিত্তে নাসাগ্র নিরীক্ষণ করিবে, ইহাকেই সিংহাসন বলে, যোগীদের নিকট এই আসন সমাদৃত। বামগুলফ দ্বারা গুহ্যদেশ অবরুদ্ধ করিয়া লিঙ্গের উপর দক্ষিণ গুল্‌ফ সংস্থাপন পূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে মনোনিবেশ করিবে, যোগিগণ ইহাকেই সিদ্ধাসন বলিয়া থাকেন। অণ্ডকোষের অধোভাগস্থিত সীবনীর দুইপার্শ্বে অর্থাৎ লিঙ্গাগ্র হইতে তাহার নিম্ন দেশ দিয়া গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত যে চিহ্ন আছে, তাহাকে সীবনী বলে, তাহার দুই পার্শ্বে গুল্‌ফদ্বয় সংস্থাপন করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা জানুদ্বয়ের উপর দিয়া সম্মুখবর্ত্তী পাদপার্শ্বদ্বয় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া সুনিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে, ইহাকেই ভদ্রাসন বলে, এই আসনসিদ্ধি হইলে দেহের সমুদয় ব্যাধি এবং বিষ বিনষ্ট হইয়া যায়। বামগুল্‌ফ দ্বারা

স্থক্ষ্মাকারা সীবনকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ গুল্‌ফ দ্বারা সীবনীর সব্য অর্থাৎ বামভাগ সম্পীড়িত করিবে, ইহাকেই মুক্তাসন বলা হয়। হস্তদ্বয়ের তলভাগ ভূমিতে সংস্থাপন করিয়া হস্তদ্বয়ের কূর্পর অর্থাৎ কনুই নাভিপার্শ্বে স্থাপন করিবে, অতঃপর মস্তক এবং পদ সমুন্নত করিয়া দণ্ডের ন্যায় আকাশে অবস্থিত থাকিবে; ইহাকেই সর্ব্বপাপপ্রণাশক ময়ূরাসন বলে। আসন সিদ্ধি হইলে, শরীরান্তর্গত সকল রোগ নষ্ট হয় এবং সমস্ত বিষ জীর্ণ হইয়া যায়, যদি কেহ কোন আসন জয় করিতে না পারেন, তবে যে আসন বিনা কষ্টে জয় করিতে সক্ষম হন, সেই আসনই আচরণ করিবেন; যিনি আসন জয় করিয়াছেন, তিনি ত্রিলোকবিজয়ী, যিনি যম এবং নিয়মের অনুষ্ঠান করিয়া সংযতচিত্ত হইয়াছেন, তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন, সেই প্রাণায়াম আচরণের দ্বারা সমুদয় নাড়ী পবিত্র হইবে।

ক। অথ হৈনমথর্ব্বাণং শাণ্ডিল্যঃ পপ্রচ্ছ কেনোপায়েন নাড্যঃ শুদ্ধাঃ স্যুঃ। নাড্যঃ কতিসংখ্যাকাঃ। তাসামুৎপত্তিঃ কীদৃশী। তাসু কতি বায়বস্তিষ্ঠন্তি। তেষাং কানি স্থানানি। তৎকর্ম্মাণি কানি। দেহে যানি যানি বিজ্ঞাতব্যানি তৎসর্ব্বং মে ব্রূহীতি। স হোবাচাথর্ব্বা। অথেদং শরীরং ষণ্ণবত্যঙ্গুলাত্মকং ভবতি। শরীরাৎ প্রাণো দ্বাদশাঙ্গুলাধিকো ভবতি। শরীরস্থং প্রাণমগ্নিনা সহ যোগাভ্যাসেন সমং ন্যূনং বা যঃ করোতি স যোগিপুঙ্গবো ভবতি। দেহমধ্যে শিখিস্থানং ত্রিকোণং তপ্তজাম্বুনদপ্রভং মনুষ্যাণাম্। চতুষ্পদাং চতুরশ্রম্। বিহঙ্গানাং বৃত্তাকারম্। তন্মধ্যে শুভা তন্বী

পাবকী শিখা তিষ্ঠতি। গুদাদ্দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাদ্ দ্ব্যঙ্গুলাদধো দেহমধ্যং মনুষ্যাণাং ভবতি। চতুষ্পদাং হৃন্মধ্যম্। বিহগানাং তুন্দমধ্যম্। দেহমধ্যং নবাঙ্গুলং চতুরঙ্গুলমুৎসেধায়তমণ্ডাকৃতি। তন্মধ্যে নাভিঃ। তত্র দ্বাদশারযুতং চক্রম্। তচ্চক্রমধ্যে পুণ্যপাপ-প্রচোদিতো জীবো ভ্রমতি। তন্তুপঞ্জরমধ্যস্থলূতিকা যথা ভ্রমতি তথা চাসৌ তত্র প্রাণশ্চরতি। দেহেঽস্মিন্ জীবঃ প্রাণারূঢ়ো ভবেৎ।

অনন্তর শাণ্ডিল্য অথর্ব্বন্ ঋষির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে নাড়ীসকল বিশুদ্ধ হয়? কতসংখ্যক নাড়ী আছে? কিরূপেই বা তাহাদের উৎপত্তি হইল? সেই সকল নাড়ীতে কত প্রকার বায়ু আছে? সেই সকল বায়ু কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করে? সেই বায়ুগুলির কোন্ কোন্ ক্রিয়া? এই দেহমধ্যস্থিত যে যে বিষয় জানিবার আছে, সেই সকল আমার নিকট বলুন। সেই অথর্ব্বন্ ঋষি বলিলেন, এই দেহের পরিমাণ ছিয়ানব্বই অঙ্গুলী, যিনি যোগাভ্যাসের দ্বারা অগ্নির সহিত দেহস্থিত প্রাণবায়ুকে সম অথবা ন্যূন করিতে সক্ষম হন, তিনিই যোগিশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যদেহের মধ্যে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অগ্নির একটি ত্রিকোণস্থান আছে। ঐ স্থান চতুষ্পদ জন্তুদিগের চতুষ্কোণ এবং পক্ষীদের গোলাকার; উক্ত ত্রিকোণাদি স্থানের মধ্যে শুভদাত্রী ক্ষীণা একটী আগ্নেয়ী শিখা বিদ্যমান আছে। দ্বিঅঙ্গুলী-পরিমিত গুহ্যদ্বারের উর্দ্ধে এবং দ্বিঅঙ্গুলীপরিমিত লিঙ্গদেশের নিম্নে মনুষ্যদিগের দেহমধ্য, ঐরূপ চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্য ভাগ হৃদয় এবং পক্ষীদিগের দেহমধ্য জঠর, মনুষ্যদিগের দেহমধ্য নবাঙ্গুলী-পরিমিত, উহার

উৎসেধের চতুরঙ্গুলী, ঐস্থান অণ্ডের ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন পূর্ব্বোক্ত দেহের অথবা নবাঙ্গুলী-পরিমিত দেহমধ্যের মধ্যভাগে নাভি; ঐ নাভিতে দ্বাদশ অর অর্থাৎ শলাকাযুক্ত চক্র আছে; জীব, পুণ্য এবং পাপের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সেই চক্রমধ্যে ভ্রমণ করেন; যেরূপ লূতাকীট অর্থাৎ মাকড়সা স্বকৃত তন্তুদ্বারা নির্ম্মিত পিঞ্জরে ভ্রমণ করে, সেইরূপ প্রাণও দ্বাদশারযুক্ত চক্রে বিচরণ করে; উক্ত জীব প্রাণধারী হইয়াই জীবসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

খ। নাভেস্তির্য্যগর্দ্ধোর্দ্ধ্বং কুণ্ডলিনীস্থানম্। অষ্টপ্রকৃতিরূপাষ্টধা কুণ্ডলীকৃতা কুণ্ডলিনী শক্তির্ভবতি। যথাবদ্বায়ুসঞ্চারং জলান্নাদীনি পরিতঃ স্কন্ধঃ পার্শ্বেষু নিরুদ্ধ্যৈনং মুখেনৈব সমাবেষ্ট্য ব্রহ্মরন্ধ্রং যোগকালে চাপানেনাগ্নিনা চ স্ফুরতি। হৃদয়াকাশে মহোজ্জ্বলা জ্ঞানরূপা ভবতি। মধ্যস্থকুণ্ডলিনীমাশ্রিত্য মুখ্যা নাড্যশ্চতুর্দ্দশ ভবন্তি। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না সরস্বতী বারুণী পূষা হস্তিজিহ্বা যশস্বিনী বিশ্বোদরী কুহূঃ শঙ্খিনী পয়স্বিনী অলম্বুসা গান্ধারীতি নাড্যশ্চতুর্দ্দশ ভবন্তি। তত্র সুষুম্না বিশ্বধারিণী মোক্ষমার্গেতি চাচক্ষতে। গুদস্য পৃষ্ঠভাগে বীণাদণ্ডাশ্রিতা মূর্দ্ধপর্য্যন্তং ব্রহ্মরন্ধ্রে বিজ্ঞেয়া ব্যক্তা সূক্ষ্মা বৈষ্ণবী ভবতি। সুষুম্নায়াঃ সব্যভাগে ইড়া তিষ্ঠতি। দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা। ইড়ায়াং চন্দ্রশ্চরতি। পিঙ্গলায়াং রবিঃ। তমোরূপশ্চন্দ্রঃ। রজোরূপো রবিঃ। বিষভাগো রবিঃ। অমৃতভাগশ্চন্দ্রমাঃ। তাবেব সর্ব্বকালং ধত্তে। সুষুম্না কালভোক্ত্রী ভবতি। সুষুম্না পৃষ্ঠপার্শ্বয়োঃ সরস্বতীকুহূ ভবতঃ। যশস্বিনীকুহূমধ্যে বারুণী প্রতিষ্ঠিতা ভবতি। পূষাসরস্বতীমধ্যে পয়স্বিনী ভবতি।

কন্দমধ্যেঽলম্বুসা ভবতি। সুষুম্নাপূর্ব্বভাগে মেঢ়্রান্তং কুহূর্ভবতি। কুণ্ডলিন্যা অধশ্চোর্দ্ধ্বং বারুণী সর্ব্বগামিনী ভবতি। যশস্বিনী সৌম্যা চ পাদাঙ্গুষ্ঠান্তমিষ্যতে। পিঙ্গলা চোর্দ্ধ্বগা যাম্যনাসান্তং ভবতি। পিঙ্গলায়াঃ পৃষ্ঠতো যাম্যনেত্রান্তং পূষা ভবতি। যাম্যকর্ণান্তং যশস্বিনী ভবতি। জিহ্বায়া উর্দ্ধান্তং সরস্বতী ভবতি। আসব কর্ণান্তমূর্দ্ধগা শঙ্খিনী ভবতি। ইড়াপৃষ্ঠভাগাৎ সব্যনেত্রান্তগা গান্ধারী ভবতি। পায়ুমূলাদধোর্দ্ধগালম্বুসা ভবতি। এতাসু চতুর্দ্দশসু নাড়ীষন্যা নাড্যঃ সম্ভবন্তি। তাস্বন্যাস্তাস্বন্যা ভবন্তীতি বিজ্ঞেয়াঃ॥ যথাশ্বথাদিপত্রং শরাভির্ব্যাপ্তমেবং শরীরং নাড়ীভির্ব্যাপ্তম্॥

নাভির অধোভাগে বক্রাকৃতি যে দেহমধ্যস্থিত স্থান, তাহাই কুণ্ডলিনীস্থান; যিনি দুর্গাদি অষ্টপ্রকারে অষ্টশক্তিরূপিণী হইয়াও সর্পাকারে অবস্থিতা, তিনিই যোগীদিগের আরাধ্যা কুণ্ডলিনীশক্তি। যে বায়ু উদরস্থিত জল ও অন্নপ্রভৃতির চারিদিকে বিচরণ করে অর্থাৎ যে সকল বায়ু উদরস্থিত অন্নাদির পরিপাক জন্মায় এবং উদরে গমনাগমন করে, যোগী যোগকালে উদর হইতে সেই বায়ুর যাতায়াত বন্ধ করিয়া গ্রীবাদেশ দিয়া উক্ত বায়ুর গমনাগমন গতিনিরোধপূর্ব্বক অপানরূপী বায়ু দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র সমাবেষ্টন করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন। এই সময় হৃদয়াকাশে অত্যুজ্জ্বলা জ্ঞানরূপিণী শক্তি প্রকাশিতা হন। এই দেহস্থিত প্রধানা চতুর্দ্দশটি নাড়ী দেহমধ্যস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, সরস্বতী, বারুণী, পূষা, হস্তিজিহ্বা, যশস্বিনী, বিশ্বোদরী, কুহূ, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, অলম্বুসা এবং গান্ধারী এই

চতুর্দ্দশটি নাড়ী; এই সকল নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাম্নী নাড়ীকে বিশ্বধারিণী এবং মুক্তিপথপ্রদর্শিনী বলিয়া সকলে বলিয়া থাকেন; বৈষ্ণবী গুহ্যদ্বারের পশ্চাদ্‌ভাগস্থিত মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া মস্তক-পর্য্যন্ত প্রকাশিত অবস্থায় অবস্থিতা এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে সূক্ষ্মাবস্থায় অপ্রকাশিতা আছে; সুষুম্নার বামভাগে ইড়া এবং দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা; ইড়ায় চন্দ্র এবং পিঙ্গলায় সূর্য্য বিচরণ করেন। তমোরূপ চন্দ্র এবং রজোরূপ সূর্য্য; বিষভাগ সূর্য্য এবং অমৃতভাগ চন্দ্র; সেই সূর্য্য এবং চন্দ্র সমুদায় কালের বিধানকর্ত্তা; সুষুম্না স্বীয় অভ্যন্তরস্থিত ছিদ্রপথে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ব্রহ্মরন্ধ্রে সংস্থাপন করিয়া জীবগণের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করেন, এইজন্য ইহাকে সূর্য্য এবং চন্দ্রের নিরূপিত কালের ভোক্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুষুম্নার পশ্চাদ্‌ভাগে এবং পার্শ্বে সরস্বতী ও কুহূনামক দুইটি নাড়ী আছে; এইরূপ যশস্বিনী এবং কুহূর মধ্যে বারুণী, পূষা এবং সরস্বতী মধ্যে পয়স্বিনী; গান্ধারী ও সরস্বতীর মধ্যে যশস্বিনী; পায়ুমূলে অলম্বুসা; সুষুম্নার সম্মুখভাগে লিঙ্গবিধি কুণ্ড; কুণ্ডলিনীর অধোভাগে এবং ঊর্দ্ধভাগে সর্ব্বদেহগামিনী বারুণী; পাদাঙ্গুষ্ঠবিধি যশস্বিনী; দক্ষিণনাসিকাবধি ঊর্দ্ধগামিনী পিঙ্গলা, পিঙ্গলার পশ্চাদ্‌ভাগে দক্ষিণ-নেত্রাবধি পূষা এবং দক্ষিণকর্ণাবধি যশস্বিনী; জিহ্বার ঊর্দ্ধদেশাবধি সরস্বতী; বামকর্ণবিধি ঊর্দ্ধগামিনী শঙ্খিনী; ইড়ার পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে বাম চক্ষুরবধি গান্ধারী এবং গুহ্যদ্বারের মূল হইতে অধঃ ও ঊর্দ্ধগামিনী অলম্বুসা; এই চতুর্দ্দশ নাড়ী হইতে অন্যান্য সমুদায় নাড়ী বহির্গত হইয়াছে, যে সকল নাড়ী উক্ত চতুর্দ্দশ নাড়ী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল নাড়ী হইতে অপর কতগুলি আবির্ভূত হইয়াছে

এবং তাহা হইতে অপর কতকগুলি বিস্তৃত হইয়াছে; যেরূপ অশ্বত্থ-প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রটি শিরাদ্বারাই পরিব্যাপ্ত, এইরূপ এই শরীরও নাড়ী দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

৪। প্রাণাপানসমানোদানব্যানা নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়া এতে দশ বায়বঃ সর্ব্বাসু নাড়ীষু চরন্তি। আস্যনাসিকাকণ্ঠনাভি-পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়কুণ্ডলাধশ্চোর্ধ্বভাগেষু প্রাণঃ সঞ্চরতি। শ্রোত্রাক্ষিকটি-গুল্ফঘ্রাণগলস্ফিগ্‌দেশেষু ব্যানঃ সঞ্চরতি। গুদমেঢ্রোরুজানূদরবৃষণ-কটিজঙ্ঘানাভিগুদাগ্ন্যগারেষ্বপানঃ সঞ্চরতি। সর্ব্বসন্ধিস্থ উদানঃ। পাদহস্তয়োরপিসর্ব্বগাত্রেষু সর্ব্বব্যাপী সমানঃ। ভুক্তান্নরসাদিকং গাত্রেঽগ্নিনা সহ ব্যাপয়ন্ দ্বিসপ্ততিসহস্রেষু নাড়ীমার্গেষু চরন্ সমান-বায়ুরগ্নিনা সহসাঙ্গোপাঙ্গকলেবরং ব্যাপ্নোতি। নাগাদিবায়বঃ পঞ্চ ত্বগস্থ্যাদসম্ভবাঃ। তুন্দস্থং জলমন্নং চ রসাদিষু সমীরিতুং তুন্দমধ্যগতঃ প্রাণস্তানি পৃথক্ কুর্য্যাৎ। অগ্নেরূপরিং জলং স্থাপ্য জলোপর্য্যন্নাদীনি সংস্থাপ্য স্বয়মপানং সংপ্রাপ্য তেনৈব সহ মারুতঃ প্রয়াতি দেহমধ্যগতং জ্বলনম্। বায়ূনা পালিতো বহ্নিরপানেন শনৈর্দ্দেহমধ্যে জ্বলাত। জ্বলনো জ্বালাভিঃ প্রাণেন কোষ্ঠমধ্যগতং জলমত্যুষ্ণমকরোৎ। জলোপরি সমর্পিতব্যঞ্জনসংযুক্তমন্নং বহ্নিসংযুক্তবারিণা পক্বমকরোৎ। তেন স্বেদমূত্রজলরক্তবীর্য্যরূপরসপুরীষাদিকং প্রাণঃ পৃথক্ কুর্য্যাৎ। সমানবায়ুনা সহ সর্ব্বাসু নাড়ীষু রসং ব্যাপয়ন্ শ্বাসরূপেণ দেহে বায়ুশ্চরতি। নবভির্ব্যোমরন্ধ্রৈঃ শরীরস্য বায়বঃ কুর্ব্বন্তি বিণ্মূত্রাদিবিসর্জনম্। নিশ্বাসোচ্ছ্বাসকাসশ্চ প্রাণকর্ম্মোচ্যতে। বিণ্মূত্রাদিবিসর্জনমপানবায়ুকর্ম্ম। হানোপাদানচেষ্টাদি ব্যানকর্ম্ম।

দেহস্যোন্নয়নাদিকমুদানকর্ম্ম। শরীরপোষণাদিকং সমানকর্ম্ম। উদ্‌গারাদি নাগকর্ম। নিমীলনাদি কূর্ম্মকর্ম্ম। ক্ষুৎকরণং কৃকরকর্ম্ম। তন্দ্রা দেবদত্তকর্ম। শ্লেষ্মাদি ধনঞ্জয়কর্ম্ম। এবং নাড়ীস্থানং বায়ুস্থানং তৎকর্ম্ম চ সম্যগ্‌ জ্ঞাত্বা নাড়ীসংশোধনং কুর্য্যাৎ ॥

সমুদায় নাড়ীতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ বায়ু সঞ্চরণ করে। তন্মধ্যে মুখ, নাসিকা, কণ্ঠ, নাভি, পাদাঙ্গুলীদ্বয়, কুণ্ডলী অর্থাৎ সর্পাকারা কুলকুণ্ডলিনীস্থানের অধোভাগে ও উপরিভাগে প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করে। চক্ষুঃ, কর্ণ, কটি অর্থাৎ কোমর, গুল্‌ফ অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি, নাসিকা, গ্রীবা, কণ্ঠ অর্থাৎ গ্রীবার উপরিভাগ এবং স্ফিক্‌ অর্থাৎ কটিদেশের পশ্চাদ্‌ভাগ এই সকল স্থানে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে। গুহ্যদ্বার, উপস্থ, উরু, জানু অর্থাৎ হাঁটু, উদর, অণ্ডকোষ, কোমর, জঙ্ঘা, নাভি, যোনি এবং অগ্নির সমুদায় বাসস্থান অর্থাৎ প্রদীপ্ত অগ্নির ক্রিয়া যে যে স্থানে উপলব্ধ হয়, সেই সেই স্থানে অপান বায়ু সঞ্চরণ করে। সকল সন্ধিস্থিত বায়ুকে উদানবায়ু বলে। যে বায়ু হস্ত, পদ এবং সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া আছে তাহাকে সমান বায়ু বলে; সমান বায়ু অগ্নির সহিত ভুক্ত অন্নরসাদিকে সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত করাইয়া এবং বাহাত্তর হাজার নাড়ীর অভ্যন্তরস্থিত পথে বিচরণ করিয়া অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া আছে। নাগাদি পঞ্চবায়ু ত্বগ্‌অস্থি প্রভৃতিতে অবস্থিত। উদরমধ্যস্থিত প্রাণ বায়ু উদরস্থিত জল এবং অন্নকে রসাদিরূপে পরিণত

করিবার জন্য জলাদিকে পৃথক্ করিয়া লয়; পরে বায়ু অগ্নির উপরে অর্থাৎ জাঠরাগ্নির উপরে জল রাখিয়া এবং জলের উপরে খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিয়া নিজে অপানরূপী হইয়া অপান বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরস্থিত অগ্নিকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অগ্নির সহিত মিলিত হয়; কারণ বায়ু দ্বারাই বহ্নি পালিত অর্থাৎ পরিচালিত হয়; এই জন্য অগ্নি অপান বায়ুর সঙ্গে মিলিত হইয়া শরীরমধ্যে ধীরে ধীরে প্রদীপ্ত হইতে থাকে; অতঃপর অগ্নি স্বীয় শিখাগুলি দ্বারা প্রাণবায়ুর সহিত কুক্ষিমধ্যস্থিত জলীয় ভাগকে অতিশয় উষ্ণ করিয়া লয় এবং বায়ু জলোপরি অর্পিত ব্যঞ্জনসংযুক্ত জলের দ্বারা সুপক্ক করে; প্রাণ বায়ু সেই বহ্নিসংযুক্ত জল দ্বারা ঘর্ম্ম, মূত্র, জল, রক্ত, বীর্য্য, রূপ, রস এবং পুরীষাদিকে পৃথক্ করিয়া দেয়। বায়ু সমান বায়ুর সহিত সমস্ত নাড়ীতে রস বিনিয়ম করিয়া শ্বাসরূপে দেহমধ্যে বিচরণ করে; বায়ুগণ শরীরের নব দ্বার দ্বারা বিষ্ঠামূত্রাদি পরিত্যাগ করে; শ্বাস এবং প্রশ্বাসরূপক্রিয়া প্রাণবায়ুর কর্ম্ম; বিষ্ঠামূত্রাদির পরিত্যাগ অপান বায়ুর কর্ম্ম; পরিত্যাগ, গ্রহণ এবং চেষ্টাদি ব্যান বায়ুর কর্ম্ম; দেহের উর্দ্ধগমনাদি উদান বায়ুর কর্ম্ম; শরীরপোষণাদি সমানবায়ুর কর্ম্ম; উদ্গারাদি নাগ বায়ুর ক্রিয়া; নিমীলনাদি কূর্ম্মবায়ুর ক্রিয়া; হাঁচি প্রদান করা কৃকরবায়ুর ক্রিয়া; তন্দ্রা দেবদত্তবায়ুর ক্রিয়া এবং কফাদি ধনঞ্জয় বায়ুর ক্রিয়া; এই রূপে নাড়ীস্থান, বায়ুস্থান এবং তাহাদের কর্ম্ম জানিয়া নাড়ী সংশোধন করিবে।

৫। যমনিয়মযুতঃ পুরুষঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিতঃ কৃতবিদ্যঃ সত্য-ধর্ম্মরতো জিতক্রোধো গুরুশুশ্রূষানিরতঃ পিতৃমাতৃবিধেয়ঃ

স্বাশ্রমোক্তসদাচারবিদ্বচ্ছিক্ষিত ফলমূলোদকান্বিতং তপোবনং প্রাপ্য রম্যদেশে ব্রহ্মঘোষসমন্বিতে স্বধর্মনিরতব্রহ্মবিৎসমাবৃতে ফলমূলপুষ্প-বারিভিঃ সুসম্পূর্ণে দেবায়তনে নদীতীরে গ্রামে নগরে বাপি সুশোভন-মঠং নাত্যুচ্চনীচায়তমল্পদ্বারং গোময়াদিলিপ্তং সর্ব্বরক্ষাসমন্বিতং কৃত্বা তত্র বেদান্তশ্রবণং কুর্ব্বন্ যোগং সমারভেৎ। আদৌ বিনায়কং সংপূজ্য স্বেষ্টদেবতাং নত্বা পূর্ব্বোক্তাসনে স্থিত্বা প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বাপি মৃদ্বাসনেষু জিতাসনগতো বিদ্বান্ সমগ্রীবশিরোনাসাগ্রদৃগ ভ্রূমধ্যে শশভৃদ্বিম্বং পশ্যন্নেত্রাভ্যামমৃতং পিবেৎ। দ্বাদশমাত্রয়া ইড়য়া বায়ু-মাপূর্য্যোদরে স্থিতং জ্বালাবলীযুতং রেফবিন্দুযুক্তমগ্নিমণ্ডলযুতং ধ্যায়েদ্রেচয়েৎ পিঙ্গলয়া। পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য কুম্ভিত্বা রেচয়েদিড়য়া। ত্রিচতুস্ত্রিচতুঃ সপ্তত্রিচতুর্মাসপর্য্যন্তং ত্রিসন্ধিষু তদন্তরালেষু চ ষট্‌কৃত্ব আচরেন্নাড়ীশুদ্ধির্ভবতি। ততঃ শরীরলঘুদীপ্তিবহ্নিবৃদ্ধিনাদাভি-ব্যক্তির্ভবতি ॥

যম এবং নিয়মযুক্ত ব্যক্তি সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সত্য ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনোনিবেশপূর্ব্বক, ক্রোধ পরিত্যাগ করতঃ গুরুশুশ্রূষায় রত থাকিয়া, পিতৃমাতৃভক্তিদ্বারা হৃদয়কে পবিত্র করেন এবং স্বীয় আশ্রমোক্ত সদাচারনিষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া থাকেন; উক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি ফল, মূল এবং জলযুক্ত তপোবন মধ্যে গমন করিয়া স্বধর্ম্মানুরক্ত বেদজ্ঞব্রাহ্মণমণ্ডলী পরিসেবিত, ফল, পুষ্প, মূল এবং জলের দ্বারা সুসম্পূর্ণ, বেদধ্বনিনিনাদিত, রমণীয় দেবায়তন, নদীতীর, গ্রাম অথবা নগরে অত্যুচ্চও নয়, অতি নীচও নয় এইরূপ

মধ্যমপরিমিত রমণীয় মঠ নির্ম্মাণ করিয়া ছোট একটি দ্বার রাখিবে, অতঃপর গোময়াদি দ্বারা শোধনপূর্ব্বক সমস্ত দেবগণের প্রতিকৃতি সংস্থাপন করিবে; পরে বেদান্ত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে যোগ অভ্যাস করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি যে আসন জয় করিয়াছেন, সেই আসনে আসীন হইয়া, প্রথমে গণেশের পূজা করিবেন, পরে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিয়া পূর্ব্বোক্ত আসনে অবস্থানপূর্ব্বক, প্রাঙ্মুখী অথবা উত্তরমুখী হইয়া কোমল কম্বলাদির আসনে উপবেশন করিয়া গলদেশ এবং শিরোদেশ সমভাবে রাখিয়া, নাসিকার অগ্রভাগ এবং চক্ষুর উপরিভাগস্থিত ভ্রূর মধ্যভাগে চন্দ্রবিম্ব দর্শন করিতে করিতে নেত্রদ্বয়ের দ্বারা তাহার অমৃত পান করিবেন। পরে ইড়ানাড়ীদ্বারা উদরে বায়ু পূরণ করিয়া দ্বাদশ মাত্রাযুক্ত এবং রকার আর বিন্দুযুক্ত মন্ত্রটিকে শিখার সহিত বিম্বভূত অগ্নিরূপে ধ্যান করিবেন এবং পিঙ্গলাদ্বারা পূরিত বায়ুর বিরেচন করিবেন। পুনরায় পিঙ্গলা দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া কুম্ভক করণানন্তর ইড়া দ্বারা বিরেচন করিবেন। "ত্রিচতুস্ত্রিচতুঃসপ্তত্রিচতুর্ম্মাসি পর্য্যন্তম্" অর্থাৎ তেতাল্লিশদিন, তিনমাস, চারিমাস, সাতমাস অথবা তেতাল্লিশমাস পর্য্যন্ত ত্রিসন্ধ্যায় অর্থাৎ সায়ং প্রাতঃ এবং মধ্যাহ্নসময়ে এবং উক্ত ত্রিসন্ধ্যার মধ্যভাগে, প্রতিদিন দুইবার করিয়া প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিবেন; তাহা হইতে নাড়ীশুদ্ধি হইবে; নাড়ীশুদ্ধি হইলে শরীরের লঘুতা, উজ্জ্বলতা, অগ্নিবৃদ্ধি এবং নাদের অর্থাৎ ধ্বনির প্রকাশ হইবে।

৬। প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামো ভবতি। রেচকপূরক-কুম্ভকভেদেন স ত্রিবিধঃ। তে বর্ণাত্মকাঃ। তস্মাৎ প্রণব এব

প্রাণায়ামঃ। পদ্মাদ্যাসনস্থঃ পুমান্নাসাগ্রে শশভৃদ্বিম্বজ্যোৎস্নাজাল-বিতানিতাকারমূর্ত্তীরক্তাঙ্গী হংসবাহিনী দণ্ডহস্তা বালা গায়ত্রী ভবতি। উকারমূর্ত্তিঃ শ্বেতাঙ্গী তার্ক্ষ্যবাহিনী যুবতী চক্রহস্তা সাবিত্রী ভবতি। মকারমূর্ত্তিঃ কৃষ্ণাঙ্গী বৃষভবাহিনী বৃদ্ধা ত্রিশূলধারিণী সরস্বতী ভবতি। অকারাদিত্রয়াণাং সর্ব্বকারণমেকাক্ষরং পরংজ্যোতিঃ প্রণবং ভবতীতি ধ্যায়েৎ। ইড়য়া বাহ্যাদ্বায়ুমাপূর্য্য ষোড়শমাত্রাভিরকারং চিন্তয়ন্ পূরিতং বায়ুং চতুঃষষ্টিমাত্রাভিঃ কুম্ভয়িত্বোকারং ধ্যায়ন্ পূরিতং পিঙ্গলয়া দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মকারমূর্ত্তিধ্যানেনৈবং ক্রমেণ পুনঃ পুনঃ কুর্য্যাৎ॥

প্রাণ এবং অপানের সম্যক্‌রূপে যোগ করাকেই প্রাণায়াম বলে, এই প্রাণায়াম রেচক, পূরক এবং কুম্ভকভেদে ত্রিবিধ। উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়ামই বর্ণাত্মক; সেইজন্য প্রণবকে প্রাণায়াম বলে। বিম্বভূত চন্দ্র হইতে উৎপন্ন জ্যোৎস্নামালা দ্বারা প্রণবের অংশভূত যে অকারমূর্ত্তি পরিকল্পিতা হয়, যোগী পদ্মাসনস্থ হইয়া সেই রক্তাঙ্গী, হংসবাহিনী, দণ্ডধারিণী বালিকা সাবিত্রীকে নাসিকার অগ্রভাগে ধ্যান করিয়া থাকেন। এইরূপ যিনি উকারমূর্ত্তি, তিনিই শ্বেতাঙ্গী গরুড়বাহিনী চক্রধারিণী যুবতী সাবিত্রী। যিনি মকারমূর্ত্তি, তিনিই কৃষ্ণাঙ্গী বৃষভবাহিনী ত্রিশূলধারিণী বৃদ্ধা সরস্বতী। অকারাদিবর্ণ-ত্রয়ের স্বরূপই একাক্ষর প্রণব, এই প্রণবই সকলের কারণ এবং পরজ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। উক্ত প্রণবের ষোড়শবার জপ করিতে করিতে অকারমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া ইড়া দ্বারা বাহ্য দেশ হইতে বায়ু গ্রহণপূর্ব্বক, উকারমধ্যে ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে চতুঃষষ্টিবার প্রণব

জপ করতঃ পূরিত বায়ুকে কুম্ভক করিবে; পরে দ্বাত্রিংশৎবার জপ করার সঙ্গে সঙ্গে মকারমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া পিঙ্গলাদ্বারা পূরিত বায়ুকে বিরেচন করিবে; এইরূপে বার বার প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

১। অথাসনদৃঢ়ো যোগী বশী মিতহিতাশনঃ সুষুম্নানাড়ীস্থমল-শোষার্থ যোগী বদ্ধপদ্মাসনো বায়ুং চন্দ্রেণাপূর্য্য যথাশক্তি কুম্ভয়িত্বা সূর্য্যেণ রেচয়িত্বা পুনঃ সূর্য্যেণাপূর্য্য কুম্ভয়িত্বা চন্দ্রেণ বিরেচ্য যয়া ত্যজেত্তয়া সম্পূর্য্য ধারয়েৎ। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি। প্রাণং প্রাগিড়য়া পিবেন্নিয়মিতং ভূয়োঽন্যয়া রেচয়েৎ পীত্বা পিঙ্গলয়া সমীরণমথো বধ্বাত্যজেদ্বাময়া। সূর্য্যাচন্দ্রমসোরনেন বিধিনাঽ-ভ্যাসং সদা তন্বতাং শুদ্ধা নাড়িগণা ভবন্তি যমিনাং মাসত্রয়াদূর্দ্ধতঃ॥

আসনসিদ্ধ যোগী সুষুম্না নাড়ীর মলশোধনের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সংযমী হইয়া পরিমিত এবং হিতকর ভোজন করিবে; যোগী বদ্ধপদ্মাসন করিয়া চন্দ্রাধিষ্ঠিত ইড়ানাড়ী দ্বারা উদরে বায়ুপূরণ করতঃ কুম্ভক করিবে, পরে সূর্য্যাধিষ্ঠিত পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা বিরেচন করিবে। পুনরায় পিঙ্গলাদ্বারা পূরণকরতঃ কুম্ভক করিয়া ইড়ানাড়ী দ্বারা বিরেচন করিবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে; যে নাড়ী দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবে, পুনরায় সেই নাড়ী দ্বারা পূরণ করিয়া ধারণ করিবে। এই বিষয়ে অনেক মন্ত্রও পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমে ইড়া দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিবে, অতঃপর কুম্ভক করিয়া পিঙ্গলা দ্বারা বায়ু গ্রহণপূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া ইড়া দ্বারা ত্যাগ করিবে; সর্ব্বদা এই বিধানানুসারে ইড়া এবং পিঙ্গলা হইতে বায়ুর পূরণ ও বিরেচনের

অভ্যাস করিবে। তদ্দারা মাসত্রয়ের মধ্যেই সংযমীদের নাড়ী-গুলি বিশুদ্ধতা লাভ করিবে।

২। প্রাতর্মধ্যন্দিনে সায়মর্দ্ধ রাত্রে তু কুম্ভকান্।
শনৈরশীতিপর্য্যন্তং চতুর্ব্বারং সমভ্যসেৎ ॥

৩। কনীয়সি ভবেৎ স্বেদঃ কম্পো ভবতি মধ্যমে।
উত্তিষ্ঠত্যুত্তমে প্রাণরোধে পদ্মাসনং মহৎ ॥

যে পর্য্যন্ত পূরকে আশী মাত্রা, কুম্ভকে তাহার চতুর্গুণমাত্রা এবং রেচকে কুম্ভকের অর্দ্ধমাত্রা অভ্যাস করিতে না পারে, সেই সময় পর্য্যন্ত প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে এবং অর্দ্ধরাত্রে প্রতিদিন চারিবার করিয়া রেচক, পূরক এবং কুম্ভক ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিবে। আসনের মধ্যে শ্রেষ্ঠই পদ্মাসন, যখন এই আসন স্থিরভাবে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন অল্পমাত্রায় প্রাণরুদ্ধ হইলে ঘর্ম্ম হয়, মধ্যম মাত্রায় প্রাণরুদ্ধ হইলে দেহের কম্প উপস্থিত হয় এবং অধিক পরিমিত মাত্রায় প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়।

৪। জলেন শ্রমজাতেন গাত্রমর্দ্দনমাচরেৎ।
দৃঢ়তা লঘুতা চাপি তস্য গাত্রস্য জায়তে ॥

৫। অভ্যাসকালে প্রথমং শস্তং ক্ষীরাজ্যভোজনম্।
ততোঽভ্যাসে স্থিরীভূতে ন তাবন্নিয়মগ্রহঃ ॥

প্রাণায়াম করিতে করিতে পরিশ্রম হইলে যখন ঘর্ম্ম বিনিঃসৃত হয়, তখন সেই শ্রমজনিত ঘর্ম্মের দ্বারা দেহ মর্দ্দন করিলে, যোগীদিগের দেহ দৃঢ় এবং লঘু হইয়া থাকে। যোগিগণের প্রাণায়ামের অভ্যাস

করার সময় প্রথমে শরীরের পুষ্টিকর দুগ্ধ এবং ঘৃত পান করা আবশ্যক ; পরে অভ্যাসের দৃঢ়তা হইলে কোন নিয়ম গ্রহণ করার আবশ্যকতা থাকে না।

৬। যথা সিংহো গজো ব্যাঘ্রো ভবেদ্ বশ্যং শনৈঃশনৈঃ।
তথৈব সেবিতো বায়ুরন্যথা হন্তি সাধকম্ ॥

৭। যুক্তং যুক্তং ত্যজেদ্বায়ুং যুক্তং যুক্তং চ পূরয়েৎ।
যুক্তং যুক্তং চ বধ্নীয়াদেবং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

যেরূপ সিংহ, হস্তী এবং ব্যাঘ্র ক্রমে ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করে, সেইরূপ প্রাণায়ামদ্বারা সেবিত বায়ুও ক্রমে ক্রমে যোগীর অধীন হইয়া থাকে, অন্যথা অর্থাৎ কৃত নিয়মের অন্যপ্রকারে প্রণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে, উক্ত বায়ু সাধকের প্রাণ সংহার করে। যোগী প্রাণায়ামের সমুদায় প্রদেশে প্রাণায়ামদ্বারা বায়ুকে রাখিয়া রাখিয়া ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিবে, রাখিয়া রাখিয়া ক্রমে ক্রমে পূরণ করিবে, এবং রাখিয়া রাখিয়া ক্রমে ক্রমে কুম্ভক করিবে ; এইরূপে যিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

৮। যথেষ্টধারণাদ্বায়োরনলস্য প্রদীপনম্।
নাদাভিব্যক্তিরারোগ্যং জায়তে নাড়িশোধনাৎ ॥

৯। বিধিবৎ প্রাণসংযামৈর্নাড়ীচক্রে বিশোধিতে।
সুষুম্নাবদনং ভিত্ত্বা সুখাদ্বিশতি মারুতঃ ॥

যোগী যদি বায়ু ইচ্ছানুরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হন, তবে আত্মীয় দেহে অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে নাড়ীশোধন ; সেই নাড়ীশোধন হইতে নাদের অর্থাৎ ধ্বনির অভিব্যক্তি এবং রোগবিমুক্তি

হইয়া থাকে। বিধানানুসারে কৃত প্রাণায়াম দ্বারা নাড়ীচক্র বিশোধিত হইলে সুষুম্নানাড়ীর বদন ভেদ করিয়া তাহার রন্ধ্রমধ্যে বায়ু সুখে প্রবেশ করিয়া থাকে।

১০। মারুতে মধ্যসঞ্চারে মনঃস্থৈর্য্যং প্রজায়তে।
যো মনঃসুস্থিরোভাবঃ সৈবাবস্থা মনোন্মনী॥

১১। পূরকান্তে তু কর্ত্তব্যো বন্ধো জালন্ধরাভিধঃ।
কুম্ভকান্তে রেচকাদৌ কর্ত্তব্যস্তূড্ডিয়াণকঃ॥

বায়ু সুষুম্নারন্ধ্রমধ্যে সঞ্চারিত হইলে মনঃস্থৈর্য্য সমুৎপন্ন হয়, তখন মনের যে অচঞ্চলাবস্থা হয়, তাহাকেই মনোন্মনী অর্থাৎ মনের উর্দ্ধগামিনী অবস্থা বলে। পূরকের অবসানে জালন্ধরনামক বন্ধ করিবে, আর কুম্ভকের পর রেচকের প্রথমে উড্ডিয়াণক অর্থাৎ উড্ডয়নশক্তিসম্পন্ন উড্ডিয়াণনামক বন্ধে মুদ্রায় অনুষ্ঠান করিবে।

১২। অধস্তাৎ কুঞ্চনেনাশু কণ্ঠসঙ্কোচনে কৃতে।
মধ্যে পশ্চিমতানেন স্যাৎ প্রাণো ব্রহ্মনাড়িগঃ॥

১৩। অপানমূর্দ্ধ্বমুত্থাপ্য প্রাণং কণ্ঠাদধো নয়ন্।
যোগী জরাবিনির্মুক্তঃ ষোড়শো বয়সা ভবেৎ॥

সুষুম্নানাড়ীর অধোভাগ হইতে বায়ু সঙ্কুচিত করিয়া, অধোভাগস্থিত বায়ুর আকুঞ্চন এবং কণ্ঠদেশ সঙ্কোচন করার মধ্যে, পশ্চাদ্ভাগ বিস্তারপূর্ব্বক অতি শীঘ্র কণ্ঠদেশ সঙ্কোচন করিলে, প্রাণবায়ু ব্রহ্মনাড়ীতে গমন করে। যোগী অপান বায়ুকে উর্দ্ধে উত্থাপন করিয়া কণ্ঠের নিম্নভাগে প্রাণবায়ুকে সংস্থাপনপূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থাকে অতিক্রম করতঃ ষোড়শবর্ষীয় যুবকের ন্যায় যৌবন লাভ করেন।

১৪। সুখাসনস্থো দক্ষনাড্যা বহিস্থং পবনং সমাকৃষ্যাকেশমানখাগ্রং কুম্ভয়িত্বা সব্যনাড্যা রেচয়েৎ। তেন কপালশোধনং বাতনাড়ীগতসর্ব্বরোগবিনাশনং ভবতি। হৃদয়াদিকণ্ঠপর্য্যন্তং সস্বনং নাসাভ্যাং শনৈঃ পবনমাকৃষ্য যথাশক্তি কুম্ভয়িত্বা ইড়য়া বিরেচ্য গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ কুর্য্যাৎ। তেন শ্লেষ্মহরং জঠরাগ্নিবর্দ্ধনং ভবতি। বক্ত্রেণ সীৎকারপূর্ব্বকং বায়ুং গৃহীত্বা যথাশক্তি কুম্ভয়িত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ। তেন ক্ষুত্তৃষ্ণালস্যনিদ্রা ন জায়তে। জিহ্বয়া বায়ুং গৃহীত্বা যথাশক্তি কুম্ভয়িত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ। তেন গুল্মপ্লীহজ্বরপিত্তক্ষুধাদীনি নশ্যন্তি॥ অথ কুম্ভকঃ। স দ্বিবিধঃ সহিতঃ কেবলশ্চেতি। রেচকপূরকযুক্তঃ সহিতঃ। তদ্বিবর্জ্জিতঃ কেবলঃ। কেবলসিদ্ধিপর্য্যন্তং সহিতমভ্যসেৎ। কেবলকুম্ভকে সিদ্ধে ত্রিষু লোকেষু ন তস্য দুর্লভং ভবতি। কেবলকুম্ভকাৎ কুণ্ডলিনীবোধো জায়তে। ততঃ কৃশবপুঃ প্রসন্নবদনো নির্মললোচনোঽভিব্যক্তনাদো নির্মুক্তরোগজালো জিতবিন্দুঃ পট্বগ্নির্ভবতি। অন্তর্লক্ষ্যং বহির্দৃষ্টির্নিমেষোন্মেষবর্জ্জিতা। এষা বা বৈষ্ণবী মুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥

সুখাসনস্থ যোগী দক্ষিণ ভাগস্থিত পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা বহির্ভাগস্থিত বায়ুকে নখাগ্র এবং কেশাগ্রপর্য্যন্ত সমাকর্ষণপূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া বামভাগস্থিত ইড়ানাড়ী দ্বারা বিরেচন করিবে; এইরূপে পূরক, কুম্ভক এবং রেচকের অনুষ্ঠান করার ফলে সমস্ত দুরদৃষ্টের ক্ষয় এবং বাত-নাড়ীতে সমস্ত রোগের প্রশমন হইয়া থাকে। যোগী নাসিকাদ্বয়ের দ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ুকে শব্দযুক্ত করিয়া হৃদয় হইতে কণ্ঠপর্য্যন্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে কুম্ভক করিয়া ইড়াদ্বারা বিরেচন করিবে;

গমন করিতে করিতে এবং অবস্থান করিতে করিতেও প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে; উক্তরূপে প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে কফ প্রশমিত হয় এবং জঠরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হয়। যোগী মুখের দ্বারা সীৎকারপূর্ব্বক বায়ু গ্রহণ করিয়া সাধ্যানুসারে কুম্ভক করতঃ নাসিকাদ্বয়ের দ্বারা বিরেচন করিবে; এইরূপে প্রাণায়াম করিলে কদাচ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য এবং নিদ্রায় অভিভূত হয় না। জিহ্বাদ্বারা বায়ুগ্রহণ পূর্ব্বক যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া করিয়া নাসিকাদ্বয় দ্বারা বিরেচন করিবে; উক্তরূপে প্রাণায়াম করিলে, গুল্ম, প্লীহা, জ্বর এবং পিত্ত, ক্ষুধাপ্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। অতঃপর কুম্ভক নিরূপণ করিতেছেন— সহিত এবং কেবল ভেদে কুম্ভক দ্বিবিধ; তন্মধ্যে রেচক এবং পূরকযুক্ত কুম্ভককে সহিত বলে; আর রেচক-পূরকরহিত কুম্ভককে কেবল বলে। কেবল কুম্ভকসিদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত সহিত কুম্ভকের অভ্যাস করিবে; কেবল কুম্ভকের সিদ্ধি হইলে, ত্রিলোকে কিছুই দুর্লভ থাকে না। কেবল কুম্ভক হইতে কুণ্ডলিনী জ্ঞান হয়, কুণ্ডলিনী-শক্তির জ্ঞান হইতে যোগী কৃশদেহযুক্ত হইয়া নেত্রদ্বয়ের নির্ম্মলতা লাভ করতঃ প্রফুল্ল মুখে অবস্থান করেন এবং নাদ ও বিন্দু এই অক্ষর-দ্বয়াত্মককল্পিত দেবতাকে জয় করিয়া সর্ব্বরোগবিমুক্তিপূর্ব্বক উদ্দীপ্তাগ্নি লাভ করিয়া থাকেন। যে সময় অন্তঃকরণের অন্তর্লগ্য হয়, অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থিত আত্মতত্ত্বে লক্ষ্য স্থির হয়, তখন চক্ষুর বহির্দৃষ্টি নিমীলন এবং উন্মীলনরহিত হয় বলিয়া ইহাকে সর্ব্বতন্ত্রের গোপনীয়া বৈষ্ণবী মুদ্রা বলে।

১৫। অন্তর্লক্ষ্যবিলীনচিত্তপবনো যোগী সদা বর্ত্ততে দৃষ্ট্যা নিশ্চলতারয়া বহিরধঃ পশ্যন্নপশ্যন্নপি। মুদ্রেয়ং খলু খেচরী বতি সা

লক্ষ্যোৎকতানা শিবা শূন্যাশূন্যবিবর্জিতং স্ফুরতি সা তত্ত্বং পদং বৈষ্ণবী।

যোগী অভ্যন্তরস্থ লক্ষ্য হইতে অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষাদি ব্যাপার হইতে চিত্তকে বিরত করিয়া নয়নস্থিত নিশ্চল তারকা দ্বারা বহির্দ্দেশস্থিত এবং অধোভাগস্থিত বিষয় সকল দেখিয়াও যেন না দেখিয়াই সর্ব্বদা অবস্থান করেন। ইহাকেই খেচরীমুদ্রা বলে; এই খেচরীমুদ্রা একমাত্র ব্রহ্মপদার্থকে লক্ষ্য করে বলিয়াই আকাশ এবং তদিতর ভূতচতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; ইহাকেই বৈষ্ণবী মুদ্রা বলে।

১৬। অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনঃ স্থিরমনা নাসাগ্রদত্তেক্ষণশ্চন্দ্রার্কাবপি লীনতামুপনয়ন্নিস্পন্দভাবোত্তরম্। জ্যোতীরূপমশেষবাহ্যরহিতং দেদীপ্যমানং পরং তত্ত্বং তৎপরমস্তি বস্তুবিষয়ং শাণ্ডিল্য বিদ্ধীহ তৎ॥

১৭। তারং জ্যোতিষি সংযোজ্য কিঞ্চিদুন্নময়ন্ ভ্রুবৌ।
পূর্ব্বাভ্যাসস্য মার্গোঽয়মুন্মনীকারকঃ ক্ষণাৎ॥

যোগী নেত্রদ্বয় অর্দ্ধোন্মীলিত করিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ স্থিরচিত্তে অবস্থানপূর্ব্বক দেদীপ্যমান চন্দ্র ও সূর্য্যের জ্যোতিঃসকল পরম জ্যোতিতে বিলীন করিয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করেন, যিনি নিস্পন্দভাবের চরম সীমায় অবস্থিত থাকিয়া সমুদায় বাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত, সেই দেদীপ্যমান পর জ্যোতিরূপ তত্ত্বই ব্রহ্ম; যোগী সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মেরই ধ্যান করিয়া থাকেন। হে শাণ্ডিল্য! তুমিও পরমতত্ত্বরূপী ব্রহ্মকেই অবগত হইও। যোগী পরব্রহ্মস্বরূপে তার অর্থাৎ

প্রণব সংযোজিত করিয়া অর্থাৎ অভেদরূপে কল্পনা করিয়া ভ্রূদ্বয় কিছু উন্নত করিয়া অবস্থান করিবে, এইটিই পূর্ব্বাভ্যাসের পন্থা অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যাসী যোগীরা এই পথ অবলম্বন করিয়াই গন্তব্যস্থলে উপনীত হইতে পারেন; ইহাদ্বারা যোগী ক্ষণকাল মধ্যেই উপরিতন জ্ঞানমার্গে গমন করিতে সক্ষম হন।

১৮। তস্মাৎ খেচরীমুদ্রামভ্যসেৎ। তত উন্মনীভবতি। লব্ধযোগনিদ্রস্য যোগিনঃ কালো নাস্তি। শক্তিমধ্যে মনঃ কৃত্বা শক্তিং মানসমধ্যগাম্। মনসা মন আলোক্য শাণ্ডিল্য ত্বং সুখী ভব॥

সেই জন্য খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করিবে; খেচরী মুদ্রা সিদ্ধি হইলে উন্মনী অর্থাৎ উপরিতনস্থিত উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হয়; তাহা হইতে যোগনিদ্রা হয়; যোগনিদ্রাসম্পন্ন যোগী মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে। হে শাণ্ডিল্য! তুমি মায়ারূপিণী শক্তিমধ্যে মনঃসংস্থাপন করিয়া মনোমধ্যগত শক্তি বিবৃদ্ধিপূর্ব্বক মনের দ্বারা মনকে দর্শন করিয়া সুখী হও।

১৯। খমধ্যে কুরু চাত্মানমাত্মমধ্যে চ খং কুরু।
সর্ব্বং চ খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়॥

২০। বাহ্যচিন্তা ন কর্ত্তব্যা তথৈবান্তরচিন্তিকা।
সর্ব্বচিন্তাং পরিত্যজ্য চিন্মাত্রপরমো ভব॥

হে শাণ্ডিল্য! পরমাকাশমধ্যে জীবাত্মাকে এবং জীবাত্মমধ্যে পরমাকাশরূপী পরমাত্মাকে ভাবনা কর; অতঃপর সমস্ত বাহ্য বস্তু ব্রহ্মময় বলিয়া অবধারণ করিয়া কিছুই চিন্তা করিও না অর্থাৎ পরমাত্মাব্যতীত অপর কিছুই চিন্তা করিও না। হে শাণ্ডিল্য!

বাহ্যচিন্তা অথবা আন্তর চিন্তা করা তোমার পক্ষে উচিত নয় ; তুমি সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পরম চৈতন্যস্বরূপ লাভ কর।

২১। কর্পূরমনলে যদ্বৎ সৈন্ধবং সলিলে যথা।
তথা চ লীয়মানং স মনস্তত্ত্বে বিলীয়তে॥

২২। জ্ঞেয়ং সর্ব্বপ্রতীতং চ তজ্জ্ঞানং মন উচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং সমং নষ্টং নান্যঃ পন্থা দ্বিতীয়কঃ॥

যেরূপ জলের মধ্যে সৈন্ধব প্রক্ষিপ্ত হইলে বিলীন হইয়া যায় এবং অগ্নিমধ্যে কর্পূর প্রদত্ত হইলে লয় প্রাপ্ত হয় ; সেইরূপ জীবাত্মা এবং মনঃ এই উভয়ই পরমাত্মতত্ত্বে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সময় জ্ঞেয় বস্তু এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান—এই উভয়ই বিজ্ঞানে বিলীন হইয়া, মাত্র জ্ঞানের স্বরূপটিই ভাসমান হয় ; তখন জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই উভয়ই নষ্ট হইয়া যায় ; এইটিই মুক্তিপদ লাভের পন্থা, ইহা ব্যতীত মুক্তিলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

২৩। জ্ঞেয়বস্তুপরিত্যাগাদ্বিলয়ং যাতি মানসম্।
মানসে বিলয়ং যাতে কৈবল্যমবশিষ্যতে॥

২৪। দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং মুনীশ্বর।
যোগস্তদ্বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥

মনঃ জ্ঞেয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, মনঃ বিলয় প্রাপ্ত হইলে কৈবল্য অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অন্তঃকরণনাশের দুইটি ক্রম, জ্ঞান এবং যোগ ; যোগের দ্বারা বহির্বৃত্তিসকল নিরোধ প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরমাত্মদর্শনে সমর্থ হয়।

২৫। তস্মিন্নিরোধিতে নূনমুপশান্তং মনো ভবেৎ।
মনঃস্পন্দোপশান্ত্যায়ং সংসারঃ প্রবিলীয়তে॥

২৬। সূর্য্যালোকপরিস্পন্দশান্তৌ ব্যবহৃতির্যথা।
শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসযোগতঃ॥

সেই চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে মনঃ ও সমস্ত বিষয় হইতে বিরত হয়; মনের স্পন্দনের বহির্দ্দেশগমনাদিরূপ চাঞ্চল্যের উপশম হওয়ায় এই সংসারও বিলয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যোগীর মনোবৃত্তি বিরত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয় বলিয়া, তাহার পক্ষে পরমাত্মতত্ত্ব ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থের সত্তা বা অস্তিত্ব থাকে না। যেরূপ সূর্য্যালোকের পরিস্পন্দন উপশান্ত হইলে ব্যবহার উপশান্ত হয়, সেইরূপ শাস্ত্র, সজ্জনসংসর্গ, বৈরাগ্য এবং অভ্যাস যোগদ্বারাও সমস্ত ব্যবহার উপশান্ত হইয়া থাকে?

২৭। অনাস্থায়াং কৃতাস্থায়াং পূর্ব্বং সংসারবৃত্তিষু।
যথাভিবাঞ্ছিতধ্যানাচ্চিরমেকতয়োহিতাৎ॥

২৮। একতত্ত্বদৃঢ়াভ্যাসাৎপ্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে।
পূরকাদ্যনিলায়ামাদ্ দৃঢ়াভ্যাসাদখেদজাৎ॥

সংসার প্রবিলয়ের পূর্ব্বে সাংসারিক ব্যবহারে শ্রদ্ধাই থাকুক আর নাই থাকুক, অভিলষিত যে কোন বস্তুর ধ্যান, একতত্ত্ববিষয়ক দৃঢ়াভ্যাস, পূরকাদি প্রাণায়াম, যাহাতে অবসন্ন হইতে না হয় এইরূপ দৃঢ়াভ্যাস এবং বিচার্য্য বিষয়ের একরূপে বিচার,—অথবা একতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরের বিষয় দৃঢ়ভাবে অভ্যাসবশতঃ এই সকলের অনুষ্ঠান

হইতেই দীর্ঘ কাল যাবৎ প্রাণস্পন্দন অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ব্যাপার নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

২৯। একান্তধ্যানযোগাচ্চ মনঃস্পন্দো নিরুধ্যতে।
ওঁকারোচ্চারণপ্রান্তশব্দতত্ত্বানুভাবনাৎ।
সুষুপ্তে সংবিদা জ্ঞাতে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥

যে ধ্যানে মনের একটি মাত্র বৃত্তি থাকে, সেই ধ্যান এবং ওঁকারোচ্চারণরূপ চরম শব্দতত্ত্বের অনুভাবন অর্থাৎ অনুচিন্তন এই উভয় হইতেই মনের স্পন্দন নিরুদ্ধ হয়; আর সুষুপ্তজীব জ্ঞানগম্য হইলে প্রাণস্পন্দন অবরুদ্ধ হইয়া থাকে।

৩০। তালুমূলগতাং যত্নাজ্জিহ্বয়াক্রম্য ঘণ্টিকাম্।
ঊর্দ্ধরন্ধ্রং গতে প্রাণে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে।

৩১। প্রাণে গলিতসংবিত্তৌ তালূর্দ্ধং দ্বাদশান্তগে।
অভ্যাসাদূর্ধ্বরন্ধ্রেণ প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥

যোগী যখন তালুমধ্যেস্থিত ঘণ্টিকাকে অর্থাৎ আলজিহ্বাকে জিহ্বাদ্বারা আক্রমণ করিয়া অবস্থান করেন, তখন প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রগত হইলে প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হয়। বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান রহিত হইলে এবং অভ্যাসবশতঃ তালুর উপরিভাগে দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত স্থানপর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর গতি অভ্যস্ত হইলে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা প্রাণবায়ুর স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

৩২। দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তে নাসাগ্রে বিমলেঽম্বরে।
সংবিদ্দৃশি প্রশাম্যন্ত্যাং প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে।

৩৩। ভ্রূমধ্যে তারকালোকশান্তাবন্তমুপাগতে।
চেতনৈকতনে বদ্ধে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥

৩৪। ওমিত্যেব যদুদ্ভূতং জ্ঞানং জ্ঞেয়াত্মকং শিবম্।
অসংস্পৃষ্টবিকল্পাংশং প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥

নাসিকার অগ্রভাগ হইতে দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত স্থানপর্য্যন্ত বিমলাকাশে প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করে; জ্ঞানরূপা দর্শনশক্তি প্রশান্ত-ভাব ধারণ করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হয়। নেত্রের তারকালোক উপশান্ত হইলে এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগস্থ সমাহিত চিত্ত অনুভব-প্রবাহকে একরূপে প্রতিবদ্ধ করিয়া স্বকারণে বিলয় প্রাপ্ত হইলে, প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হয়। যে সময় ওঁকাররূপে প্রতিভাত, মঙ্গলদায়ক, ওঁকারাত্মক জ্ঞান অপর জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত না হইয়া অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে প্রতিভাত না হইয়া, কেবল জ্ঞেয় বস্তুস্বরূপে সমুদ্ভূত হয়, তখনই প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

৩৫। চিরকালং হৃদেকান্তব্যোমসংবেদনান্মুনে।
অবাসনমনোধ্যানাৎ প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥

৩৬। এভিঃ ক্রমৈস্তথান্যৈশ্চ নানাসঙ্কল্পকল্পিতৈঃ।
নানাদেশিকবক্ত্রস্থৈঃ প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥

হে মুনে! যে হৃদয়াকাশ এক অদ্বয় পদার্থে অবসিত, সেই হৃদয়াকাশস্বরূপ জীবের এবং সংস্কারবিরহিত চিত্তের ধ্যান হইতে প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন এই সকল ক্রম দ্বারা প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হয়, সেইরূপ বিবিধ সংকল্পকল্পিত এবং নানাগুরুমুখ-শ্রুত ক্রম দ্বারাও প্রাণ বায়ুর স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

৩৭। আকুঞ্চনেন কুণ্ডলিন্যাঃ কবাটমুদ্ঘাট্য মোক্ষদ্বারং বিভেদয়েৎ। যেন মার্গেণ গন্তব্যং তদ্দ্বারং মুখেনাচ্ছাদ্য প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী কুটিলাকারা সর্পবদ্বেষ্টিতা ভবতি। সা শক্তির্যেন চালিতা স্যাৎ স তু মুক্তো ভবতি। সা কুণ্ডলিনী কণ্ঠোর্দ্ধ্বভাগে সুপ্তা চেদ্‌যোগিনাং মুক্তয়ে ভবতি। বন্ধনায়াধো মূঢ়ানাম্। ইড়াদিমার্গদ্বয়ং বিহায় সুষুম্নামার্গেণাগচ্ছেত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। মরুদভ্যসনং সর্ব্বং মনোযুক্তং সমভ্যসেৎ। ইতরত্র ন কর্ত্তব্যা মনোবৃত্তির্মনীষিণা॥

কুণ্ডলিনীর কবাট অর্থাৎ সুষুম্নার বদনরূপ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আকুঞ্চন দ্বারা অর্থাৎ প্রাণস্পন্দননিরোধকারী কুম্ভকদ্বারা মোক্ষদ্বার অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিবে; যে পথে কুণ্ডলিনী গমন করিবেন, মুখদ্বারা অর্থাৎ সুষুম্নামুখদ্বারা সেইদ্বার আচ্ছাদনপূর্ব্বক যোগী অবস্থান করিবেন। অতঃপর কুণ্ডলিনী বক্রাকারা হইয়া সর্পের ন্যায় বেষ্টিত হইবেন; যে ব্যক্তি কুণ্ডলিনীশক্তিকে পরিচালনা করিতে সমর্থ হন, তিনি মুক্তিলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। যদি সেই কুণ্ডলিনীশক্তি কণ্ঠোর্দ্ধভাগে প্রসুপ্তা হন, তাহা হইলে তিনি যোগিগণের মুক্তিদাত্রী হইয়া থাকেন, আর অজ্ঞদিগের বন্ধের নিমিত্তই অধোভাগে গমন করিয়া প্রসুপ্তা হন। তিনি যদি ইড়া এবং পিঙ্গলার পথ পরিত্যাগ করিয়া সুষুম্নাপথে আগমন করেন, তাহা হইলে যোগী বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন। যোগী বায়ুর অভ্যাস করিবার সময় মনোযোগী হইয়া করিবেন; কখনও অন্য বিষয়ে মনোযোগ করিবেন না।

৩৮। দিবা ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং রাত্রৌ নৈব প্রপূজয়েৎ।
সততং পূজয়েদ্বিষ্ণুং দিবারাত্রং ন পূজয়েৎ॥

৩৯। সুষিরো জ্ঞানজনকঃ পঞ্চস্রোতঃসমন্বিতঃ।
তিষ্ঠতে খেচরী মুদ্রা ত্বং হি শাণ্ডিল্য তাং ভজ॥

৪০। সব্যদক্ষিণনাড়ীস্থো মধ্যে চরতি মারুতঃ।
তিষ্ঠতঃ খেচরী মুদ্রা তস্মিংস্থানে ন সংশয়ঃ॥

যোগী দিবাভাগে অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে বিষ্ণুর ধ্যান করিবেন না; এইরূপ রাত্রে অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে বিষ্ণুর ধ্যান করা নিষিদ্ধ; সুতরাং দিবা এবং রাত্রিস্বরূপ ইড়া এবং পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীতেই বিষ্ণুধ্যান অকরণীয়; কিন্তু অব্যাকৃত আকাশপূরিত সুষুম্নানাড়ীতেই সর্ব্বদা বিষ্ণুর ধ্যান করণীয় বলিয়া জানিবে। যে হৃদয় বিবর ইচ্ছাদিপঞ্চপ্রবাহযুক্ত এবং জ্ঞানপ্রদায়করূপে হৃদয়ে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই বিবরস্থানীয়জীবাত্মাই খেচরীমুদ্রাসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে; অতএব হে শাণ্ডিল্য! তুমি সেই খেচরীমুদ্রাকে ভজনা কর। বায়ু ইড়া এবং পিঙ্গলানাড়ীকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের মধ্যভাগে বিচরণ করে; সেই স্থানেই খেচরীমুদ্রা অবস্থিতা; এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৪১। ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে শূন্যং চৈবানিলং গ্রসেৎ।
তিষ্ঠন্তী খেচরী মুদ্রা তত্র সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥

৪২। সোমসূর্য্যদ্বয়োর্মধ্যে নিরালম্বতলে পুনঃ।
সংস্থিতা ব্যোমচক্রে সা মুদ্রা নাম্না চ খেচরী॥

৪৩। ছেদনচালনদোহৈঃ ফলাং পরাং জিহ্বাং কৃত্বা দৃষ্টিং ভ্রূমধ্যে স্থাপ্য কপালকুহরে জিহ্বা বিপরীতগা যদা ভবতি তদা খেচরী মুদ্রা জায়তে। জিহ্বা চিত্তং চ খে চরতি।

তেনোর্ধ্বজিহ্বঃ পুমানমৃতো ভবতি। বামপাদমূলেন যোনিং সংপীড্য দক্ষিণপাদং প্রসার্য্য তং করাভ্যাং ধৃত্বা নাসাভ্যাং বায়ুমাপূর্য্য কণ্ঠবন্ধং সমারোপ্যোর্ণতো (?) বায়ুং ধারয়েৎ। তেন সর্ব্ব-ক্লেশহানিঃ। ততঃ পীযূষমিব বিষং জীর্য্যতে। ক্ষয়গুল্মগুদাবর্ত্ত-জীর্ণত্বগাদিদোষা নশ্যন্তি। এষ প্রাণজয়োপায়ঃ সর্ব্বমৃত্যুপঘাতকঃ। বামপাদপার্ষ্ণিং যোনিস্থানে নিয়োজ্য দক্ষিণচরণং বামোরূপরি সংস্থাপ্য বায়ুমাপূর্য্য হৃদয়ে চুবুকং নিধায় যোনিমাকুঞ্চ্য মনোমধ্যে যথাশক্তি ধারয়িত্বা স্বাত্মানং ভাবয়েৎ। তেনাপরোক্ষসিদ্ধিঃ। বাহ্যাৎ প্রাণং সমাকৃষ্য পূরয়িত্বোদরে স্থিতম্। নাভিমধ্যে চ নাসাগ্রে পাদাঙ্গুষ্ঠে চ যত্নতঃ॥

যে শূন্য ইড়া এবং পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে থাকিয়া বায়ুগ্রহণ করে, সেই শূন্যে অর্থাৎ জীবে খেচরীমুদ্রা প্রতিষ্ঠিত আছে, আবার সেই খেচরীমুদ্রায় সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পুনরায়, চন্দ্র সূর্য্যাধিষ্ঠিতা ইড়া এবং পিঙ্গলার মধ্যভাগে নিরাশ্রয় আকাশচক্রে পূর্ব্বোক্ত খেচরীমুদ্রা অবস্থিত আছে। যখন জিহ্বার ছেদন অর্থাৎ ময়লার অপসারণ, চালন এবং দোহনের দ্বারা জিহ্বাকে ফলযুক্ত করিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ বিপরীতভাবে ব্রহ্মরন্ধ্রের ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করাইবে, তখন খেচরীমুদ্রা সমুৎপন্ন হইবে। জিহ্বা এবং মন আকাশে বিচরণ করে বলিয়া ঊর্দ্ধজিহ্বা অমৃতত্ব লাভ করে। বাম পাদের গুল্ফ দ্বারা গুহ্যদ্বার সম্পীড়ন করিয়া দক্ষিণপাদ প্রসারণপূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা দক্ষিণপাদ ধারণকরত নাসিকাদ্বয় দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে, পরে কণ্ঠদেশ বন্ধ করিয়া

উন্নতভাবে দেহ সংস্থাপনপূর্ব্বক বায়ু ধারণ করিবে; পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বায়ুধারণ করিলে সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট হয়। অতঃপর যোগী অমৃতের ন্যায় বিষও জীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; আর তাঁহার ক্ষয়, গুল্ম, গুদাবর্ত্ত এবং জীর্ণত্বক্প্রভৃতি শরীরস্থ সমুদায় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই প্রাণজয়ের উপায়, ইহা হইতে সমস্ত মৃত্যু উপহত হইয়া থাকে। বাম পাদের গোড়ালি গুহ্যদ্বারে সংস্থাপন করিয়া দক্ষিণপাদ বামোরূপরি বিন্যাসপূর্ব্বক বায়ু পূরণকরত হৃদয়ে চুবুক অর্থাৎ মুখের অধোভাগ স্থাপন করিবে, পরে গুহ্যদ্বার সঙ্কুচিত করিয়া মনোমধ্যে যথাশক্তি ধারণ করতঃ আত্মার ধ্যান করিবে। সেই ভাবনা দ্বারা অপরোক্ষসিদ্ধি হইয়া থাকে। যোগী বহির্দ্দেশস্থ পবনকে সমাকর্ষণপূর্ব্বক পূরণ করিয়া উদরে, নাভিচক্রে, নাসাগ্রে এবং পাদাঙ্গুলীতে যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিবে।

৪৪। ধারয়েন্মনসা প্রাণং সন্ধ্যাকালেষু বা সদা।
সর্ব্বরোগবিনির্মুক্তো ভবেদ্ যোগী গতক্লমঃ॥

৪৫। নাসাগ্রে বায়ুবিজয়ং ভবতি। নাভিমধ্যে সর্ব্বরোগবিনাশঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠধারণাচ্ছরীরলঘুতা ভবতি। রসনাদ্বায়ুমাকৃষ্য যঃ পিবেৎ সততং নরঃ। শ্রমদাহৌ তু ন স্যাতাং নশ্যন্তি ব্যাধয়স্তথা॥

যোগী সকল কালে অথবা ত্রিসন্ধ্যার সময় মনের দ্বারা প্রাণ ধারণ করিবে; তাহা দ্বারা সকল রোগ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া কদাচ যাগানুষ্ঠানজনিত শ্রমে শ্রান্ত হয়েন না। নাসিকার অগ্রভাগে মনের দ্বারা প্রাণধারণ করিলে বায়ুবিজয়, নাভিমধ্যে

ধারণে সর্ব্বরোগের বিনাশ এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে ধারণ করায় শরীর লঘু হইয়া থাকে ; যে ব্যক্তি জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া সতত পান করেন, তাঁহার শারীরিক শ্রম এবং দাহ হয় না ; ব্যাধিসকলও বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥

৪৬। সন্ধ্যয়োর্ব্রাহ্মণঃ কালে বায়ুমাকৃষ্য যঃ পিবেৎ।
ত্রিমাসাত্তস্য কল্যাণী জায়তে বাক্ সরস্বতী ॥

৪৭। এবং যণ্মাসাভ্যাসাৎ সর্ব্বরোগনিবৃত্তিঃ।
জিহ্বয়া বায়ুমানীয় জিহ্বামূলে নিরোধয়েৎ।
যঃ পিবেদমৃতং বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে ॥

যে ব্রাহ্মণ উভয় সন্ধ্যা সময়ে বায়ু আকর্ষণ করিয়া পান করেন, তাঁহার ত্রিমাসের মধ্যেই কল্যাণদায়িনী বাক্‌সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকারে ছয়মাসপর্য্যন্ত যোগাভ্যাস করায় সকল রোগ নিবারণ হইয়া থাকে। যে পণ্ডিত ব্যক্তি জিহ্বা দ্বারা বায়ু আনয়ন করিয়া জিহ্বামূলে নিরোধ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি অমৃত পানের অধিকারী হন এবং সকল মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।

৪৮। আত্মন্যাত্মানমিড়য়া ধারয়িত্বা ভ্রুবোহন্তরে।
বিভেদ্য ত্রিদশাহারং ব্যাধিস্থোঽপি বিমুচ্যতে ॥

৪৯। নাড়ীভ্যাং বায়ুমারোপ্য নাভৌ তুন্দস্য পার্শ্বয়োঃ।
ঘটিকৈকাং বহেদ্ যস্তু ব্যাধিভিঃ স বিমুচ্যতে ॥

৫০। মাসমেকং ত্রিসন্ধ্যং তু জিহ্বয়ারোপ্য মারুতম্।
বিভেদ্য ত্রিদশাহারং ধারয়েত্তুন্দমধ্যমে ॥

৫১। জ্বরাঃ সর্ব্বেঽপি নশ্যন্তি বিষাণি বিবিধানি চ।
মুহূর্ত্তমপি যো নিত্যং নাসাগ্রে মনসা সহ॥

যোগী ইড়ানাড়ীদ্বারা পরমাত্মায় জীবাত্মাকে ধারণ করিয়া ভ্রূর মধ্যস্থিত ত্রিদশাহার অর্থাৎ অমৃত ভেদ করায় ব্যাধিগ্রস্থ হইলেও বিমুক্তি লাভ করেন, যিনি ইড়া এবং পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া একঘণ্টাপর্য্যন্ত নাভি এবং উদর পার্শ্বে বহন করাইতে পারেন, তিনি সকল ব্যাধি হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি একমাস যাবৎ ত্রিসন্ধ্যায় জিহ্বা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া ললাটস্থিত অমৃত বিভেদপূর্ব্বক উদর মধ্যে ধারণ করিতে সক্ষম হন, তিনি সর্ব্ববিধ জ্বররোগ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। যিনি একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন মুহূর্ত্তকালও নাসিকার অগ্রভাগে বায়ু ধারণ করিতে সমর্থ হন; তাঁহার শরীরস্থ সর্ব্ববিধ বিষ জীর্ণ হইয়া যায়।

৫২। সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং তস্য জন্মশতার্জ্জিতম্। তার-সংযমাৎ সকলবিষয়জ্ঞানং ভবতি। নাসাগ্রে চিত্তসংযমাদিন্দ্রলোক-জ্ঞানম্। তদধশ্চিত্তসংযমাদগ্নিলোকজ্ঞানম্। চক্ষুষি চিত্তসংযমাৎ সর্ব্বলোকজ্ঞানম্। শ্রোত্রে চিত্তস্য সংযমাদ্ যমলোকজ্ঞানম্। তৎপার্শ্বে সংযমান্নির্ঋতিলোকজ্ঞানম্। পৃষ্ঠভাগে সংযমাদ্বরুণলোক-জ্ঞানম্। বামকর্ণে সংযমাদ্বায়ুলোকজ্ঞানম্। কণ্ঠে সংযমাৎ সোমলোকজ্ঞানম্। বামচক্ষুষি সংযমাৎ শিবলোকজ্ঞানম্। মূর্ধ্নি সংযমাদ্ ব্রহ্মলোকজ্ঞানম্। পাদাধোভাগে সংযমাদতললোকজ্ঞানম্। পাদে সংযমাদ্বিতললোকজ্ঞানম্। পাদসন্ধৌ সংযমান্নিতলতলোক-জ্ঞানম্। জঙ্ঘে সংযমাৎসুতললোকজ্ঞানম্। জানৌ সংযমান্

মহাতললোকজ্ঞানম্। উরৌ চিত্তসংযমাদ্রসাতললোকজ্ঞানম্। কটৌ চিত্তসংযমাত্তলাতললোকজ্ঞানম্। নাভৌ চিত্তসংযমাদ্ ভূলোকজ্ঞানম্। কুক্ষৌ সংযমাদ্ ভুবর্লোকজ্ঞানম্। হৃদি চিত্তস্য সংযমাৎ স্বর্লোকজ্ঞানম্। হৃদয়োর্দ্ধভাগে চিত্তসংযমান্মহর্লোকজ্ঞানম্। কণ্ঠে চিত্তসংযমাজ্জনোলোকজ্ঞানম্। ভ্রূমধ্যে চিত্তসংযমাত্তপোলোকজ্ঞানম্। মূর্দ্ধ্নি চিত্তসংযমাৎ সত্যলোকজ্ঞানম্। ধর্মাধর্ম সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্। তত্তজ্জন্তুধ্বনৌ চিত্তসংযমাৎ সর্ব্বজন্তুরুতজ্ঞানম্। সঞ্চিতকর্ম্মণি চিত্তসংযমাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্। পরচিত্তে চিত্তসংযমাৎ পরচিত্তজ্ঞানম্। কায়রূপে চিত্তসংযমাদন্যাদৃশ্যরূপম্। বলে চিত্তসংযমাদ্ধনুমদাদিবলম্। সূর্য্যে চিত্তসংযমাদ্ ভুবনজ্ঞানম্। চন্দ্রে চিত্তসংযমাত্তারাব্যূহজ্ঞানম্। ধ্রুবে তদ্গতিদর্শনম্। স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্। নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্। কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ। কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্। তারে সিদ্ধদর্শনম্। কায়াকাশসংযমাদাকাশগমনম্। তত্তৎস্থানে সংযমাত্তৎসিদ্ধয়ো ভবন্তি।

যিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যোগাভ্যাস করেন, তিনি স্বীয় শতজন্মার্জ্জিত সমস্ত পাপ হইতে অতিক্রম করেন। প্রণবের দ্বারা ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই ত্রিতয়াত্মক সংযম হইতে সমস্ত বিষয় জ্ঞান হয়। নাসিকার অগ্রভাগে চিত্ত সংযম করিলে ইন্দ্রলোক জ্ঞান হয়। নাসিকার অধোভাগে চিত্ত সংযম করায় অগ্নিলোক জ্ঞান হয়। চক্ষুতে চিত্ত সংযম করিলে সর্ব্বলোক জ্ঞান হয়। কর্ণে চিত্ত সংযম করিলে যমলোক জ্ঞান হয়। শ্রোত্রের পার্শ্বে চিত্ত সংযম করিলে নির্ঋতিলোক জ্ঞান হয়। পৃষ্ঠভাগে চিত্ত সংযম সিদ্ধ হইলে বরুণলোক

জ্ঞান হয়। বাম কর্ণে চিত্তসংযম স্থির হইলে বায়ুলোক জ্ঞান হয়। কর্ণে চিত্তসংযম করার ফলে চন্দ্রলোক জ্ঞান হয়। বাম চক্ষুতে চিত্ত সংযম হইলে শিবলোক জ্ঞান হয়। মস্তকে চিত্তসংযম করায় ব্রহ্মলোক জ্ঞান হয়। পাদের অধোভাগে চিত্ত সংযম করিলে অতললোক জ্ঞান হয়। পদে চিত্তসংযম করা হইলে বিতললোক জ্ঞান হয়। পাদসন্ধিতে চিত্তসংযম করিলে নিতললোক জ্ঞান হয়। জঙ্ঘায় চিত্তসংযম করার ফলে সুতললোক জ্ঞান হয়। জানুতে চিত্তসংযম কৃত হইলে মহাতললোক জ্ঞান হয়। উরুতে চিত্তসংযম করিতে পারিলে রসাতললোক জ্ঞান হয়। কটিতে চিত্তসংযম করায় তলাতললোক জ্ঞান হয়। নাভিতে চিত্তসংযম করিলে ভূলোক জ্ঞান হয়। কুক্ষিতে চিত্তসংযম করায় ভুবর্লোক জ্ঞান হয়। হৃদয়ে চিত্তসংযম করা হইলে স্বর্লোক জ্ঞান হয়। হৃদয়ের উর্দ্ধভাগে চিত্তসংযম করিলে মহর্লোক জ্ঞান হয়। কণ্ঠে চিত্তসংযম করা হইলে জনোলোকের জ্ঞান হয়। মস্তকে চিত্তসংযম করিলে তপোলোক জ্ঞান হয়। মূর্দ্ধায় চিত্তসংযম করায় সত্যলোক জ্ঞান হয়। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মে চিত্ত সংযম করিলে অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে জ্ঞান হয়। সেই সেই জন্তুর ধ্বনিতে চিত্ত সংযম করায় সকল জন্তুর শব্দের অর্থ জ্ঞাত হইতে পারা যায়। সঞ্চিত কর্ম্মে চিত্তসংযম করার ফলে পূর্ব্বজাতি অর্থাৎ পূর্ব্বে কোন কোন্ জন্ম হইয়াছিল, তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়। অপরের চিত্তে চিত্ত সংযম করিলে অপরের চিত্তবিষয়ক জ্ঞান হয়। শরীররূপে চিত্তসংযম করিলে, অন্যের অদৃশ্যরূপধারণ করিতে পারে। বলে চিত্তসংযম করায় হনুমদাদির ন্যায় বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে। সূর্য্যে চিত্তসংযম করিলে

ভুবনবিষয়ক জ্ঞান হয়। চন্দ্রে চিত্তসংযম করায় সমস্ত তারকাবিষয়ক জ্ঞান হয়। ধ্রুবনক্ষত্রে চিত্ত সংযম করায় ধ্রুব নক্ষত্রের গতিজ্ঞান হয়। স্বার্থে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে চিত্তসংযম করিলে পুরুষবিষয়ক জ্ঞান হয়। নাভিচক্রে চিত্তসংযম করিলে সমুদায় দেহবিষয়ক জ্ঞান হয়। কণ্ঠকূপে চিত্ত সংযম করিতে পারিলে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়। কূর্ম্ম নাড়ীতে চিত্ত সংযম করিতে পারিলে চিত্ত স্থির হয়। প্রণবে চিত্তসংযম করিতে পারিলে সিদ্ধ দর্শন হয়। দেহ এবং আকাশে চিত্তসংযম করিলে আকাশে গমন করিতে পারে। তৎ তৎ স্থানে চিত্তসংযম করিলে সেই সেই স্থানবিষয়ক সিদ্ধি লাভ করে।

৮। অথ প্রত্যাহারঃ। স পঞ্চবিধঃ। বিষয়েষু বিচরতা-মিন্দ্রিয়াণাং বলাদাহরণং প্রত্যাহারঃ। যদ্যৎপশ্যতি তৎ সর্ব্বমাত্মেতি প্রত্যাহারঃ। নিত্যবিহিতকর্ম্মফলত্যাগঃ প্রত্যাহারঃ। সর্ব্ববিষয়-পরাঙ্মুখত্বং প্রত্যাহারঃ। অষ্টাদশসু মর্ম্মস্থানেষু ক্রমাদ্ধারণং প্রত্যাহারঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠগুল্ফজঙ্ঘাজানূরূপায়ুমেঢ্রনাভিহৃদয়কণ্ঠকূপ-তালুনাসাক্ষিভ্রূমধ্যললাটমূর্দ্ধ্নি স্থানানি। তেষু ক্রমাদারোহাবরোহ-ক্রমেণ প্রত্যাহরেৎ।

অতঃপর প্রত্যাহার বলিতেছেন—প্রত্যাহার পঞ্চবিধ, যখন ইন্দ্রিয়গণ সমস্ত বিষয়ে বিচরণ করে, তখন বলপূর্ব্বক স্ব স্ব বিষয় হইতে তাহাদিগকে আনয়ন করাই প্রথম প্রত্যাহার; লোকে যাহা যাহা অবলোকন করে, তৎ সমুদায়ই আত্মা—এই জ্ঞানই দ্বিতীয় প্রত্যাহার; নিত্য কর্ম্ম এবং বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ করাই তৃতীয়

প্রত্যাহার; সমস্ত বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের বৈমুখ্যসাধনই চতুর্থ প্রত্যাহার; অষ্টাদশ সন্ধিস্থানের ক্রমিক ধারণ করাই পঞ্চম প্রত্যাহার; পাদ, অঙ্গুষ্ঠ, পায়ের গোড়ালি, জঙ্ঘা, জানু, উরু, মলদ্বার, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠবিবর, তালু, নাসিকা, চক্ষুঃ, ভ্রূমধ্য, ললাট এবং মূর্দ্ধার যে সকল সন্ধিস্থান আছে, সেই সকল সন্ধিস্থানের ক্রমশঃ সংক্রমণকে পঞ্চম প্রত্যাহার বলে ॥ ৮ ॥

৯। অথ ধারণা। সা ত্রিবিধা। আত্মনি মনোধারণং দহরাকাশে বাহ্যাকাশধারণং পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশেষু পঞ্চমূর্ত্তিধারণং চেতি।

অতঃপর ধারণা বলিতেছেন—ধারণা ত্রিবিধা; পরমাত্মতত্ত্বে মনোধারণ; হৃদয়স্থ দহরাকাশে অর্থাৎ পরমাত্মাকাশের অংশভূত জীবরূপ অল্পাকাশে বাহ্য আকাশের ধারণ এবং ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশে পঞ্চমূর্ত্তি ধারণ, এই ত্রিবিধ ধারণাই প্রত্যাহার-সিদ্ধ যোগী অনুষ্ঠান করিবেন।

১০। অথ ধ্যানম্। তদ্দ্বিবিধং সগুণং নির্গুণং চেতি। সগুণ মূর্ত্তিধ্যানম্। নিগুর্ণমাত্মযাথাত্ম্যম্।

অতঃপর ধ্যান বলিতেছেন—ধ্যান দ্বিবিধ, সগুণ এবং নির্গুণ; দেবতাদির মূর্ত্তিচিন্তন সগুণ ধ্যান এবং পরমাত্মার প্রকৃতস্বরূপ চিন্তন নির্গুণ ধ্যান।

১১। অথ সমাধিঃ। জীবাত্মপরমাত্মৈক্যাবস্থা ত্রিপুটীরহিতা পরমানন্দস্বরূপা শুদ্ধচৈতন্যাত্মিকা ভবতি।

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অতঃপর সমাধি বলিতেছেন—যে সময় ধ্যেয়, ধ্যাতা এবং ধ্যান, এই তিনের কোনই প্রভেদ থাকিবে না, কেবল পরমানন্দস্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য অবভাসিত হইয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ঐক্যাবস্থা ভাসমান হইবে, তখন সেই অবস্থাকেই নির্ব্বিকল্প সমাধি বলা হয়।

শাণ্ডিল্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অথ হ শাণ্ডিল্যো হ বৈ ব্রহ্মঋষিশ্চতুর্ষু বেদেষু ব্রহ্মবিদ্যামলভমানঃ কিং নামেত্যথর্ব্বাণং ভগবন্তমুপসন্নঃ পপ্রচ্ছাধীহি ভগবন্ ব্রহ্মবিদ্যাং যেন শ্রেয়োঽবাপস্যামীতি। স হোবাচাথর্ব্বা শাণ্ডিল্য সত্যং বিজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যস্মিন্নিদমোতং চ প্রোতং চ। যস্মিন্নিদং সঞ্চ বিচৈতি সর্ব্বং যস্মিন্বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি। তদপাণিপাদমচক্ষুঃশ্রোত্রমজিহ্বমশরীরম-গ্রাহ্যমনির্দ্দেশ্যম্ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। যৎ কেবলং জ্ঞানগম্যম্। প্রজ্ঞা চ যস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী। যদেকমদ্বিতীয়ম্। আকাশবৎ সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং নিরঞ্জনং নিষ্ক্রিয়ং সন্মাত্রং চিদানন্দৈকরসং শিবং প্রশান্তমমৃতং তৎপরং চ ব্রহ্ম। তত্ত্বমসি। তজ্জ্ঞানেন হি বিজানীহি য একো দেব আত্মশক্তিপ্রধানঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব-ভূতান্তরাত্মা সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সর্ব্বভূতনিগূঢ়ো ভূতযোনির্যোগৈকগম্যঃ। যশ্চ বিশ্বং সৃজতি বিশ্বং বিভর্ত্তি বিশ্বং ভুঙ্‌ক্তে স আত্মা। আত্মনি

তন্তং লোকং বিজানীহি। মা শোচীরাত্মবিজ্ঞানী শোকস্যান্তং গমিষ্যতি।

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

অতঃপর ব্রহ্মর্ষি শাণ্ডিল্য বেদচতুষ্টয় সমালোচনা করিয়াও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে না পারিয়া, ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপাবগতি-বিষয়ে আপনাকে অসমর্থ মনে করিয়া ভগবান্ অথর্ব্বা ঋষির নিকটে গমনপূর্ব্বক বলিলেন—হে ভগবন্। আমাকে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন, আমি যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারি। অথর্ব্বা ঋষি বলিলেন—হে শাণ্ডিল্য! যিনি সত্য, বিজ্ঞান এবং অনন্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম; যাঁহাতে এই জগৎ ওতঃপ্রোতভাবে অর্থাৎ প্রথিত এবং গ্রথিতভাবে অবস্থিত, যাঁহাতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত থাকিয়া প্রাণিবর্গকে প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ প্রাণিগণের স্বস্বকর্ম্মানুসারে সেই সেই দেহ নির্ম্মাণ করিয়া বিষয়াসক্ত করিয়া রাখিয়াছে, যাঁহাকে অবগত হইতে পারিলে সমস্ত দৃশ্য পদার্থই পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, তিনিই হস্তপদাদিবিরহিত পরব্রহ্ম, ইঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না এবং "এই ব্রহ্ম" এইরূপে নিরূপণ করাও যায় না; যাঁহার স্বরূপ মনঃ দ্বারা গ্রহণ করা যায় না এবং বাক্য দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না; যিনি কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হন; যাঁহা হইতে চিরন্তন বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে; যিনি স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগতভেদশূন্য অর্থাৎ যাঁহার স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় কোন পদার্থ নাই এবং স্বগতও কোন ভেদ নাই; যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম

হইতেও সূক্ষ্মতর এবং নির্ম্মল ; সৎ, চিৎ ও আনন্দ যাঁহার স্বরূপ ; যাঁহাতে ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু এবং ক্রিয়া, ইহার কোনটিই নাই ; তিনিই মঙ্গলময় নিত্যানন্দস্বরূপ পরমাত্মা ; তুমিই সেই পরমাত্মা ; তুমি সেই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত পরিজ্ঞাত হও। যে পরমদেবতা, স্বীয় শক্তিরূপিণী মায়ার অতীত, সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে জীবাত্মরূপে বিরাজিত এবং সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত ; সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া কেবল একমাত্র যোগের দ্বারাই সমস্ত ভূতের কারণরূপে অবগত হইতে পারা যায়। [অন্য কোনরূপে তাঁহাকে জানা যায় না]। যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়া পালন এবং সংহার করেন, তিনি পরমাত্মা ; এই পরমাত্মায় স্বর্গাদি ত্রিলোক অবস্থিত রহিয়াছে, ইহা জানিবে ; যোগী যেরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ত্রিবিধ দুঃখ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, তুমিও সেইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ত্রিবিধ দুঃখকে অতিক্রম কর ; অতএব তুমি শোক করিও না, যোগানুষ্ঠান করিলে তুমিও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

শাণ্ডিল্যোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অথৈনং শাণ্ডিল্যোঽথর্ব্বাণং, পপ্রচ্ছ যদেকমক্ষরং নিষ্ক্রিয়ং শিবং সন্মাত্রং পরংব্রহ্ম। তস্মাৎ কথমিদং বিশ্বং জায়তে কথং স্থীয়তে কথমস্মিংল্লীয়তে। তন্মে সংশয়ং ছেত্তুমর্হসীতি। স হোবাচাথর্ব্বা

সত্যং শাণ্ডিল্য পরং ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়মক্ষরমিতি। অথাপ্যস্যারূপস্য ব্রহ্মণস্ত্রীণি রূপাণি ভবন্তি সকলং নিষ্কলং সকলনিষ্কলং চেতি। যৎ সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং নিষ্ক্রিয়ং নিরঞ্জনং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং সর্ব্বতোমুখমনির্দেশ্যমমৃতমস্তি তদিদং নিষ্কলং রূপম্। অথাস্য যা মূলপ্রকৃতির্মায়া লোহিতশুক্লকৃষ্ণা। তয়া সহায়বান্ দেবঃ কৃষ্ণপিঙ্গলো মহেশ্বর ঈষ্টে। তদিদমস্য সকলনিষ্কলং রূপম্॥ অথৈষ জ্ঞানময়েন তপসা চীয়মানোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। অথৈতস্মাত্তপ্যমানাৎ সত্যকামাত্রীণ্যক্ষরাণ্যজায়ন্ত। তিস্রো ব্যাহৃতয়স্ত্রিপদা গায়ত্রী ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়োঽগ্নয়শ্চ জায়ন্তে। যোঽসৌ দেবো ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টো মায়াবী মায়য়া ক্রীড়তি স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ স রুদ্রঃ স ইন্দ্রঃ সর্ব্বেদেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি স এব পুরস্তাৎ স এব পশ্চাৎ স এবোত্তরতঃ স এব দক্ষিণতঃ স এবাধস্তাৎ স এবোপরিষ্টাৎ স এব সর্ব্বম্। অথাস্য দেবস্যাত্মশক্তেরাত্মক্রীড়স্য ভক্তানুকম্পিনো দত্তাত্রেয়রূপা সুরূপা তনূরবাসা ইন্দীবরদলপ্রখ্যা চতুর্ব্বাহুরঘোরাপাপকাশিনী। তদিদমস্য সকলং রূপম্॥

অতঃপর শাণ্ডিল্য পুনরায় অথর্ব্বা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! যিনি এক অথচ অবিনাশী, সন্মাত্রই যাঁহার স্বরূপ, নিষ্ক্রিয় মঙ্গলময় পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতে কিরূপে এই জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে? কিরূপেই বা তাঁহাতে অবস্থিত আছে? কি রকমেই বা তাঁহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়? আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন। অনন্তর অথর্ব্বা ঋষি বলিলেন—হে শাণ্ডিল্য! পরব্রহ্ম

যে অবিনাশী অথচ নিষ্ক্রিয়, এ কথা সত্য; কিন্তু এই রূপবিহীন ব্রহ্মের সাবয়ব, নিরবয়ব এবং সাবয়বনিরবয়ব, এই তিনটি রূপ আছে; নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াবিহীন, নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপী, সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় করার অযোগ্য, অমৃত অর্থাৎ নিত্য, সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ মুখমণ্ডল সর্ব্বত্রই বিস্তৃত, সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ—এই সকল রূপই ব্রহ্মের নিরবয়বরূপ। আর ব্রহ্মের যে স্বভাবসিদ্ধা সত্ত্বরজস্তমোরূপিণী মূলপ্রকৃতিপদবাচ্য অবিদ্যাখ্যা মায়াশক্তি আছেন, তাহাতে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণপিঙ্গলাখ্য পুরুষই পরমেশ্বর, ইহাই ব্রহ্মের সাবয়বনিরবয়বরূপ। যিনি ব্রহ্মের জ্ঞানময় তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি বহুরূপ ধারণ করিব, সেই জ্ঞানময় তপোজাত সত্যকাম পুরুষ হইতে প্রথমে অকার, উকার এবং মকার এই অক্ষরত্রয়াত্মক প্রণব উৎপন্ন হইল, অতঃপর তাহা হইতেই ভূর্ভুবঃস্বরাত্মক ব্যাহৃতিত্রয়, ত্রিপদা বেদমাতা গায়ত্রী, ঋক্, সাম ও যজুঃ এই বেদত্রয়োপলক্ষিত বেদচতুষ্টয়, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, এবং রুদ্র এই দেবতাত্রয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয়োপলক্ষিত বর্ণচতুষ্টয়, গার্হপত্য, আহবনীয় এবং অন্বাহার্য্যপচন এই অগ্নিত্রয়োপলক্ষিত সমুদায় অগ্নি সমুৎপন্ন হইল। যিনি অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বব্যাপকরূপে অবস্থিত, যে মায়ারূপধারী ভগবান্ সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া মায়াদ্বারা ক্রীড়া করেন, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অন্যান্য দেবগণ, তিনিই জীবসমূহ, তিনিই সমস্ত পদার্থের অগ্রস্থিত, তিনিই সকল পদার্থের পশ্চাদ্ভাগে স্থিত, তিনিই সমুদায় পদার্থের উত্তরে, দক্ষিণে, নিম্নে

এবং উপরিভাগে অবস্থিত; অতএব তিনিই সর্ব্বময় বিধাতা। ইনিই, পরমাত্মার ন্যায় মায়াশক্তিসম্পন্ন, সৃষ্টিক্রীড়ানিপুণ এবং ভক্তানুগ্রহকারক, ইঁহারই দত্তাত্রেয়রূপা, সুরূপসম্পন্না, বিবসনা, নীলোৎপলদলাভা এবং চতুর্ব্বাহুযুক্তা মূর্ত্তি ভক্তদিগকে অভয় প্রদান করিয়া সর্ব্বপাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন; ইহাই পরমেশ্বরের সাবয়বরূপ।

১। অথ হৈনমথর্ব্বাণং শাণ্ডিল্যঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ সন্মাত্রং চিদানন্দৈকরসং কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্মেতি। স হোবাচাথর্ব্বা যস্মাচ্চ বৃহতি বৃংহয়তি চ সর্ব্বং তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্মেতি। অথ কস্মাদুচ্যতে আত্মেতি। যস্মাৎ সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বমাদত্তে সর্ব্বমত্তি চ তস্মাদুচ্যতে আত্মেতি। অথ কস্মাদুচ্যতে মহেশ্বর ইতি। যস্মান্ মহত ঈশঃ শব্দধ্বন্যা চাত্মশক্ত্যা চ মহত ঈশতে তস্মাদুচ্যতে মহেশ্বর ইতি। অথ কস্মাদুচ্যতে দত্তাত্রেয় ইতি। যস্মাৎ সুদুশ্চরং তপস্তপ্যমানায়াত্রয়ে পুত্রকাময়াতিতরাং তুষ্টেন ভগবতা জ্যোতির্ময়েনাত্মৈব দত্তো যস্মাচ্চানসূয়ায়ামত্রেস্তনয়োঽভবত্তস্মাদুচ্যতে দত্তাত্রেয় ইতি। অথ যোঽস্য নিরুক্তানি বেদ স সর্ব্বং বেদ। অথ যো হ বৈ বিদ্যয়ৈনং পরমুপাস্তে সোঽহমিতি স ব্রহ্মবিদ্ভবতি॥ অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি॥ দত্তাত্রেয়ং শিবং শান্তমিন্দ্রনীলনিভং প্রভুম্। আত্মমায়ারতং দেবমবধূতং দিগম্বরম্॥

পুনরায় শাণ্ডিল্য অথর্ব্বা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! আপনি কিরূপে সচ্চিদানন্দকে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? ভগবান্ অথর্ব্বা ঋষি বলিলেন—যেহেতু ব্রহ্ম সমুদায় বস্তু সৃষ্টি করেন

এবং বর্দ্ধিত করেন ; সেইজন্য তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। শাণ্ডিল্য বলিলেন—কি জন্য তাঁহাকে আত্ম বলিলেন ? তদুত্তরে অথর্ব্বা বলিলেন—যে হেতু তিনি সমুদায় পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনিই সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করেন এবং তিনিই সমস্ত পদার্থ ভোজন করেন অর্থাৎ সংহার করেন, সেইজন্য তাঁহাকে আত্মা বলা হইয়াছে। শাণ্ডিল্য বলিলেন,—তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়াছেন কেন ? অথর্ব্বা বলিলেন,—তিনি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের এবং অপরিসীম ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের ঈশনশীল অর্থাৎ নির্ম্মাতা বলিয়া তাঁহাকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে ; আর মহেশ্বর এই শব্দের উচ্চারণ হইতে যে ধ্বনি সমুৎপন্ন হয়, তাহার অর্থপ্রকাশনশক্তি দ্বারা এবং স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণেরও প্রভু বলিয়া জানা যায়, এইজন্য তাঁহাকে পরমেশ্বর সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। অতঃপর শাণ্ডিল্য বলিলেন—কি নিমিত্ত তাঁহাকে দত্তাত্রেয়সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন ? অথর্ব্বা বলিলেন,—যেহেতু জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ তুষ্ট হইয়া, অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা তাপিত পুত্রকামী অত্রিকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া তাঁহার পত্নী অনসূয়ার গর্ভে স্বীয় অংশভূত তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে দত্তাত্রেয়-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। যিনি ভগবানের নিরুক্ত পদ সমুদায়ের অর্থ অবগত হন, তিনি সকলই জানিতে পারেন। তিনি "আমিই পরমাত্মা" এই জ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে কতিপয় মন্ত্রও আছে। যিনি মঙ্গলময়, অশনায়াদ্যূর্ম্মিবিরহিত দেবতাকে মরকতমণি-সদৃশ প্রভাসম্পন্ন বলিয়া স্বীয় মায়ায় উপরত, দিগম্বর, দত্তাত্রেয়াখ্য,

বিষয়ে অনাসক্ত, পরমারাধ্য পরমেশ্বর ধ্যান করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন।

২। ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গং জটাজুটধরং বিভুম্।
চতুর্ব্বাহুমুদারাঙ্গং প্রফুল্লকমলেক্ষণম্॥

৩। জ্ঞানযোগনিধিং বিশ্বগুরুং যোগিজনপ্রিয়ম্।
ভক্তানুকম্পিনং সর্ব্বসাক্ষিণং সিদ্ধসেবিতম্॥

৪। এবং যঃ সততং ধ্যায়েদ্দেবদেবং সনাতনম্।
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো নিঃশ্রেয়সমবাপ্নুয়াৎ॥

ইত্যোং সত্যমিত্যুপনিষৎ॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

শাণ্ডিল্যোপনিষৎ সমাপ্তা॥

যিনি সমস্ত অঙ্গে ধূলি মাখিয়া মস্তকে জটাজূট ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় চক্ষুঃ, অঙ্গসমুদায় সরল এবং চারি হস্ত, যিনি জ্ঞান এবং যোগের আধার, জগতের পরমারাধ্য গুরু এবং যোগিগণের প্রিয়, যাঁহা হইতে ভক্তগণ অনুগৃহীত, তিনিই সিদ্ধজনসেবিত, সর্ব্বসাক্ষী সনাতন দেবদেব শঙ্কর। যিনি উক্তরূপে দেবদেব শঙ্করের সতত ধ্যান করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন।

শাণ্ডিল্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

নারায়ণোপনিষৎ (ক)

ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ ॥

১। ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে। মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ু-র্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে। নারায়ণাদ্ ইন্দ্রো জায়তে। নারায়ণান্ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে। নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সর্বাণি ছন্দাংসি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। এতদৃগ্‌বেদশিরোঽধীতে ॥

পুরুষস্বরূপ নারায়ণ সৃষ্টির পূর্ব্বে কামনা করিয়াছিলেন—আমি প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিব অর্থাৎ তাঁহার প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছিল। অনন্তর মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং সমস্ত বস্তুর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইল। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন। নারায়ণ হইতেই দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও সমস্ত বেদ উৎপন্ন হইল। সমস্ত বস্তু নারায়ণে অবস্থান করে এবং প্রলয়ে সকলই নারায়ণে লয় প্রাপ্ত হয়। এই ঋগ্বেদীয় উপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে।

২। অথ নিত্যো নারায়ণঃ। ব্রহ্মা নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণঃ বিদিশশ্চ

নারায়ণঃ। ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি। এতদ্ যজুর্ব্বেদশিরোঽধীতে॥

নারায়ণ নিত্য, ব্রহ্মা ও শিব নারায়ণের স্বরূপ, ইন্দ্রও তাঁহার স্বরূপ; পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ, নৈঋ্‌তপ্রভৃতি অবান্তরদিক্‌সমূহ, ঊর্দ্ধদিক্, এবং অধোদিক্ নারায়ণস্বরূপ, অন্তরে ও বাহিরে নারায়ণ বিদ্যমান আছেন; নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন, নির্বিকল্প, শব্দের অবিষয়, শুদ্ধ, ক্রীড়াপরায়ণ একমাত্র নারায়ণ, দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। যিনি ইহা অবগত আছেন, তিনি বিষ্ণুস্বরূপ হন, বিষ্ণুস্বরূপ হন, এই যজুর্ব্বেদোপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে।

৩। ওমিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ। নম ইতি পশ্চাৎ। নারায়ণায়েত্যু-পরিষ্টাৎ। ওমিত্যেকাক্ষরম্॥ নম ইতি দ্বে অক্ষরে। নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি। এতদ্বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদম্। যো হ বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদমধ্যেতি। অনপব্রুবঃ সর্ব্বমায়ুরেতি। বিন্দতে প্রাজাপত্যং রায়স্পোষং গৌপত্যং ততোঽমৃতত্বমশ্নুতে ইতি। এতৎ সামবেদশিরোঽধীতে॥

অগ্রে 'ওম্' এই পদ উচ্চারণ করিবে, অনন্তর 'নমঃ' এই পদ উচ্চারণ করিবে, অন্তে নারায়নায় এই পদটী পড়িবে। 'ওম্'—এইটী একাক্ষরপদ; নমঃ এই পদে দুইটী অক্ষর আছে; 'নারায়ণায়' এই পদে পাঁচটী অক্ষর আছে; এই তিনটী পদ মিলিয়া 'ওঁ নমঃ

নারায়নায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র হইল, যিনি নারায়ণের এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি প্রশংসনীয় হইয়া শতায়ুঃ লাভ করেন, তিনি প্রাজাপত্যপদ, ধনাধিপত্য ও গোপতিত্ব লাভ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সামবেদরহস্য অধ্যয়ন করিবে।

৪। প্রত্যগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্। অকার উকারো মকার ইতি। তা অনেকধা সমভবত্তদেতদোমিতি যমুক্ত্বা মুচ্যতে যোগী জন্মসংসারবন্ধনাৎ। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠ-ভবনং গমিষ্যতি। তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনং তস্মাত্তড়িদাভমাত্রম্। ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ। ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি। সর্ব্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্মোম্। এতদথর্বশিরোঽধীতে॥

অকার, উকার ও মকার হইতেছে প্রণবের স্বরূপ, ইহা পরমাত্মানন্দরূপ ও ব্রহ্মপুরুষ। সেই ওঁকার অনেকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, যোগী এই ওঁকারেরই উপাসনা করিয়া জন্মরূপ ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রের উপাসক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এই বৈকুণ্ঠ পদ্মের ন্যায় জ্ঞানমূর্ত্তি, অতএব বিদ্যুৎ-প্রভাবিশিষ্ট। দেবকীপুত্র ব্রহ্মস্বরূপ অথবা ব্রাহ্মণহিতকারী, মধুসূদন ব্রহ্মণ্য, পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মণ্য, অচ্যুত বিষ্ণু ব্রহ্মণ্য। সর্ব্বভূতে বিদ্যমান নারায়ণই কারণপুরুষ, তিনি পরব্রহ্ম ও ওঁকার, তাঁহার কোন কারণ নাই। এই অথর্ববেদোপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে।

৫। প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। তৎ সায়ং প্রাতরধীয়ানো পাপোঽপপো

ভবতি। মধ্যন্দিনমাদিত্যাভিমুখোঽধীয়ানঃ পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাৎ প্রমুচ্যতে। সর্ব্ববেদপারায়ণপুণ্যং লভতে। নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি শ্রীমন্নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি য এবং বেদ।

নারায়ণোপনিষৎ সমাপ্তা॥

এই উপনিষৎ প্রাতঃকালে অধ্যয়ন করিয়া রাত্রিকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। সায়ংকালে অধ্যয়ন করিয়া দিবসকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। পাপী রাত্রি ও দিবসে অধ্যয়ন করিয়া পাপশূন্য হয়। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যাভিমুখী হইয়া অধ্যয়ন করিলে পঞ্চ মহাপাতক ও উপপাতক হইতে মুক্ত হয়, সমস্ত বেদের অধ্যয়নজনিত পুণ্য লাভ করে; যিনি এইরূপ জানেন, তিনি শ্রীমৎ নারায়ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

নারায়ণোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

নারায়ণোপনিষৎ (খ)

ওঁ সহনাববত্বিতি শান্তিঃ ॥

প্রথমোঽনুবাকঃ। ১। অম্ভস্য পারে ভুবনস্য মধ্যে নাকস্য পৃষ্ঠে মহতো মহীয়ান্। শুক্রেণ জ্যোতীংষি সমনুপ্রবিষ্টঃ। প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ।

সমুদ্রের পরপারে যে মহান্ লোকালোক পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে, ভূগোলকের মধ্যবর্ত্তী যে সুমেরু পর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে এবং স্বর্গের উপরিভাগে যে ব্রহ্মাদিলোক প্রকাশ পাইতেছে, পরমেশ্বর তৎসমুদায় হইতেও মহত্তর। তিনি অন্তঃকরণসমূহে প্রবেশকরতঃ জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিরাট্ প্রজাপতিরূপে অবস্থিত আছেন।

২। যস্মিন্নিদং সঞ্চ বিচৈতি সর্ব্বং যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। তদেব ভূতং তদু ভব্যমা ইদং তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্।

পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, স্থিতিকালে যাহাতে অবস্থান করে এবং প্রলয়ে যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, হিরণ্যগর্ভবিরাট্ প্রভৃতি দেবগণ যাহাতে আশ্রয় লাভ করেন, তাহা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের এবং দেবতাগণের আধারভূত অব্যক্ত মূলকারণ; অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগৎ নাম ও রূপের দ্বারা অনভিব্যক্ত মূলকারণ হইতে ভিন্ন নহে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়

যে, সেই মূলকারণও অবিনাশী উৎকৃষ্ট আকাশবৎ অমূর্ত্ত পরমাত্মাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৩। যেনাবৃতং খং চ দিবং মহীংশ্চ যেনাদিত্যস্তপতি তেজসা ভ্রাজসা চ। যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়োঽবয়ন্তি যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ।

অন্তরিক্ষলোক, দ্যুলোক ও ভূলোক এবং সেই সেই লোকবাসী জীবগণের দেহসমূহ যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং সদ্রূপে ভাসমান হইতেছে, যাঁহার অনুগ্রহে সূর্য্য তেজঃ ও দীপ্তি দ্বারা সমস্ত জগৎকে অভিতপ্ত ও প্রকাশিত করিতেছেন, তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সমুদ্রাদি নিখিল জগতের মধ্যে তন্তুরাশির ন্যায় বয়ন করেন অর্থাৎ বস্ত্রে যেমন সূত্রসমূহ অনুগত আছে, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বত্র অনুগত আছে,—এইরূপ ভাবে যিনি দর্শন করেন; সেই ব্রহ্মতত্ত্ব উৎকৃষ্ট অক্ষররূপ স্বস্বরূপে অবস্থান করত প্রজাগণের সৃষ্টি বিধান করেন;

৪। যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী তোয়েন জীবান্ ব্যচসর্জ্জ ভূম্যাম্। যদোষধীভিঃ পুরুষান্ পশূংশ্চ বিবেশ ভূতানি চরাচরাণি।

যে আত্মচৈতন্য হইতে এই জগতের উৎপত্তি, যিনি জলাদি পাঁচটী ভূতের দ্বারা মনুষ্য, গো-প্রভৃতি প্রাণিবর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি ব্রীহিযবাদি অন্নরূপে মনুষ্য, পশু ও স্থাবরজঙ্গমাদি প্রাণিগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই চেতন আত্মার দ্বারা সমস্ত জগৎ রক্ষিত হইতেছে।

৫। অতঃ পরং নান্যদণীয়সং হি পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্। যদেকমব্যক্তমনন্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

[পূর্ব্বে ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদিকারণত্ব প্রদর্শন করায় শুদ্ধ স্বরূপ উপলক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং তাহা নিরূপিত হইতেছে—] ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, আকাশাদি মহৎ বস্তু হইতেও মহত্তর। স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-দ্বৈতশূন্য, ইন্দ্রিয়সমূহের অবিষয়, দেশকাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য, বিশ্বাত্মক। অবিদ্যা হইতে ভিন্ন ; অতএব তদপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট বস্তু নাই।

৬। তদেবর্ত্তং তদু সত্যমাহুস্তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্। ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ।

৭। তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যস্তচ্চন্দ্রমাঃ। তদেব শুক্রমমৃতং তদ্ ব্রহ্ম তদাপঃ স প্রজাপতিঃ।

মনের দ্বারা যথার্থবস্তুর চিন্তনরূপ ঋত এবং বাক্যের দ্বারা তাহার উচ্চারণরূপ সত্য, এই উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ, শাস্ত্রদর্শিগণের আদরণীয় বেদও ব্রহ্মস্বরূপ ; দর্শপূর্ণমাসাদি শ্রৌতকর্ম্ম এবং বাপীকূপাদি স্মার্ত্তকর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ, চক্রনাভি যেমন চক্রকে ধারণ করে, সেইরূপ সকল ভুবনের আধারভূত পরমাত্মা পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পে নানারূপে উৎপন্ন এবং বর্ত্তমান জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, অতএব আশ্রিত বস্তু মাত্রেই অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্রমা, সকলই ব্রহ্মস্বরূপ ; প্রকাশমান নক্ষত্রাদি ও দেবসেব্য অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ, হিরণ্যগর্ভও ব্রহ্মাত্মক ; জলাদি পঞ্চভূতও ব্রহ্মস্বরূপ ; প্রজাপতিরূপ বিরাট্ও ব্রহ্মস্বরূপ ; সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তদপেক্ষা তাহাদের পৃথক্ সত্তা নাই।

৮। সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি। কলা মুহূর্ত্তাঃ কাষ্ঠাশ্চাহোরাত্রাশ্চ সর্ব্বশঃ।

৯। অর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরশ্চ কল্পন্তাম্। স আপঃ প্রদুঘে উভে ইমে অন্তরিক্ষমথো সুবঃ।

সমস্ত নিমেষও ব্রহ্মস্বরূপ; চক্ষুর পলক পড়িতে যতটুকু সময় লাগে, তৎপরিমিত সূক্ষ্মকালবিশেষকে নিমেষ কহে। তদপেক্ষা অধিক কলা, মুহূর্ত্ত, কাষ্ঠা, অহোরাত্র, শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর এবং কল্পান্তরূপ ব্যবহারযোগ্য কালবিশেষ স্বয়ংপ্রভ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পর কাল অধিকপরিমাণ। পরমেশ্বর স্বনির্ম্মিত ব্যবহার-যোগ্য কালের দ্বারা পৃথিবীতে প্রাণিগণের অপেক্ষণীয় ভোগ্যদ্রব্য-সমূহ সম্পাদন করেন এবং অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে প্রাণিগণের ভোগ্য-সমুহ সম্পাদন করেন। ইহার দ্বারা ইহাই জানা গেল যে, কাল নিত্য নহে, ঈশ্বর নির্ম্মিত; তবে এককল্পস্থায়িত্বরূপ নিত্যত্ব বলায় কোন বিরোধ হয় না।

১০। নৈনমূর্দ্ধ্বং ন তির্য্যকং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। ন তস্যেশে কশ্চন তস্য নাম মহদ্ যশঃ॥

১১। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিক৯প্তো য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

কোন লোক পরমেশ্বরকে স্তম্ভের ন্যায় উর্দ্ধাকার, গৃহস্থিত বংশের ন্যায় বক্রাকার বা গৃহস্থিত দেবতার ন্যায় মধ্যে বর্ত্তমানভাবে জানিতে পারে না। কারণ তাঁহার উর্দ্ধাদিরূপ কোন আকার নাই;

কোন লোক, তাঁহাকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হয় না; তাঁহার নাম হইতেছে 'মহদ্ যশঃ'। পরমাত্মায় নীলপীতাদি কোনও রূপ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্থাৎ তাঁহার কোনও রূপ নাই। কোন নিপুণ লোক পটু চক্ষুর দ্বারাও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। [এখন সন্দেহ হইতেছে যে, লোক তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাকে গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে দেখিতে পায়? তাহা বলা হইতেছে—] মানব তাঁহাকে হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যবর্ত্তী মনের দ্বারা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারেন। একমাত্র একাগ্রচিত্তের দ্বারা তাঁহাকে লোক অনুভব করিতে পারেন। যাঁহারা পরমেশ্বরকে মনের দ্বারা দর্শন করেন, তাঁহারা অমর হন।

১২। অদ্ভ্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যষ্টৌ॥

'জল হইতে রসের উৎপত্তি এবং হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির আদিতে ছিলেন,' ইত্যাদি আটটী মন্ত্র সংহিতায় চতুর্থকাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকে উক্ত হইয়াছে।

১৩। এষ হি দেবঃ প্রদিশোঽনুঃ সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স বিজায়মানঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্মুখাস্তিষ্ঠতি বিশ্বতোমুখঃ।

১৪। বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোহস্ত উত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং নমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন্ দেব একঃ।

বিদ্বদ্গণের অনুভব-বিষয়, স্বপ্রকাশ পরমাত্মা পূর্ব্বাদি উৎকৃষ্ট দিক্‌সমূহ এবং আগ্নেয্যাদি অবান্তর দিক্‌সমূহে প্রবেশ করত অবস্থান করিতেছেন, এই বিষয় শ্রুত্যন্তরেও উক্ত হইয়াছে। তিনিই

হিরণ্যগর্ভরূপে প্রথম উৎপন্ন হন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিত্যমান রহিয়াছেন, তিনিই দেব, মনুষ্য ও তির্য্যগাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরেও করিবেন। পরমেশ্বর অন্নময়াদি কোশ হইতেও আন্তর, তিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠানরূপে শ্রেষ্ঠ। সকল প্রাণীর চক্ষুঃ পরমেশ্বরের চক্ষুঃ, সকল প্রাণীর মুখ তাঁহার মুখ, সকলের হস্ত তাঁহার হস্ত এবং সকলের পাদ তাঁহার পাদ। সেই পরমেশ্বর বাহুদ্বয়সদৃশ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দ্বারা সকলকে বশীভূত করেন এবং পতনশীল পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা সমস্ত জগৎ উৎপাদন করেন; সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মা দ্যুলোক পৃথিবী প্রভৃতি নিখিল জগৎ উৎপাদন করত অবস্থান করিতেছেন।

১৫। বেনস্তৎ পশ্যন্বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেক-নীলম্। যস্মিন্নিদং সঞ্চ বিচৈতি সর্ব্বং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু।

১৬। প্র তদ্বোচে অমৃতং নু বিদ্বান্ গন্ধর্ব্বো নাম নিহিতং গুহাসু ॥ ত্রীণি পদা নিহিতা গুহাসু যস্তদ্বেদ সবিতুঃ পিতা সৎ।

[উক্ত বিষয়ে শ্রদ্ধাধিক্য প্রদর্শনের নিমিত্ত দুইটী মন্ত্রের দ্বারা গন্ধর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতেছেন—] বেননামক গন্ধর্ব্ব সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়রূপ গুহায় অবস্থিত অবিনাশী বস্তুকে অনুভবের দ্বারা অবগত হইয়া শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন। (বক্তব্য বিষয়টী এই—) যে পরমেশ্বরে সমস্ত বিশ্ব তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, গুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় তাঁহাকে জানিলে সমস্ত বস্তুই জ্ঞাত হয়, আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ বলিয়া অনুভূত হয়। অপিচ বেনদৃষ্ট যে বস্তুতে এই

জগৎ উৎপন্ন ও লীন হয়, সেই অদ্বিতীয় ব্যাপক পরমাত্মা বস্ত্রে সূত্রের ন্যায় ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি আবার প্রাণিগণের বুদ্ধিতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিনটী স্থানে অবস্থিত আছেন। যে গন্ধর্ব্ব জাগ্রদাদি স্থানত্রয়ের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মকে জানেন, তিনি স্বকীয় জনকেরও পিতা হন। লোকপ্রসিদ্ধ পিতা পুত্রের শরীরমাত্রের উৎপাদক হন, কিন্তু যিনি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি সকল জগতের উৎপাদক, সুতরাং জগন্মধ্যবর্ত্তী পিতারও উৎপাদক হন।

১৭। স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামান্তভ্যৈরয়ন্ত।

১৮। পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ পরিলোকান্ পরিদিশঃ পরিস্বুবঃ। ঋতস্য তন্তুং বিততং বিচত্য তদপশ্যত্তদভবৎ প্রজাসু।

[সেই পরমেশ্বর ব্যবহারকালে সমস্ত প্রাণীর উপকার সাধন করেন এবং পরমাত্মদর্শীকে মুক্তি প্রদান করেন, ইহা এই দুইটী মন্ত্রের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন—] সেই পরমেশ্বর আমাদের হিতকারী বন্ধু, তিনি জগতের স্রষ্টা, তিনি নিখিল জগৎ ও দেবগণের যোগ্যস্থানসমূহকে জানেন, যেখানে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অমৃত পান করত স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হন এবং ভগবান্ তৎসমস্ত জানিয়া তত্তৎজীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করেন ; মুমুক্ষুগণ যাঁহাকে জানিয়া দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক ও প্রাচ্যাদি দিক্ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, যিনি সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান জানিয়া এবং গুরু ও শাস্ত্র হইতে নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হইয়াছেন।

১৯। পরীত্য লোকান্ পরীত্য ভূতানি পরীত্য সর্ব্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ। প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্যাত্মনাত্মানমভিসংবভূব।

['অন্তস্ত'—ইত্যাদি 'তদভবৎ প্রজাসু'—ইত্যন্ত গ্রন্থসমূহের দ্বারা যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার উপসংহার করা হইতেছে—] সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বাগ্রে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া ভূরাদি লোক, দেবমনুষ্যাদি প্রাণিবর্গ, আগ্নেয়াদি বিদিক্ ও প্রাচ্যাদি দিক্‌সমূহকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান করত সৃষ্টিকালে তাহাদিগকে উৎপাদন ও স্থিতিকালে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং অন্তে স্বস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ আত্মাকে প্রাপ্ত হন।

২০। সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধামযাসিষম্॥

[এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রাপ্তির উপায় সোপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান, জপ ও স্নানাদি কর্ম্মের অঙ্গভূত যে সমস্ত মন্ত্র পূর্ব্বকাণ্ডে কথিত হয় নাই, তাহা এই পরিশিষ্ট কাণ্ডে কথিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটী মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্তর্য্যামীকে প্রার্থনা করিতেছেন—] যে জগতের রচনাবিষয় মনের দ্বারাও চিন্তা করা যায় না, সেই জগৎকে রচনা করায় যিনি আশ্চর্য্যস্বরূপ, ইন্দ্রেরও প্রিয়, যিনি সকলের প্রার্থনীয়, কর্ম্মফলের প্রদাতা, শ্রুত্যাদিগ্রন্থের ধারণাশক্তিপ্রদ, সেই জগৎপালক অন্তর্য্যামীকে যেন আমি প্রাপ্ত হই, ইহাই আমার প্রার্থনা।

২১। উদ্দীপ্যস্ব জাতবেদোঽপঘ্নং নির্ঋতিং মম॥ পশূংশ্চ মহ্যমাহব জীবনং চ দিশো দিশ॥

হে অগ্নে! প্রাণিশরীর উৎপন্ন হইলে তুমি জাঠরাগ্নিরূপে তাহাতে অবস্থান কর বলিয়া, তোমার নাম জাতবেদাঃ। তুমি আমার অনিষ্টকারিণী পাপদেবতাকে প্রকাশিত কর, আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশ করত গবাদি পশুরও দীর্ঘজীবন সম্পাদন কর, আমার সুখবাসের উপযোগী পূর্ব্বাদি দিঙ্‌মণ্ডলবর্ত্তী নিবাসস্থানসমূহ প্রদান কর।

২২। মা নো হিংসীজ্জাতবেদো গামশ্বং পুরুষং জগৎ। অবিভ্রদগ্ন আগহি শ্রিয়া মা পরিপাতয়।

[প্রাপ্ত গো অশ্বপ্রভৃতির অবিনাশ প্রার্থনা করিতেছেন—] হে অগ্নে! তুমি আমার গো, অশ্ব, পুত্রাদি ও গৃহক্ষেত্রাদির বিনাশ সাধন করিও না। আমার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আগমন কর। হে অগ্নে! তুমি আমাকে ধান্যাদিসম্পৎ প্রদান কর।

২৩। পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

[অনন্তর মুমুক্ষু দ্বাদশটী গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা পরব্রহ্মসাক্ষাৎকার-লাভের উপায়ভূত দেবতাগণকে প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথমে বিশ্বরূপধারী রুদ্রকে প্রার্থনা করিতেছেন—] আমরা সহস্রাক্ষ বিরাট্‌ পুরুষকে যেন জানিতে পারি, তজ্জন্য আমরা বিরাট্‌রূপের প্রকৃতস্বরূপের ধ্যান করি। বিরাড্রূপী রুদ্র আমাদিগকে সেই ধ্যানে প্রেরিত করুন।

২৪। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

[অনন্তর মহেশের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] আমরা বেদ-প্রতিপাদ্য প্রসিদ্ধ মহাদেবের ধ্যান করি। রুদ্র আমাদিগকে সেই ধ্যানে প্রেরিত করুন।

২৫। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ।

[বিনায়কের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] সেই বিনায়ক পুরুষকে যেন আমরা জানি, আমরা গজাননের ধ্যান করি, সেই ধ্যানে মহাদন্ত গণেশ আমাদিগকে প্রেরণ করুন।

২৬। তৎ পুরুষায় বিদ্মহে চক্রতুণ্ডায় ধীমহি॥ তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ।

[নন্দিকেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] সেই শিববাহন দিব্যপুরুষ নন্দিকেশ্বরকে আমরা অবগত হইব, আমরা সেই চক্রতুল্যবদন নন্দিকেশ্বরের ধ্যান করি, নন্দি আমাদিগকে ধ্যানে প্রেরিত করুন।

২৭। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি। তন্নঃ ষণ্মুখঃ প্রচোদয়াৎ।

[কার্ত্তিকেয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] ষড়ানন পুরুষকে আমরা জানি, আমরা সেই মহাকালের ধ্যান করি, কার্ত্তিকেয় আমাদিগকে তাহাতে প্রেরিত করুন।

২৮। তৎপুরুষায় বিদ্মহে সুবর্ণপক্ষায় ধীমহি। তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ।

[গরুড়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] গরুড়কে আমরা জানি, আমরা সুবর্ণপক্ষ গরুড়ের ধ্যান করি, গরুড় আমাদিগকে ধ্যানে প্রেরিত করুন।

২৯। বেদাত্মনায় বিদ্মহে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি। তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।

[ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] বেদরূপ ব্রহ্মাকে আমরা জানি, আমরা চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভের ধ্যান করি, তিনি আমাদিগকে ধ্যানে প্রেরিত করুন। ইহাই পরম গায়ত্রী।

৩০। নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

[নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] আমরা নারায়ণকে জানি, আমরা বাসুদেবের ধ্যান করি, ব্যাপক পুরুষ বিষ্ণু আমাদিগকে ধ্যানে প্রেরিত করুন।

৩১। বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি। তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।

[নৃসিংহের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] আমরা বজ্রনখকে জানি, আমরা তীক্ষ্ণদন্তের ধ্যান করি, নরসিংহ আমাদিগকে ধ্যানে প্রেরিত করুন।

৩২। ভাস্করায় বিদ্মহে মহদ্দ্যুতিকরায় ধীমহি। তন্ন আদিত্যঃ প্রচোদয়াৎ।

[সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] আমরা তাঁহাকে

জানি, আমরা মহাত্যুতিকরের ধ্যান করি, আদিত্য আমাদিগকে ধ্যানে প্রেরিত করুন।

৩৩। বৈশ্বানরায় বিদ্মহে লালীলায় ধীমহি। তন্নো অগ্নিঃ প্রচোদয়াৎ।

[অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] আমরা বৈশ্বানরকে জানি, আমরা ক্রীড়াময় দেবের ধ্যান করি, অগ্নি আমাদিগকে ধ্যানে প্রেরিত করুন।

৩৪। কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারি ধীমহি॥ তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।

হে দুর্গে! তুমি কন্যা ও কুমারী, স্বীয় পিতার ভোগ ও মোক্ষদাত্রী, আমরা তোমাকে জানি, তোমার ধ্যান করি, তুমি তাহাতে আমাদিগকে প্রেরণ কর।

৩৫। সহস্রপরমা দেবী শতমূলা শতাঙ্কুরা। সর্ব্বং হরতু মে পাপং দূর্ব্বা দুঃস্বপ্ননাশিনী।

[এইরূপে দ্বাদশ গায়ত্রী ব্যাখ্যাত হইল, এখন স্নানাঙ্গ মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে মস্তকে মৃত্তিকাযুক্ত দূর্ব্বা ধারণ করিবার নিমিত্ত দূর্ব্বাভিমন্ত্রণ মন্ত্রসকল বলিতেছেন—] সহস্র সহস্র পবিত্র দ্রব্য হইতেও উৎকৃষ্ট, প্রকাশস্বভাবা, শতসংখ্যকমূলসমন্বিতা, নানাবিধ অঙ্কুরযুক্তা, দুঃস্বপ্ননাশিনী দূর্ব্বা আমার পাপ হরণ করুন।

৩৬। কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥

হে দূর্ব্বে! তুমি প্রতিপর্ব্ব ও প্রত্যেক কাণ্ড হইতে অঙ্কুরিত হইয়া শত সহস্র পুত্রপৌত্রাদিরূপে নিজ বংশের বিস্তৃতি বিধান কর। সেইরূপ আমাদের বংশ বর্দ্ধন কর।

৩৭। যা শতেন প্রতনোষি সহস্রেণ বিরোহসি। তস্যাস্তে দেবীষ্টকে বিধেন হবিষা বয়ম্।

হে ভক্তস্তুতে! তুমি বিবিধ অঙ্কুরের দ্বারা বংশ বিস্তার কর এবং সহস্র সহস্র পৌত্রাদির সহিত উৎপন্ন হও, আমরা হবিঃ প্রদানের দ্বারা তাদৃশ তোমার পরিচর্য্যা বিধান করি।

৩৮। অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে।

[এখন মৃত্তিকাভিমন্ত্রণ-মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন—] হে মৃত্তিকে! তুমি পবিত্র অশ্বপদ, রথ ও ত্রিবিক্রম পদের দ্বারা আক্রান্তা; তুমি ধনরাশি ধারণ করিয়া থাক। আমরা স্নানসময়ে তোমাকে মস্তকে ধারণ করি। তুমি মস্তকে ধৃত হইয়া পদে পদে আমাকে রক্ষা কর।

৩৯। ভূমির্দ্ধেনুর্ধরণী লোকধারিণী। উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।

[দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—] হে মৃত্তিকে! প্রলয়কালে যখন সপ্ত সমুদ্র এক হইয়া যায়, তখন তুমি তাহাতে নিমগ্না থাক, তুমি কামধেনুর ন্যায় সুখদা, শস্যরাশির ধারয়িত্রী, প্রাণিগণের আশ্রয়; তুমি শতবাহু কৃষ্ণবর্ণ বরাহকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছ।

৪০। মৃত্তিকে হন মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতা। মৃত্তিকে দেহি মে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥

[তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—] হে মৃত্তিকে। আমি যে অকরণীয় পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তুমি তাহা বিনষ্ট কর। পরব্রহ্ম তোমাকে ভূমিরূপে স্থাপন করিয়াছেন, তুমি কাশ্যপ প্রভৃতি পরমর্ষিগণকর্ত্তৃক স্নানকালে অভিমন্ত্রিত হইয়া পাপ হনন করিয়া থাক। হে মৃত্তিকে! তুমি আমার পুষ্টিসাধন করিয়া থাক, কারণ পৃথিবীরূপা তোমাতে চতুর্ব্বিধ প্রাণিজাত প্রতিষ্ঠিত আছে।

৪১। মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং তন্মে নির্ণুদ মৃত্তিকে। ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিম্।

[চতুর্থমন্ত্র বলিতেছেন—] হে প্রতিষ্ঠিতে মৃত্তিকে! আমার সমস্ত পাপ বিনাশসাধন কর, তুমি পাপ বিনষ্ট করিলে আমি মুক্তিলাভ করিব।

৪২। যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বিদ্বিষো বিমৃধো জহি॥

[এইরূপে দূর্ব্বা ও মৃত্তিকা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রসমূহের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করত দুইটী মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের নিকট হইতে অভয়প্রভৃতি প্রার্থনা করিতেছেন—] হে ইন্দ্র। আমরা যে পাপ, শত্রু ও নরক হইতে ভীত হই, সেই পাপাদি হইতে আমাদিগকে অভয় প্রদান কর। অর্থাৎ হে ইন্দ্র! আমরা তোমার অনুগ্রহে নিষ্পাপ, নিঃশত্রু ও নরকভয়বিহীন হইব। হে ইন্দ্র! তুমি

আমাদের পাপাদিত্রিতয় বিনষ্ট কর। অপিচ আমাদের রক্ষার জন্য পীড়ক অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুগণের সংহার সাধন কর।

৪৩। স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী। বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ স্বস্তিদা অভয়ঙ্করঃ।

(দ্বিতীয় মন্ত্র প্রার্থনা করিতেছেন—) ইহলোক-পরলোক-সুখপ্রদ, প্রজাপালক, বৃত্রহা শত্রুগণকে বশীভূত করুন; পুষ্করপ্রভৃতি মেঘগণকে আদেশ দিয়া ভূমিসেচনকারীর নাম বৃষা, সেই বৃষাপতি, কল্যাণপ্রদ, অভয়দাতা স্নানের নিমিত্ত আমাদিগের সম্মুখে রক্ষার্থ আগমন করুন।

৪৪। স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।

[অনন্তর একটী মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতা স্বস্তিপোষণ প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা হইলে স্নানসময়ে কুম্ভীরাদি দ্বারা পীড়া হইবে না] বহুজ্ঞানসম্পন্ন অথবা বহুধনসম্পন্ন ইন্দ্র আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। বহুদেশগমনেও যাঁহার রথনেমি ক্ষুণ্ণ হয় না, এবংবিধ অরিষ্টনেমি আমাদের কল্যাণ করুন, বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

৪৫। আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মাধুনিঃ শিমীবাঞ্ছরুমাংঋজীষী। সোমো বিশ্বান্যতসা বনানি নার্ব্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দেভুঃ॥

[অনন্তর একটী মন্ত্রের দ্বারা সোম ও ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] সততক্রোধশীল, চন্দ্রকান্তমণিপ্রভ, বসন্তপ্রিয়

শমীবৃক্ষ ও দীপ্তিশালী চন্দ্রমা যাবতীয় ওষধিবনস্পতি প্রভৃতিকে স্বকীয় সতত গমনের দ্বারা পোষণ করিতেছেন, [সোমের স্তব করিয়া ইন্দ্রের স্তব করিতেছেন—] যাঁহারা ইন্দ্র অপেক্ষা অর্ব্বাচীন, তাঁহারা উপমাভূত হইয়াও গুণ পরাক্রমাদির দ্বারা ইন্দ্রকে হিংসা করেন নাই অর্থাৎ ইন্দ্রের উপমাভূত কেহ নাই।

৪৬। ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো যেন আবঃ। স বুধ্নিয়া উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ।

[একটী মন্ত্রের দ্বারা পরমাত্মার প্রার্থনা করা হইতেছে—] পরব্রহ্ম সমস্ত দেবের উৎপত্তির পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যরূপে অথবা বিরাজাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভরূপে জন্মগ্রহণ করত সর্ব্বকমনীয় ভূলোক-মধ্যভাগপর্য্যন্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম সকলের আশ্রয়, এই জগতের বিবিধস্থানভূত, প্রাচ্যাদি দিক্ ও বিদ্যমান ঘটপটাদির কারণ, অমূর্ত্ত বায়ুপ্রভৃতির উৎপত্তিস্থানেই প্রকাশক। পরব্রহ্ম স্বকীয় প্রকাশের দ্বারা ভূলোক হইতে শোভমান লোকত্রয় প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি সকল দেবতার আদিভূত এবং সূর্য্যরূপে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়াছেন। তিনি অতীব কমনীয়; সেই ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের আশ্রয়, প্রাচ্যাদি দিক্সমূহ ও জগতের বিবিধস্থানভূত, তিনি বিদ্যমান ঘটপটাদির কারণ ও অমূর্ত্ত বায়ুপ্রভৃতির উৎপত্তিস্থানকে প্রকাশিত করেন।

৪৭। স্যোনাপৃথিবী ভবানৃক্ষরা নিবেশনী যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ।

[গৃহীত-মৃত্তিকার পরিশুদ্ধির জন্য পুনরায় দুইটী মন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র

বলিতেছেন—] হে পৃথিবি! তুমি আমার দুঃখের অবসান কর। তুমি মনুষ্যাদি চতুর্বিধ ভূতসমূহের উৎপাদন করিয়া এবং উৎপাদিত প্রাণিবর্গকে গ্রাম, অরণ্যপ্রভৃতি যথাযোগ্যস্থানে সংস্থাপিত করিয়া ও মলমূত্রাদি ধারণ করত সহিষ্ণুতারূপ কীর্ত্তি দ্বারা বিদ্যমান থাকিয়া আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ বিধান করিয়া থাক।

৪৮। গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।

[দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—] গন্ধদ্বারা যাহার অনুমান করা যায়, যাহা খননাদির দ্বারা প্রকম্পিত হয় না, যাহা নানাবিধ শস্য ও গিরিপ্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্টা, শস্যবপনের নিমিত্ত কৃষকগণকর্ত্তৃক কৃষ্ট, সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বরী ও আশ্রয়ভূতা, সেই মৃত্তিকাকে আমি নিকটে আহ্বান করি।

৪৯। শ্রীর্মে ভজতু। অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতু বিষ্ণুমুখা বৈ দেবা-শ্ছন্দোভিরিমাংল্লোকাননপজয্যমভ্যজয়ন্। মহাংইন্দ্রো বজ্রবাহুঃ ষোড়শী শর্ম্ম বচ্ছতু॥

[এই সমুদায় মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত মৃত্তিকা পাদতল হইতে মস্তকপর্য্যন্ত লেপনকরত জল-প্রবেশের নিমিত্ত প্রার্থনামন্ত্র বলিতেছেন—] লক্ষ্মী আমাকে ভজনা করুন, আমার অলক্ষ্মী নাশপ্রাপ্ত হউক, বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ বেদবিহিত সাধকসমূহের দ্বারা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অজেয় এই লোকসমূহ জয় করিয়াছিলেন। ত্রিলোকী-পূজ্য বজ্রহস্ত ইন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুখ বিধান করুন।

৫০। স্বস্তি নো মঘবা করোতু হন্তু পাপ্মানং যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি।

ইন্দ্র আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন। যে পাপ আমাদিগের দ্বেষ করে, তাহাকে হনন করুন।

৫১। সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজম্। শরীরং যজ্ঞশমলং কুসীদং তস্মিন্ সীদতু যোঽস্মান্ দেষ্টি।

হে বেদপরিপালক পরমাত্মন্! তুমি সোমলতার অভিষবকারীকে সমস্ত শাখাতে উদাত্তাদি স্বরকে পাওয়াও; উশিকৃতনয় পরমর্ষি কক্ষীবান্ আমার শরীরকে শ্রমসহিষ্ণু করুন; যে শত্রু আমাদের হিংসা করে, সে চিরকাল নরকে অবস্থান করুক।

৫২। চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি। তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতা অতি পাপ্মানমরাতিং তরেম।

[জানুপরিমিত জলে প্রবেশ করিয়া যে দুইটী মন্ত্র জপ করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন, এই মন্ত্রের দ্বারা নারায়ণের পাদপদ্ম স্তুত হইতেছে] নারায়ণের যে পাদপদ্ম পবিত্র, ব্যাপক ও পুরাতন; মানব যে চরণের দ্বারা পবিত্র হইয়া সমস্ত দুষ্কৃত অতিক্রম করেন; আমরাও সেই পবিত্র, বিশুদ্ধ চরণের দ্বারা পূত হইয়া নরকের কারণীভূত পাপরূপ শত্রুকে অতিক্রম করিব। এই মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করাইয়া দিবে।

৫৩। সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহঞ্ছূর বিদ্বান্। জহি শত্রূংরপমৃধো নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ।

হে বৃত্রহন্! হে শূর! হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের অন্তঃকরণের বৃত্তির অনুরূপ প্রীতিমান্, তুমি স্বীয় পরিজনবর্গের সহিত বর্ত্তমান ও সর্ব্বজ্ঞ; তুমি মরুৎপ্রভৃতি দেবগণের সহিত আমাদের যাগে

আগমন করত সোমপান কর, শত্রুগণকে নিহত কর এবং সমরে শত্রুগণের বিনাশসাধন কর ; অনন্তর আমাদের সর্ব্ববিধ অভয়বিধান কর।

৫৪। সুমিত্রা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রাস্তস্মৈ ভূয়াসুর্যোঽস্মান্ দ্বেষ্টিঃ যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।

জল ও ওষধিসমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ আমাদের সুখবিধান করুন, যাহারা আমাদের প্রতি দ্বেষ করে এবং আমরা যাহাদিগের প্রতি দ্বেষ করি, তাহাদিগের দুঃখ উৎপাদন করুন।

৫৫। আপো হি ষ্ঠা ময়োভূবস্তা ন উর্ধ্বে দধাতন॥ মহে রণায় চক্ষসে। যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ

হে জল! তুমি স্নান ও পানাদির হেতু বলিয়া সুখপ্রাপক, তুমি আমাদিগকে মহৎ রমণীয় পরমাত্ম-দর্শনের নিমিত্ত পোষণ করিয়া থাক। হে জল। তোমাতে যে কল্যাণপ্রদ মধুর রস বিদ্যমান আছে, তাহা তুমি স্নেহবতী জননীর ন্যায় আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাক। হে জল! আমরা স্ব স্ব পাপরাশির ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমাকে শরণ প্রাপ্ত হই, তুমিও পাপ ক্ষয় করিয়া আমাদের প্রীতি উৎপান কর। তুমি আমাদিগকে পুত্রাদিজননশক্তি প্রদান কর।

৫৬। হিরণ্যশৃঙ্গং বরুণং প্রপদ্যে তীর্থং মে দেহি যাচিতঃ। যন্ময়া ভুক্তমসাধূনাং পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহঃ। যন্মে মনসা বাচা

কর্ম্মণা বা দুষ্কৃতং কৃতম্। তন্ন ইন্দ্রো বরুণো বৃহস্পতিঃ সবিতা চ পুনন্তু পুনঃ পুনঃ।

[ইহার পর দুইটী মন্ত্রের দ্বারা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] সুবর্ণময় শৃঙ্গের ন্যায় যাঁহার মুকুট উপরি অবস্থিত, এবংবিধ বরুণদেবতাকে প্রাপ্ত হই, তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। হে বরুণ! তুমি আমার প্রার্থনানুসারে আবরণস্থান প্রদান কর। অপিচ, আমি অসাধু ব্যক্তিগণের গৃহে যে অন্ন ভোজন করিয়াছি ও পাপিগণের নিকট হইতে যে প্রতিগ্রহ করিয়াছি এবং তদ্ভিন্ন মনঃ, বাক্ ও কর্ম্মের দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, ইন্দ্র, বরুণ, বৃহস্পতি ও সূর্য্য আমাদিগের সেই পাপ পুনঃ পুনঃ বিশোধিত করুন।

৫৭। নমোঽগ্নয়েঽপ্সুমতে নম ইন্দ্রায় নমো বরুণায় নমো বারুণ্যৈ নমোঽদ্ভ্যঃ॥

যাহার মধ্যে জল অব্যক্তভাবে অবস্থিত আছে, তাদৃশ অগ্নির উদ্দেশে নমস্কার; ইন্দ্র, বরুণ, বরুণপত্নী ও জলাভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে নমস্কার।

৫৮। যদপাং ক্রূরং যদমেধ্যং যদশান্তং তদপগচ্ছতাৎ।

হে জল! তোমার যে ক্রূররূপ আবর্ত্তাদি, যাহা অপবিত্র নিষ্ঠীবনাদি এবং যাহা বাতশ্লেষ্মাদিজনক রূপ, সে সমুদায় আমাদের স্নানাদি প্রদেশ হইতে অপসৃত হউক।

৫৯। অত্যাশনাদতীপানাদ্ যচ্চ উগ্রাৎ প্রতিগ্রহাৎ। তন্নো

বরুণো রাজা পাণিনা হ্যবমর্শতু। সোঽহমপাপো বিরজো নির্মুক্তো মুক্তকিল্বিষঃ। নাকস্য পৃষ্ঠমারুহ্য গচ্ছেদ্ ব্রহ্মসলোকতাম্।

[অবগাহন মন্ত্রগুলি বলিতেছেন—] দেব, ঋষি, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদি যজ্ঞকে অতিক্রম করিয়া ভোজনরূপ অত্যাশন, দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ অতিক্রম করত পানরূপ অতিপান এবং যথেচ্ছকারী ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিগ্রহজনিত যে পাপ উৎপন্ন হইয়াছে, জলস্বামী বরুণ হস্তের দ্বারা সেই সকল পাপ অপনয়ন করুন। অনন্তর আমি অপাপ, রজোগুণবিহীন, সংসার-কারণ রাগ-দ্বেষাদিশূন্য ও অত্যাশনাদিজনিত পাপবিহীন হইয়া স্বর্গের উপরিভাগে আরোহণ করত যেন ব্রহ্মলোকে গমন করি।

৬০। যশ্চাপ্সু বরুণঃ স পুনাত্বঘমর্ষণঃ।

সপ্তসমুদ্রমধ্যবর্ত্তী, নানাবিধ-মহানদী-দীঘিকা-কূপাদিতে যে পাপনাশক বরুণদেব অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি আমাদিগকে পবিত্র করুন।

৬১। ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণিয়া অসিক্নিয়া মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া।

হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে সরস্বতি! হে শুতুদ্রি! হে মরুদ্বৃধে! হে আর্জীকীয়ে! তোমরা সকল নদী মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক মৎপঠিত এই স্তুতিমন্ত্রসমূহ শ্রবণ কর, তাহা শ্রবণ করিয়া আমাকে পবিত্র করিতে ও অভিলষিত ফল প্রদান করিতে পরুষ্ণী, অসিক্নী, বিতস্তা ও সুষোমানাম্নী নদীদিগের সহিত আগমন কর।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদ্যপি আমি উল্লিখিত মহানদীগণের তীরে গমন করত চিরকাল তথায় অবস্থান করিয়া সেই সেই নদীর জলে স্নান ও পান করিতে অক্ষম, তথাপি সেখানে থাকিয়া স্নানাদি করিনা কেন। তোমরা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া আমার পবিত্রতা সম্পাদন ও অভীষ্ট ফল প্রদান কর।

৬২। ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্রিরজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।

[জলে অবগাহনকারী পুরুষের সম্বন্ধে প্রাণায়ামের নিমিত্ত পাপনাশক সূক্ত বলিতেছেন—] স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা হইতে তাঁহার সঙ্কল্পবশতঃ, তত্ত্বজ্ঞান উৎপত্তির পূর্ব্বে সত্যবৎ প্রতীয়মান পৃথিবী-প্রভৃতি ভূতপঞ্চক ও চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টির পর রাত্রি ও অহঃ উৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তর সপ্ত সমুদ্র, বাপীকূপাদি জলরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদ্র ও অর্ণবের উৎপত্তির পর অহোরাত্রনির্ম্মাতা, চরাচর বিশ্বের স্বাধীনকর্ত্তা, সংবৎসরনামক কাল উৎপন্ন হইল। পরমেশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গলোক ও লোকত্রয়ের ভোগ্যপদার্থ-সমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কল্পান্তরেও সেইরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন।

৬৩। যৎপৃথিব্যাং রজ স্বমান্তরিক্ষে বিরোদসী। ইমাংস্তদাপো বরুণঃ পুনাত্বঘমর্ষণঃ। পুনন্তু বসবঃ পুনাতু বরুণঃ পুনাত্বঘমর্ষণঃ। এষ ভূতস্য মধ্যে ভুবনস্য গোপ্তা। এষ পুণ্যকৃতাং লোকানেষ

মৃত্যোর্হিরণ্ময়ম্ ॥ দ্যাবাপৃথিব্যোর্হিরণ্ময়ং সংশ্রিতং সুবঃ। স নঃ সুবঃ সংশিশাধি।

পাতালে, অন্তরিক্ষে, স্বর্গে এবং ভূলোকে বর্ত্তমান আমাদিগের যে সকল পাপ আছে, জলাধিপতি পাপনাশক বরুণ তৎসমূহ বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন। অষ্ট বসু, বরুণ অঘমর্ষণ ঋষি আমাদিগকে পবিত্র করুন। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রাণি-সমূহের রক্ষক বরুণদেব প্রাণিগণকে মৃত্যুসম্বন্ধী হিরণ্ময় লোক প্রদান করিয়া থাকেন। হে বরুণ! যে হিরণ্ময় স্বর্গলোক, দ্যুলোক ও ভূলোক আশ্রিত আছে, তুমি আমাদিগকে তাদৃশ স্বর্গলোক প্রদান করত অনুগ্রহ করিয়া থাক।

৬৪। আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি। জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি। যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা।

[স্নাত পুরুষের আচমন-মন্ত্র বলিতেছেন—] এই যে জলরূপ আর্দ্র বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, তাহা অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। যে বস্তু প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ আমিই। পূর্ব্বে যে আমি জীব ছিলাম, এখন সেই আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি। আমি অহঙ্কারসাক্ষী, অহঙ্কারস্বরূপ নহি, অতএব আমি ব্রহ্মস্বরূপ; সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমি জলরূপ আমাকে হোম করিতেছি।

৬৫। অকার্য্যকার্য্যবকীর্ণী স্তেনো ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ। বরুণোঽপামঘর্ষণস্তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।

[আচমনের পর আবার স্নান মন্ত্র বলিতেছেন] যদ্যপি আমি

শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভোজন করিয়াছি, নিষিদ্ধ পরদার গমন করিয়া থাকি, ব্রাহ্মণের অশীতি রতি সুবর্ণ চুরি করিয়া থাকি, ভ্রূণহত্যা করিয়া থাকি বা বিমাতৃগমন করিয়া থাকি, তখনি জলাধিপতি পাপনাশক বরুণ আমাকে সেই সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করুন।

৬৬। রজোভূমিস্ত্বমাং রোদয়স্ব প্রবদন্তি ধীরাঃ।

হে পরমাত্মন্! যদ্যপি আমাতে বহু পাপ আছে, তথাপি তুমি আমায় পাপফল ভোগ করাইবার জন্য রোদন করাইও না অর্থাৎ আমার পাপরাশি দূরীভুত করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। ইহা শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এবং আমিও বলি।

৬৭। আক্রান্তসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্ জনয়ন্ প্রজা ভুবনস্য রাজা। বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসামো বাবৃধে সুবান ইন্দুঃ॥

প্রাণিগণের বিবিধ ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত সৃষ্টির আদিকালে, যিনি প্রজাগণের উৎপাদন করেন, যিনি সমস্ত ভুবনের অধিপতি, যিনি ভক্তগণের উদ্দেশ্যে অভিলষিত বস্তু বর্ষণ করেন, সেই পরমাত্মা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন, যিনি পর্ব্বতের মধ্যভাগে বিরাজমান আছেন, যিনি পবিত্র, অধিক ও অব্যয়; যিনি ব্রহ্ম ও উমার সহিত বর্ত্তমান, যিনি সর্ব্বলোকের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রেরক এবং চন্দ্রতুল্য আহ্লাদজনক, তিনি যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদ্যপি সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তথাপি পূর্ব্বে অবিদ্যার দ্বারা আবৃত থাকায় জীব হইয়া নিজের ব্রহ্মত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন,

কিন্তু অবিদ্যা অপনীত হইয়া তাঁহার ব্যাপকস্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায় তিনি যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

৬৮। পুরস্তাদ্ যশো গুহাসু মম চক্রতুণ্ডায় ধীমহি তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি পরি প্রতিষ্ঠিতং দেভুর্যচ্ছতু দধাতনাদ্যোঽহর্ণবঃ সুবো রাজৈকং চ॥

যশঃ-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম আমার বুদ্ধিরূপা গুহার পূর্ব্বাদি চারিদিকে বিদ্যমান আছেন। আমরা চক্রতুল্য মুখসমন্বিত নন্দিকেশ্বর তীক্ষ্ণদন্ত নরসিংহের ধ্যান করি, যাহারা আমার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিঘ্ন উৎপাদন করে, তোমরা সকলে তাহাদিগকে জলে স্থাপন কর। সমুদ্র স্বর্লোক, রাজা ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমার কল্যাণ প্রদান করুন।

৬৯। রুদ্রো রুদ্রশ্চ দন্তিশ্চ নন্দিঃ ষণ্মুখ এব চ। গরুড়ো ব্রহ্ম বিষ্ণুশ্চ নারসিংহস্তথৈব চ। আদিত্যোঽগ্নিশ্চ দুর্গিশ্চ ক্রমেণ দ্বাদশাম্ভসি। মম বচমসুবেনাবভাবৈ কাত্যায়নায়।

ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ।

বিরাট্ পুরুষ, মহাদেব, গণপতি, নন্দি, কার্ত্তিকেয়, গরুড়, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, নরসিংহ, সূর্য্য, অগ্নি, দুর্গি—এই দ্বাদশ দেবতার গায়ত্রী জলে স্নান ও পানের জন্য আগত আমাদিগকে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। ১। জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।

[অনিষ্ট পরিহারের নিমিত্ত এই সমুদায় মন্ত্রের জপ অবশ্য কর্ত্তব্য,

তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন—] আমরা অগ্নির উদ্দেশে সোমলতার অভিষেক করি। সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি আমাদিগের শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করুন। অপিচ, সেই অগ্নি আমাদের সমস্ত আপৎ বিনষ্ট করিয়াছেন; নাবিক যেমন নৌকার দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম করে, সেইরূপ অগ্নি আমার পাপসমূহ দূরীভূত করুন।

২। তামগ্নিবর্ণাং তমসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।

[দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আমি অগ্নিবর্ণসদৃশী, সন্তাপের দ্বারা আমাদের শত্রুবিনাশিনী, পরমাত্মদৃষ্টা, স্বর্গপশু পুত্রাদিদলের নিমিত্ত উপাসকগণ-সেবিতা দুর্গাদেবীকে শরণ প্রাপ্ত হই; হে সংসারতারিণি! দেবি! তুমি আমাদিগকে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তরণ করাও, তজ্জন্য তোমার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি।

৩। অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ত স্বস্তিভিরতিদুর্গাণি বিশ্বা। পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্বী ভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ।

[তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—] হে অগ্নে! তুমি আমাদিগের স্তবযোগ্য হইয়া কল্যাণপ্রদ উপায়সমূহের দ্বারা সমস্ত আপৎ হইতে উত্তীর্ণ করত আমাদিগকে সংসার-সমুদ্রের পরপারে লইয়া যাও। তোমার অনুগ্রহে আমাদের বাসভূমি, পৃথিবী ও শস্যনিষ্পাদনযোগ্য ভূমিও বিস্তৃতিলাভ করুক। তুমি আমাদিগকে পুত্র দিবার জন্য সুখপ্রদ হও।

৪। বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি। অগ্নে অত্রিবন্মনসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্।

[চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন—] হে জাতবেদঃ! তুমি আমাদের সমস্ত আপদের বিনাশক হইয়া নৌকার দ্বারা সমুদ্রের ন্যায় আমাদিগের সমস্ত পাপ হইতে উত্তরণ কর। হে অগ্নে! তুমি অত্রিঋষির ন্যায় তাপত্রয়রহিত হইয়া মনের দ্বারা আমাদের কল্যাণ চিন্তা কর এবং আমাদিগের শরীরের রক্ষক হইয়া সাবধান হও।

৫। পৃতনাজিতং সহমানমুগ্রমগ্নিং হুবেম পরমাৎ সধস্থাৎ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা ক্ষামদ্দেবো অতিদুরিতাত্যগ্নিঃ।

[পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন—] আমরা পরসেনাজয়ী, শত্রুগণের অভিভবকারী, ভীতিহেতু অগ্নিকে উৎকৃষ্ট স্বীয় ভৃত্যগণের সহ অবস্থানযোগ্য দেশ হইতে আহ্বান করি। সেই অগ্নি আমাদের সমস্ত আপৎ দূরীভূত করিয়াছেন। অগ্নিদেবতা আমাদের মত অপরাধীর সমস্ত দোষ সহ্য করত আমাদের ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপ বিনষ্ট করিতেছেন।

৬। প্রত্নোষি কমীড্যো অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সৎসি। স্বা চাগ্নে তনুবং পিপ্রয়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমায়জস্ব।

[ষষ্ঠ মন্ত্র বলিতেছেন—] হে অগ্নে! তুমি কর্ণসমূহে স্তবযোগ্য হইয়া সুখ বিস্তার করিয়া থাক; তুমি কর্ম্মফলের দাতা, হোমনিষ্পাদক ও স্তবযোগ্য হইয়া কর্ণদেশে অবস্থান করিয়া থাক, তুমি হবির দ্বারা স্বকীয় শরীরের প্রীতি সম্পাদন কর। অনন্তর আমাদিগকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাক।

৭। গোভিজুষ্টমমৃতো নিষিক্তং তবেন্দ্র বিষ্ণোরনুসঞ্চরেম। নাকস্য পৃষ্ঠমভিসংবসানো বৈষ্ণবীং লোক ইহ মাদয়ন্তাম্। ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

[সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন—] হে ইন্দ্র! ধেনুগণ-সেবিত এবং অমৃতধারা-নিষিক্ত মহাভাগ্য লাভের নিমিত্ত অপাপ তোমার ও বিষ্ণুর সেবক হইব। স্বর্গের উপরিভাগে নিবাসশীল সমস্ত দেবতা অভীষ্ট ফল প্রদানের দ্বারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ আমার প্রীতি উৎপাদন করুন।

তৃতীয়োঽনুবাকঃ। ভূরন্নমগ্নয়ে পৃথিব্যৈ স্বাহা ভুবোঽন্নং বায়বেঽন্তরিক্ষায় স্বাহা সুবরন্নমাদিত্যায় দিবে স্বাহা ভূর্ভুবঃসুবরন্নং চন্দ্রমসে দিগ্ভ্যঃ স্বাহা নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূর্ভুবঃ-সুবরন্নমোম্॥

[ইহার পর পাপক্ষয়ের নিমিত্ত অন্নকামের হোমমন্ত্রসমূহ বলিতেছেন; ভূসংস্কারাদি আজ্য-সংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম্ম স্বস্ব গৃহোক্ত বিধির দ্বারা করিয়া এই সকল মন্ত্রের দ্বারা অথবা মন্ত্রলিঙ্গবশতঃ অন্নের হোম করিবে। এই প্রধান যাগ ও স্বিষ্টকৃতাদি ইষ্টি আবার গৃহোক্ত বিধির দ্বারা করিতে হইবে—] ভূঃ, ভুবঃ ও সুবঃ এই তিনটী অব্যয়পদ, ত্রৈলোক্যের অধিষ্ঠানদেবতাবাচক। ভূঃ অর্থাৎ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তজ্জন্য চরুরূপ অন্ন অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই স্মার্ত্তাগ্নিতে সুহুত হউক। ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা আবার বায়ু ও অন্তরিক্ষ দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। সুবর্লোক আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা আবার আদিত্য ও স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। ভূঃ, ভুবঃ ও সুবঃ আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা আবার চন্দ্রমা ও দিক্‌সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। এইরূপে স্বিষ্টকৃৎ ইষ্টির সহিত প্রধান যাগ সম্পাদন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া 'নমো দেবেভ্যঃ' এই মন্ত্রে দেবগণের অর্চ্চনা করিবে, পরে দক্ষিণামুখ হইয়া 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' এই মন্ত্রে পিতৃগণের পূজা করিবে। স্বধা শব্দ পিতৃগণের অতীব প্রিয়, ইহা নমস্কারাদি উপচারকে বুঝায়। ভূঃ, ভুবঃ, সুবঃ, এই তিনটী দেবতা আমাদিগকে অভীষ্ট অন্ন দিবার জন্য অনুজ্ঞা করুন।

চতুর্থোঽনুবাকঃ। ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ স্বাহা, ভুবো বায়বেঽন্তরিক্ষায় স্বাহা, সুবরাদিত্যায় দিবে স্বাহা, ভূর্ভুবঃসুবশ্চন্দ্রমসে দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা, নমো দেবেভ্যঃ, স্বধা পিতৃভ্যো, ভূর্ভুবঃ সুবরগ্ন ওম্॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ।

[ইহার পর কেবল পাপক্ষয়ের নিমিত্ত মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে। ঘৃতদ্বারা এখানে হোম করিতে হইবে, অন্যদ্রব্য দ্বারা নহে, কারণ মন্ত্রলিঙ্গ নাই। আজ্য হইতেছে সমস্ত হোমের সাধারণ দ্রব্য। অন্য ফল না থাকায় পাপক্ষয়ই ফল] পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন প্রদান করুন, সেই অন্ন অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রীদেবতা আমাকে অন্নপ্রদান করুন, তাহা আবার বায়ু ও অন্তরিক্ষলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। সুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা আদিত্য ও দ্যুলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। ভূঃ, ভুবঃ ও সুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আমাকে অন্ন প্রদান

করুন, সেই অন্ন চন্দ্রমা ও দিক্‌সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের উদ্দেশে সুহুত হউক। দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার, পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা। ভূঃ, ভুবঃ ও সুবঃ—এই প্রসিদ্ধ তিনটী লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা এই আহুতি দ্রব্য স্বীকার করিয়া আমাদিগের পাপ নিবারণ করুন। হে অগ্নে! তুমিও আমায় প্রার্থিত কর্ম্ম করিতে অঙ্গীকার কর।

পঞ্চমোঽনুবাকঃ। ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যৈ চ মহতে চ স্বাহা, ভুবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ মহতে চ স্বাহা, সুবরাদিত্যায় চ দিবে চ মহতে চ স্বাহা, ভূর্ভুবঃসুবশ্চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা। নমো দেবেভ্যঃ, স্বধা পিতৃভ্যো, ভূর্ভুবঃসুবর্মহরোম্॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

[যাঁহারা মহত্ত্ব প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের জন্য তৎফলক হোমমন্ত্র-সমূহ কথিত হইতেছে—] ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা আবার মহত্ত্বগুণযুক্ত অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা মহত্ত্বযুক্ত বায়ু ও অন্তরিক্ষলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। সুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা মহত্ত্বগুণবিশিষ্ট আদিত্য ও দ্যুলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। ভূঃ, ভুবঃ ও সুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা মহত্ত্বযুক্ত চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রসমূহ ও দিক্‌সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। দেবতাগণের উদ্দেশে নমস্কার। পিতৃগণের

উদ্দেশে স্বধা। ভূঃ, ভুবঃ ও সুবঃ—এই তিনটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আমাকে মহত্ত্ব প্রদান করুন।

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহা। পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা। যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা। সর্ব্বং পাহি শতক্রতো স্বাহা॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

[পূর্ব্বে "ভূঃ অগ্নয়ে"—ইত্যাদি অনুবাকে সর্ব্বসাধারণ পাপক্ষয়-হেতু হোমমন্ত্রসমূহ কথিত হইয়াছে। অনন্তর প্রতিবন্ধকনিবারণের দ্বারা মুমুক্ষুর জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত হোমমন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে—] হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপ হইতে রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক। আমাদের যাবতীয় তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে পালন কর, তজ্জন্য তোমার উদ্দেশে ইহা সুহুত হউক। হে বিভাবসো! ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উপায়ভূত যজ্ঞরক্ষা কর, তাহা তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। হে শতক্রতো! তুমি জ্ঞানসাধন গুরুশাস্ত্রাদি রক্ষা কর, তাহা তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক।

সপ্তমোঽনুবাকঃ। পাহি নো অগ্ন একয়া। পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া। পাহ্যূর্জং তৃতীয়য়া। পাহি গীর্ভিশ্চতসৃভির্বসো স্বাহা॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ।

[পুনঃ পূর্ব্বোক্তফলক আহুতিচতুষ্টয়মন্ত্র কথিত হইতেছে—] হে অগ্নে! হে বসো! তুমি ঋগ্বেদরূপ প্রথম বাক্যের দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। তজ্জন্য এই আজ্য তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। অপিচ যজুর্ব্বেদরূপ দ্বিতীয় বাণীর দ্বারা স্তুত হইয়া

আমাদিগকে পালন কর, তজ্জন্য এই আজ্য তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। সামবেদরূপ তৃতীয় বাক্যদ্বারা স্তুত হইয়া আমাদের অন্ন ও অন্নরস পান কর, তজ্জন্য এই আজ্য তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বরূপ চতুর্ব্বিধ বাণীর দ্বারা অভিষ্টূত হইয়া আমাদিগকে পালন কর, তজ্জন্য এই আজ্য তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক।

অষ্টমোঽনুবাকঃ। যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপশ্ছন্দোভ্যশ্ছন্দাংস্যাবিবেশ। স চাং শিক্যঃ পুরোবাচোপনিষদিন্দ্রো জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ায় ঋষিভ্যো নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূর্ভুর্বঃসুবশ্ছন্দ ওম্॥ ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ।

[অর্থজ্ঞানপ্রতিপাদক সমস্ত বেদান্ত-প্রাপ্তিকাম পুরুষের জন্য মন্ত্র বলিতেছেন—] যে প্রণব সমস্ত বেদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, যাহা সমস্ত জগৎস্বরূপ, তাদৃশ প্রণব বেদসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই প্রণব গায়ত্রীপ্রভৃতি সমস্ত ছন্দের মধ্যে আবিষ্ট রহিয়াছে। সাধুগণের প্রাপ্তব্য, সকলের আদিকারণ প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমৈশ্বর্য্য-যুক্ত পরমাত্মা জিজ্ঞাসু ঋষিগণের মধ্যে জ্ঞানসমর্থকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। অতএব আমি দেব ও পিতৃগণকে নমস্কার করিতেছি। ভূঃ ভুবঃ ও সুবর্লোকস্থিত মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদকে আমি প্রাপ্ত হইব।

নবমোঽনুবাকঃ। নমো ব্রহ্মণে ধারণং মে অস্ত্বনিরাকরণং ধারয়িতা ভূয়াসং কর্ণয়োঃ শ্রুতং মা চ্যোচ্ং মমামুষ্য ওম্॥ ইতি নবমোঽনুবাকঃ।

[অধীত বেদসমূহ যাহাতে বিস্মৃত না হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত জপ্য মন্ত্র বলিতেছেন—] জগৎকারণ ব্রহ্মকে নমস্কার। তাঁহার অনুগ্রহে আমার চিত্তে গ্রন্থ ও গ্রন্থার্থধারণসামর্থ্য হউক, এমনভাবে গ্রন্থের ধারণা করিতে পারি, যেন বিস্মৃত না হই। আমি এরূপ প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার কর্ণদ্বয়ে যাহা কিছু বেদশাস্ত্রাদি শ্রুত হইয়াছে, তাহা যেন বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। অনন্তর আমি স্থির ধারণা প্রাপ্ত হইব।

দশমোঽনুবাকঃ। ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দমস্তপঃ শমস্তপো দানং তপো যজ্ঞং তপো ভূর্ভুবঃসুবর্ব্রহ্মৈ-তদুপাস্স্বৈতত্তপঃ॥ ইতি দশমোঽনুবাকঃ।

[জ্ঞানসাধন চিত্তের একাগ্রতারূপ তপঃ আছে, মনঃ ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতা পরম তপস্যা। সেই তপঃ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সমস্ত কর্ম্মস্বরূপতারূপে প্রশংসা করিতেছেন। অথবা তাদৃশ তপঃসিদ্ধির নিমিত্ত জপ্য মন্ত্র বলিতেছেন—] ঋত—মনের দ্বারা যথার্থ বস্তুর চিন্তা তপঃ; সত্য—বাক্যের দ্বারা যথার্থ কথন তপঃ; বেদার্থনির্ণায়ক পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার শ্রবণ তপঃ; শান্তিই তপঃ; দম অর্থাৎ উপবাসাদি তপঃ; শম—শত্রুতেও ক্রোধরাহিত্য তপঃ; দান তপঃ; যজ্ঞ তপঃ। ভূঃ, ভুবঃ ও সুবঃ এই লোকত্রয়াত্মক ব্রহ্ম আছেন, হে মুমুক্ষুগণ! এই ব্রহ্মের উপাসনা কর, ইহাই তপস্যা।

একাদশোঽনুবাকঃ। যথা বৃক্ষস্য সংপুষ্পিতস্য দূরাদ্গন্ধো বাত্যেবং পুণ্যস্য কর্মণো দূরাদ্গন্ধো বাতি যথাসিধারাং কর্ত্তেঽবহি-তামবক্রামে যদ্যুবেয়ুবে হ বা বিহ্বয়িষ্যামি কর্ত্তং পতিষ্যামী-ত্যেবমমৃতাদাত্মানং জুগুপ্সেৎ॥ ইতি একাদশোঽনুবাকঃ।

[শাস্ত্রবিহিত—কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ পুণ্যকে জ্ঞানসাধন বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া নিষিদ্ধাচরণকে নিন্দা করিতেছেন—] যেমন বিকশিত চম্পকাদিবৃক্ষের সুরভিগন্ধ বায়ুর সহিত দূর হইতে দূরদেশে গমন করে, সেইরূপ জ্যোতিষ্টোমাদি পুণ্যকর্ম্মের সুগন্ধসদৃশ সৎকীর্ত্তি মনুষ্যলোক হইতে স্বর্গে গমন করে। যেমন সংসারে কোন লোক কখনও কোন কারণে গর্ত্তের উপর বক্রভাবে স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অসিধারার উপর পাদদ্বয় দিয়া গমন করে, তবে পাদচ্ছেদ হইবে, যদি দৃঢ়স্পর্শ না হয়, তবে গর্ত্তে নিপতিত হইবে। উভয় প্রকারই দুঃখ,—ইহা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ি। তখন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকি। অতএব মুমুক্ষু মোক্ষপ্রাপ্তিহেতু হইতে অন্তঃকরণকে স্থির করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেন।

দ্বাদশোঽনুবাকঃ। ১। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্ মহিমানমীশম্।

[শাস্ত্রনিষিদ্ধ-আচরণরহিত যথোক্তপ্রশংসাযুক্ত পুণ্যানুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষের সম্বন্ধে তত্ত্ব উপদেশ করিবার নিমিত্ত এই অনুবাক আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন—] আত্মা পরমাণু হইতেও অণুতর, আকাশাদি মহদ্বস্তু হইতেও মহত্তর। সাধু পুরুষ তাদৃশ পরমাত্মাকে দেবমনুষ্যাদি জীবের হৃদয়পুণ্ডরীকবর্ত্তিনী বুদ্ধিকে বিদ্যার দ্বারা জানিয়া থাকেন। শমদমাদিগুণোপেত অধিকারী পুরুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহে সঙ্কল্পরহিত, তাদৃশ মহান্ পরমেশ্বরকে

দর্শন করিয়া থাকেন, অনন্তর তিনি জন্মমরণাদিশোকরহিত হইয়া থাকেন। এই মন্ত্রে আত্মাকে অণু হইতেও অণুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর বলা হইয়াছে; দুইটী বিরুদ্ধ কথা। তাহার সমাধান এই যে, আত্মা বাস্তবিক সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তথাপি সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে অণু হইতেও অণুতর বলা হয়। অথবা বুদ্ধি অণু বলিয়া তদবচ্ছিন্ন আত্মাকে উপাসনার জন্য অণীয়ান্ বলা হইয়াছে, পরমাণু, দ্ব্যণুকাদি আমাদের প্রত্যক্ষ না হইলেও যোগিগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, এইজন্য অণীয়ান্ বলা হইয়াছে। আকাশাদি এক একটী ব্রহ্মাণ্ডে থাকে, কিন্তু আত্মা তাদৃশ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা বলিয়া মহীয়ান্ বলা হইয়াছে।

২। সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়ান্নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত।

[দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—] যে পরমাত্মা শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষগণ-বেদ্য বলা হইয়াছে, তাঁহাকে শাখাচন্দ্র ন্যায়ের দ্বারা উপলক্ষণত্বপ্রযুক্ত জগৎকারণ বলা হইতেছে] মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে দুইটী চক্ষুঃ, দুইটী কর্ণ, দুইটী নাসিকা ও মুখ,—এই সাতটী ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে; সেই পরমাত্মা হইতে চক্ষুরাদি সাতটী ইন্দ্রিয়ের সাতটী বিষয়প্রকাশনশক্তি, সাতটি বিষয় এবং কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী,—এই সাতটী জিহ্বা উৎপন্ন হইয়াছে, যে পরমেশ্বর হইতে ভূরাদি সাতটী লোক উৎপন্ন হইয়াছে। সে সাতটী লোকের মধ্য হইতে, দেবমনুষ্যাদিশরীরবর্ত্তী

সাতটী প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। গুহাশায়ী পরমেশ্বর হইতে মহর্ষি, সপ্ত সমুদ্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে।

৩। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দতে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ বিশ্বা ওষধয়ো রসাচ্চ যে নৈষ ভূতস্তিষ্ঠত্যন্তরাত্মা।

[তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—] এই পরমেশ্বর হইতে সাতটী সমুদ্র, সাতটী পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে; নানাদেশাভিমুখ সিন্ধুসমূহ এই পরমেশ্বর হইতে প্রবাহিত হইতেছে। এই বিদ্বদনুভবনীয় রসস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ওষধি উৎপন্ন হইয়াছে, যে ওষধিরসের দ্বারা অহংপ্রত্যয়গম্য অন্তরাত্মা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে।

৪। ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্। শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্।

[চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন—], [অন্তর্বর্ত্তী প্রাণাদি ও বহির্বর্ত্তী সমুদ্রাদির সৃষ্টি বলিয়া চেতন বস্তুসমূহে পরমেশ্বরের উৎকৃষ্টরূপে অবস্থান বলিতেছেন—] পরমেশ্বর দেবগণের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইয়া নিয়ামকভাবে অবস্থান করিতেছেন, কবিগণের মধ্যে শব্দসামর্থ্যাভিজ্ঞ ব্যাসবাল্মীক্যাদিরূপে অবস্থান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গোত্র-প্রবর্ত্তক বশিষ্ঠাদি ঋষি হইয়াছেন। চতুষ্পদ জীবের মধ্যে অধিকশক্তিযুক্ত মহিষ হইয়াছিলেন। গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণের মধ্যে বলবান শ্যেনপক্ষী হইয়াছিলেন। বৃক্ষসমূহের ছেদনের জন্য কুঠার হইয়াছিলেন এবং সোমরূপে মন্ত্রশব্দযুক্ত হইয়া পবিত্র গঙ্গাদি জলকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

৫। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং স্বরূপাম্। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

[পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন], [ব্যবহারকালে চতুর্মুখ ব্রহ্মাদি-শরীরে পরমেশ্বরের বিশেষরূপে অবস্থান বলিয়া যথোক্ত জগৎসৃষ্টির মূলকারণভূত মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে—] বিষয়াসক্ত জীব লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপযুক্ত অথবা সত্ত্ব, রজঃ তমঃস্বরূপা সমানরূপ, দেবতির্য্যক্‌মনুষ্যাদি বহুবিধ প্রজা উৎপাদন করিয়া প্রীতিসহকারে মায়াকে সেবাকরতঃ বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া জন্মমরণাদি সংসার প্রাপ্ত হয়, অন্য বিরক্ত পুরুষ ভোগ্যবস্তুজাত উপভোগ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করে।

৬। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা, বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।

[ষষ্ঠ মন্ত্র বলিতেছেন—] [যে পুরুষ বিবেকের দ্বারা মায়াকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ ব্রহ্মরূপে অবভাসমান হয়, এই বিষয় এখানে প্রদর্শিত হইতেছে—] সূর্য্য বিশুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে অবস্থান করেন, তিনি আবার সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে জগতের নিবাসহেতু বলিয়া বসুবায়ুরূপে অন্তরিক্ষে অবস্থান করেন। হোমনিষ্পাদক আহবনীয়াদি অগ্নি হইয়া সোমযাগাদির অঙ্গভূত বেদিতে অবস্থান করেন। অমাবস্যাদি তিথিবিশেষকে অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের প্রার্থনার জন্য সেই সেই স্থানে গমন করত বৈদেশিক অতিথিরূপে পরকীয়গৃহে, অবস্থান করিতেছেন।

অবস্থান করিতেছেন। মনুষ্যের মধ্যে কর্ম্মাধিকারী জীবরূপে অবস্থান করেন। শ্রেষ্ঠ স্থান কাশী প্রভৃতিতে পূজনীয়রূপে অবস্থান করিতেছেন। সত্য বৈদিক কর্ম্মে ফলরূপে অবস্থান করেন, আকাশে নক্ষত্রাদিরূপে অবস্থান করেন। নদী-সমুদ্রাদিতে শঙ্খমকরাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। গোসমূহ হইতে দুগ্ধাদিরূপে উৎপন্ন হন। সত্য বচন হইতে কীর্ত্তিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পর্ব্বতসমূহ হইতে বৃক্ষাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হংস হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্রিজা পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ সত্য ব্রহ্ম। অজ্ঞদৃষ্টিতে জগদ্রূপে ভাসমান সমস্ত বস্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্মই।

৭। ঘৃতং মিমিক্ষিরে ঘৃতমস্য যোনির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতমুবস্য ধাম। অনুষ্বধমাবহ মাদয়স্ব স্বাহাকৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম্।

[সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন—] [জ্ঞানিভোগ্য দেহের অনুকূল ভোগসমূহ প্রার্থনীয়, তজ্জন্য জ্ঞানসাধন যাগাদি কর্ম্মের হেতু অগ্নির অনুকূলতা প্রার্থনা করিতেছেন—] পূর্ব্বে যজমানগণ আহবনীয়রূপ অগ্নিতে ঘৃতসেক করিয়াছেন, সেই ঘৃত অগ্নির উৎপত্তির কারণ ; যে হেতু ঘৃতের দ্বারা জ্বালাবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই অগ্নি ঘৃতকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ঘৃতই অগ্নির স্থান অথবা তেজোহেতু। হে অগ্নে! তুমি স্বধামন্ত্রের পর আমাদের হবিঃস্বরূপ শ্রবণ করিয়া দেবতাগণকে এখানে আনয়ন কর। তাঁহাদিগকে আনিয়া আনন্দিত কর। হে শ্রেষ্ঠ! স্বাহাকারের দ্বারা অস্মৎপ্রদত্ত হব্য দেবতাগণকে প্রদান কর।

৮। সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাং উদারদুপাং শুনা সমমৃতত্ত্বমানট্। ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানামমৃতস্য নাভিঃ।

[অষ্টম মন্ত্র বলিতেছেন—] সমুদ্র হইতে উর্মির ন্যায় পরমাত্মা হইতে মাধুর্য্যযুক্ত প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রণবযুক্ত গুহ্য নাম সমস্ত বেদে বর্ত্তমান আছে। মানব ধ্যানকালে শনৈঃ শনৈঃ উচ্চারণীয় সেই প্রণবের দ্বারা উৎপত্তিবিনাশরহিত ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই প্রণব হইতেছে সমস্ত বেদের জিহ্বাস্থানীয়; কারণ ধ্যানপরায়ণ দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা উচ্চারণীয়ত্ব জিহ্বার ন্যায় মুখমধ্যে রহিয়াছে। অপিচ এই প্রণববিনাশরহিত মোক্ষের নাভিস্বরূপ অর্থাৎ নাভি যেমন রথচক্রের আশ্রয়, সেইরূপ এই প্রণবই মুক্তির উপায়, ইহা দ্বারা মানব মুক্তি লাভ করেন।

৯। বয়ং নাম প্রব্রবামা ঘৃতেনাশ্মিন্ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ। উপ ব্রহ্মা শৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃ শৃঙ্গোঽবমীদ্গৌর এতৎ।

[নবম মন্ত্র বলিতেছেন—] আমরা জ্ঞানার্থী পুরুষ, এই জ্ঞানযজ্ঞে দীপ্তিশীল, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রণব উচ্চারণ করিয়া থাকি। অনন্তর আমরা নমস্কারপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মতত্ত্ব চিত্তে ধারণা করি। আমরা প্রণবের দ্বারা যে ব্রহ্মতত্ত্বের স্তব করি, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞগণও শ্রবণ করিয়াছেন। অকার, উকার, মকার ও নাদরূপ শৃঙ্গচতুষ্টয়যুক্ত শ্বেতবর্ণ প্রণবরূপ বৃষ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

১০। চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশ॥

[দশম মন্ত্র বলিতেছেন—] প্রণবের অকারাদি চারিটী শৃঙ্গ। এই প্রণবপ্রতিপাদ্য প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মের তিনটী পাদ, তন্মধ্যে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই তিনটী অধ্যাত্ম পাদ; বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞান, এই তিনটী অধিদৈব পাদ; এখানে পাদশব্দের অর্থ পদনীয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা যায়, তাহা বুঝিতে হইবে। উত্তমাঙ্গ স্থানে চৈতন্যস্বরূপ দুইটী শক্তি। ভূরাদি সপ্তলোক এই ব্রহ্মের হস্তস্থানীয়। অকার, উকার ও মকারে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞদ্বারা এবং বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞানদ্বারা ত্রিপ্রকারে সংবদ্ধ আছে। প্রণব তেজোরূপ ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর সমস্ত মনুষ্য-দেহে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করিয়াছেন।

১১। ত্রিধা হিতং পণিভির্গুহ্যমানং গবি দেবাসো ঘৃতমন্ববিন্দন্। ইন্দ্র একং সূর্য্য একং জজান বেনাদিকং স্বধয়া নিষ্টতক্ষুঃ।

[একাদশ মন্ত্র বলিতেছেন—] দেবোপম সাত্ত্বিক পুরুষেরা শরীরে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপ তিন প্রকারে এবং ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞান—এই তিন প্রকারে অবস্থিত, উপদেষ্টৃগণকর্ত্তৃক গোপনীয়, দীপ্ত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্বকে তত্ত্বমস্যাদি বেদরূপ বাক্যে লাভ করিয়াছিলেন। পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত বিরাটপুরুষ জাগরণকে, হিরণ্যগর্ভ স্বপ্নকে উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদুঃখরহিত অব্যাকৃত হইতে সুষুপ্তি নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মরূপের দ্বারা অন্বিত পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় নিষ্পাদন করিয়াছেন। এই দুইটী মন্ত্রের দ্বারা প্রণবতত্ত্ব প্রতিপাদ্য অর্থ বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।

১২। যো দেবানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিশ্বাধিয়ো রুদ্রো মহর্ষিঃ। হিরণ্যগর্ভং পশ্যতি জায়মানং স নো দেবঃ শুভয়া স্মৃত্যা সংযুনক্তু॥

[দ্বাদশ মন্ত্র বলিতেছেন—] যিনি জগৎ হইতে বৃহৎ, বেদ-প্রতিপাদ্য অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিগণের মধ্যে মহান্, অগ্নি, ইন্দ্রপ্রভৃতির প্রথম, পূর্ব্বে উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভকে দর্শন করেন, সেই দেব পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভা ব্রহ্মতত্ত্বস্মৃতির দ্বারা সংযুক্ত করুন। ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের জন্য এই মন্ত্রের জপ করা উচিত, ইহা মন্ত্রলিঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে।

১৩। যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

[ত্রয়োদশ মন্ত্র বলিতেছেন—] [শুভা স্মৃতির দ্বারা সংযুক্ত হউক, এই স্মরণীয় তত্ত্ব এখানে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে] যে ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কোন বস্তু নাই, যাহা হইতে অত্যল্প বস্তু নাই, যাহা হইতে অধিক কোন বস্তু নাই। [এখানে পরশব্দের দ্বারা গুণের উৎকর্ষ এবং অপর শব্দের দ্বারা গুণের নিকর্ষ অভিপ্রেত; জ্যায়ঃ-শব্দের দ্বারা পরিমাণের উৎকর্ষ এবং অণীয়ঃ-শব্দের দ্বারা পরিমাণের অপকর্ষ অভিপ্রেত; সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিষেধের দ্বারা অদ্বিতীয়তা সিদ্ধ হইল] যেমন বৃক্ষ গমনাগমনরহিত, একত্র স্তব্ধভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ অদ্বিতীয় এক পরমেশ্বর নির্ব্বিকার-ভাবে দ্যোতনস্বরূপ স্বপ্রকাশরূপে অবস্থান করেন। সেই চেতন পুরুষের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তু

না থাকায়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বস্তু থাকিতে পারে না। জগৎ বলিয়া কিছু নাই, সমস্তই ব্রহ্মতত্ত্ব।

১৪। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজদেতদ্ যতয়ো বিশন্তি ॥

[চতুর্দশ মন্ত্র বলিতেছেন—] [পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব স্মরণের অন্তরঙ্গ সর্ব্বত্যাগরূপ সাধন বলিতেছেন—] অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, পুত্র ও ধনের দ্বারা মুক্তিলাভ ঘটে না, কোন কোন মহাত্মা লৌকিক ও বৈদিক ব্যাপারের পরিত্যাগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়সংযমী যতিগণ যে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, যাহা স্বর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট, যাহা স্বকীয় একাগ্রবুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত থাকিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

১৫। বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।

[পঞ্চদশ মন্ত্র বলিতেছেন—] [পূর্ব্ব মন্ত্রে ত্যাগই মোক্ষসাধন, ইহা বলা হইয়াছে। এখন আত্মজ্ঞ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, জ্ঞান হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিতে জ্ঞানকেই মোক্ষসাধন বলা হইতেছে, অতএব উভয়ের বিরোধপরি-হারের নিমিত্ত জ্ঞান ও সন্ন্যাসের মোক্ষে পৃথক্‌ভাবে উপযোগিতা প্রদর্শিত হইতেছে] বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ অর্থ সুনিশ্চিত হইয়াছে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাদিত্যাগরূপ সন্ন্যাস এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, এবংবিধ যতিগণের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে

অজ্ঞান নষ্ট হয়; পরে দেহপাত হইলে তাঁহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই মন্ত্রদ্বারা জানা গেল যে, জ্ঞান তত্ত্বপ্রকাশ করিয়া অবিদ্যানিবর্ত্তক হয়, আর ত্যাগ বিষয়ভোগ-নিবৃত্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়, ইহাই উভয়ের পৃথক্ উপযোগিতা প্রদর্শিত হইল। অজ্ঞান থাকিলে যে দেহপাত কাল, তাহাই অপরান্ত কাল, আর অজ্ঞান নষ্ট হইলে যে দেহপাত কাল, তাহাকে পরান্তকাল কহে। কারণ, তখন আর দেহগ্রহণ হয় না। অজ্ঞান থাকিলে প্রলয়কালেও মুক্তি হয় না, কিন্তু অজ্ঞান নষ্ট হইলে এই দেহপাতের পরে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না, তাহাই বিদেহকৈবল্য।

১৬। দহ্রং বিপাপং পরমেশ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্। তত্রাপিদহ্রং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্॥

[ষোড়শ মন্ত্র বলিতেছেন—] [তত্ত্ব জানিতে অসমর্থের পক্ষে সূক্ষ্ম উপায় কথিত হইয়াছে—] অল্প, পাপরহিত, পরমাত্মার উপলব্ধিস্থানভূত, শরীরের মধ্যে অবস্থিত অষ্টদল পুণ্ডরীক বিদ্যমান আছে। সেই অল্প পুণ্ডরীকে সূক্ষ্ম আকাশবৎ অমূর্ত্ত ব্রহ্ম আছেন। যদ্যপি ব্রহ্ম ব্যাপক, তথাপি, ঘটাকাশের ন্যায় পুণ্ডরীকস্থানকে অপেক্ষা করিয়া অল্প বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম শোকরহিত, আকাশ-শব্দবাচ্য, সেই পুণ্ডরীকমধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করিবে।

১৭। যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ॥

অজোহস্য আবিবেশ সর্ব্বে চত্বারি চ॥ ইতি দ্বাদশোঽনুবাকঃ।

[সপ্তদশ মন্ত্র বলিতেছেন—] 'অগ্নীমীলে পুরোহিতম্'— ইত্যাদি বেদের আদিতে যে প্রণবরূপ বর্ণ উক্ত হইয়াছে, যাহা উপনিষদে অক্ষররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রণব ধ্যানকালে অব্যাকৃত জগৎকারণে লীন হয়। অকার, উকার ও মকারে যথাক্রমে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃতরূপে ধ্যান করিয়া অকার বিরাট্‌কে উকারে লয় পাওয়াইয়া পরে হিরণ্যগর্ভরূপ উকারকে মূলঃপ্রকৃতিরূপ মকারে লয় পাওয়াইবে। প্রকৃতি-লীন সেই প্রণবের যে উৎকৃষ্ট ধ্যাতব্য বস্তু, তাহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গগনশব্দ বাচ্য বস্তু বিস্তৃতভাবে কথিত হইল।

ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ। ১। সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্। বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদম্ ॥

[পূর্ব্বানুবাকের শেষে যে উপাস্য মহেশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে উপাস্যগুণবিশেষ এই অনুবাকে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন—] যাঁহার অনন্ত শিরঃ, যাঁহার অসংখ্য ইন্দ্রিয়, যাঁহা হইতে জগতের যাবতীয় সুখ উৎপন্ন হয়, জগদাত্মক নারায়ণ, ইন্দ্রাদিদেবতাস্বরূপ, ব্যাপক, উৎকৃষ্ট, গম্য মহেশ্বরের ধ্যান করিবে। বিবাড়্‌রূপ মহেশ্বরের যে দেহ, তাহা হইতেছে সকল প্রাণীর দেহ, সকল প্রাণীর শিরঃ তাঁহার শিরঃ, সকলের ইন্দ্রিয় তাঁহার ইন্দ্রিয়; তিনিই ইন্দ্রাদি-দেবতারূপে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে দেব বলা হয়।

২। বিশ্বতঃ পরমাত্মিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্। বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি।

[দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—] জড়বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট, বিনাশরহিত, সর্ব্বাত্মক, পাপনাশক নারায়ণের ধ্যান করিবে। অন্তদৃষ্টিতে এই যে বিশ্ব দৃষ্ট হইতেছে, পরমাত্মা স্বকীয় ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাকে আশ্রয় করেন।

৩। পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্। নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্॥

[তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—] জগতের পালক, জীবসমূহের নিয়ামক, শাশ্বত, পরমমঙ্গলস্বরূপ, কূটস্থ, মহাজ্ঞেয়, জগদাত্মক নারায়ণকে ধ্যান করিবে।

৪। নারায়ণ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ। নারায়ণ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ। নারায়ণপরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ।

[চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন—] পুরাণে নারায়ণ শব্দের দ্বারা অভিহিত পরমেশ্বর উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ, নারায়ণ পরমাত্মা, নারায়ণ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, নারায়ণ শ্রেষ্ঠ, নারায়ণ উৎকৃষ্ট, বেদান্তাধিকারী, নারায়ণ পরম ধ্যান।

৫। যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

[পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন—] জগতে যাহা কিছু সমীপবর্ত্তী বস্তু দৃষ্ট অথবা দূরস্থ বস্তু শ্রুত হয়, নারায়ণ তৎসমুদায়ের অভ্যন্তর ও বাহ্যদেশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

৬। অনন্তমব্যয়ং কবিং সমুদ্রেঽন্তং বিশ্বশম্ভুবম্।
পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্॥

[ষষ্ঠ মন্ত্র বলিতেছেন—] [এই মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধদ্বারা নারায়ণের যথার্থ রূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে, উত্তরার্দ্ধের দ্বারা উপসনাস্থান কথিত হইতেছে—] দেশপরিচ্ছেদশূন্য, বিনাশরহিত, সর্ব্বজ্ঞ, সমুদ্রতুল্য সংসারের অবসানরূপ, (নারায়ণস্বরূপ জানিলে সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) সংসারের উৎপত্তিকারণ, অষ্টদলপদ্মের মধ্যছিদ্রসদৃশ, হৃদয়শব্দবাচ্য অধোমুখ। এতাদৃশ নারায়ণের ধ্যান করিবে।

৭। অধো নিষ্ঠ্যা বিতস্ত্যান্তে নাভামুপরি তিষ্ঠতি।
জ্বালমালাকুলং ভাতী বিশ্বস্যায়তনং মহৎ॥

[সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন—] গ্রীবাবন্ধের নিম্নে, নাভির ঊর্দ্ধভাগে দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত স্থান আছে, তাহার অন্তদেশে যে হৃদয় পুণ্ডরীক বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় ব্রহ্মাণ্ডের আধার ভূত, প্রকাশপরম্পরা-যুক্ত ব্রহ্ম শোভা পাইতেছেন।

৮। সন্ততং শিলাভিস্তু লম্বত্যাকোশসন্নিভন্।
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥

[অষ্টম মন্ত্র বলিতেছেন—] পদ্মমুকুলসদৃশ হৃদয়কমল ; হৃদয়মধ্যে অধোমুখে লম্বমান রহিয়াছে। সেই হৃদয়কমল আবার নাড়ীসমূহের দ্বারা সম্যক্‌রূপে ব্যাপ্ত আছে। হৃদয়ের নিকট সূক্ষ্ম ছিদ্র অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীনাল বর্ত্তমান আছে, সেই ছিদ্রে সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে। কারণ, মনঃ তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত জগতের আধারভূত ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয়।

৯। তস্য মধ্যে মহানগ্নির্বিশ্বার্চির্বিশ্বতোমুখঃ। সোঽগ্রভুগ্বিভজন্তিষ্ঠন্নাহারমজরঃ কবিঃ। তির্য্যগূর্দ্ধ্বমধঃশায়ী রশ্ময়স্তস্য সন্ততাঃ॥

[নবম মন্ত্র বলিতেছেন—] সুষুম্নানালের মধ্যে মহান্ অগ্নি বিদ্যমান আছে। তাহা বহুজ্বালাযুক্ত, বিবিধমুখসমন্বিত, অগ্রভুক্; সেই অগ্নি ভুক্তদ্রব্য শরীরে সমস্তাবয়বে প্রসারিত করিয়া অবস্থান করিতেছে। অগ্নি, অজর ও কুশল। তাহার অগ্রে কিরণসমূহ বক্র উর্দ্ধ ও অধোভাবে শয়ন করিয়া আছে এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত।

১০। সন্তাপয়তি স্বং দেহমাপাদতলমস্তকঃ।
তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োর্দ্ধ্বা ব্যবস্থিতঃ॥

[দশম মন্ত্র বলিতেছেন—] অগ্নি পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্বকীয় সম্পূর্ণ দেহকে সর্ব্বদা সন্তাপিত করে, এই দেহগত সন্তাপ অগ্নি থাকার প্রতি হেতু। জ্বালাবিশেষের দ্বারা সমস্ত শরীরব্যাপী অগ্নির মধ্যে অগ্নি-জ্বালা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং উর্দ্ধ অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীনালের উর্দ্ধ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে।

১১। নীলতোয়দমধ্যস্থাদ্বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবারশূকবত্তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা॥

[একাদশ মন্ত্র বলিতেছেন—] জলপূর্ণ নীলবর্ণ মেঘমধ্যে স্থিতা বিদ্যুল্লেখার ন্যায় প্রভাবতী অগ্নিশিখা। তাহা নীবারধান্যের শুকের ন্যায় সূক্ষ্মা, পীতবর্ণা, প্রভাযুক্তা ও অণূপমা।

১২। তস্যা শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ। স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্॥ অপি বা সন্ততা ষট্ চ॥ ইতি ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ।

[দ্বাদশ মন্ত্র বলিতেছেন—] পূর্ব্বোক্ত বহ্নিশিখার মধ্যে জগৎকারণ পরমাত্মা বিশেষভাবে অবস্থান করিতেছেন, উপাসনানিমিত্ত তাঁহার অবস্থান বলা হইলেও তিনি অল্প নহেন, বরং সমস্ত দেবতাস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মা, শিব, হরি, ইন্দ্র, অন্তর্য্যামী, শুদ্ধ চিদ্রূপ ও স্বরাট্ অর্থাৎ রাজা। এই ছয়টী সর্ব্বব্যাপক সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি বাক্যপ্রতিপাদিত ব্রহ্মকে 'পদ্মকোশপ্রতীকাশ' ইত্যাদি উত্তরবাক্যপ্রকারে ধ্যান করিবে।

চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ। আদিত্যো বা এষ এতন্মণ্ডলং তপতি তত্র তা ঋচস্তদৃচাং মণ্ডলং স ঋচাং লোকোঽথ য এষ এতস্মিন্মণ্ডলেঽর্চির্দীপ্যতে তানি সামানি স সাম্নাং লোকোঽথ য এষ এতস্মিন্মণ্ডলেঽর্চিষি পুরুষস্তানি যজূংষি স যজুষা মণ্ডলং স যজুষাং লোকঃ সৈষা ত্রয্যেব বিদ্যা তপতি য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ॥ ইতি চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ।

পূর্ব্বানুবাকে নারায়ণশব্দবাচ্য যে পরমেশ্বর কথিত হইয়াছেন, তিনিই উপাধিযুক্ত হইয়া আদিত্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই সূর্য্যের মণ্ডল সন্তাপ প্রদান করে। সেই সূর্য্যমণ্ডলে অধ্যাপকপ্রসিদ্ধ 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি ঋক্সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব এই মণ্ডল ঋক্‌নিষ্পাদিত এবং ঋগভিমানিনী দেবতাদের নিবাসস্থল। এইরূপে আদিত্যমণ্ডলকে ঋগ্‌রূপে ধ্যান করিয়া সামরূপে ধ্যান বলিতেছেন। এই সূর্য্যমণ্ডলে যে দীপ্তিশীল তেজঃ প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদিগকে বৃহদ্রথন্তরসামরূপে ধ্যান করিবে। সেই অর্চিঃ সামাভিমানিনী দেবতার নিবাসস্থান। সামধ্যানের পর

মণ্ডলকে যজুঃস্বরূপে ধ্যান করিবে। এই আদিত্যমণ্ডলে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে দেবতাত্মা পুরুষ আছেন, সেই দেবতাকে যজুঃস্বরূপে ধ্যান করিবে। পুরুষ যজুঃস্বরূপ, যজুঃদ্বারা মণ্ডল নিষ্পাদিত হইয়াছে—এইরূপে ধ্যান করিবে। সেই যজুঃ যজুরভিমানিনী দেবতাদের নিবাসস্থান। সেই মণ্ডলের অর্চ্চিঃ ও তত্রত্য পুরুষ হইতেছেন—ঋগ্-যজুঃ-সামস্বরূপা বিদ্যা, তাহা প্রকাশিত হইতেছে। যে পুরুষের কথা বলা হইল, তিনি হইতেছেন—সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময়পুরুষ।

পঞ্চদশোঽনুবাকঃ। আদিত্যো বৈ তেজ ওজো বলং যশশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্রমাত্মা মনো মন্যুর্মনুর্মৃত্যুঃ সত্যো মিত্রো বায়ুরাকাশঃ প্রাণো লোকপালঃ কঃ কিং কং তৎসত্যমন্নমমৃতো জীবো বিশ্বঃ কতমঃ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মৈতদমৃত এষ পুরুষঃ এষ ভূতানামধিপতির্ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং-সলোকতামাপ্নোত্যেতাসামেব দেবতানাং সাযুজ্যং সার্ষ্টিতাং সমান-লোকতামাপ্নোতি য এবং বেদেত্যুপনিষৎ॥ ইতি পঞ্চদশোঽনুবাকঃ।

[পূর্ব্বোক্ত আদিত্য পুরুষের অবশিষ্ট সর্ব্বাত্মকস্বরূপ উপাস্যগুণ প্রদর্শন করিতেছেন—] পূর্ব্বে উপাস্যরূপে অভিহিত সূর্য্য সর্ব্বাত্মক বলিয়া দীপ্তি, বলহেতু, শরীরশক্তি, কীর্ত্তি, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, দেহ, মনঃ, কোপ, বৈবস্বতাদিমনু, যম, সত্য, মিত্র, বায়ু, আকাশ, প্রাণ, ইন্দ্রাদি লোকপাল, প্রজাপতি, অনির্বচনীয়, সুখ, পরোক্ষ, যথার্থকথন, অন্ন, দেবতাগণ বা মোক্ষ, জীব, সমস্ত জগৎ কিংবা বিশ্বতৈজসাদি, সুখতম, উৎপত্ত্যাদিরহিত ব্রহ্ম; এই সমুদায় আদিত্য। অপিচ, এই আদিত্য নিত্য ও পূর্ণ, এই আদিত্য ভূতগণের অধিপতি। ইহার পর

জ্ঞাতৃফল বলিতেছেন। যে পুরুষ উক্তমন্ত্ররূপে জানেন, তিনি হিরণ্যগর্ভোপসনার ভাবনাধিক্যে হিরণ্যগর্ভের তাদাত্ম্য, ভাবনার অল্পত্বে তাঁহার সহিত একলোকে বাস প্রাপ্ত হন। আর যদি ইন্দ্রাদি দেবতা উপাসনায় ভাবনাধিক্য হয়, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার সাযুজ্য, ভাবনার মধ্যমভাবে সমানৈশ্বর্য্যতা এবং ভাবনার অল্পত্বে একলোকবাসিতা প্রাপ্ত হন। দ্বিবিধ উপাসনা, একটী হিরণ্য গর্ভোপাসনা, অন্য একটি তাহার অবয়বভূত দেবতোপাসনা। রহস্যবিদ্যা সমাপ্ত হইল।

ষোড়শোঽনুবাকঃ। নিধনপতয়ে নমঃ। নিধনপতান্তিকায় নমঃ। ঊর্দ্ধায় নমঃ। ঊর্দ্ধলিঙ্গায় নমঃ। হিরণ্যায় নমঃ। হিরণ্যলিঙ্গায় নমঃ। সুবর্ণায় নমঃ। সুবর্ণলিঙ্গায় নমঃ। দিব্যায় নমঃ। দিব্যলিঙ্গায় নমঃ। ভবায় নমঃ। ভবলিঙ্গায় নমঃ। শর্বায় নমঃ। শর্বলিঙ্গায় নমঃ। শিবায় নমঃ। শিবলিঙ্গায় নমঃ। জ্বলায় নমঃ। জ্বললিঙ্গায় নমঃ। আত্মায় নমঃ। আত্মলিঙ্গায় নমঃ। পরমায় নমঃ। পরমলিঙ্গায় নমঃ। এতৎ সোমস্য সূর্য্যস্য সর্বলিঙ্গংস্থাপয়তি পাণিমন্ত্রং পবিত্রম্॥ ইতি ষোড়শোঽনুবাকঃ।

[অনন্তর নূতন শিবালয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাকালে প্রত্যহ পার্থিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকালে বিনিযুক্ত এবং জপমাত্রে পাপক্ষয়ার্থে পার্ব্বতীপতির নমস্কারের নিমিত্ত মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে। 'সর্ব্বলিঙ্গ স্থাপন' করেন, এবং 'পবিত্র' ইত্যাদি মন্ত্রচিহ্ন দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায়] পার্ব্বতীপতিকে নমস্কার। তিনি কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে—। কুবেরস্বরূপকে নমস্কার, যিনি বহু ধন রক্ষা করেন এবং

ভক্তগণের উদ্দেশে বহু ধন প্রদান করেন, যিনি ভক্তগণের সমীপে বাস করেন, তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার। ঊর্দ্ধলোকে দেবতারূপে অবস্থিত পার্ব্বতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। যাঁহাকে দেবতাগণ ঊর্দ্ধলোকে লিঙ্গরূপে স্থাপন করিয়া পূজা করেন, তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার। কনকরূপ পার্ব্বতীপতিকে নমস্কার। কনকনির্ম্মিত লিঙ্গাকার পার্ব্বতীপতিকে নমস্কার। রজতরূপ পার্ব্বতীপতিকে নমস্কার। রজতনির্ম্মিত লিঙ্গাকার পার্ব্বতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। দ্যুলোক সুখস্বরূপ পার্ব্বতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। ইন্দ্রাদিসংস্থাপিত দ্যুলোক লিঙ্গাকার পার্ব্বতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। সংসাররূপ অথবা সংসারের কারণরূপ পার্ব্বতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। সংসারিগণকর্ত্তৃক ভূলোকে পূজ্যমান শিলাময়াদি লিঙ্গাকার পার্ব্বতী-পতির উদ্দেশে নমস্কার। শর্ব্বের উদ্দেশে নমস্কার। শর্ব্বলিঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার। জ্যোতির্ম্ময় পার্ব্বতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। জ্যোতির্ম্ময় দ্বাদশলিঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার। সমস্ত জগদাত্মক পার্ব্বতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। আত্মলিঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার। উৎকৃষ্ট পার্ব্বতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। পরমলিঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার। ত্রৈবর্ণিকগণ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি সকল দেবতার পারদসুবর্ণাদি নির্ম্মিত লিঙ্গকে স্থাপন করিয়া থাকেন। পাণিমন্ত্র পবিত্র।

সপ্তদশোঽনুবাকঃ। সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ। ভবে ভবে নাতিভবে ভবস্ব মাম্ ভবোদ্ভবায় নমঃ॥ ইতি সপ্তদশোঽনুবাকঃ।

[অনন্তর শাস্ত্রাধিকারী ত্রৈবর্ণিকগণের জ্ঞানোৎপাদনের নিমিত্ত মহাদেবের পাঁচটী মুখের মধ্যে পশ্চিমমুখপ্রতিপাদক মন্ত্র বলিতেছেন—] মহাদেবের সদ্যোজাত নামক যে পশ্চিমবদন আছে, তদ্রূপ পরমেশ্বরকে আমি প্রাপ্ত হই। তাদৃশ সদ্যোজাতের উদ্দেশে নমস্কার। হে সদ্যোজাত! সেই সেই দেবতির্য্যগাদি জন্মের নিমিত্ত আর আমাকে প্রেরণ করিও না, যাহাতে আমার আর জন্ম না হয়, যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য প্রেরণ কর। সংসার দুঃখোদ্ধারকারী সদ্যোজাতের উদ্দেশে নমস্কার।

অষ্টাদশোঽনুবাকঃ। বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ॥ ইতি অষ্টাদশোঽনুবাকঃ।

[উত্তরমুখপ্রতিপাদক মন্ত্রসমূহ বলিতেছেন—] [উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার, তাহা কিরূপ বলা হইতেছে] সুন্দর এবং প্রকাশমান উত্তরদিগ্বর্ত্তী মুখরূপ পরমেশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার। সকল জগদুৎপত্তির পূর্ব্বভাবী উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। প্রশস্ততম উত্তর মুখের উদ্দেশে নমস্কার। প্রলয়ে রোদনকারণ উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। সর্ব্বপ্রাণীর আয়ুঃক্ষয়হেতু উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। মুখ ও জগন্নির্ম্মাণকারী উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। রাক্ষসের বলনাশক উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। সর্ব্বশক্তিপ্রভাবরূপ উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সকল বক্ত্রের উপসংহারক উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। সর্ব্বভূতদমনকারী

উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞতম উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার।

ঊনবিংশোঽনুবাকঃ। অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর-ঘোরতরেভ্যঃ। সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বশর্ব্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। ইতি ঊনবিংশোঽনুবাকঃ।

] দক্ষিণবক্ত্রপ্রতিপাদক মন্ত্র বলিতেছেন—] অনন্তর অঘোরনামক দক্ষিণমুখরূপ সাত্ত্বিক দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। অন্য রাজসত্ত্বহেতু ঘোর দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। অপর তামসত্ত্বহেতু অতিঘোরতর দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মক! পরমেশ্বর! ত্বদীয় পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সর্ব্বাত্মক, লয়কালে এবং সমস্ত দেশেও কালে হিংসাকারী রুদ্ররূপ দেবতার উদ্দেশে নমস্কার।

বিংশোঽনুবাকঃ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥ ইতি বিংশোঽনুবাকঃ।

[পূর্ব্ববদনপ্রতিপাদক মন্ত্র বলিতেছেন—], [তৎপুরুষনামক দেবতাই পূর্ব্ববক্ত্র] অথবা গুরুর মুখে ও শাস্ত্রের দ্বারা তৎপুরুষ-নামক দেবতাকে জানিয়া থাকি এবং জানিয়া মহাদেবের ধ্যান করিয়া থাকি। তজ্জন্য রুদ্রদেব আমাদিগকে ধ্যান ও জ্ঞানের নিমিত্ত প্রেরণ করুন।

একবিংশোঽনুবাকঃ। ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্॥ ইতি একবিংশোঽনুবাকঃ।

[ঊর্দ্ধবক্ত্র প্রতিপাদক মন্ত্র বলিতেছেন—] যিনি এই ঊর্দ্ধবক্ত্র দেব, তিনি সমস্ত বিদ্যার নিয়ামক, সমস্ত প্রাণীর প্রভু, বিশেষরূপে বেদের পালক, হিরণ্যগর্ভের অধিপতি। এবংবিধ ব্রহ্মা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত মঙ্গলরূপ হউন। আমিই সেই সদাশিবরূপ।

দ্বাবিংশোঽনুবাকঃ। নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায় হিরণ্যপতয়েঽম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ॥ ইতি দ্বাবিংশোঽনুবাকঃ।

[আবার শিবদেবতার অন্য মন্ত্র বলিতেছেন—] পশুপতি, উমাপতি, অম্বিকাপতি, হিরণ্যাদি সর্ব্ব নিধির পালক, তেজোময়, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যবাহু শিবের উদ্দেশে নমস্কার।

ত্রয়োবিংশোঽনুবাকঃ। ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্। ঊর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমোনমঃ॥ ইতি ত্রয়োবিংশোঽনুবাকঃ।

[পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যিনি উপাসনা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে উপাস্য দেবতার নমস্কারের নিমিত্ত একটী মন্ত্র বলিতেছেন—] পরব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য, তিনি ভক্তানুগ্রহের নিমিত্ত উমামহেশ্বরাত্মকপুরুষরূপ ধারণ করেন, সেই যুগলমূর্ত্তির দক্ষিণে মহেশ্বরভাগে কৃষ্ণবর্ণ এবং বামে উমাভাগে পিঙ্গলবর্ণ লক্ষিত হয়। তিনি যোগের দ্বারা স্বীয় রেতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন; সেই বিশ্বরূপ পুরুষের উদ্দেশে নমস্কার।

চতুর্বিংশোঽনুবাকঃ। সর্ব্বো বৈ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু। পুরুষো বৈ রুদ্রস্তন্মহো নমো নমঃ। বিশ্বং ভূতং ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানং চ যৎ। সর্ব্বো হ্যেষ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু॥ ইতি চতুর্বিংশোঽনুবাকঃ।

[রুদ্রদেবতাবিশিষ্ট মন্ত্র বলিতেছেন—] পুরাণসমূহে প্রসিদ্ধ রুদ্রই সর্ব্ব অর্থাৎ জীবরূপে সমস্ত শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ রুদ্র, তিনি অবাধিত তেজঃস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার। যে জড় জগৎ এবং চেতন প্রাণিসমূহ বিদ্যমান আছে এবং চেতন ও অচেতনরূপে যে বিচিত্র জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, যে জগৎ পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায় রুদ্রস্বরূপ; তাদৃশ রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার।

পঞ্চবিংশোঽনুবাকঃ। কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শংতমং হৃদে। সর্ব্বো হ্যেষ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু॥ ইতি পঞ্চবিংশোঽনুবাকঃ।

প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত, অভীষ্টফলপ্রদ, স্তবযোগ্য, হৃদয়ে বর্ত্তমান প্রশান্ত রুদ্রের উদ্দেশে সুখকর স্তুতিরূপ বাক্য বলিয়া থাকি। সমস্তই রুদ্রস্বরূপ, সেই রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার।

ষড়্‌বিংশোঽনুবাকঃ। যস্য বৈকঙ্কত্যগ্নিহোত্রহবণী ভবতি প্রত্যেবাস্যাহুতয়স্তিষ্ঠন্ত্যথো প্রতিষ্ঠিত্যৈ॥ ইতি ষড়্‌বিংশোঽনুবাকঃ।

[অগ্নিহোত্রহোমে যে দ্রব্যের দ্বারা হোম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কারণীভূত বৃক্ষবিশেষের বিধান করিতেছেন—] যে অগ্নিহোত্রীর

অগ্নিহোত্রহবণী (দর্বী) বিকঙ্কতবৃক্ষনির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাঁহার প্রদেয় আহুতিসমূহ সেই অগ্নিহোত্রহবণী দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইলে বিশেষ ফল প্রদান করিয়া থাকে এবং অনুষ্ঠাতার চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশোঽনুবাকঃ। কৃণুষ্ব পাজ ইতি পঞ্চ॥ ইতি সপ্তবিংশোঽনুবাকঃ।

[চিত্তশুদ্ধির কারণ সংগ্রহ করিয়া তাহার উপযোগিতা এই মোক্ষপ্রকরণে সূচিত করিয়া তাহার প্রতিবন্ধনিবারক রক্ষোঘ্ন মন্ত্রসমূহ জপ্যরূপে বলিতেছেন—] হে অগ্নে! তুমি আমাদের কামক্রোধাদি শত্রুসংহারের নিমিত্ত আমাদিগকে বল দান কর,—ইত্যাদি পাঁচটী মন্ত্র জপ করিবে।

অষ্টাবিংশোঽনুবাকঃ। অদিতির্দেবা গন্ধর্ব্বা মনুষ্যাঃ পিতরোঽসুরাস্তেষাং সর্ব্বভূতানাং মাতা মেদিনী মহতা মহী সাবিত্রী গায়ত্রী জগত্যুর্বী পৃথ্বী বহুলা বিশ্বা ভূতা কতমা কায়া সা সত্যেত্য-মৃতেতি বশিষ্ঠঃ॥ ইতি অষ্টাবিংশোঽনুবাকঃ।

[যদি জীবনযাত্রানির্ব্বাহের হেতুভূত ক্ষেত্রাদির প্রাপ্তি ঘটে, তজ্জন্য পৃথিবীদেবতাকে মন্ত্র বলিতেছেন—] অদিতি শব্দের অর্থ ভূমি বা পৃথিবী। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পিতৃগণ ও অসুরগণ এমন কি সমস্ত প্রাণীই অদিতিস্বরূপ। অতএব পৃথিবী সমস্ত প্রাণিদেহের উপাদান বলিয়া জননী, সেই পৃথিবী মধুকৈটভের মেদোদ্বারা নির্ম্মিতা অথবা কঠিনা, গুণশালিনী অথবা ধৈর্য্যযুক্তা, পূজ্যা, অন্তর্য্যামিনী, উপাসকত্রাত্রী, ঘনকলেবরা, সর্ব্বরূপা, সকল প্রাণীর

দেহরূপে পরিণতা। সেই পৃথিবী ব্যবহার কালে সত্য,—ইহা বশিষ্ঠমুনি বলেন এবং ইহা চারিযুগপর্য্যন্ত অবস্থান করেন, ইহাও বশিষ্ঠ বলিয়া থাকেন। অতএব এই মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ।

ঊনত্রিংশোঽনুবাকঃ। আপো বা ইদং সর্ব্বং বিশ্বা ভূতান্যাপঃ প্রাণা বা আপঃ পশব আপোঽন্নমাপোঽমৃতমাপঃ সম্রাড়াপো বিরাড়াপঃ স্বরাড়াপশ্ছন্দাংস্যাপো জ্যোতিংষ্যাপো যজূংষ্যাপঃ সত্যমাপঃ সর্ব্বা দেবতা আপো ভূর্ভুবঃস্বুবরাপ ওম্॥ ইতি ঊনত্রিংশোনুবাকঃ।

[বৃক্ষভাবকৃত উপদ্রব পরিহারের দ্বারা জলদেবতাকে মন্ত্র বলিতেছেন—] জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই জলরূপ, ইহা কিরূপে সম্ভাবিত হয়, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন, সমস্ত প্রাণীর শরীরই জলরূপ, কারণ রেতোরূপে পরিণত জল হইতে সমস্ত দেহ উৎপন্ন হয়, শরীরমধ্যবর্ত্তী পাঁচটী বায়ুও জলরূপ, কারণ জলের দ্বারা প্রাণগুলির তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে ; গবাদি পশুসমূহ জলরূপ, কারণ জল দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ব্রীহিযবাদি অন্ন জলরূপ, জলের দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়। অমৃত হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, মায়াভিমানী ঈশ্বর, গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃসমূহ, যজুঃসমূহ, সত্য, সমস্ত দেবতা ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোক জলরূপ, এই জল প্রণবপ্রতিপাদ্য।

ত্রিংশোঽনুবাকঃ। আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথিবী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যং যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাং চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ইতি ত্রিংশোঽনুবাকঃ।

[মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে গিয়া অভিমন্ত্রিত জলপানের নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন—] জল প্রক্ষালনের দ্বারা পৃথিবীকে পবিত্র করুন। জল বেদের রক্ষক আচার্য্যকে পালন করুন। আচার্য্য-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বেদ স্বয়ং পবিত্র হইয়া আমাকে বিশোধিত করুন; যাহা উচ্ছিষ্ট ও অভক্ষ্য, তাহা যদি আমি কদাচিৎ ভোজন করিয়া থাকি অথবা আমার যে সমস্ত নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে তৎসমুদায় পরিহারকরত জল আমাকে পবিত্র করুন। আর যে সমস্ত অসৎ প্রতিগ্রহ আমি করিয়াছি, তাহাও পবিত্র করুন। তন্নিমিত্ত অভিমন্ত্রিত জল আমায় মুখাগ্নিতে উত্তমরূপে হুত হউক।

একত্রিংশোঽনুবাকঃ। অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ। পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহ্না পাপমকার্ষম্। মনসা বাচা হস্তাভ্যাম্। পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ। সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ইতি একত্রিংশোঽনুবাকঃ।

[সায়ংকালে জলপানের নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন—] অগ্নি, ক্রোধাভিমানী দেব, এবং ক্রোধস্বামী দেবগণ—তাঁহারা সকলে আমার ক্রোধ হইতে সঞ্জাত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ আমার পাপ সকল দূরীভূত করিয়া আমাকে পালন করুন। অপিচ বিগত দিবসে আমি মনঃ, বাক্, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, উদর ও উপস্থের দ্বারা যে পাপকার্য্য করিয়াছি, অহরভিমানী দেব তাহার বিনাশ সাধন করুন। যাহা কিছু আমাতে পাপ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাও তাহার অনুষ্ঠাতা আমাকে মরণরহিত, জগৎকারণ, অবাধিত, স্বয়ং

প্রকাশ বস্তুতে প্রক্ষেপ করি। এই হোমের দ্বারা সেই সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করি। তজ্জন্য অভিমন্ত্রিত এই জল আমার মুখাগ্নিতে সুহুত হউক।

দ্বাত্রিংশোঽনুবাকঃ। সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ। পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষম্। মনসা বাচা হস্তাভ্যাম্। পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ। সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ইতি দ্বাবিংশোঽনুবাকঃ।

অনুবাদ পূর্ব্ববৎ। কেবল 'সূর্য্য' মাত্র বিশেষ।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽনুবাকঃ। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম। অগ্নির্দেবতা ব্রহ্ম ইত্যার্ষম্। গায়ত্রং ছন্দং পরমাত্মং স্বরূপম্। সাযুজ্যং বিনিয়োগম্॥ ইতি ত্রয়স্ত্রিংশোঽনুবাকঃ।

[প্রসঙ্গক্রমে প্রাণায়াম প্রভৃতিতে সর্ব্বত্র আবশ্যক ওঁকারের ঋষি প্রভৃতি বলিতেছেন—] ওঁকার বলিয়া যে একটী অক্ষর আছে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ। এই ওঁকারের দেবতা অর্থাৎ বাচ্যভূত বস্তু অগ্নি— ব্রহ্ম। ঋষিও ব্রহ্ম। ইহার ছন্দঃ হইতেছে গায়ত্রী, পরমাত্মরূপ সর্ব্বজগৎসমান রূপ—সর্ব্বাত্মক পরব্রহ্মপ্রাপ্তিতে ইহার বিনিয়োগ জানিবে।

চতুস্ত্রিংশোঽনুবাকঃ। আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্ম সম্মিতম্। গায়ত্রীং ছন্দসাং মাতেদং ব্রহ্ম জুষস্ব মে। যদহ্নাৎ কুরুতে পাপং তদহ্নাৎপ্রতিমুচ্যতে। যদ্রাত্রিয়াৎ কুরুতে পাপং

তদ্রাত্রিয়াৎ প্রতিমুচ্যতে। সর্ব্ববর্ণে মহাদেবি সন্ধ্যাবিদ্যে সরস্বতি॥
ইতি চতুস্ত্রিংশোঽনুবাকঃ।

[তিনবার সন্ধ্যার সময় মার্জ্জনের পর গায়ত্রীর আবাহনমন্ত্র বলিতেছেন—] আমাদের অভীষ্টবরপ্রদা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽভিমানিনী দেবতা বিনাশরহিত, বেদান্তপ্রমাণদ্বারা সম্যগ্‌রূপে নিশ্চিত, পরব্রহ্মতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য আগমন করুন। বেদমাতা গায়ত্রী আমাকে এই বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন। হে প্রাতঃসায়ংসন্ধিতে উৎপন্নে! হে অনুষ্ঠানরূপে! সরস্বতি! তোমার ভক্ত যে দিন পাপকার্য্য করে, সেই দিনই তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া থাক। অপিচ তোমার ভক্ত যে রাত্রিতে পাপকার্য্য করে, সেই রাত্রিতেই তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত কর। হে সর্ব্ববর্ণরূপে। হে মহাদেবি। হে সন্ধ্যাবিদ্যে! হে সরস্বতি! তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত কর।

পঞ্চত্রিংশোঽনুবাকঃ। ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভি-ভূরোং গায়ত্রীমাবাহয়ামি সাবিত্রীমাবাহয়ামি সরস্বতীমাবাহয়ামি ছন্দঋষীনাবাহয়ামি শ্রিয়মাবাহয়ামি গায়ত্রিয়া গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতাঽগ্নির্মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রঃ শিখা পৃথিবী যোনিঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা সপ্রাণা শ্বেতবর্ণা সাংখ্যায়নসগোত্রা গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরা ত্রিপদা ষটকুক্ষিঃ পঞ্চশীর্ষোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

[গায়ত্রীর আবাহনমন্ত্র বলিতেছেন—] হে গায়ত্রি! বলহেতু

ওজোধাতুস্বরূপা, তুমি শত্রুর অভিভবে সমর্থা, তুমি দীপ্তিরূপা, তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণের তেজোধাম। তুমি সমস্তজগদ্রূপ, সম্পূর্ণ আয়ুঃস্বরূপা, সর্ব্বরূপ, ও সর্ব্বআয়ুরূপা, সমস্ত পাপের নিরাকরণহেতু ও প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমাত্মস্বরূপা। এতাদৃশ গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী, ছন্দঋষিগণ ও শ্রীকে আবাহন করি। গায়ত্রীদেবতার ছন্দঃ গায়ত্রী, বিশ্বামিত্র ঋষি অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা, সবিতা দেবতা, অগ্নি মুখস্থানীয়, ব্রহ্মা শিরঃ, বিষ্ণু হৃদয়, রুদ্র শিখাস্থানীয়, পৃথিবী যোনিস্থানীয়া, প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যানবায়ুযুক্তা, ইন্দ্রিয়বিশিষ্টা, শ্বেতবর্ণা, সাংখ্যায়ন অর্থাৎ পরমাত্মগোত্রসম্ভূতা। মন্ত্ররূপা গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরা, যাহার তিনটী পাদ, ছয়টী বেদাঙ্গ যাহার কুক্ষিস্থানীয়, চারিটী বেদের চারিটী উপনিষৎরূপ চারিটী মস্তক ও ইতিহাস পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ পঞ্চম মস্তক, এই পাঁচটী যাঁহার মস্তক। মন্ত্রের দ্বারা এইরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা বালকের উপনয়নে বিনিয়োগ করিতে হইবে,—এইরূপে স্মরণ ও পাঠ করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবে।

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বুবঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওমাপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বুবরোম্॥ ইতি পঞ্চত্রিংশোঽনুবাকঃ।

['ভূ' হইতে সত্য পর্য্যন্ত সাতটী লোককে, সাতটী ব্যাহৃতি প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সেই সমস্ত লোক প্রণবপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপত্ব বলিবার ইচ্ছায় প্রত্যেক স্থলে প্রণব উচ্চারিত হইয়াছে] ভূর্লোক 'ভূঃ'—ব্যাহৃতিপ্রতিপাদ্য, তাহা প্রণবপ্রতিপাদ্য

ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ অন্যান্য ছয়টী জানিবে। যে পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে তত্ত্ববোধে প্রেরিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী, দেবের শ্রেষ্ঠ তেজকে আমরা ধ্যান করি। যে নদী সমুদ্রাদিতে জল, আদিত্যাদি (জ্যোতিঃ) মধুরাম্লাদি ষড়্‌বিধ রস, দেবভোগ্য অমৃত, সমস্তই প্রণবপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ। ভূঃ ভুবঃ ও স্বুবঃ এই তিনটী লোক প্রণবপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ।

ষট্‌ত্রিংশোঽনুবাকঃ। ১। উত্তমে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্॥

[গায়ত্রীজপের পর গায়ত্রী বিসর্জ্জনমন্ত্র বলিতেছেন—] পৃথিবীতে যে সুমেরুনামক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, তথায় গায়ত্রীদেবী অবস্থান করেন। অতএব হে দেবি! তোমার অনুগ্রহে পরিতুষ্ট ত্বদীয় উপাসক-ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাতা হইয়া যথাসুখে তোমার নিজস্থান উত্তম সুমেরুপর্ব্বতশিখরে গমন কর।

২। স্তুতোময়া বরদা বেদমাতা প্রচোদয়ন্তী পবনে দ্বিজাতা। আয়ুঃ পৃথিব্যাং দ্রবিণং ব্রহ্মবর্চ্চসং মহ্যং দত্ত্বা প্রজাতুং ব্রহ্মলোকম্॥ ইতি ষট্‌ত্রিংশোঽনুবাকঃ।

[পূর্ব্ব মন্ত্রে অপরোক্ষত্বরূপে কথিত অর্থ এই মন্ত্রে পরোক্ষত্ব-রূপে স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। ইহাই বৈদিক রহস্য। ব্রহ্মলোক ও সূর্য্যমণ্ডল উভয়ই গায়ত্রীর নিবাসস্থান। কেহ বা ইহার অন্যতর বলিয়া থাকেন।] মৎস্তুত, বরদাত্রী, পবনের ন্যায় প্রেরণকারিণী, বেদমাতা, ত্রৈবর্ণিককর্ত্তৃক উপাস্যমানা অথবা সূর্য্যমণ্ডল ও ব্রহ্মলোকে উৎপন্না গায়ত্রীদেবী পৃথিবীতে বিদ্যমান

আমাকে শতবর্ষ আয়ুঃ, সুবর্ণমণিমুক্তাদি, ব্রহ্মতেজঃ প্রদান করতঃ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মলোকে গমন করুন।

সপ্তত্রিংশোঽনুবাকঃ। ঘৃণিঃ সূর্য্যঃ আদিত্যো ন প্রভা বাত্যক্ষরম্। মধু ক্ষরন্তি তদ্রসম্। সত্যং বৈ তদ্রসমাপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃসুবরোম্॥ ইতি সপ্তত্রিংশোঽনুবাকঃ।

[যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত উপাসনাতে অসমর্থ, তাঁহার সম্বন্ধে আদিত্যদেবতা বিষয়ক জপ্য মন্ত্র বলিতেছেন—] ভগবান্ আদিত্য সমস্ত জগতের প্রসবিতা বলিয়া সূর্য্য, দীপ্তিশালিত্বহেতু ঘৃণি, বিনাশরাহিত্যহেতু অক্ষর, তিনি সর্ব্বদা স্বীয় প্রভার ন্যায় লোকোপকারের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে দিবারাত্রি গমন করিয়া থাকেন। আদিত্য পৃথিবীর রসগ্রহণ করিয়া মধুর রস বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করেন, তাহাতে নদীসকল প্রবাহিত হয় [উত্তরার্দ্ধদ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে] আদিত্য যথার্থভাষণ, মধুরাদিরস, সিন্ধুনদ্যাদিগত জল, চন্দ্রঅগ্নিপ্রভৃতিরূপ জ্যোতিঃ, সমস্ত পদার্থের সার, অমৃত, বেদবিদ্যা। আদিত্যই ভূঃ, ভুবঃ ও সুবঃ এই—তিনলোকস্বরূপ, আদিত্যই ওঁকার। এই সমস্ত আদিত্যই, ইহা মনের দ্বারা চিন্তা করিবে।

অষ্টত্রিংশোঽনুবাকঃ। ব্রহ্মমেতু মাম্। মধুমেতু মাম্। ব্রহ্মমেব মধুমেতু মাম্। যাস্তে সোম প্রজাবৎসোভি সো অহম্। দুঃস্বপ্নহন্ দুরুষ্বহ। যাস্তে সোম প্রাণাংস্থান্ জুহোমি।

[জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিদ্যমান আছে, তাহার নিবৃত্তিহেতুভূত ত্রিসুবর্ণাদিনামক মন্ত্রসমূহ পঠিত হইতেছে; তন্মধ্যে

প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন—] ব্রহ্ম অর্থাৎ পরতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউন, পরমানন্দমাধুর্য্যযুক্ত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক, মধুর ব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হউন, ক্ষুদ্রদেবতাদি নহে। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহিত-পরমাত্মন্! যে সকল দেবমনুষ্যাদি তোমার প্রজা আছেন, আমি যেন তাঁহাদের মধ্যে বালকের ন্যায় তোমার করুণাপাত্র হইতে পারি। হে সংসাররূপ দুঃস্বপ্ননাশক পরমেশ্বর! তুমি আমার দুঃসহ সংসারের বিনাশ সাধন কর। হে পরমাত্মন্! আমার যে সকল প্রাণবৃত্তি আছে, তাহাদিগকে তোমাতে আমি হোম করি। আমার মনোবাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ তোমাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া তোমাতে তাহাদিগকে স্থাপন করি। আমার ইন্দ্রিয়সমূহ যেন বিষয়ে নিপতিত না হয়, তোমাতেই একাগ্র হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।

ত্রিসুপর্ণমযাচিতং। ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ। ব্রহ্মহত্যাং বা এতে ঘ্নন্তি। যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি। তে সোমং প্রাপ্নুবন্তি। আসহস্রাৎ পঙ্‌ক্তিং পুনন্তি ওম্। ইতি অষ্টত্রিংশোঽনুবাকঃ।

(উল্লিখিত ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—] [কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কিছু বলিবেন না,—এই মনুবচনের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, শিষ্য প্রশ্ন করিলে পর অন্য বিদ্যা দাতব্য, কিন্তু এই ত্রিসুপর্ণ বিদ্যা শিষ্যের প্রশ্ন ব্যতীতও দিবে, তাহাই বলিতেছেন—] এই ত্রিসুপর্ণমন্ত্র শিষ্য-প্রার্থনাব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করিবে, সেই উপদেশের দ্বারা যে ব্রাহ্মণ ত্রিসুবর্ণ মন্ত্র জপ করেন, তিনি

ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হন, তিনি সোমযাগের ফল প্রাপ্ত হন। তিনি যে পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিয়া ভোজন করেন, তাহার মধ্যে সহস্রপর্য্যন্ত পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র করেন। অতএব প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাই ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের দেবতা।

ঊনচত্বারিংশোঽনুবাকঃ। ১। ওঁ ব্রহ্মমেধয়া। মধুমেধয়া। ব্রহ্মমেব মধুমেধয়া। অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগম্। পরা দুঃষপ্নিয়ংসুব। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব। যদ্ভদ্রং তন্ম আসুব। মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধুনক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

[দ্বিতীয়ত্রিসুপর্ণমন্ত্র বলিতেছেন—] সকল জগতের কারণ, সর্ব্ববেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে মেধা অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট মহাবাক্যার্থ ধারণশক্তির দ্বারা লাভ কর। মধুর ব্রহ্মকে মেধাদ্বারা লাভ কর। হে সবিতঃ দেব! এই সময়ে আমাদিগের ন্যায় বিদ্যার্থিগণকে শিষ্যপ্রশিষ্যাদিসমন্বিত আচার্য্যরূপ সৌভাগ্য প্রদান কর অর্থাৎ আমরা যেন আচার্য্য হইতে পারি এবং আমাদিগের বহু শিষ্য ও প্রশিষ্যাদি হয়। তুমি আমাদের দুষ্টস্বপ্নতুল্য দ্বৈতজ্ঞান দূরীভূত কর। হে সবিতঃ দেব! তুমি আমাদের জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সকল পাপ দূর কর। বায়ুসমূহ পরমব্রহ্মপ্রাপ্তেচ্ছু আমাকে সুখপ্রদান করুন, কারণ, প্রবল বায়ুর দ্বারা রোগোৎপত্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞানে বিঘ্ন জন্মে, এইজন্য বায়ুর অনুকূলতা প্রার্থনা করা যাইতেছে।

সিন্ধুসমূহ আরোগ্যজনক মধুর জল ক্ষরণ করুক। ব্রীহিযবপ্রভৃতি ওষধিসমূহও আমাদের মধুর খাদ্যরূপ হউক। রাত্রিতে এবং দিবসেও আমার অনুকূল সুখ উৎপন্ন হউক। কোন কালে আমার যেন বিঘ্ন না হয়। পার্থিব ধূলি কণ্টকপাষাণাদিরহিত হইয়া আমার সুখ বিধান করুক। আমাদের পিতৃতুল্য দ্যুলোক ও অতিবৃষ্ট্যাদি প্রতিকূলতা রহিত হউক। আম্রপনসপ্রভৃতি বনস্পতিও মধুরফল প্রদান করত আমার জীবনহেতু হউক। সূর্য্যও প্রভূত সন্তাপ প্রদান না করিয়া আমাদিগের আনুকূল্য করুন। গোসমূহ আমাদের প্রাণহেতু মধুর ক্ষীরাদি প্রদান করত আমাদের প্রাণরক্ষা করুক।

২। য ইমং ত্রিসুপর্ণমযাচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ। ভ্রূণহত্যাং বা এতে ঘ্নন্তি। যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি। তে সোমং প্রাপ্নুবন্তি। আসহস্রাৎ পঙ্‌ক্তিং পুনন্তি॥ ইতি ঊনচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।

[এই সুপর্ণমন্ত্রের মহিমা প্রদর্শন করিতেছেন—] যিনি শিষ্যপ্রশ্নব্যতিরেকে ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করেন; তিনি ভ্রূণহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। যে ব্রাহ্মণগণ ত্রিসুপর্ণমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা সোমযাগের ফল প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সহস্রপর্য্যন্ত পঙ্‌ক্তিপাবন হন, অতএব প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাই ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের দেবতা।

চত্বারিংশোঽনুবাকঃ। ১। ওঁ ব্রহ্ম মেধবা। মধু মেধবা। ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্।

শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্ব্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বর-সদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।

[তৃতীয় ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র বলিতেছেন—] মেধশব্দের অর্থ যজ্ঞ, যজ্ঞদানাদির দ্বারা বিবিদিষা অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, এইজন্য ব্রহ্মকে মেধবা বলা হইয়াছে। সেই মেধবা মধুর। মেধবা ব্রহ্ম মধুরই। 'ব্রহ্মা দেবানাং' ও 'হংসঃ শুচিষৎ' এই দুইটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ দ্বাদশানুবাকে করা হইয়াছে।

২। ঋচে ত্বা রুচে ত্বা সমিৎ স্রবন্তি সরিতো ন ধেনাঃ। অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ। ঘৃতস্য ধারা অভিচাকশীমি।

[ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনজন সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষিস্থানীয়, কিংবা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ পক্ষিস্থানীয় অথবা বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এই তিনটী পক্ষিস্থানীয়। ইঁহারা যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা ত্রিসুপর্ণ, সেই বস্তু সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণের স্বরূপ, তিনিই পরমাত্মা। এই গ্রন্থে তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকেও ত্রিসুপর্ণ বলা হইয়া থাকে—] হে ভগবন্! ঋগ্বেদরূপ তোমার উদ্দেশে অগ্নিতে এই সমিধ্ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, এবং বেদজ্ঞানলাভের নিমিত্ত তোমার উদ্দেশে অগ্নিতে সমিধ্ প্রদত্ত হইতেছে। প্রবহনশীল নদীসমূহের ন্যায় দেবভোজ্য পবিত্র ঘৃতধারা সমূহ হৃদয়কোশবর্ত্তী মনের দ্বারা তোমার উদ্দেশে ক্ষরিত হইতেছে, অপিচ আমি সেই ঘৃতধারা সমস্ত দেবতাকে প্রদান করি।

৩। হিরণ্ময়ো বেতসো মধ্য আসাম্। তস্মিন্ সুপর্ণো মধুকৃৎ কুলায়ী ভজন্ন'স্তে মধু দেবতাভ্যঃ। তস্যাসতে হরয়ঃ সপ্ত তীরে স্বধাং দুহানা অমৃতস্য ধারাম্।

পূর্ব্বোক্ত আজ্যধারার মধ্যভাগে আহবনীয় অগ্নিতে জ্যোতির্ম্ময় বহুদ্রব্যসমন্বিত স্বর্গাদিসুখপ্রদ, সকলপ্রাণীর আশ্রয়ভূত ত্রিসুপর্ণ অর্থাৎ পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন। সেই ত্রিসুপর্ণরূপ পরমেশ্বরের চারিদিকে পাপনাশক তত্তৎ দেবতার উদ্দেশে হব্যদ্রব্যসমূহপ্রদানকারী সপ্তঋষি উপবেশন করিয়া আছেন অর্থাৎ ভগবান্ ঋষিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

৪। য ইদং ত্রিসুপর্ণময়াচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ। বীরহত্যাং বা এতে ঘ্নন্তি। যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি। তে সোমং প্রাপ্নুবন্তি। আসহস্রাৎ পঙ্‌ক্তিং পুনন্তি॥ ওম্। ইতি চত্বারিংশোঽনুবাকঃ।

[এই ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের মহিমা প্রদর্শন করিতেছেন—] এখানে বীর শব্দের অর্থ বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং বেদপ্রতিপাদ্য অর্থের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ অথবা অভিষিক্ত রাজা। অন্য পূর্ব্বের ন্যায়।

একচত্বারিংশোঽনুবাকঃ। ১। মেধা দেবী জুষমাণা ন আগদ্ বিশ্বাচী ভদ্রা সুমনস্যমানা। ত্বয়া জুষ্টা নুদমানা দুরুক্তান্ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ।

[ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যে সকল মহাপাতক আছে, তাহাদের নিবৃত্তির নিমিত্ত তিনটী ত্রিসুপর্ণমন্ত্র জপ করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। পাঁচটী মহাপাতকের মধ্যে

ব্রাহ্মণজাতীয়মাত্র-বধই ব্রহ্মহত্যা প্রবল মহাপাতক, তাহা অপেক্ষা ভ্রূণহত্যা অধিক পাপ, তদপেক্ষা বীরহনন অধিক পাপ। যাবজ্জীবন ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র জপ, এই সকল মহাপাতকের যখন নিবর্ত্তক, তখন সুরাপানাদির বিনাশক হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? এইরূপে প্রতিবন্ধনিবৃত্তির উপায় বলিয়া জীবাত্মার ঈশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞান মুক্তির একমাত্র উপায়, সেই জ্ঞান নিরন্তরভাবে সাধন করিতে গেলে মেধার প্রয়োজন, তজ্জন্য মেধাভিমানিনী দেবতাকে প্রার্থনা করিবার জন্য প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন—] সর্ব্বাবগাহনসমর্থা, কল্যাণী, শোভনমনের অভিলাষিণী মেধাদেবী প্রীতা হইয়া আমাদের নিকট আগমন করুন। হে দেবি! আমরা তোমাকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া বেদবাহ্য শব্দসমূহকে দূরীভূত করত উৎকৃষ্ট পূত শিষ্যাদিরূপে যজ্ঞানুষ্ঠানের পর শুদ্ধচিত্ত হইয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব বলিব।

২। ত্বয়া জুষ্ট ঋষির্ভবতি দেবি ত্বয়া ব্রহ্মাগতশ্রীরুত ত্বয়া। ত্বয়া জুষ্টশ্চিত্রং বিন্দতে বসু সা নো জুষস্ব দ্রবিণো ন মেধে॥ ইতি একচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।

[দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—] হে মেধে! তুমি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর, তিনি অতীন্দ্রিয়দর্শী হন, তিনি হিরণ্যগর্ভ হন ও সম্পৎ প্রাপ্ত হন এবং বিবিধ গো, অশ্ব, সুবর্ণ, ধান্যাদি রূপ ধন প্রাপ্ত হন। হে মেধে! তাদৃশ তুমি ধনাধিপতির ন্যায় আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। যেমন ধনীর অনুগ্রহে দরিদ্র কৃতার্থ হয়, সেইরূপ আমি যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করত কৃতার্থ হই।

দ্বিচত্বারিংশোঽনুবাকঃ। ১। মেধাং ম ইন্দ্রো দধাতু মেধাং দেবী সরস্বতী। মেধাং মে অশ্বিনাবুভাবাধত্তাং পুষ্করস্রজা।

[মেধাপ্রদ ইন্দ্রাদিকে প্রার্থনা করিবার জন্য অন্য মন্ত্র বলিতেছেন—] ইন্দ্র, সরস্বতীদেবী ও পদ্মমালাযুক্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাকে মেধা প্রদান করুন।

২। অপ্সরাসু চ যা মেধা গন্ধর্বেষু চ যন্মনঃ। দৈবীং মেধা সরস্বতী সা মাং মেধা সুরভির্জুষতাং স্বাহা॥ ইতি দ্বিচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।

[মেধাপ্রদ অন্য মন্ত্র বলিতেছেন—] অপ্সরাগণের মধ্যে যে মেধা প্রসিদ্ধা আছে, যাহা গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে মেধাত্মক মনঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহা হিরণ্যগর্ভাদি দেবতাতে অবস্থিত, যাহা বেদশাস্ত্ররূপা, সেই মেধা সুগন্ধযুক্তা অথবা সর্ব্ববিধ ইষ্টফলপ্রদা হইয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন।

ত্রিচত্বারিংশোঽনুবাকঃ। আ মাং মেধা সুরভির্বিশ্বরূপা হিরণ্যবর্ণা জগতী জগম্যা। ঊর্জস্বতী পয়সা পিন্বমানা সা মাং মেধা সুপ্রতীকা জুষন্তাম্॥ ইতি ত্রিচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।

[পুনঃ মেধার নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন—] সুরভি, বহুরূপা, হিরণ্যবর্ণা, জগদাত্মিকা, প্রাপ্তিযোগ্যা, বলবতী মেধা দুগ্ধের দ্বারা আমাদিগকে প্রীতিযুক্ত করিয়া আমার প্রতি আগমন করুন এবং সেই মেধা সুখযুক্ত হইয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।

চতুশ্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ। ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু॥ ইতি চতুশ্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ।

[মেধাসম্পাদনের নিমিত্ত আবার অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] অগ্নি আমাতে মেধা, সন্ততি ও ব্রহ্মতেজঃ আধান করুন। ইন্দ্র আমাতে মেধা, সন্ততি ও ইন্দ্রিয় বিধান করুন, সূর্য্য আমাতে মেধা সন্ততি ও শত্রুভয়ঙ্কর মুখ তেজঃ স্থাপন করুন।

পঞ্চচত্বারিংশোঽনুবাকঃ। অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগন্বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু। পর্ণং বনস্পতেরিবাভি নঃ শয়ীতাংরয়িঃ সচতাং নঃ শচীপতিঃ॥ ইতি পঞ্চচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।

[এই মন্ত্রের দ্বারা পরমাত্মার নিকট হইতে স্বাভিলষিত ফল প্রার্থনা করিতেছেন—] হে পরমাত্মন্! আমাদিগের নিকট হইতে মৃত্যু দূরীভূত হউক, অতএব আমাদের নিকট মুক্তি আগমন করুন। যম আমাদের অভয় প্রদান করুন। বনস্পতির পক্ব পত্রের ন্যায় আমাদের পাপ নাশ প্রাপ্ত হউক। আমরা যেন ইন্দ্রের উপভোগ-যোগ্য মহদৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে পারি।

ষট্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ। পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ। চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাংরীরিষো মোত বীরান্॥ ইতি ষট্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ।

হে মৃত্যো! দেবযান ও পিতৃযান হইতে অন্য যে তোমার স্বকীয় মার্গ আছে, তুমি সেই উৎকৃষ্ট পথকে অনুসরণ কর, কিন্তু

দেবযান ও পিতৃযান মার্গে আগমন করিও না। অপিচ আমাদের সন্তানগণ ও ভৃত্যগণের প্রতি হিংসা করিও না, আমি চক্ষুঃকর্ণযুক্ত হইয়া তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদানকরত আমার প্রার্থনা সফল কর।

সপ্তচত্বারিংশোঽনুবাকঃ। বাতং প্রাণং মনসান্বারভামহে প্রজাপতিং যো ভুবনস্য গোপাঃ। স নো মৃত্যোস্ত্রায়তাং সত্বংহসো জ্যোগ্‌জীবা জরামশীমহি॥ ইতি সপ্তচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।

আমরা সমস্ত দেহবত্ত প্রাণাপানাদিরূপ ও অন্তরিক্ষস্থ বায়ুরূপ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষক পরমাত্মাকে মনের দ্বারা অনুসরণ করি। তিনি আমাদিগকে মৃত্যু ও পাপ হইতে রক্ষা করুন এবং আমরা চিরজীবী হইয়া বার্ধকাবস্থাকে প্রাপ্ত হই অর্থাৎ আমরা যেন শতবর্ষ আয়ুঃ প্রাপ্ত হই।

অষ্টচত্বারিংশোঽনুবাকঃ। অমুত্র ভূয়াদধ যদযমস্য বৃহস্পতে অভিশস্তেরমুঞ্চঃ। প্রত্যৌহতামশ্বিনা মৃত্যুমস্মাদ্দেবানামগ্নে ভিষজা শচীভিঃ। ইতি অষ্টচত্বারিংশোঽনুবাকঃ।

হে পরমাত্মন্! আমার মৃত্যুভয় দূর কর, অপযশঃ হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমাকে পারলৌকিক সুখে সংযুক্ত কর, অপিচ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমার নিকট হইতে মৃত্যুকে দূরীভূত করুন। হে অগ্নে! দেবতাগণের বৈদ্যভূত তোমাকর্ত্তৃক আমি রক্ষিত হইতেছি, তুমি আমাকে ইন্দ্রপত্নীগণের সহিত যোজিত কর।

উনপঞ্চাশোঽনুবাকঃ। হরিং হরন্তমনুযন্তি দেবা বিশ্বস্যেশানং বৃষভং মতীনাম্ ব্রহ্ম সরূপমনু মেদমাগাদয়নং মা বিবধীর্বিক্রমস্ব॥ ইতি উনপঞ্চাশোঽনুবাকঃ।

হে পরমাত্মন্! বিষ্ণুরূপ, ভক্তগণের পাপনাশক, জগতের ঈশ্বর, সর্ব্বপ্রাণীর পুণ্য ও অপুণ্যের নিয়ন্তা—তোমাকে সমস্ত দেবতা ভৃত্যভাবে অনুসরণ করেন। তোমার অনুগ্রহে সমান, প্রত্যক্ষভূত, বেদচতুষ্টয় আমাকে প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ আমি যেন তোমার অনুগ্রহে বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারি। আমাদিগের সম্পাদিত মোক্ষমার্গের প্রতি হিংসা করিও না অপিচ, তুমি আমাকে মুক্তি দিবার জন্য উদ্যোগী হও।

পঞ্চাশোঽনুবাকঃ। শক্ৰৈরগ্নিমিন্ধান উভৌ লোকৌ সনেমহম্। উভয়োর্লোকয়োর্ঋদ্ধাতিমৃত্যুং তরাম্যহম্॥ ইতি পঞ্চাশোঽনুবাকঃ।

হে ভগবন্! আমি যেন সমিদ্রূপ শুষ্ককাষ্ঠের দ্বারা আহবনীয়াদি অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া তোমার অনুগ্রহে ইহলোক ও পরলোক প্রাপ্ত হইতে পারি। লোকদ্বয় সৎকর্ম্মের ফল, ইহা অবগত হওয়া গেল। অতএব আমি যেন উভয় লোককে লাভ করিয়া অমর হইতে পরি।

একপঞ্চাশোঽনুবাকঃ। মা ছিদো মৃত্যো মাবধীর্মা মে বলং বিবৃহো মা প্রমোষীঃ। প্রজাং মা মে রীরিষ আয়ুরুগ্র নৃচক্ষসং ত্বা হবিষা বিধেম॥ ইতি একপঞ্চাশোঽনুবাকঃ।

হে মৃত্যো! হে ক্রূর! তুমি আমার সদ্বুদ্ধির বিনাশসাধন করিও না, আমার সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে হিংসা করিও না, আমার শারীরিক বল পীড়িত করিও না। আমাদের পরলোকগমনের সাধনকে অপহরণ করিও না, আমার সন্ততি ও আয়ুর হিংসা করিও না।

তুমি প্রাণিগণের পুণ্য ও পাপের দ্রষ্টা, আমি হবির দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করি।

দ্বিপঞ্চাশোঽনুবাকঃ। মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্॥ মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং প্রিয়া মা নস্তনুবো রুদ্র রীরিষঃ॥ ইতি দ্বিপঞ্চাশোঽনুবাকঃ।

হে দুষ্টরোদনকারিন্! তুমি আমাদের গুরুপ্রভৃতি পূজ্যবর্গের প্রতি হিংসা করিও না। বালক, যুবক, গর্ভস্থ শিশু এমন কি পিতা ও মাতার প্রতি হিংসা করিও না। হে বৃষভবাহন! তুমি আমাদের প্রিয় শরীরের প্রতি হিংসা করিও না।

ত্রিপঞ্চাশোঽনুবাকঃ। মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তো নমসা বিধেম তে॥ ইতি ত্রিপঞ্চাশোঽনুবাকঃ।

হে রুদ্র! তুমি আমার অপরাধের দ্বারা আমার প্রতি ক্রোধপরবশ হইয়া আমার বালক পুত্র, যুবক পুত্র, আয়ুঃ, গবাদি পশুসমূহের প্রতি হিংসা করিও না। তুমি বীরহত্যা করিও না। আমরা জুহুহস্তে প্রণামের দ্বারা তোমার পূজা বিধান করি।

চতুষ্পঞ্চাশোঽনুবাকঃ। প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ংস্যাম পতয়ো রয়ীণাম্। ইতি চতুষ্পঞ্চাশোঽনুবাকঃ।

হে পার্ব্বতীবল্লভ! হে ব্রহ্মন্! তোমা হইতে সমুদায় বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে। আমি ব্যতীত আর কেহ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা নাই। আমরা যে বস্তু লাভ করিবার জন্য অগ্নিতে হোম করি,

আমাদের সেই সমুদায় অভীষ্ট বস্তু হউক, আমরা যেন সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে পারি।

পঞ্চপঞ্চাশোঽনুবাকঃ। স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী। বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ স্বস্তিদা অভয়ঙ্করঃ॥ ইতি পঞ্চপঞ্চাশোঽনুবাকঃ।

ইহলোক ও পরলোকসুখদ, বিবিধ প্রজার অধিপতি, বৃত্রহন্তা, দৈত্যসূদন, বশী, বর্ষাকালে জলসেচক, আশ্রিত জনের অভয়দ ইন্দ্র আমাদের রক্ষার জন্য পূর্ব্বদিকে আগমন করুন।

ষট্পঞ্চাশোঽনুবাকঃ। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ ইতি ষট্পঞ্চাশোঽনুবাকঃ।

হে ভগবন্! পার্ব্বতীপতে! ত্রিনেত্র, সুগন্ধি ও পুষ্টিবর্দ্ধন তোমাকে আমি পূজা করি। যেমন কর্কটী প্রভৃতির ফল পাকিলে বৃন্ত হইতে অনায়াসে পতিত হয়, সেইরূপ আমরা যেন মৃত্যুর নিকট হইতে মুক্ত হইতে পারি। মোক্ষ হইতে যেন বিযুক্ত না হই।

সপ্তপঞ্চাশোঽনুবাকঃ। যে তে সহস্রমযুতং পাশা মৃত্যো মর্ত্ত্যায় হন্তবে। তান্যজ্ঞস্য মায়য়া সর্ব্বানবযজামহে॥ ইতি সপ্তপঞ্চাশোঽনুবাকঃ।

হে মৃত্যো! প্রাণিগণকে হনন করিবার জন্য তোমার যে সহস্র বা অযুতসংখ্যক পাশ আছে, আমরা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের বলে তৎসমুদায়কে নিবারণ করিব।

অষ্টপঞ্চাশোহনুবাকঃ। মৃত্যবে স্বাহা মৃত্যবে স্বাহা॥ ইতি অষ্টপঞ্চাশোহনুবাকঃ।

[এখন কেবলমাত্র পাপনাশক হোমমন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে—] মৃত্যুর উদ্দেশে গৃহীত এই ঘৃত সুহুত হউক। দুইবার আহুতি দিবার জন্য দুইবার মন্ত্রও পঠিত হইয়াছে। এই আহুতিদ্বয়ের দেবতা হইতেছেন মৃত্যু।

উনষষ্টিতমোহনুবাকঃ। দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। আত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। অন্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। অস্মৎকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। যদ্দিবা চ নক্তং চৈনশ্চকৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যৎ স্বপন্তশ্চ জাগ্রতশ্চৈনশ্চকৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যৎ সুষুপ্তশ্চ জাগ্রতশ্চৈনশ্চকৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যদ্বিদ্বাংসশ্চাবিদ্বাংসশ্চৈনশ্চকৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। এনস এনসোঽবযজনমসি স্বাহা। ইতি উনষষ্টিতমোহনুবাকঃ।

['যদ্বো দেবাঃ'—ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্ব্বে 'দেবকৃতস্যৈনসঃ' ইত্যাদি একাদশটী মন্ত্রে হবির্গ্রহণকারী দেবের অপ্রতীতিবশতঃ অগ্নিকেই দেবতারূপে স্বীকার করিতে হইবে, কারণ সকল দেবতার মধ্যে অগ্নির প্রাধান্য] হে ঘৃত! তুমি দেবতাগণের উদ্দেশে কৃত পাপের নিবারক, তজ্জন্য এই আজ্য অগ্নির উদ্দেশে সুহুত হউক। অথবা হে অগ্নে! তুমি কর্ম্মের অঙ্গবৈকল্যাদিরূপ দেবতার উদ্দেশে কৃত পাপের নিবারক, তজ্জন্য এই ঘৃত তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক।

এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। মনুষ্যকে কুবাক্য প্রয়োগ, অন্ন-প্রদান না করা ইত্যাদি মনুষ্যকৃত পাপ। পিতৃকার্য্যে অঙ্গবৈকল্যাদি পিতৃকৃত পাপ। স্বয়ংকৃত অগম্যগমনাদির নাম আত্মকৃত পাপ। অন্যকৃত অর্থাৎ আমাদের ভার্য্যাদিকৃত। অস্মৎকৃত শব্দের অর্থ আমাদের জ্ঞাতিবর্গকৃত। দিবা ও রাত্রিতে যে পাপ করিয়াছি, স্বপ্নাবস্থায়, জাগ্রতাবস্থায় ও সুষুপ্তাবস্থায় যে পাপ করিয়াছি, আমরা জ্ঞান ও অজ্ঞানপূর্ব্বক যে পাপ করিয়াছি, উপপাতকের অধিক যে মহাপাতকাদি করিয়াছি, তুমি সেই সমুদায় পাপের নিবারক, তজ্জন্য তোমার উদ্দেশে গৃহীত আজ্য সুহুত হউক।

ষষ্টিতমোঽনুবাকঃ। যদ্বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরুমনসো বা প্রযুতী দেবহেড়নম্। অরা বাযো নো অভি দুচ্ছুনায়তে তস্মিন্তদেনো বসবো নিধেতন স্বাহা। ইতি ষষ্টিতমোঽনুবাকঃ।

হে বসুগণ! হে গম্ভীরচিত্ত দেবগণ! আমরা তোমাদিগের ন্যূনাধিকভাব কল্পনা করিয়া বাক্যের দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, তজ্জনিত আমাদের অপরাধ তোমরা সহ্য কর। হে বায়ো! আমাদের মরণসম্পাদক, দুষ্টকুক্কুরের ন্যায় অপবিত্র পাপ সহ্য কর। তজ্জন্য এই আজ্য লিঙ্গোক্ত দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক।

একষষ্টিতমোঽনুবাকঃ। কামোঽকার্ষীন্নমো নমঃ। কামোঽকার্ষীৎ কামঃ করোতি নাহং করোমি কামঃ কর্ত্তা নাহং কর্ত্তা কামঃ কারয়িতা নাহং কারয়িতা এষ তে কামকামায় স্বাহা। ইতি একষষ্টিতমোঽনুবাকঃ।

হে তেত্রিশকোটি দেবতা! তোমাদিগের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ

নমস্কার! কাম পূর্ব্বোক্ত পাপসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছে, কামই পাপ করিয়া থাকে, আমি করি নাই ; কামই পাপকর্ত্তা, আমি নহি ; কাম সমস্ত জগৎকে বশীভূত করিয়া লোকের দ্বারা কাম করাইয়া থাকে, আমি করাই না। হে কাম! তুমি কমনীয়দেহ, তোমার উদ্দেশে এই আজ্যভাগ সুহুত হউক।

দ্বিষষ্টিতমোঽনুবাকঃ। মন্যুরকার্ষীন্নমো নমঃ। মন্যুরকার্ষীন্মন্যুঃ করোতি নাহং করোমি মন্যুঃ কর্ত্তা নাহং কর্ত্তা মন্যুঃ কারয়িতা নাহং কারয়িতা এষ তে মন্যো মন্যবে স্বাহা। ইতি দ্বিষষ্টিতমোঽনুবাকঃ।

কোপাভিমানী দেব পাপসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তদুদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার পূর্ববৎ।

ত্রিষষ্টিতমোঽনুবাকঃ। ১। তিলান্ জুহোমি সরসাং-সপিষ্টান্ গন্ধারঃ মম চিত্তে রমন্তু স্বাহা।

[অনন্তর সকল পাপনাশের নিমিত্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট চতুর্থাশ্রমকরণের অঙ্গভূত বিরজাখ্য হোমকর্ম্মে বিনিযুক্ত মন্ত্রসমূহ পঠিত হইতেছে, কারণ তাদৃশ লিঙ্গ প্রতীত হইতেছে। যিনি সন্ন্যাসী হইবেন, তাঁহার সমস্ত পাপ দূরীভূত করা কর্ত্তব্য, এইজন্য শাস্ত্রোক্ত অধিকারী স্বগৃহোক্ত বিধির দ্বারা পঞ্চভূতসংস্কারাদি আজ্যসংক্রান্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রধান আহুতিগুলি প্রদান করিবে। স্বিষ্টকৃদাদি আর সমস্ত সমান। সর্ব্বত্র হবির্গ্রাহিণী দেবতা পরমাত্মাই, তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র পঠিত হইতেছে—] হে পরমাত্মন্! সরস শক্তু-প্রভৃতি পিষ্টবস্তুর লেশসহিত তিলসমূহ তোমার উদ্দেশে হবন করি।

অপিচ, সেই মোহের ফলীভূত ত্বদীয় পরম পবিত্র গুণরাশি আমার চিত্তে বিরাজ করুক। এই প্রকৃত হবিঃ তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক।

২। গাবো হিরণ্যং ধনমন্নপানং সর্ব্বেষাং শ্রিয়ৈ স্বাহা।

হে পরমাত্মন্! তোমার অনুগ্রহে আমার গো, সুবর্ণ, অন্নপান এই সকল সিদ্ধিলাভ করুক অর্থাৎ এইগুলি যেন আমি প্রাপ্ত হই। আমার যেন সকল ভোগ্যপদার্থের প্রাপ্তি ঘটে। অপিচ স্ত্রীলাভের নিমিত্ত তোমার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

৩। শ্রিয়ং চ লক্ষ্মীং পুষ্টিং চ কীর্ত্তিং চানৃণ্যতাম্ ব্রহ্মণ্যং বহুপুত্রতাম্। শ্রদ্ধামেব প্রজ্ঞাঃ সংদদাতু স্বাহা। ইতি ত্রিষষ্টিতমো-ঽনুবাকঃ।

ভগবান্ পরমাত্মা, তুমি আমাকে রাজ্যলক্ষ্মী, মোক্ষশ্রী, শরীরপুষ্টি, কীর্ত্তি, দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ হইতে মুক্তি, ব্রহ্মণ্য, বহুপুত্রত্ব, শ্রদ্ধা, মেধাশক্তি ও সন্ততি প্রদান কর, পরমাত্মার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

চতুঃষষ্টিতমোঽনুবাকঃ। ১। তিলাঃ কৃষ্ণাস্তিলা শ্বেতাস্তিলাঃ সৌম্যা বশানুগাঃ। তিলাঃ পুনন্তু মে পাপং যৎকিঞ্চিদ্ দুরিতং ময়ি স্বাহা।

হে পরমাত্মন্। আমার যে সমস্ত পাপ আছে, তৎসমুদায় তোমার আজ্ঞায় কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রোগাদ্যুপদ্রবরহিত, বশবর্ত্তী তিলসমূহ দূরীভূত করিয়া আমাকে পবিত্র করুক, তোমার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

২। চোরস্যান্নং নবশ্রাদ্ধং ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। গোস্তেয়ং সুরাপানং ভ্রূণহত্যা তিলা শান্তিং শময়ন্তু স্বাহা।

হে পরমাত্মন্! তোমার আজ্ঞায় তিলসমূহ চোরের অন্নভোজন, একোদ্দিষ্টাদি শ্রাদ্ধভোজন, গুরুস্ত্রীগমন, গোচৌর্য্য, সুরাপান ও ভ্রূণহত্যাজনিত পাপের শান্তিবিধান কর। তজ্জন্য এই হবিঃ তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক।

৩। শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পুষ্টিশ্চ কীর্ত্তিং চানৃণ্যতাম্। ব্রহ্মণ্যং বহুপুত্রতাম্। শ্রদ্ধামেধে প্রজ্ঞা তু জাতবেদঃ সংদদাতু স্বাহা। ইতি চতুঃষষ্টিতমোঽনুবাকঃ।

অনুবাদ পূর্ব্ববৎ।

পঞ্চষষ্টিতমোঽনুবাকঃ। ১। প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।

আমার প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু এই আজ্য হোমের দ্বারা শুদ্ধ হউক। কারণ, আমি পাপ ও রজোগুণরহিত হইয়া যেন জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারি, এই হবিঃ তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক।

২। বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রজিহ্বাঘ্রাণরেতো বুদ্ধ্যাকূতিসঙ্কল্পা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।

আমার বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ঘ্রাণ ও গুহ্যেন্দ্রিয়, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি, অনিশ্চয়বৃত্তিরূপ আকৃতি এবং ভালমন্দ বিচাররূপ সঙ্কল্প পবিত্র হউক। অপরাংশের অনুবাদ পূর্ব্ববৎ।

৩। ত্বক্‌চর্ম্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জাস্নায়বোঽস্থীনি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥

[এখানে স্থূলশরীরগত সপ্ত ধাতুর শুদ্ধি কথিত হইতেছে—] আমার ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদঃ, মজ্জা, স্নায়ু, অস্থি পবিত্র হউক। একটী ধাতুর বাহ্য ভাগকে চর্ম্ম ও আন্তর ভাগকে ত্বক্ কহে। অপরাংশের অনুবাদ পূর্ব্ববৎ।

৪। শিরঃপাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোরূদরজঙ্ঘশিশ্নোপস্থপায়বো মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥

আমার মস্তক, হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উরু, উদর, জঙ্ঘা, শিশ্ন, উপস্থ, পায়ু পবিত্র হউক। অন্যাংশের অনুবাদ পূর্ব্ববৎ।

৫। উত্তিষ্ঠ পুরুষ হরিত পিঙ্গল লোহিতাক্ষি দেহি দেহি দদাপয়িতা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ইতি পঞ্চষষ্টিতমোঽনুবাকঃ।

[শুদ্ধিহেতুস্বরূপে সকল কর্ম্মনিষ্পাদক বহিঃশরীরোপাধিক পরমাত্মাকে প্রার্থনা করিতেছেন] হে প্রতিবন্ধহরণকুশল! হে পিঙ্গলবর্ণ! হে রক্তনয়ন! পরমাত্মন্! তুমি আমাকে পুনঃ পুনঃ শুদ্ধি দান কর, তুমি তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ হও। আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ শুদ্ধ হউক। অন্যাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽনুবাকঃ। ১। পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।

পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ আমাকে পবিত্র করুক। অন্য পূর্ব্ববৎ।

২। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের গুণ, ইহারা আমাকে পবিত্র করুক, অন্য পূর্ব্ববৎ।

৩। মনো বাক্কায়কর্ম্মাণি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।

মনঃ, বাক্ ও কায়ের কর্ম্মসমূহ আমাকে পবিত্র করুক। অন্য পূর্ব্ববৎ।

৪। অব্যক্তভাবৈরহঙ্কারৈর্জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।

হে পরমাত্মন্! আমি যেন তোমার অনুগ্রহে গূঢ় অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হই। অন্য পূর্ব্ববৎ।

৫। আত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা স্বাহা।

আমার শরীর শুদ্ধ হউক। বহুবচনবহুল পাঠের মধ্যে পতিত হওয়ায় বহুবচন প্রয়োগ বৈদিক। অন্য পূর্ব্ববৎ।

৬। অন্তরাত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা॥

আমার অন্তঃকরণ পবিত্র হউক। অন্য পূর্ব্ববৎ।

৭। পরমাত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।

পরমাত্মা আমাকে পবিত্র করুন।

৮। ক্ষুধে স্বাহা।

ক্ষুধার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

৯। ক্ষুৎপিপাসায় স্বাহা।

ক্ষুধা ও পিপাসার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

১০। বিবিট্যৈ স্বাহা।

সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

১১। ঋগ্বিধানায় স্বাহা।

ঋগ্বেদের বিধানকারী পরমাত্মার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

১২। কষোৎকায় স্বাহা।

নামরূপাত্মক জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

১৩। ক্ষুৎপিপাসামলং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীর্নাশয়াম্যহম্। অভূতি-মসমৃদ্ধিং চ সর্ব্বান্নির্ণুদ মে পাপ্মানং স্বাহা।

হে পরমাত্মন্! তোমার অনুগ্রহে আমার ক্ষুধা ও পিপাসারূপ মল, লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মী, অসমৃদ্ধি এই সকলের বিনাশ সাধন কর। আমার পাপ দূর কর। তন্নিমিত্ত তোমার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

১৪। অন্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়মানন্দময়মাত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা॥ ইতি ষট্‌ষষ্টিতমোঽনুবাকঃ।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়রূপ আত্মা আমাকে পবিত্র করুন। অন্য পূর্ব্ববৎ।

সপ্তষষ্টিতমোঽনুবাকঃ। ১। অগ্নয়ে স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ধ্রুবায় ভূমায় স্বাহা। ধ্রুবক্ষিতয়ে স্বাহা। অচ্যুতক্ষিতয়ে স্বাহা। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা।

[অনন্তর বিশ্বদেবকর্ম্মে বিনিযুক্ত ছয়টি হোমমন্ত্র ব্যাখাত হইতেছে—] অগ্নি, বিশ্বদেব, ধ্রুবভূম, ধ্রুবক্ষিতি, অচ্যুতক্ষিতি ও স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি—এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশে অন্নাদি হবিঃ সুহুত হউক।

২। ধর্ম্মায় স্বাহা। অধর্ম্মায় স্বাহা। অচ্যুতক্ষিতয়ে স্বাহা। অদ্ভ্যঃ স্বাহা। ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহা। রক্ষোদেবজনেভ্যঃ স্বাহা। গৃহ্যাভ্যঃ স্বাহা। অবসানেভ্যঃ স্বাহা। অবসানপতিভ্যঃ স্বাহা। সর্ব্ব-ভূতেভ্যঃ স্বাহা। কামায় স্বাহা। অন্তরিক্ষায় স্বাহা। যদেজতি জগতি যচ্চ চেষ্টতি নাম্নো ভাগোঽয়ং যন্নাম্নে স্বাহা। পৃথিব্যৈ স্বাহা। অন্তরিক্ষায় স্বাহা। দিবে স্বাহা। সূর্য্যায় স্বাহা। চন্দ্রমসে স্বাহা। নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা। ইন্দ্রায় স্বাহা। বৃহস্পতয়ে স্বাহা। প্রজাপতয়ে স্বাহা। ব্রহ্মণে স্বাহা। স্বধাপিতৃভ্যঃ স্বাহা। নমো রুদ্রায় পশুপতয়ে স্বাহা। দেবেভ্যঃ স্বাহা। পিতৃভ্যঃ স্বধাঽস্তু। ভূতেভ্যো নমঃ। মনুষ্যেভ্যো হন্তা। প্রজাপতয়ে স্বাহা। পরমেষ্ঠিনে স্বাহা।

[অনন্তর বলিহরণকর্ম্মে বিনিযুক্ত মন্ত্রসমূহ ব্যাখ্যাত হইতেছে—] ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক। অধর্ম্মাধিষ্ঠাতৃদেবতা, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ওষধিবনস্পত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রক্ষঃ ও দেবজনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কুলদেবতা, গৃহপ্রান্তদেশবর্ত্তমানা দেবতা, গৃহপ্রান্তদেশবর্ত্তমানদেবতাস্বামী, পঞ্চমহাভূত অথবা ভূতবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অন্তরিক্ষলোকস্থ বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক। বৈদিকশব্দরাশিবাচক নাম শব্দের দ্বারা তদ্বেত্ত পরমাত্মা লক্ষিত হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডে বায়ুপ্রভৃতির দ্বারা যে বৃক্ষাদি কম্পিত হইতেছে, মনুষ্যাদি প্রাণী যে গমনাগমনাদি চেষ্টা করে, তৎসমুদায়ই পরমাত্মার অংশ। সেই জগৎসংহারক পরমাত্মার উদ্দেশে এই বলিহরণরূপ হবিঃ ভূমিতে প্রদত্ত হউক। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অন্তরিক্ষরূপ মধ্যলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দ্যুলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সূর্য্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিরাট, হিরণ্যগর্ভের উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা ও স্বাহা অর্থাৎ এই বলিহরণকর্ম্মযোগ্য অন্ন প্রদত্ত হউক। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তের অধিপতি রুদ্রের উদ্দেশে এই অন্ন প্রদত্ত হউক। দেবগণ, পিতৃগণ, ভৃত্যগণ, ও মনুষ্যগণের উদ্দেশে এই হবিঃ যথাক্রমে স্বাহা, স্বধা, নমঃ ও হন্তকার। প্রজাপতি ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উদ্দেশে প্রদত্ত এই হবিঃ সুহুত হউক। [যেখানে এক দেবতাকে দুইবার বলা হইয়াছে, তখন তাঁহাকে আর একটি ভাগ দিতে হইবে]।

৩। যথা কূপঃ শতধারঃ সহস্রধারো অক্ষিতঃ এবা মে অস্তু ধান্যং সহস্রধারমক্ষিতম্। ধনধান্যৈ স্বাহা।

যেমন বহুধারাযুক্ত কূপ হইতে উদক তুলিয়া লইলেও সে অক্ষয় থাকে, সেইরূপ পরমাত্মার অনুগ্রহে আমার ধান্য অক্ষয় হউক, অনেক গোলাপূর্ণ ধান্য থাকুক। তজ্জন্য ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

৪। যে ভূতাঃ প্রচরন্তি দিবানক্তং বলিমিচ্ছন্তো বিতুদস্য প্রেষ্যাঃ। তেভ্যো বলিং পুষ্টিকামো হরামি ময়ি পুষ্টিপতির্দধাতু স্বাহা। ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহাঽন্তরিক্ষায় স্বাহা নমো রুদ্রায় পশুপতয়ে স্বাহা বিতুদস্য প্রেষ্যা একঞ্চ। ইতি সপ্তষষ্টিতমোঽনুবাকঃ।

পাপিপীড়ক কালাগ্নিরুদ্রের ভৃত্য যে ভূতসমূহ আহারাভিলাষী হইয়া দিবা ও রাত্রিতে বিচরণ করিয়া থাকে, অতএব ধনধান্যাদির অধিপতি আমাতে ধনধান্যাদি পুষ্টি আধান করুন। তজ্জন্য এই অন্ন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হউক। অন্যাংশ স্পষ্ট।

অষ্টষষ্টিতমোঽনুবাকঃ। ওঁ তৎ সত্যম্। ওঁ তদ্‌ব্রহ্ম। ওঁ ওঁ তদ্বায়ুঃ। ওঁ তদাত্মা। ওঁ তৎসর্ব্বম্। ওঁ তৎপুরোর্নমঃ। অন্তশ্চরতি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বর্ত্তিষু। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বং-রুদ্রস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং ব্রহ্ম ত্বং প্রজাপতিঃ। ত্বং তদাপ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ সুবরোম্। ইতি অষ্টষষ্টিতমোঽনুবাকঃ।

বেদান্তবেদ্য বস্তু অবাধিত ও অতিবৃহৎ, তাহা জীব, সমস্ত, জগৎ, তাহা সমস্ত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, তদুদ্দেশে নমস্কার। এবংবিধ ব্রহ্মনানাবিধ শরীরে, প্রাণিসমূহে, অন্তর্হৃদয়পুণ্ডরীক মধ্যে

বিচরণ করেন। [এইরূপ পরোক্ষভাবে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব বলিয়া এখন অপরোক্ষভাবে বলিতেছেন] হে ভগবন্। তুমি যজ্ঞস্বরূপ, তুমি বষট্‌কার অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে অন্নদায়ক শব্দবিশেষ। এমন কি তুমি স্বাহা, স্বধা, নমঃ ও হন্তকারস্বরূপ। তুমি ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ। তুমি বিরাট্, তুমি ব্রহ্মাণ্ড, তুমি নদ্যাদিগত ও সমুদ্রাগত জল, তুমি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ, তুমি মধুরাদি রস, তুমি অমৃত, তুমি বেদসমূহ, তুমি ত্রৈলোক্য। তুমিই ওঁকার অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম।

ঊনসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ। ১। শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শ্রদ্ধায়ামপানে নিবষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শ্রদ্ধায়াং সমানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। ব্রহ্মণি ম আত্মাঽমৃতত্বায়।

বৈদিক কর্ম্মে অতিশয় বিশ্বাস জন্মিলে শরীরগত পাঁচটী বায়ুর মধ্যে প্রথম প্রাণনামক বায়ুতে আস্বাদযুক্ত হইয়া আমি অমৃতোপম হবিঃ প্রক্ষেপ করি, এইরূপ অপান, ব্যান, উদান ও সমান বায়ুর সম্বন্ধে জানিবে। এই পাঁচটী আহুতির দ্বারা আমার জীবাত্মা মোক্ষের নিমিত্ত পরমাত্মাতে একীভূত হউক।

২। অমৃতোপস্তরণমসি।

[অনন্তর ভোজনের প্রথমে আচমন মন্ত্র বলিতেছেন—] হে বিনাশরহিত জল! তুমি প্রাণদেবতার উপস্তরণ অর্থাৎ আচ্ছাদন হও। যেমন কোন পুরুষ মঞ্চোপরি শয়ান থাকিলে বস্ত্রাদি আচ্ছাদন থাকে, সেইরূপ জলই প্রাণদেবতার আচ্ছাদনস্থানীয় হউক।

৩। শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। প্রাণায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। অপানায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। ব্যানায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। উদানায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়াং সমানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। সমানায় স্বাহা। ব্রহ্মণি ম আত্মাঽমৃতত্বায়।

[প্রাণাহুতিসমূহে বিকল্পিত অন্য অন্য মন্ত্র বলিতেছেন—] হে হূয়মান দ্রব্যবিশেষ! তুমি শান্ত হইয়া ক্ষুধাজনিত পীড়াশান্তির নিমিত্ত আমাতে প্রবেশ কর। অন্যাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। ইতি ঊনসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ।

৪। অমৃতাপিধানমসি।

[ভোজনের পর জলপান মন্ত্র বলিতেছেন—] হে অমৃতস্বরূপ জল! তুমি অবিনশ্বর হইয়া আমার আচ্ছাদক হও।

সপ্ততিতমোঽনুবাকঃ। শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিশ্যামৃতং হুতম্। প্রাণমন্নেনাপ্যায়স্ব। শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিশ্যামৃতং হুতম্। অপানমন্নেনাপ্যায়স্ব। শ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিশ্যামৃতং হুতম্। ব্যানমন্নেনাপ্যায়স্ব। শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিশ্যামৃতং হুতম্। উদানমন্নেনাপ্যায়স্ব। শ্রদ্ধায়াং সমানে নিবিশ্যামৃতং হুতম্। সমানমন্নেনাপ্যায়স্ব। ইতি সপ্ততিতমোঽনুবাকঃ।

[ভুক্ত অন্নের অভিমন্ত্রণে মন্ত্র বলিতেছেন] আমি শ্রদ্ধাপুরঃসর প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ তাহার প্রতি আদরাতিশয্যবশতঃ অমৃতস্বরূপ এই হবিঃ প্রক্ষেপ করিয়াছি। হে প্রাণাভিমানিনি দেবি! আমাকর্ত্তৃক হুত অন্নর মুখ ও নাসিকাতে সঞ্চরণশীল প্রাণবায়ুকে বর্দ্ধিত কর।

একসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽঙ্গুষ্ঠং চ সমাশ্রিতঃ। ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতি বিশ্বভুক্। ইতি একসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ।

[ক্ষুধাদির দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ ঘটিলে তাহার শান্তির নিমিত্ত ভোক্তা জীবের পরমেশ্বরের অনুসন্ধানরূপ মন্ত্র প্রদর্শন করিতেছেন—] হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী আকাশ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, তথায় অবস্থিত বুদ্ধিও তৎপরিমিতা, সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিতা বুদ্ধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন জীবরূপ পুরুষ ও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত। তিনি জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়ে ও পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীরে ব্যাপিয়া আছেন, তিনি উপাধিসম্বন্ধব্যতিরেকে সমস্ত জগতের নিয়ন্তা, সর্ব্বভুক্ ও ঈশ্বর; তিনি এই ভোজনের দ্বারা প্রীত হউন।

দ্বিসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ। বাঙ্ম আসন্। নসোঃ প্রাণঃ। অক্ষ্যোশ্চক্ষুঃ। কর্ণয়োঃ শ্রোত্রম্। বাহুবোর্ব্বলম্। ঊরুবোরোজঃ। অরিষ্টাবিশ্বান্যঙ্গানি তনূঃ। তনুবা মে সহ নমস্তে অস্তু মা হিংসীঃ। ইতি দ্বিসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ।

[এইরূপে ভোজনের পর পরমেশ্বরের স্মরণ-প্রতিপাদক মন্ত্র বলিয়া ভোক্তার সর্ব্বাঙ্গের স্বস্থতাপ্রতিপাদক মন্ত্র অনুভবপূর্ব্বক

বলিতেছেন—] হে ভগবন্! আমি আকণ্ঠ ষড়্‌রসযুক্ত অন্ন ভোজন করিলেও যেন আমার বাগিন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয়গোলক মুখে, চক্ষুরিন্দ্রিয় শক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তাহার গোলকে, শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণগোলকদ্বয়ে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিল। কারণ ভোজনের পূর্ব্বে সেই সকল ইন্দ্রিয় বিকল হইয়াছিল। অতএব আমার বাহুদ্বয়ে বল আসিয়াছিল এবং গমনাগমনে শক্তি হইয়াছিল। অধিক আর কি বলিব, আমার সমস্ত অঙ্গ সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট হইয়াছিল। অপিচ, আমার লিঙ্গশরীরের সহিত এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর সবল হইয়াছিল। হে ভগবন্! তোমার অনুগ্রহে আমি মিষ্টান্নভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য তোমার উদ্দেশে মদীয় নমস্কার অর্পিত হউক। এইরূপ প্রতিদিন আমার ও পরিবারবর্গের তৃপ্তিসাধন করিয়া সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টিসাধন করত মরণকালপর্য্যন্ত সপরিবার আমাকে পীড়া দিও না, কিন্তু রক্ষা করিও। এই মন্ত্র প্রত্যহ ভোজনের পর পরমেশ্বরকৃত উপকারের স্মরণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণের অর্থানুসন্ধান-পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ। বয়ঃ সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ। অপধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্য-স্মান্নিধয়েঽববদ্ধান্। ইতি ত্রিসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ।

[এইরূপ সর্ব্বাঙ্গের স্বাস্থ্য বলিয়া পাপক্ষয় ও ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্র ও সপ্তর্ষিসম্পাদক মন্ত্র জপ্যত্বরূপে বলিতেছেন—] একদা সর্ব্বভূতের প্রতি হিতবুদ্ধিসম্পন্ন সাতজন ঋষি কিছু প্রার্থনা করিবার জন্য শোভনপক্ষ পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগমনে স্বচ্ছহৃদয় ইন্দ্রের নিকট গমন

করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি দিব্য বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া আমাদের শরীর আচ্ছাদিত করুন, আনন্দদায়ক বস্তু প্রদান করিয়া চক্ষুর সফলতা সাধন করুন এবং আমাদিগকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করুন। আমাদিগকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করুন। [ইন্দ্র এইরূপ ঋষিগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলেন এবং তাঁহারা তদ্দত্ত ধনরত্নাদি লইয়া ভূমিতে আগমন করত নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—এই অংশটুকু পূরণীয়।]

চতুঃসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ। প্রাণানাং গ্রন্থিরসি রুদ্রো মা বিশান্তকঃ। তেনান্নেনাপ্যায়স্ব। ইতি চতুঃসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ।

[এইরূপ জপের পর হৃদয়স্পর্শ করিয়া জপ্য মন্ত্র বলিতেছেন—] হে হৃদয়বর্ত্তিন্ অহঙ্কার! তুমি বায়ুরূপ ও ইন্দ্রিয়রূপ প্রাণসমূহে গ্রন্থি অর্থাৎ পরস্পর অবিয়োগের নিমিত্ত গ্রন্থনের হেতু। অতএব তুমি রুদ্রাভিমানী দেবতারূপে দুঃখের বিনাশক হইয়া আমার শরীরে প্রবেশ কর। আমাকর্ত্তৃক ভুক্ত অন্নের দ্বারা আমাকে বর্দ্ধিত কর।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ। নমো রুদ্রায় বিষ্ণবে মৃত্যুর্মে পাহি। ইতি পঞ্চসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ।

[এইরূপ হৃদয়াভিমন্ত্রণ বলিয়া যাবজ্জীবন মৃত্যুভয় নাশের নিমিত্ত দেবতার প্রীতিসম্পাদনরূপ মন্ত্র বলিতেছেন—] পার্ব্বতীপতি রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার। লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর উদ্দেশে নমস্কার। হে রুদ্র! হে বিষ্ণো! তোমরা আমাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা কর।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽনুবাকঃ। ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিস্ত্ব-মদ্ভ্যস্ত্বমশ্মনস্পরি। ত্বং বনেভ্যস্ত্বমোষধীভ্যস্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ। ইতি ষট্‌সপ্ততিতমোঽনুবাকঃ।

হে অগ্নে! তুমিও উৎকৃষ্ট কান্তিসমন্বিত হইয়া মৃত্যুকে নিবারণ কর। তুমি ভক্তগণের পাপনাশক হও। তুমি কারণরূপে জলের উপরে বিরাজ করিতেছ, তুমি মহামেরু প্রভৃতি পাষাণের উপরেও অবস্থিত আছ। তুমি নন্দনাদি বনেও বিচরণ করিয়া থাক, তুমি সোমলতাদি ওষধিগণের মধ্যে বিদ্যমান আছ। হে যজমানরূপ মনুষ্যগণের অধিপতে! তুমি যজমানগণের অতীব পূজ্য। তুমি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মে এবং শ্মশানে সমস্ত পদার্থ ভোজন করিয়াও পবিত্র আছ। তোমার যখন প্রভাব এতাদৃশ, তখন তুমি আমাকে মৃত্যুর নিকট হইতে ত্রাণ কর।

সপ্তসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ। শিবেন মে সংতিষ্ঠস্ব স্যোনেন মে সংতিষ্ঠস্ব সুভূতেন মে সংতিষ্ঠস্ব যজ্ঞস্যর্দ্ধিমনু সংতিষ্ঠস্বোপ তে যজ্ঞ নম উপ তে নম উপ তে নমঃ। ইতি সপ্তসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ।

[এখন পরমাত্মার নিকট স্বকীয় অভীষ্ট ফল প্রার্থনা করিতেছেন] হে সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ ভগবন্ পরমাত্মন্! তুমি কল্যাণ প্রদান করত আমার গৃহে স্থিরভাবে উপবেশন কর। তুমি ঐহিক সুখ প্রদান করিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর। তুমি মহৎ ঐশ্বর্য্য দান করত আমার ভবনে অবস্থান কর। তুমি ব্রহ্মতেজঃ দিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর। তুমি সর্ব্বগুণবান্, তুমি মদ্‌গৃহে আগমন করিলে আমিও তদ্রূপ হইব। অপিচ, তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি যে

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তদনন্তর ফল দিবার জন্য তুমি আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া অচঞ্চল চিত্তে অবস্থান কর।

অষ্টসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ। ১। সত্যং পরং পরং সত্যং সত্যেন ন স্বুবর্গাল্লোকাচ্চ্যবন্তে কদাচন সতাং হি সত্যং তস্মাৎ সত্যে রমন্তে।

[ভোজনপ্রকরণ ও কর্ম্মপ্রকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। ইদানীং সকল কর্ম্মময় সংসারের কারণীভূত অবিদ্যার নাশের নিমিত্ত সংসারপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক মহাপাতকের ধ্বংস হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়; তখন জ্ঞানলাভে সমর্থ পুরুষের যাবতীয় জ্ঞানসাধন অপেক্ষণীয়, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট, ইহা বলিবার জন্য সত্য প্রভৃতি একাদশ উৎকৃষ্ট উপায় অবিদ্যার প্রতিপক্ষরূপে বলা হইবে, তাহার মধ্যে প্রথম সাধন বলিতেছেন—] যে বস্তু প্রমাণের দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহার যথার্থ কথনের নাম সত্য, সেই সত্য যাবতীয় সাধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট, আদরাতিশয় প্রকাশনের নিমিত্ত পুনরায় 'পরং সত্যং' বলা হইয়াছে। অথবা 'পরং সত্যম্'— এইটী দৃষ্টান্ত, যেমন ব্রহ্ম অবাধিত, সেইরূপ সত্য বচনও ব্যাবহারিক সত্য। যিনি যাবজ্জীবন সত্যবাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি কখনও স্বর্গলোক হইতে প্রচ্যুত হন না, মিথ্যাবাদীরা কোনও পুণ্যবলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া মিথ্যাবাক্য বলায় স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু সত্যভাষণ হইতেছে সন্মার্গবর্ত্তী সাধুগণের কার্য্য, তাহা পরম মোক্ষসাধন,—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া সত্যে ক্রীড়া করেন।

২। তপ ইতি তপো নানশানৎ পরং যদ্ধি পরং তপস্তদ্দুর্দ্ধর্ষং তদ্দুরাধর্ষং তস্মাত্তপসি রমন্তে।

[একটী মত বলিয়া দ্বিতীয় মত বলিতেছেন—] তপস্যা উৎকৃষ্ট মুক্তি সাধন, ইহা কাহারও মত। যদ্যপি তীর্থযাত্রা, জপ, হোমপ্রভৃতি বহু তপস্যা আছে, তথাপি তৎসমুদায়ের মধ্যে উপবাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা নাই। উপবাসরূপ কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণপ্রভৃতি যে তপস্যা, তাহা সহ্য করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহা সকল প্রাণীর পক্ষে সুসাধ্য নহে। অতএব কোন কোন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি কৃচ্ছ্র-চন্দ্রায়ণাদি তপস্যায় নিরত থাকেন।

৩। দম ইতি নিয়তং ব্রহ্মচারিণস্তস্মাদ্দমে রমন্তে।

[তৃতীয় মত বলিতেছেন—] নিষিদ্ধ বাহ্য বিষয়সমূহ হইতে বাক্-চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তির নাম দম, উৎকৃষ্ট দম মোক্ষের কারণ—এইরূপ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা দমে রত থাকেন।

৪। শম ইত্যরণ্যে মুনয়স্তস্মাচ্ছমে রমন্তে।

[চতুর্থ মত বলিতেছেন] অন্তঃকরণের ক্রোধাদিদোষরাহিত্যের নাম শম, উৎকৃষ্ট শম মুক্তির কারণ,—এইরূপ অরণ্যবাসী (বানপ্রস্থাশ্রমী) মুনিগণ মনে করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহারা শমে রত থাকেন।

৫। দানমিতি সর্ব্বাণি ভূতানি প্রশংসন্তি দানান্নাতিদুশ্চরং তস্মাদ্দানে রমন্তে।

[পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন] স্বকীয় গো, ভূমি, হিরণ্যপ্রভৃতি দ্রব্য শাস্ত্রীয় রীতিতে স্বস্বত্বপরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপত্তির নাম দান, সেই উত্তম দান মুক্তির কারণ,—এ বিষয়ে সমস্ত প্রাণী প্রশংসা করিয়া থাকেন। দান হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, কারণ লোক ধন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। অতএব গো-ভূ-হিরণ্যপ্রভৃতি বস্তুর দানে নিরত থাকিবে।

৬। ধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মেণ সর্ব্বমিদং পরিগৃহীতং। ধর্ম্মান্নাতিদুষ্করং তস্মাদ্ধর্ম্মে রমন্তে।

[ষষ্ঠ মত বলিতেছেন—] স্মৃতি-পুরাণাদিপ্রতিপাদ্য বাপী-কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণরূপ ধর্ম্ম এখানে অভিপ্রেত, সেই উত্তম ধর্ম্ম মোক্ষহেতু,—ইহা অমাত্যগণপরিবৃত প্রভুরা মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের দ্বারা এই সমস্তজগৎ পরিগৃহীত হইয়াছে, কারণ মানুষ, পশু প্রভৃতি সকলই স্নান ও পানাদির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে। ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই। অতএব প্রভুগণ ধর্ম্মে রত থাকেন।

৭। প্রজন ইতি ভূয়াংসস্তভুয়িষ্ঠাঃ প্রজায়ন্তে তস্মাভুয়িষ্ঠাঃ প্রজননে রমন্তে।

[সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন—] অপত্যোৎপাদনের নাম প্রজন, সেই হইতেছে উত্তম সাধন,—ইহা বহু প্রাণী মনে করিয়া থাকে, ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ সকলই সন্তানোৎপত্তির জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে। তজ্জন্য এক একটী পুরুষের বহু সন্তান জন্মিয়া থাকে, অতএব বহু প্রাণী সন্তানোৎপাদনে যত্নবান্ হইয়া থাকে।

৮। অগ্নয় ইত্যাহ তস্মাদগ্নয় আধাতব্যাঃ।

[অষ্টম মন্ত্র বলিতেছেন—] গার্হপত্যাদি উৎকৃষ্ট অগ্নিসমূহ মুক্তির কারণ,—ইহা কোন বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ বলেন। অতএব গৃহস্থগণের অগ্ন্যাধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৯। অগ্নিহোত্রমিত্যাহ। তস্মাদগ্নিহোত্রে রমন্তে।

[নবম মত বলিতেছেন] যে সকল অগ্নির আধান করা হইয়াছে, তাহাতে সায়ং ও প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় হোমের নাম অগ্নিহোত্র। উৎকৃষ্টরূপে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হয়,—ইহা কোন কোন বেদার্থবিৎ বলিয়া থাকেন। অতএব কেহ কেহ অগ্নিহোত্রে রত থাকেন।

১০। যজ্ঞ ইতি যজ্ঞো হি দেবাস্তস্মাদ্ যজ্ঞে রমন্তে।

[দশম মত বলিতেছেন—] দর্শপূর্ণমাস ও জ্যোতিষ্টোমপ্রভৃতিকে যজ্ঞ বলে। এই যজ্ঞ উত্তম হইলে মোক্ষ সাধন হইয়া থাকে,—ইহা অপর বেদার্থবিদগণ বলিয়া থাকেন। কারণ, দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এখনও কোন কোন বেদজ্ঞ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞে নিরত থাকেন।

১১। মানসমিতি বিদ্বাংসস্তস্মাদ্বিদ্বাংস এব মানসে রমন্তে।

[একাদশ মত বলিতেছে—] মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য উপাসনার নাম মানস, সেই উৎকৃষ্ট মানসোপাসনা মুক্তির হেতু,—ইহা সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ বলিয়া থাকেন। অতএব বেদ ও উপাসনাতাৎপর্য্যবিদ্‌গণ মানস উপাসনায় রত থাকে।

১২। ন্যাস ইতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা হি পরঃ পরো হি ব্রহ্মা তানি বা এতান্যবরাণি পরাংসি ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ।

[দ্বাদশ মন্ত্র বলিতেছেন—] পূর্ব্বকাণ্ডে যে সমস্ত অগ্নিহোত্র-প্রভৃতি কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আরুণি, জাবাল প্রভৃতি উপনিষদুক্ত প্রকারে পরিত্যাগের নাম সন্ন্যাস। সেই সন্ন্যাস উৎকৃষ্ট হইলে মোক্ষহেতু হয়। ইহা হিরণ্যগর্ভ মনে করেন। হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মস্বরূপ, পূর্ব্বমতানুসারে জীবরূপ নহে। যদিও হিরণ্যগর্ভ দেহধারী, তথাপি পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভ, কারণ পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে বেদজ্ঞান দিয়াছিলেন, সুতরাং পরমেশ্বরের তুল্য বেদজ্ঞান থাকায় তৎস্বরূপ বলা অনুচিত নহে। পূর্ব্বোক্ত সত্যাদি মানসান্ত যে তপস্যার কথা বলা হইল, তাহারা সকলই সন্ন্যাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট, একমাত্র সন্ন্যাসই সকল সাধনকে অতিক্রম করিয়াছে, অপর কয়েকটী সাধনের মধ্যে তারতম্য আছে, কিন্তু সন্ন্যাসে সাধন তারতম্য বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ সন্ন্যাসই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন।

১৩। য এবং বেদেত্যুপনিষৎ। ইতি অষ্টসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ।

[উক্ত উত্তম সাধনের উপসংহার করিতেছেন—] যে পুরুষ এইরূপে অন্যান্য সাধন অপেক্ষা সন্ন্যাসের উৎকৃষ্টত্ব জানেন, তাঁহার পক্ষে এই রহস্য বিদ্যা।

একোনাশীতিতমোঽনুবাকঃ। ১। প্রাজাপত্যো হারুণিঃ সুপর্ণেয়ঃ প্রজাপতিং পিতরমুপসসার কিং ভগবন্তঃ পরমং বদন্তীতি তস্মৈ প্রোবাচ।

[পূর্ব্বে যে সমস্ত মোক্ষের উপায় বলা হইয়াছে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য আখ্যায়িকা বলিতেছেন—] প্রজাপতির পুত্র সুপর্ণা-নাম্নী স্ত্রীর গর্ভজাত আরুণি স্বকীয় পিতা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে প্রজাপতে! পূজ্য মহর্ষিগণ মোক্ষসাধনসমূহের মধ্যে কোনটীকে উৎকৃষ্ট সাধন বলেন? প্রজাপতি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আরুণিকে বলিয়াছিলেন।

২। সত্যেন বায়ুরাবাতি সত্যেনাদিত্যো রোচতে দিবি সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ সত্যং পরমং বদন্তি।

[পূর্ব্বোক্ত সাধনসকলের মধ্যে প্রথম সাধন বলিতেছেন—] যে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তিনি পূর্ব্বজন্মে মনুষ্যদেহ ধারণ করত কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিয়া বায়ুদেবতা হইয়া অন্তরিক্ষে বিচরণ করিতেছেন। সেই সূর্য্যও পূর্ব্ব জন্মে মনুষ্য-দেহ ধারণ করত সত্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতারূপে দ্যুলোকে প্রকাশ পাইতেছেন। এই সত্যকথন বাগিন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অয়ন স্থান; যদি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা মিথ্যা বাক্য কথিত হয়, তবে অপরে তাহা স্বীকার করে না। সত্য বাক্যে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত আছে, তজ্জন্য কোন কোন মহর্ষি সত্যকে মোক্ষের উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাকেন।

৩। তপসা দেবা দেবতামগ্র আয়ন্ তপসর্ষয়ঃ সুবরন্ববিন্দন্ তপসা সপত্নান্ প্রণুদামারাতীস্তপসি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাত্তপঃ পরমং বদন্তি।

[পূর্ব্বোক্তরূপ প্রজাপতিবাক শ্রবণপূর্ব্বক আরুণির মুখবিকাশের অভাব দেখিয়া অসন্তোষ বিবেচনা করত দ্বিতীয় সাধন বলিতেছেন—

ইদানীং স্বর্গে অগ্নি, ইন্দ্রপ্রভৃতি যে সমস্ত দেবতা বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে অন্নত্যাগরূপ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করিয়া এখন দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেইরূপ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ পূর্ব্বানুষ্ঠিত তপস্যার দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। এখন আমরা অভিচার-রূপ তপস্যার দ্বারা আমাদিগের শত্রুগণকে দূরীভূত করিব, অন্য যাহা কিছু ফল আছে, তাহা তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্য কোন কোন মহর্ষি তপস্যাকে মোক্ষসাধন বলিয়া থাকেন।

৪। দমেন দান্তাঃ কিল্বিষমবধূন্বন্তি দমেন ব্রহ্মচারিণঃ সুবরগচ্ছন্ দমো ভূতানাং দুরাধর্ষং দমে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্দমঃ পরমং বদন্তি।

[পূর্ব্বের ন্যায় তপস্যার মোক্ষ সাধনত্ব বিষয়ে অপরিতুষ্টি দেখিয়া তৃতীয় সাধন বলিতেছেন—] বাহ্যেন্দ্রিয়-দমনযুক্ত পুরুষগণ দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা স্বীয় পাপের বিনাশ সাধন করেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ দমের দ্বারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন। দম সমস্ত প্রাণীর দুঃসহ। সমস্ত ফল দমে প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব দমই মুক্তির সাধন, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

৫। শমেন শান্তাঃ শিবমাচরন্তি শমেন নাকং মুনয়োঽন্ব-বিন্দঞ্ছমো ভূতানাং দুরাধর্ষং শমে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাচ্ছমঃ পরমং বদন্তি।

[চতুর্থ সাধন বলিতেছেন—]. চিত্তগত ক্রোধাদিরহিত পুরুষেরা অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা মঙ্গলময় পুরুষার্থের অনুষ্ঠান করেন। নারদাদি মুনিগণ শমের দ্বারা স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন।

৬। দানং যজ্ঞানাং বরূথং দক্ষিণা লোকে দাতারং সর্ব্বভূতান্যুপজীবন্তি দানেনারাতীরপানুদন্ত দানেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি দানে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্দানং পরমং বদন্তি।

[পঞ্চম সাধন বলিতেছেন—] গো-সুবর্ণ প্রভৃতি দানযজ্ঞের দক্ষিণা, সুতরাং দান শ্রেষ্ঠ। লোকে বেদশাস্ত্রবিৎ এবং অন্ত সকলই দাতাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করেন। রাজারা ধনদানের দ্বারা যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণকে বিমুখ করেন। প্রবল শত্রুরা ধনের দ্বারা তুষ্ট হইয়া মিত্র হয়। দানে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, অতএব মহর্ষিগণ দানকেই উৎকৃষ্ট মুক্তিসাধন বলিয়া থাকেন।

৭। ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।

[ষষ্ঠ সাধন বলিতেছেন—] শ্রুতি-স্মৃতিপ্রতিপাদিত বাপী-কূপতড়াগাদিনির্ম্মাণরূপ ধর্ম্ম সমস্ত জগতের আশ্রয়। অতএব প্রজাগণ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের জন্য ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট গমন করেন, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তরূপ ধর্ম্মের দ্বারা পাপকে দূরীভূত করেন। ধর্ম্মে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত; অতএব মহর্ষিগণ ধর্ম্মকে প্রকৃষ্ট মোক্ষসাধন বলিয়া থাকেন।

৮। প্রজননং বৈ প্রতিষ্ঠা লোকে সাধু প্রজায়াস্তন্তুং তন্বানঃ পিতৄণামনৃণো ভবতি তদেব তস্যা অনৃণং তস্মাৎ প্রজননং পরমং বদন্তি।

[সপ্তম সাধন বলিতেছেন] পুত্রের উৎপাদনই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ গৃহকৃত্যনির্ব্বাহের হেতু। মানব শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে পুত্র

পৌত্রাদিরূপ প্রজাগণের বিস্তারসাধন করত মৃত পিতা ও পিতামহগণের ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। প্রজার উৎপাদনই পিতৃঋণ পরিশোধের একমাত্র কারণ। মহর্ষিগণ পুত্রোৎপাদনকে উৎকৃষ্ট মোক্ষসাধন বলিয়া থাকেন।

৯। অগ্নয়ো বৈ ত্রয়ী বিদ্যা দেবযানঃ পন্থা গার্হপত্য ঋক্ পৃথিবী রথন্তরমন্বাহার্যপচনং যজুরন্তরিক্ষং বামদেব্যমাহবনীয়ঃ সাম স্থবর্গো লোকোবৃহ ত্তস্মাদগ্নীন্ পরমং বদন্তি।

[অষ্টম সাধন বলিতেছেন—] গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় এই তিনটী বেদের সদৃশ, কারণ এই তিনটী অগ্নি তিনটী বেদে কথিত কর্ম্মের সাধন এবং বেদে এই তিনটী অগ্নি বিহিত হইয়াছে। সেই অগ্নিত্রয় দেবযান পথ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করিলে দেবত্বপ্রাপক মার্গে গমন করা যায়। উল্লিখিত অগ্নিত্রয়ের মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি ঋগ্বেদরূপ, পৃথিবীলোকরূপ এবং রথন্তরসামাত্মক। অন্বাহার্য্যপচন, দক্ষিণাগ্নি যজুর্ব্বেদরূপ অন্তরিক্ষলোকরূপ ও বামদেব্য-সামাত্মক। আহবনীয় অগ্নি সামবেদরূপ, স্বর্গলোকরূপ ও বৃহৎ-সামাত্মক। অতএব মহর্ষিগণ অগ্নিত্রয়কে মুক্তির উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাকেন।

১০। অগ্নিহোত্রং সায়ং প্রাতর্গৃহাণাং নিষ্কৃতিস্বিষ্টং সুহুতং যজ্ঞক্রতূনাং প্রায়ণং সুবর্গস্য লোকস্য জ্যোতিস্তস্মাদগ্নিহোত্রং পরমং বদন্তি।

[নবম সাধন বলিতেছেন—] সায়ং ও প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র গৃহক্রয়ের মূল্যস্বরূপ, অগ্নিহোত্রের অভাব ঘটিলে ক্ষুধিত

অগ্নি গৃহ দগ্ধ করে। অগ্নিহোত্র উৎকৃষ্ট যাগরূপ এবং উৎকৃষ্ট হোমরূপ, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যাগ, সেই দ্রব্যের অগ্নিতে প্রক্ষেপের নাম হোম। অপিচ, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও ক্রতুসমূহের প্রারম্ভ। অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ ও সৌত্রামণী এই সাতটী হবির্যজ্ঞ। ক্রতুশব্দ যূপযুক্ত সোমযাগসমূহে রূঢ়। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম এই সাতটী সোমসংস্থা ক্রতু। সে সমস্ত যজ্ঞ ও ক্রতুর আরম্ভক অগ্নিহোত্র। অতএব অগ্নিহোত্র স্বর্গলোকের প্রকাশক। তজ্জন্য মহর্ষিগণ অগ্নিহোত্রকে মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া থাকেন।

১১। যজ্ঞ ইতি যজ্ঞেন হি দেবা দিবং গতা যজ্ঞেনাসুরানপানুদন্ত যজ্ঞেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্‌যজ্ঞং পরমং বদন্তি।

[দশম সাধন বলিতেছেন] কেহ কেহ বলেন,—যজ্ঞই উৎকৃষ্ট সাধন। দেবতাগণ পূর্ব্ব জন্মে মনুষ্যশরীর গ্রহণকরত অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন। দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। অপিচ, সর্ব্বাভীষ্টফল প্রাপ্তির উপায়ভূত জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুগণও মিত্র হয়। যজ্ঞে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব মহর্ষিগণ যজ্ঞকে মুক্তির উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাকেন।

১২। মানসং বৈ প্রাজাপত্যং পবিত্রং মানসেন মনসা সাধু পশ্যন্তি মানসা ঋষয়ঃ প্রজা অসৃজন্ত মানসে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মান্‌ মানসং পরমং বদন্তি।

[একাদশ সাধন বলিতেছেন—] মানস উপাসনা প্রজাপতিপ্রাপ্তির সাধন ও চিত্তশুদ্ধির কারণ; যোগী উপাসনাযুক্ত অন্তঃকরণের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও ব্যবহিত বস্তুসমূহ দেখেন। একাগ্রচিত্তসম্পন্ন বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ সঙ্কল্পমাত্রে বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্তই মানস উপাসনে প্রতিষ্ঠিত আছে, অতএব মহর্ষিগণ মানস উপাসনাকে মুক্তির উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাকেন।

১৩। ন্যাস ইত্যাহুর্ম্মনীষিণো ব্রহ্মাণম্।

[দ্বাদশ সাধন বলিতেছেন—] বুদ্ধিমান্ স্মৃতিপ্রণেতা মহর্ষিগণ সন্ন্যাসকে হিরণ্যগর্ভরূপ বলিয়াছেন।

১৪। ব্রহ্মা বিশ্বঃ কতমঃ স্বয়ংভূপ্রজাপতিঃ সংবৎসর ইতি।

[সন্ন্যাসস্বরূপের স্তুতির নিমিত্ত সন্ন্যাসলভ্য হিরণ্যগর্ভের রূপের বর্ণনা করিতেছেন—]হিরণ্যগর্ভ সকলজগৎস্বরূপ, সুখতম, মাতা-পিতা ব্যতীত স্বয়মুৎপন্ন এবং প্রজাপালক, সংবৎসররূপ কালাত্মক, এমন কি সমস্তবস্তুস্বরূপ, ইহা বুঝিয়া লইবে।

১৫। সংবৎসরোঽসাবাদিত্যো য এষ আদিত্যে পুরুষঃ স পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাত্মা।

[পুনঃ সন্ন্যাসস্তুতির নিমিত্ত হিরণ্যগর্ভের অবয়বভূত সংবৎসরের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতেছেন—] সংবৎসররূপ কাল সূর্য্যস্বরূপ যে পুরুষ আদিত্যমণ্ডলে বিরাজ করেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ; কারণ, আদিত্যমণ্ডলদ্বারা হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই হিরণ্যগর্ভ জগতের কারণ এবং সকলের আত্মা।

১৬। যাভিরাদিত্যস্তপতি রশ্মিভিস্তাভিঃ পর্জন্যো বর্ষতি পর্জন্যেনৌষধিবনস্পতয়ঃ প্রজায়ন্ত ওষধিবনস্পতিভিরন্নং ভবত্যন্নেন প্রাণাঃ প্রাণৈর্ব্বলং বলেন তপস্তপসা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধয়া মেধা মেধয়া মনীষা মনীষয়া মনো মনসা শান্তিঃ শান্ত্যা চিত্তং চিত্তেন স্মৃতিং স্মৃত্যা স্মারং স্মারেণ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানেনাত্মানং বেদয়তি তস্মাদন্নং দদৎসর্ব্বাণ্যেতানি দদাত্যন্নাৎ প্রাণা ভবন্তি ভূতানাং প্রাণৈর্ম্মনো মনসশ্চ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানাদানন্দো ব্রহ্ম যোনিঃ।

[এইরূপে সূর্য্যদ্বারা সংবৎসরকে প্রশংসা করিয়া সকল কার্য্যের ব্যবহারের কারণ বলিয়া সূর্য্যমণ্ডলদ্বারা সংবৎসরকে প্রশংসা করিতেছেন—] সূর্য্য যে উষ্ণ কিরণ-জালের দ্বারা প্রখর তাপ প্রদান করেন, সেই সকল উষ্ণ রশ্মির দ্বারা পৃথিবীস্থ জল গ্রহণ করিয়া বর্ষণ করেন। সেই বৃষ্টিজলের দ্বারা ব্রীহ্যাদি ওষধিসমূহ ও অশ্বত্থাদি বনস্পতিসকল উৎপন্ন হয়। ওষধি ও বনস্পতির দ্বারা ভোজ্য অন্ন উৎপন্ন হয়। সেই অন্নের দ্বারা প্রাণ পুষ্টিলাভ করে। পুষ্ট প্রাণের দ্বারা শরীরে বল সম্পাদিত হয়। বলের দ্বারা কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্যা সম্পাদিত হয়, তপস্যাদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধার দ্বারা চিত্ত সমাহিত হইলে ধারণাশক্তিরূপ মেধা জন্মে। মেধাদ্বারা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিদ্বারা সতত তত্ত্ববিষয়ক মনন আবির্ভূত হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে তত্ত্ববিষয়ে মনন উৎপন্ন হয়; মননের দ্বারা চিত্ত ক্রোধাদিরহিত হইলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। লোক তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তত্ত্ববিষয়ে স্মৃতি প্রাপ্ত হয়। স্মৃতির দ্বারা লোক বিজাতীয়প্রত্যয়বিরহিত

বিশিষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের দ্বারা মানব সর্ব্বদা পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন। যেহেতু অন্নই হইতেছে প্রাণবলাদি-পরম্পরাক্রমে পরমাত্মানুভবের কারণ, অতএব যিনি এবংবিধ অন্ন প্রদান করেন, তিনি প্রাণাদি অনুভবপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই প্রদান করেন বলিতে হইবে। অন্ন হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, প্রাণের দ্বারা মনঃ, মনঃ হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে পরমানন্দ আবির্ভূত হয়, সেই পরমানন্দই জগৎকারণ ব্রহ্ম। অথবা 'ব্রহ্মযোনি' একটি পদ, সেই আনন্দই বেদের কারণ, এপক্ষে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বেদ।

১৭। স বা এষঃ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং পৃথিবীং চান্তরিক্ষং চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশাশ্চ স বৈ সর্ব্বমিদং জগৎ স স ভূতং স ভব্যং জিজ্ঞাসক৯প্ত ঋতজা রয়িষ্ঠা শ্রদ্ধা সত্যো মহস্বান্ তপসো বরিষ্ঠাৎ।

[পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসের স্তুতির জন্য সন্ন্যাসদ্বারা লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান পুরুষের প্রশংসা করিতেছেন——] যে পুরুষ সন্ন্যাসের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তিনি ভূত, ইন্দ্রিয়, প্রধান, আত্মা ও পরমাত্মা, এই কয়েকটী আত্মস্বরূপে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া পঞ্চবিংশতিতত্ত্বস্বরূপ ধারণ করেন। যে ব্রহ্মস্বরূপের দ্বারা সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, পূর্ব্বাদিদিক্, নৈঋত্যাদি মধ্যদিকই—সমস্ত জগৎ পরমেশ্বররূপ। তিনিই অতীত, ভবিষ্যৎ জগতের স্বরূপ। এই পুরুষের স্বরূপ [illegible]জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চিত হইয়া থাকে। তিনি সত্যের দ্বারা জাত, অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপ সত্যের দ্বারা উপলব্ধ

হয়। পুরুষ গুরুর উপদেশরূপ ধনে অবস্থিত থাকেন। তিনি শ্রদ্ধা সত্য ও স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ ; অতএব তিনি সংসারকারণ অজ্ঞানবিযুক্ত বলিয়া তাহার উপরে বর্ত্তমান আছেন।

১৮। জ্ঞাত্বা তমেবং মনসা হৃদা চ ভূয়ো ন মৃত্যুমুপয়াহি বিদ্বান্।

[এইরূপে সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞানযুক্ত পুরুষের প্রশংসা করিয়া জ্ঞানযুক্ত ফল প্রদর্শন করিতেছেন—] হে আরুণে! তুমি পরমাত্মাকে হৃদয়স্থ মনের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসরূপ সাধনের দ্বারা জানিয়া জ্ঞান লাভকরত আবার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইও না। কারণ, জ্ঞানীর বর্ত্তমান দেহপাত ঘটিলে আর জন্ম হয় না, সুতরাং মৃত্যুও নাই।

১৯। তস্মান্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ।

[উপসংহারে বিবিধ প্রশস্ত সন্ন্যাস বলিতেছেন—] যেহেতু সন্ন্যাসই মুক্তির অন্তরঙ্গ সাধন, অতএব মনীষিগণ সত্য ও তপস্যাদি মধ্যে সন্ন্যাসকে উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাকেন।

২০। বসুরণ্বো বিভুরসি প্রাণে ত্বমাস সংধাতা ব্রহ্মন্ ত্বমসি বিশ্বধৃত্তেজোদাস্ত্বমস্যগ্নিরসি বর্চ্চোদাস্ত্বমসি সূর্য্যস্য দ্যুম্নোদাস্ত্বমসি চন্দ্রমস উপয়ামগৃহীতোঽসি ব্রহ্মণে ত্বা মহসে।

[সন্ন্যাসের পর প্রণবের দ্বারা আত্মাতে সমাধি বিধান করিবার ইচ্ছায় সেই সমাধিতে বিঘ্নপরিহারের নিমিত্ত সকলের কারণ বলিয়া প্রথমে অন্তর্য্যামীর স্তুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] হে অন্তর্যামিন্! তুমি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বস্তুতত্ত্বের

উপদেশ দিয়া থাক। তুমি হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্প্রভৃতি বিবিধরূপে বিরাজমান রহিয়াছ, তুমি প্রাণবায়ুতে জীবাত্মায় সম্বন্ধ করিয়া দাও। তুমি ব্রহ্মাণ্ডধারক বায়ুরূপে আছ, তুমি ভূলোকবর্ত্তী অগ্নিকে ও চন্দ্রকে প্রকাশরূপ ধন প্রদান করিয়া থাক। তুমি যাগে সোমরূপে পরিণত হইয়া মৃন্ময়দারুময় পাত্রের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাক। আমি জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তির নিমিত্ত তোমার ভজনা করি।

২১। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত।

[এইরূপে অন্তর্য্যামীর স্তব করতঃ বিঘ্নবিহীন সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সমাধি বিধান করিতেছেন—] ত্রিমাত্র ওঙ্কার উচ্চারণকরতঃ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য আত্মাকে চিত্তে স্থাপন করিবেন।

২২। এতদ্বৈ মহোপনিষদং দেবানাং গুহ্যম্।

[সমাধির উপায়ভূত ওঙ্কারের প্রশংসা করিতেছেন—] এই প্রণব সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য, ইহা ইন্দ্রাদি দেবতাগণেরও গোপনীয় বস্তু, কারণ তাঁহারা শমদমাদি অধিকার-সম্পত্তিরহিত ব্যক্তিকে প্রণবের উপদেশ প্রদান করেন না।

২৩। য এবং বেদ ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানম্।

[পূর্ব্বোক্ত ওঙ্কারসমাধিজনিত তত্ত্বজ্ঞানের ফল প্রদর্শন করিতেছেন—] যিনি সন্ন্যাসগ্রহণকরতঃ প্রণবের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বে চিত্তসমাধান করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদিত মহাবাক্যোক্তপ্রকারে

ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত আছেন, সেই জ্ঞানী নিজে জীবত্বপ্রাপক পরিচ্ছিন্নভাব ত্যাগ করিয়া দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত ব্রহ্মের মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জীবত্বকৃত ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মস্বভাব আবির্ভূত হয়, অনন্তর জীবন্মুক্ত হন। জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে, তখন অবিদ্যা ও তাহার বাসনা তিরোহিত হওয়ার পরব্রহ্মের মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিদেহকৈবল্য লাভ করেন।

২৪। ইত্যুপনিষৎ। ইতি একোনশীতিতমোঽনুবাকঃ।

[সন্ন্যাসপূর্ব্বক তত্ত্ববিদ্যার উপসংহার করিতেছেন—] অতীত গ্রন্থে যে বিদ্যা কথিত হইয়াছে, তাহা রহস্যবিদ্যা।

অথাশীতিতমোঽনুবাকঃ। তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী শরীরমিধ্মমুরো বেদির্লোমানি বর্হির্ব্বেদঃ শিখা হৃদয়ং যূপঃ কামঃ আজ্যং মন্যুঃ পশুস্তপোঽগ্নির্দমঃ শময়িতা দক্ষিণা বাগ্ঘোতা প্রাণ উদ্গাতা চক্ষুরধ্বর্য্যুর্ম্মনো ব্রহ্মা শ্রোত্রমগ্নীৎ।

[সন্ন্যাসই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন, তজ্জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর সন্ন্যাসগ্রহণ যুক্তিসঙ্গত, কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত নহে। তত্ত্বসাক্ষাৎকার নিষ্পন্ন হইলে কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করা উচিত,—এই আশঙ্কা হইতে পারে, তাহার নিবৃত্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের যাগরূপত্ব বলিতেছেন। যাগের কখনও যাগাধিকার শঙ্কা হইতে পারে না। অতএব এই অনুবাকে পূর্ব্বভাগের দ্বারা যোগীর অবয়বসমূহ যজ্ঞের অঙ্গভূত দ্রব্যত্বরূপে পঠিত হইতেছে] যে সন্ন্যাসী ব্রহ্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন, এবংবিধ জীবন্মুক্ত

পুরুষের সম্বন্ধে যে যজ্ঞ বিহিত আছে, তাহার আত্মা যজমানসদৃশ, তদীয় অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা হইতেছে পত্নীস্থানীয়, শরীর হইতেছে কাষ্ঠ, উরুঃ অর্থাৎ বক্ষঃ হইতেছে বেদি, লোম—বর্হির্বেদ, শিখা—[illegible] যূপ—কাম, ঘৃত—ক্রোধ, পশু—তপঃ, অগ্নি—দম, সর্ব্বেন্দ্রিয়োপশমকারী চিত্তবৃত্তিবিশেষরূপ শময়িতা—যজ্ঞের দক্ষিণা, বাগিন্দ্রিয়—হোতা, প্রাণ—উদ্‌গাতা, চক্ষুঃ—অধ্বর্য্যু, মনঃ—ব্রহ্মা, শ্রোত্র—অগ্নীৎ, উদ্‌গাতা উধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও অগ্নীৎ—ইহারা ঋত্বিক্।

২। যাবদ্ধ্রিয়তে সা দীক্ষা। যদশ্নাতি তদ্ধবির্যৎ পিবতি তদস্য সোমপানং যদ্রমতে তদুপসদো যৎ সংচরত্যুপবিশত্যুত্তিষ্ঠতে চ স প্রবর্গ্যো যন্মুখং তদাহবনীয়ো বা ব্যাহৃতিরাহুতির্যদস্য বিজ্ঞানং [illegible]জ্জুহোতি যৎ সায়ং প্রাতরত্তি তৎ সমিধং যৎপ্রাতর্মধ্যংদিনং সায়ং চ [illegible]ন্দ্বনি।

[অন্তিম অনুবাকের দ্বিতীয় ভাগের দ্বারা যোগিব্যবহারসমূহ যে জ্যোতিষ্টোম যাগের অবয়ব ক্রিয়ারূপ, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন] বিদ্বদ্ব্যক্তি যাবৎকাল ভোজন না করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করেন, সেই ধৃতি হইতেছে দীক্ষানামক সংস্কাররূপ। তিনি যাহা ভোজন করেন, তাহা হবিঃ; যাহা পান করেন, তাহা সোমপান; যাহা ক্রীড়া করেন, তাহা উপসদ; তিনি যে সঞ্চরণ করেন, উপবেশন করেন ও উত্থিত হন, তাহা প্রবর্গ্য; তাঁহার মুখ—আহবনীয় ব্যাহৃতি, আহুতি ও বিজ্ঞান হোমস্থানীয়; সায়ং ও প্রাতঃকালে ভোজন হইতেছে সমিধ। [illegible] প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও সায়ং স্নান, তাহা হইতেছে সবনত্রয়।

৩। যে অহোরাত্রে তে দর্শপূর্ণমাসৌ যেঽর্দ্ধমাসশ্চ মাসাশ্চ তে চাতুর্মাস্যানি য ঋতবস্তে পশুবন্ধা যে সংবৎসরাশ্চ পরিবৎসরাশ্চ তেঽহর্গণাঃ সর্ব্ববেদসং বা এতৎ সত্রং যন্মরণং তদবভৃথঃ।

[এই অনুবাকের তৃতীয় ভাগের দ্বারা জীবন্মুক্তসম্বন্ধী কাল-বিশেষের নানাবিধ কালরূপতা বলিতেছেন—] যে প্রসিদ্ধ দিবা ও রাত্রি হইতেছে, তাহা দর্শ ও পূর্ণমাসকালস্থানীয়, যে অর্দ্ধমাস অর্থাৎ পক্ষ ও মাস, তাহারা চাতুর্মাস্যযাগস্থানীয়; ঋতুসমূহ—পশুবন্ধ; সংবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর, ইদ্বৎসর, এই পাঁচটী হইতেছে—দ্বিরাত্রাদি অহর্গণযাগ। যে পর্য্যন্ত আয়ুঃ যোগীর, তৎকালপর্য্যন্ত এই সত্রের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাঁহার মরণ হইতেছে অবভৃথ।

৪। এতদ্বৈ জরামর্যমগ্নিহোত্রং সত্রং য এবং বিদ্বানুদগয়নে প্রমীয়তে দেবানামেব মহিমানং গত্বাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছত্যথ যো দক্ষিণে প্রমীয়তে পিতৃণামেব মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোত্যেতৌ বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মহিমানৌ ব্রহ্মণো বিদ্বানভিজয়তি তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানম্। সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ।

ইতি নারায়ণোপনিষৎ সমাপ্তা।

[এই অনুবাকের চতুর্থভাগের দ্বারা উপাসীন যোগীর সর্ব্বযজ্ঞাত্মক ক্রমমুক্তির ফল বলিতেছেন—] জরামরণাবধি যে যোগীর আচরণ আছে, তাহা বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ও সহস্র সংবৎসর সাধ্য সত্ররূপ কর্ম্মস্বরূপ;—যে উপাসক ইহা জানেন তিনি উত্তরায়ণে মরেন। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর সূর্য্যের

স্বরূপ অথবা সহবাস প্রাপ্ত হন। যিনি দক্ষিণায়নে মরেন, তিনি অগ্নিষ্বাত্তপ্রভৃতি পিতৃগণের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের সাযুজ্য ও সহবাস প্রাপ্ত হন, যে ব্রাহ্মণ সূর্য্য ও চন্দ্রের মহিমাকে জানেন, তিনি হিরণ্যগর্ভের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অনন্তর হিরণ্যগর্ভ লোকে গমন করত হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। তথায় জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

[* অন্তস্যৈকপঞ্চাশচ্ছতং জাতবেদসে চতুর্দ্দশ ভূরন্নং ভূরগ্নয়ে ভূরগ্নয়ে চৈবমেকং পাহি পাহি চত্বারি চত্বারি যশ্ছন্দসাং দ্বে নমো ব্রহ্মণ ঋতং তপো যথা বৃক্ষস্যৈকমেকমনোরণীয়াংশ্চতুস্ত্রিংশৎসহস্রশীর্ষং ষড়্‌বিংশতিরাদিত্যো বা এব আদিত্যো বৈ তেজ একমেকং নিধন-পতয়ে ত্রয়োবিংশতিং সদ্যোজাতং ত্রীণি বামদেবায়ৈকমঘোরেভ্যস্তৎ-পুরুষায় দ্বে [illegible] ঈশানো নমো হিরণ্যবাহব একমেকমৃতং সত্যং দ্বে সর্ব্বো বৈ চত্বারি কদ্রুদ্রায় ত্রীণী যস্য বৈবঙ্কতী কৃণুষ্ব পাজোঽদিতি-রাপো বা ইদং সর্ব্বমেকমেকমাপঃ পুনন্তু চত্বার্য্যগ্নিশ্চ সূর্য্যশ্চ নব নবোমিতি চত্বার্য্যায়াতু পঞ্চৌজোঽসি দশোত্তামে চত্বারি ঘৃণিস্ত্রীণি ব্রহ্মমেতু মাং যাস্তে ব্রহ্মহত্যাং দ্বাদশ ব্রহ্মমেধয়াঽস্থা ন ইদং ভ্রূণহত্যাং ব্রহ্ম মেধবা ব্রহ্মা দেবনামিদং বীরহত্যামেকান্নবিংশতি মেধা দেবী মেধাং ম ইন্দ্রশ্চত্বারি চত্বার্য্যামাং মেধা দ্বে ময়ি মেধামেকমপৈতু পরং বাতং প্রাণমমূত্র ভূয়াদ্বরিং শক্কৈরগ্নিং মা ছিদো মৃত্যো মা নো মহান্তং মা নস্তোকে প্রজায়তে স্বস্তিদা ত্র্যম্বকং [illegible]ত সহস্রং দ্বে দ্বে মৃত্যবে

* ইতি পাঠঃ কেষুচিদ্ গ্রন্থেষু [illegible]তে।

স্ব.হৈকং দেবকৃতস্যৈকাদশং যদ্বো দেবাঃ কামোঽকার্ষীন্মন্যুরকার্ষীদ্ দ্বে তিলাঞ্জুহোমি গাবঃ শ্রিয়ং প্রজাঃ পঞ্চ তিলাঃ কৃষ্ণাশ্চোরস্য শ্রীঃ প্রজ্ঞা তু জাতবেদঃ সপ্ত প্রাণবাক্ত্বক্‌শির উত্তিষ্ঠ পুরুষং পঞ্চ পৃথিবী শব্দমনোবাগব্যক্তাত্মাহন্তরাত্মা পরমাত্মা মে ক্ষুধেয়ন্নময় পঞ্চদশাগ্নয়ে স্বাহৈকচত্বারিংশদোং তদ্‌ব্রহ্ম নব শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টশ্চতুর্বিংশতিঃ-শ্রদ্ধায়াং দশাঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো দ্বে বাঙ্‌ম আসনন্নষ্টৌবয়ঃ সুপর্ণাঃ প্রাণানাং গ্রন্থিরসি দ্বে দ্বে নমো রুদ্রায় একং ত্বমগ্নে দ্যুভির্দ্বে শিবেন মে সংতিষ্ঠাস্ব সত্যং প্রাজাপত্যস্তস্যৈবমেকমেকমশীতিঃ ॥] ॥

নারায়ণোপনিষৎ-সমাপ্ত ।